বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

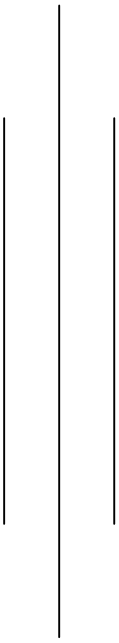

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টাঃ

১। **জনাব তাজুল ইসলাম, এমপি**
মাননীয় মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নির্দেশনায়ঃ

জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সম্পাদনা পরিষদঃ

- অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ - আহবায়ক
- অতিরিক্ত সচিব, (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য
- মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মইই উইং, স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য
- অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য
- অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ), স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য
- অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য
- যুগ্মসচিব (মওমূ), স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য
- সহকারী সচিব (মনিটরিং-৩), স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য সচিব

সহযোগীতায় ঃ
স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এর আওতাধীন
সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

প্রকাশনায় ঃ
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায়-১	**স্থানীয় সরকার বিভাগ**	**১-২৯**
১.১	**স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুবিভাগসমূহ**	
১.২	অতিরিক্ত সচিবের অধীনস্থ অনুবিভাগ	৩-৭
১.৩	প্রশাসন অনুবিভাগ	৮-১২
১.৪	উন্নয়ন অনুবিভাগ	১৩-১৪
১.৫	নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ	১৪-১৮
১.৬	পানি সরবরাহ অনুবিভাগ	১৯-২৫
১.৭	মনিটরিং, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ	২৫-২৬
১.৮	পরিকল্পনা অধিশাখা	২৭-২৯
অধ্যায়-২	**স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে সরাসরি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ**	৩০-৫০
২.১	বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৩০-৩৩
২.২	আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৩৪-৩৬
২.৪	আরবান পাবলিক এন্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প	৩৭-৩৮
২.৫	সৌহার্দ্য III (SHOUHARDO III) কর্মসূচি	৩৯-৪২
২.৬	লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি:৩)	৪৩-৫০
অধ্যায়-৩	**স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহ**	৫১-৭১
৩.১	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)	৫১-৫৪
৩.২	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিআরডি)	৫৫-১১৯
৩.৩	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)	১২০-১৪২
৩.৪	রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় - জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন	১৪৩-১৪৪
৩.৫	ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)	১৪৫-১৫৪
৩.৬	চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (চট্টগ্রাম ওয়াসা)	১৫৫-১৫৯
৩.৭	খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (খুলনা ওয়াসা)	১৬০-১৬৮
৩.৮	রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (রাজশাহী ওয়াসা)	১৬৯-১৮২
অধ্যায়-৪	**সিটি কর্পোরেশনসমূহ**	**১৮৩-২৬৮**

অধ্যায়-১

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার বিভাগ দেশের সকল নাগরিকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন ও নাগরিক সেবা সম্প্রসারণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকর ও শক্তিশালী করা এদেশের জনগণের দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা। এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সমন্বয় কার্যক্রম দৃঢ় করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকাও পালন করছে। এ বিভাগের গৃহীত কার্যক্রম ও উদ্যোগসমূহ বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯(২)(গ) ও ৬০ এবং অনুচ্ছেদ ১৬ এ বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত। দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা,সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী ওয়াসার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান কর্মসংস্থানসহ দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি করছে। এছাড়া এ বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে।

রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্যঃ

রূপকল্প:

জনঅংশগ্রহণে কার্যকর স্থানীয় সরকার।

অভিলক্ষ্য:

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রধান কার্যাবলিঃ

স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থার জন্য আইন-বিধি ও নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োগ।

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্থাপন ও প্রশাসনিক বিষয়াবলি।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়ন, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন।
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), ওয়াটার এন্ড সুয়ারেজ অথরিটি (ওয়াসা), জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) এবং মশক নিবারণী দপ্তর এর প্রশাসনিক বিষয়াদি, অর্থায়ন এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহীত কর্মসূচি/প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।
- পল্লী এলাকার ব্রিজ কালভার্টসহ সড়ক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি। গ্রোথ সেন্টার ও অন্যান্য হাট-বাজার উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা।
- শহর ও পল্লী এলাকায় সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা নিরসন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি; এবং
- সরকারের আদেশ বলে অন্যান্য কার্যাদি।

স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসনিক কাঠামো

প্রশাসনিক কাঠামো

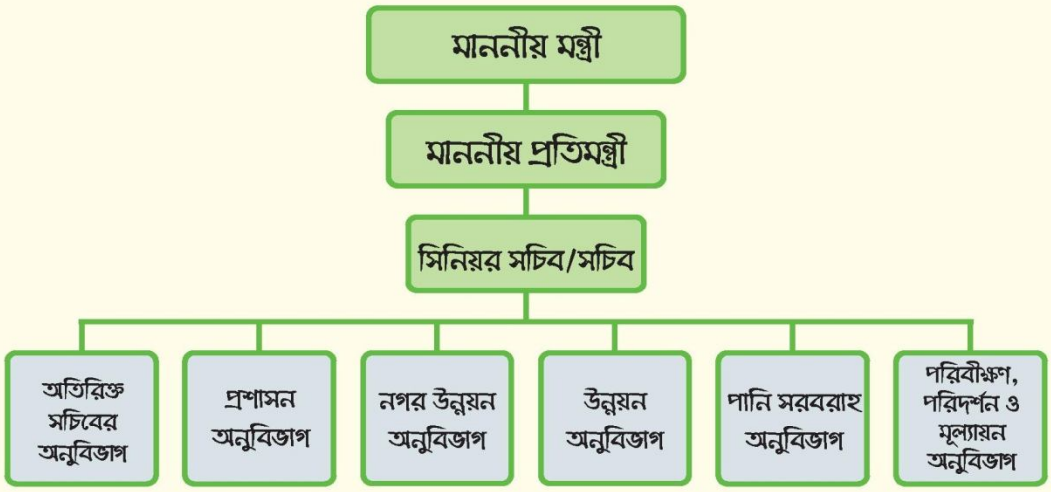

দপ্তর/সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান

অতিরিক্ত সচিবের অধীনস্থ অনুবিভাগ

অতিরিক্ত সচিবের অধীনস্থ অনুবিভাগে তিনজন উপসচিব, পাঁচজন সিনিয়র সহকারী সচিব ও একজন সিস্টেম এনালিস্ট এর পদ রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে কোন ধরনের আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ, ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ, আত্মনির্ভরশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ, সমগ্র বিভাগের বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ই-গর্ভনেন্স ও ডিজিটাল প্রশাসনিক কার্যক্রম প্রচলনের লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম এ অনুবিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

আইন ১ ও ২ অধিশাখা

(ক) আইন-১ ও ২ শাখার মূল কাজ: আইন-১ ও আইন-২ শাখা স্থানীয় সরকার বিভাগের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম শাখা। স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনগত কার্য ক্রম এ শাখাদ্বয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সরকারের আদেশ/সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন, সিভিল রিভিশন, সিভিল রিভিশন, সিভিল রুল, সিভিল পিটিশন, কনটেম্পট পিটিশন এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত এটি/এএটি মামলা, জেলা জজ আদালতে দায়েরকৃত দেওয়ানী মামলা ও সিআর মামলার কার্য ক্রম আইন১ ও আইন-২ শাখা হতে পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও সকল মামলার হালনাগাদ তথ্য/ডাটাবেজ সংরক্ষণের নিমিত্ত ডাটা-এন্ট্রি কার্য ক্রম শুরু করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ সনে স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগসহ অন্যান্য আদালতে বিচারাধীন/নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা প্রায় ১০,১৫০ টি।

(খ) মনিটরিং-৩ শাখার চাহিদা অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ সনে আইন-১ ও আইন-২ শাখার মামলা সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক নং	শাখার নাম	পেন্ডিং মামলার জের	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	এ পর্যন্ত নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	এ পর্যন্ত সরকারের পক্ষে রায়ের সংখ্যা	এ পর্যন্ত সরকারের বিপক্ষে রায়ের সংখ্যা	এ পর্যন্ত দায়েরকৃত আপীল মামলার সংখ্য	মন্তব্য
০১.	আইন-১ শাখা	৯৩৭০	৩৫৯	১৫৮	৮৬	৭২	২৩	
০২.	আইন-২ শাখা	৭৯০	২২৫	-	-	-	-	
	মোট=	১০১৫০	৫৮৪	১৫৮	৮৬	৭২	২৩	

(গ) মামলার তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটা-বেজ সফটওয়ার তৈরী করা হয়েছে। যাতে এ পর্যন্ত প্রায় ১,৩০০ মামলার তথ্যাদি ইনপুট দেওয়া হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ অধিশাখা

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ সর্ব নিম্ন স্তর। বাংলাদেশে মোট ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ৪৫৭১। উন্নয়ন কর্ম কান্ডের সকল স্তরে জনগনের অংশগ্রহণ, স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, নারীকে উন্নয়ন কর্ম কান্ডের সাথে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্য ক্রম গ্রহণ করেছে। ইউনিয়ন পরিষদের আর্থি ক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন কর্ম কান্ডে জনগণকে সরাসরি সম্পৃক্ত করার জন্য লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-৩) চালু রয়েছে। উচ্চতর আদালতে মামলার জট কমানো এবং স্থানীয় পর্যায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্ট স ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়েই অনেক বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনলাইনে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং জনগনের দোরগোড়ায় তথ্যসেবা পৌছে দেওয়ার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়া জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট (এনআইএলজি)

এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি ও কর্ম কর্তা/কর্ম চারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এনআইএলজি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গবেষণা কার্য ক্রমও পরিচালনা করছে। সরকারের সেবামূলক কার্য ক্রম জনগণের নিকট পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রিক নিম্নবর্ণি ত বর্ণি ত উন্নয়ন ও সেবামূলক কার্য ক্রম পরিচালিত হচ্ছে

- ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া উক্ত আইনের পাশাপাশি ১৬টি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ইউনিয়ন পর্য ায়েওয়ানস্টপ সার্ভি সপ্রদানের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদসমূহে কমপ্লেক্স ভবন নির্ম াণকরা হচ্ছে। ৪৫৭১ টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ৩২১৯ টি ইউনিয়ন পরিষদে কমপ্লেক্স ভবন নির্মি তহয়েছে। ২২৫টি ইউনিয়ন পরিষদে কমপ্লেক্স ভবন নির্ম ানেরকাজ চলমান রয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ইউনিয়ন পরিষদের কর্ম চারীদের বেতন-ভাতা, উৎসব, আনুতোষিক, পোষাক সরবরাহ এবং চেয়ারম্যান/সদস্যদের সম্মানীভাতা বাবদ মোট ৭২২ কোটি ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছাড় করা হয়েছে।
- ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দ হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরেগ্রাম আদালত পরিচালনার সুবিধার্থে এজলাস নির্ম াণের জন্য ৪১৬টি ইউনিয়নে (প্রতি ইউনিয়নে ১,২০,০০০/= টাকা করে) মোট ৫.০০ কোটি (পাঁচ কোটি) টাকা অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। পর্য ায়ক্রমেসকল ইউনিয়নে এজলাস নির্ম ান করা হবে। এছাড়া দক্ষতা ও কর্ম তৎপরতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে জেলা পর্য ায়ে শ্রেষ্ঠ ইউপি চেয়ারম্যানগণকে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- ইউনিয়ন পরিষদের কার্য ক্রমকেসুষ্ঠুভাকে সম্পাদনের জন্য ৪৫৫৩ টি ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটিতে একজন করে হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর এর পদ সৃজন করা হয়েছে এবং সৃজনকৃত ইউনিয়ন পরিষদে হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর নিয়োগ করার জন্য সকল জেলা প্রশাসককে নির্দে শনাপ্রদান করা হয়েছে।
- গত ০৯/০৮/২০১৭ তারিখে ইউপি চেয়ারম্যানের সম্মানীভাতা ৩৫০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১০০০০ টাকা নির্ধ ারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে সরকারি অংশ ৪৫০০ টাকা। এছাড়া ইউপি সদস্যগণের সম্মানীভাতা ২০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৮০০০ টাকা নির্ধ ারণকরা হয়েছে, যার মধ্যে সরকারি অংশ ৩৬০০ টাকা। যা ১ জুলাই, ২০১৬ হতে কার্য করহয়েছে।
- ০৪ নভেম্বর ২০১৮ হতে ইউনিয়ন পরিষদে কর্ম রত দফাদারদের বেতন ৩৪০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৭০০০ টাকায় এবং মহাল্লাদারদের বেতন ৩০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৬৫০০ টাকায় নির্ধ ারণকরা হয়েছে। ২৬/০১/২০১৬ তারিখ হতে গ্রামপুলিশগণের অবসরগ্রহণ কালে এককালিন অনুদান হিসেবে ৬০,০০০/- ও ৫০,০০০/- টাকা নির্ধ ারণকরা হয়েছে। এছাড়া গ্রামপুলিশগণ অবসরের পূর্বে চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে অবসরকালিন বর্তমান প্রদত্ত সুবিধা মৃত্যুবরণকারীর পরিবারের অনুকুলে প্রদানের বিষয়ে গত ১২/১১/২০১৭ তারিখে নির্দে শনাপ্রদান করা হয়েছে। গ্রামপুলিশগণের সপ্তাহে একদিন থানায় হাজিরার জন্য যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা বাবদ ৩০০ টাকা প্রদানের জন্য ০১/০৩/২০১৭ তারিখে পত্র জারি করা হয়েছে।

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্য ায় প্রকল্প :

পল্লী এলাকার নারী, দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী যাতে তাদের প্রতি সংঘঠিত অন্যায়ের প্রতিকার স্থানীয় পর্য ায়ে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে পেতে পারে সেলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে ইউএনডিপি ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর আর্থি ক সহযোগিতায় বাংলাদেশের ১৪টি জেলার ৫৭টি উপজেলায় ৩৫১টি ইউনিয়নে ৭ বছর মেয়াদী (২০০৯-১৫) "Activating Village Courts in Bangladesh" শীর্ষ ক প্রকল্পের প্রথম পর্য ায়ের কার্য ক্রম সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম পর্য ায় সমাপ্তির পর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে দেশের ২৭টি জেলার ১৩৫ উপজেলার ১,০৮০টি ইউনিয়নে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্য ায় প্রকল্পটির (২০১৬-২০১৯) কার্য ক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০১৯ পর্য ন্ত প্রকল্পভূক্ত বিভিন্ন ইউনিয়নে মোট ১,১৯,৬৯৬ টি মামলা নথিভ,ক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৯৪,১৯৩টি মামলার রায় প্রদান করা হয়েছে এবং ৮৮,৪৯৮ মামলার রায় বাস্তবায়িত হয়েছে। ৬৪৫৭টি মামলা উচ্চ আদালত থেকে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালতে প্রেরণ

করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে প্রতিবাদীর কাছ থেকে৯২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে আবেদনকারীকে প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে ২৪০০৬ জনকে গ্রাম আদালতের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট৩ (এলজিএসপি-৩) :

স্থানীয় সরকারকে গতিশীল ও কার্যকর প্রশাসনিক ইউনিটে পরিণত করে তৃণমূল পর্যায়ে সেবারমান বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট৩ (এলজিএসপি-৩) এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর, ২০২১। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫,৫৩৫ কোটি (পাঁচ হাজার পাঁচশত পয়ত্রিশ কোটি) টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, হাট-বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পয়নিষ্কাশন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের সুব্যবস্থাসহ কৃষি উন্নয়নের জন্য সেচ ব্যবস্থায় ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

- নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নকে এ প্রকল্প বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। স্থানীয় পর্যায়ে জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে প্রকল্প থেকে যে থোক বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে তার ৩০% অর্থ মহিলাদের দ্বারা বাছাইকৃত স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে ব্যয় করা হচ্ছে।

উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন) :

তৃনমূল পর্যায়ে সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীন হতদরিদ্র মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য স্বপ্ন প্রকল্পটি ইউএনডিপি'র কারিগরি সহযোগীতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ দেশের ২২টি জেলার ১০৬ টি উপজেলার অধীনে ১০৩০ টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করছে। গ্রামীন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষনের কাজে হতদরিদ্র মহিলাদেরকে ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। এর পাশাপাশি বাধ্যতামূলক সঞ্চয় সৃষ্টি করে কাঙ্খিত মানবিক ও কারিগরী দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে হতদরিদ্র মহিলাদেরকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরা হয়।

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ উন্নয়ন (স্বপ্ন) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৪৬৪ জন মহলিা উপকারভোগীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তন্মধ্যে ১০০ জন মহিলা উপকারভোগীকে রপ্তানীমুখী শিল্প কারখানায় নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত মহিলা উপকারভোগীকে ১০৬ কর্মদিবসে নগদ মজুরী হিসেবে মোট ৭.১০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে মহিলা উপকারভোগীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার :

তৃণমুল পর্যায়ে জনগণের দোড়গোড়ায় তথ্য সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে২০১০ সালে ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়, যার বর্তমান নাম ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। বর্তমানে দেশের প্রত্যেকটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার রয়েছে, যেখানে সার্ব ক্ষনিক বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে প্রন্তিক জনগণকে ইসেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ১২২ ধরণের সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদান করা হয়। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে প্রদত্ত উল্লেখযোগ্যসমূহ হলো : জমির পর্চা, জীবন বীমা, পল্লী বিদ্যুতের বিল পরিশোধ, সরকারি ফরম, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, ভিজিএফ-ভিজিডি তালিকা, নাগরিক সনদ, নাগরিক আবেদন, কৃষি তথ্য, স্বাস্থ্য পরামর্শ, মোবাইল ব্যাংকিং, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ছবি তোলা, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ই-মেইল, চাকুরির তথ্য, কম্পোজ, ব্রিটিশ কাউন্সিলের ইংরেজি শিক্ষা, ভিসা আবেদন ও ট্রাকিং, ভিডিও কনফারেন্সি, প্রিন্টিং, স্ক্যানিং, ফটোকপি,লেমিনেটিং, এজেন্ট ব্যাংকিং, ই-কমার্স, অনলাইন পাসপোর্ট আবেদন, ভিসার স্ট্যাটাস চেকিং, অনলাইনে ইন্ডিয়ান ভিসার আবেদন, বিদেশে গমনেচ্ছুদের জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার মূখ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় আইটি সেবাসমূহ সুলভ ও সহজলভ্য হওয়ায় মানুষের অর্থ ও সময়ের সাশ্রয় হয়েছে।

রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন :

অক্টোবর, ২০১০ সাল থেকে অনলাইনে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রকল্পের মাধ্যমে এর কার্যক্রম চলমান ছিল। অনলাইনে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কার্যালয়ের আওতায়৫১০৭

নিবন্ধক অফিস জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্য ক্রম পরিচালনা করছে।৩০ জুন, ২০১৯ পর্য ন্ত১৭কোটি ০৯ লক্ষ ৭০ হাজার ১৭২ জনের জন্ম নিবন্ধন নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়েছে। জুন, ২০২০ এর মধ্যে সকল ব্যক্তির জন্ম নিবন্ধন ডাটাবেজে অন্তভ,ক্তির লক্ষমাত্রা নির্ধ ারণ করা হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্য ক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে৮ মার্চ, ২০১৮ তারিখে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে জনগণের ভোগান্তি লাঘব হয়েছে।

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) :

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) একমাত্র প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯২ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনপ্রতিনিধি, কর্ম কর্তা ও কর্ম চারীদের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এনআইএলজি থেকে২০০৮-০৯ হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্য ন্ত৩২৪৩টি প্রশিক্ষণ কোর্সে র মাধ্যমে১,৪৮,৯৬৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০০৮-০৯ হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্য ন্ত৩০২টি গবেষণা কার্য ক্রম পরিচালিত হয়েছে। এছাড়াও১৭টি জার্ন াল ও০৮ নিউজ লেটার প্রকাশিত হয়েছে। স্থানীয় পর্য ায়ে তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) বিগত ০১ জুলাই, ২০১৮ তারিখে ইনোভেশন কার্য ক্রমের আওতায় স্থানীয় সরকার হেল্পলাইন-১৬২৫৬ চালু করেছে।

সামগ্রিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদ এখন দেশের তৃণমূল পর্য ায়ের উন্নয়ন কর্ম কান্ড পরিচালনা ও সেবা প্রদানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর নানা কর্ম সূচী ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল কর্ম সূচীর আওতায় ইউনিয়ন পরিষদ দ্রুত এবং সহজে জনগণকে সেবা প্রদানের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এই সেবা প্রদান কার্য ক্রম নিশ্চিত করার জন্য সরকার ইউনিয়ন পরিষদকে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্য কর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে কার্য ক্রম অব্যহত রেখেছে।

নব সৃজিত ইউনিয়নের নামসমূহ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	নব সৃজিত ইউনিয়নের নাম
১.	মাদারীপুর	কালকিনি	পূর্ব এনায়েতপুর
২.	কুমিল্লা	লালমাই	বাকই উত্তর
		লামসাম	মুদাফ্ফরগঞ্জ উত্তর
		নাঙ্গলকোট উত্তর	রায়কোট উত্তর, আদ্রা উত্তর, জোড্ডা পশ্চিম, বটতলী
		কুমিল্লা সদর দক্ষিণ	গলিয়ারা উত্তর
৩.	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর	ব্রাহ্মণডোরা
৪.	চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ	১২নং দ্বাদশগ্রাম
৫.	বরিশাল	মেহেন্দীগঞ্জ	শ্রীপুর, জয়নগর
৬.	টাঙ্গাইল	ঘাটাইল	সাগারদিঘী, সংগ্রামপুর, লক্ষিন্দর
		মধুপুর	বেরীবাইদ, কুড়াগাছা, কুড়ালিয়া, মহিষমারা, ফুলবাগচালা
৭.	মুন্সীগঞ্জ	টংগীবাড়ী	বালিগাঁও
৮.	যশোর	কেশবপুর	১০নং সাতবাড়িয়া, ১১নং হাসানপুর
৯.	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর	মাখালডাঙ্গা, নেহালপুর, গড়াইটুপি
		দামুড়হুদা	নাটুদাহ
		জীবননগর	মনোহরপুর, কেডিকে
১০.	দিনাজপুর	বিরল	রাজারামপুর

বাজেট ও বাস্তবায়ন অধিশাখা

বাজেট ও বাস্তবায়ন অধিশাখা একজন উপসচিব ও একজন সিনিয়র সহকারী সচিব সমন্বয়ে গঠিত। স্থানীয় সরকার বিভাগের অর্থ বছর ভিত্তিক বাজেট প্রাক্কলন প্রণয়ন, দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বরাদ্দকৃত অর্থ বন্টন, সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন প্রণয়ন ও এ বিভাগের বিপরীতে মঞ্জুরীকৃত বাজেট বাস্তবায়ন কার্য ক্রম এ অধিশাখা তদারক করে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এ শাখা বাস্তবায়িত কার্য াবলি নিম্নরূপঃ

(১) মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে০৯(নয়) টি ইন হাউজ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(২) অর্থ বিভাগের সাথেমধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো সংক্রান্ত ০৬(ছয়) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৩) সংশোধিত বাজেট ও পরিপত্র-১ এবং পরিপত্র-২ বিষয়ে সভা-০৪ টি।

(৪) অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দে শনার আলোকে

(ক) স্থানীয় সরকার বিভাগের মিশন স্টেটমেন্ট, প্রধান কার্য াবলী, কৌশলগত উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ, দারিদ্র নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য, অগ্রাধিকার খাত/কর্ম সূচীসমূহ ও প্রধান কর্ম কৃতি নির্দে শকসমূহ নির্ধ ারণ করা হয়েছে এবং দপ্তর/সংস্থার সাম্প্রতিক অর্জন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, প্রধান কার্য ক্রমসমূহ, কার্য ক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য, ফলাফল নির্দে শক এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধ ারণ করা হয়েছে। রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা প্রাথমিক সম্ভাব্য ব্যয়সীমার আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে।

(খ) পরিপত্র-২ এর আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের বিস্তারিত বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপন প্রণয়ন করা হয়েছে।

(গ) অর্থ বিভাগের নির্দে শনা অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৬) মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট শাখা হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য ৩৪২৪১.২০ কোটি টাকার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে; তন্মধ্যে পরিচালন বাজেট ৪৩২১.৫৪ কোটি (চার হাজার তিনশত একুশ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ) টাকা এবং উন্নয়ন বাজেট ২৯৯১৯.৬৬ কোটি (উনত্রিশ হাজার নয়শত উনিশ কোটি ছিষট্টি লক্ষ) টাকা। রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধ ারণ করা হয়েছে৩৯৬.৭৭ কোটি (তিনশত ছিয়ানব্বই কোটি সাতাত্তর লক্ষ) টাকা।

কম্পিউটার সেল

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রণীত নতুন সফটওয়্যার এর বিবরণী : ই- লাইব্রেরি, ICT সমস্যার অভিযোগ, সিটিজেন চার্ট ার(ডিজিটাল ভার্স ন), সেবা গ্রহীতার মতামত।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ডাটাএন্ট্রি ও প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন : স্থানীয় সরকার বিভাগের আইসিটি যন্ত্রাংশসমূহের (কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার) এর বিস্তারিত কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়েবসাইটে অর্ন্তভুক্ত তথ্যের বিবরণী: বিভিন্ন শাখা হতে প্রাপ্ত ৬০৭০ টি দাপ্তরিক চিঠি আপলোড করা হয়েছে। LAN ব্যবহারকারী ১৫০ জনকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ই- গর্ভন্যান্স বাস্তবায়নে সম্পাদিত প্রস্তুতিমূলক কার্য ক্রম: ই-ফাইলিং। ডিজিটাল হাজিরা চালু করা হয়েছে

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অনুবিভাগে যুগ্ম সচিবের অধীনে তিনজন উপসচিব, নয়জন সিনিয়র সহকারী সচিব ও একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার পদ রয়েছে। এ অনুবিভাগের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগের সাধারণ কার্যাবলী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বিষয়াদি ও বেতন-ভাতা সংক্রান্ত কার্যক্রম, হাট-বাজার, জলমহাল, ফেরীঘাট ইজারা অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম, জেলা পরিষদ/উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক কার্যক্রম ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর থোক বরাদ্দ প্রদান, এ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করাসহ বিবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

প্রশাসন অধিশাখা

প্রশাসন অধিশাখার অধীনে চারটি উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব ও একটি হিসাব রক্ষণ কর্ম কর্তার পদ রয়েছে। এ অধিশাখার আওতায় প্রশাসন-১ শাখা স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসনিক কার্য াদিসহ অন্যান্য নিমোক্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য াবলী সম্পাদিত হয়েছেঃ

০১। নিয়োগঃ স্থানীয় সরকার বিভাগে ০৮(আট) জন কম্পিউটার অপারেটর এবং ১৫(পনের) জন অফিস সহায়ক নিয়োগ করা হয়।

০২। স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্ম কর্ত/কর্ম চারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ০৩(তিন) টি কোর্সে ১২৮ (একশত আটাশ) জনকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

০৩। স্থানীয় সরকার বিভাগের জনবল সংক্রান্ত তথ্য বিবরণীঃ

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্ম রত(কর্ম কর্ত/ কর্ম চারী)	প্রেষণে নিযুক্ত কর্ম কর্ত/কর্ম চারী সংখ্যা
১ম শ্রেণী (গ্রেড ১-৯)	৭০	৫৯	-
২য় শ্রেণী(গ্রেড - ১০)	৬৫	৪০	-
৩য় শ্রেণী (গ্রেড ১১-১৯)	৫৫	৫২	২৪
৪র্থ শ্রেণী(গ্রেড-২০)	৬৬	৬৫	২৭
মোট জনবল	২৫৬	২১৬	৫১

জেলা পরিষদ অধিশাখা

জেলা পরিষদ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম জনসমাদৃত একটি প্রতিষ্ঠান। জেলা পরিষদসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্ম-সৃজন ও আয় বর্ধ ককার্য ক্রমেরআওতায় দুস্থ, অসহায় ও বিধবা মহিলাদের সেলাই, এমব্রয়ডারী, পশুপালন, কেঁচো, মাশরুম ও স্ট্রবেরী চাষ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। মহিলাদের আধুনিক পদ্ধতিতে ফল চাষ, বাটিক, বুটিক, হাঁস মুরগীর খামার স্থাপন, কম্পিউটার, মোবাইল রিপিয়ারিং প্রশিক্ষণ ছাড়াও আত্মকর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে বেকারদের মাঝে রিক্সা ভ্যান এবং সেলাই মেশিন বিতরণ করা হচ্ছে। যুদ্ধাহত ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্ব াসনেজেলা পরিষদ কর্তৃক হুইল চেয়ার সরবরাহ ও আর্থি কঅনুদান প্রদান করা হচ্ছে। জেলা পরিষদের মাধ্যমে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, সমিতি ইত্যাদিতে আর্থি ক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। দারিদ্র বিমোচন, নারী উন্নয়ন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, আত্মকর্ম সংস্থানেউদ্বুদ্ধকরণসহ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

জেলা পরিষদের কার্য ক্রমকেআরও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতি বছর জেলা পরিষদসমূহের অনুকূলে এডিপি'র থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

উপজেলা পরিষদ

সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে ১৯৮২ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। প্রথম মেয়াদে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন হয় ১৯৮৫ সালে। দ্বিতীয় মেয়াদে ১৯৯০ সালে

উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হলেও নির্বাচিত পরিষদ তার পূর্ণ মেয়াদ সম্পন্ন করতে পারেনি। ১৯৯১ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ পদ্ধতি বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ প্রণীত হয়। তবে উক্ত সময়ে উপজেলা পরিষদে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এর দীর্ঘ সময় পর ২০০৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ রহিত করত: স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮ জারির মাধ্যমে উপজেলা পদ্ধতি পুনঃপ্রচলন করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালে সারাদেশে সুষ্ঠুভাবে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং প্রায় একই সময়ে উপজেলা পরিষদ (রহিত পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ প্রণয়ন করা হয়। ৩য় উপজেলা পরিষদের পূর্ণ মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ২০১৪ সালে ৪র্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা-১ শাখা

ক	উপজেলা -১শাখার মূল কার্য ক্রম	ক) নতুন উপজেলা গঠন এবং পদ সৃজন; খ) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ,সদস্যও মহিলা সদস্যগণের ছুটি মঞ্জুর ; গ) উপজেলা পরিষদের বরাদ্দকৃত জীপগাড়ি মেরামত; ঘ) উপজেলা পরিষদের চেযারম্যান ,ভাইচ চেয়ারম্যান ও কর্ম কর্তাদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ তদন্ত সাপেক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ। ঙ)উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দে শিকা,২০১৪ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রমাসনিক কার্য ক্রমের অনুমোদন;এবং চ) উপজেলা পরিষদের মালিকানাধীন ভবন পরিত্যাক্ত ঘোষনা।
খ	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের উপজেলা পরিষদের জীপ /নৌযান চালকদের প্রশাসনিক / সংস্থাপন /জ্বালানী ব্যয় /বেতন ভাতা /রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় /অতিরিক্ত ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য।	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের উপজেলা পরিষদে নিয়োজিত কর্ম চারিদের বেতন-ভাতা এবং জীপ গাড়ির জ্বালানী বাবদ সবমোট ৬৮,৭৫,০০,০০০/-(আটসট্টি কোটি পঁচাত্তর লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
গ	উপজেলা পরিষদের নতুন গাড়ি / নৌযান ক্রয় সংক্রান্ত বিবরণী ।	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উপজেলা পরিষদের জন্য নতুন গাড়ি /নৌযান ক্রয় করা হয়নি।
ঘ	উপজেলা পরিষদ পরিচালনা সংক্রান্ত আইন /বিধি/ পরিপত্রের বিবরণী	উপজেলা পরিষদ পরিচালনার জন্য বিদ্যমান আইন /বিধি/পরিপ্রত্র মোতাবেক উপজেলা পরিষদ কার্য ক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উপজেলা পরিষদ পরিচালনার জন্য নতুন কোন আইন/বিধি /পরিপত্র জারি করা হয়নি।
ঙ	উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কার্য ক্রম সংক্রান্ত তথ্য	উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দে শিকা ,২০১৪ অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের প্রস্তাব মোতাবেক প্রশানিক কার্য ক্রমের অনুমোদন প্রদান করা হলো।
চ	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থে র খাত ভিত্তিক বিবরণী:	মূল বেতন: ২৪৮৬৫৮০৩০ ভাতাদি: ২৪,১৩,১৮,৯৭০ অধিকাল ভাতা: ৫,৫০,০০,০০০ ভ্রমণবিল: ১,০০,০০,০০০ পোশাক: ৪৪,৫৮,০০০ জ্বালানী: ১২,৭০,৬৫,০০০
ছ	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষি ব সম্পাদিত অন্যান্য বিশেষায়িত কার্য াবলী	প্রযোজ্য নয়।
জ	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষি ব প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য কোন বিষয়(যদি থাকে)।	উপজেলা পরিষদ নির্ব াচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্ব াচিত উপজেল পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানগণ শপথ গ্রহণপূর্ব ক উপজেলা পরিষদের কার্য ক্রম পরিচালনা করছেন।

উপজেলা-২ শাখা

বিভিন্ন আইন, বিধি, পরিপত্র, নির্দেশিকা ইত্যাদির আলোকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের উপজেলা পরিষদসমূহের বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়াদি নিস্পন্ন করা হয়।

গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়নের কর্ম সূচিতে উপজেরা উন্নয়ন সহায়তা(কোর্ড ২২১০০০৪০০০) ৫৫০.০০ কোটি (পাঁচশত পঞ্চাশ কোটি) টাকা (সংশোধিত) বরাদ্দ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত অর্থের মধ্যে সাধারণত বরাদ্দত প্রদান হিসেবে৩৯৫.২০ কোটি (তিনশত পচাঁনব্বই কোটি বিম লক্ষ) টাকা ৪৯২ টি উপজেলা পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান প্রদান করা হয় ।এছাড়া

ক্রমিক	উল্লেখযোগ্য কর্ম কান্ড	মন্তব্য
১	এডিপির উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দ খাতের খাতের ‘‘৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিডটোরিয়াম কাম মাল্লিপারাি্স হল নির্মাণে উপখাতের আওতায়৩২ উপজেলা পরিসদের অনুকূলে২৬.৯০০ কোটি (ছাব্বিশ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে,প্রতিটি হলের এক ও অভিন্ন ডিজাইনের অনুমোদিত প্রাক্কালিত ব্যয় ৭.০০ কোটি হতে ৮.০০ কোটি টাকা।	
২	এডিপির বুপজেলা উন্নয়ন সহায়তার খাতের উপজেলা পরিষদের কমপ্লেক্র ভবনয়াদি নির্মান / মেরামত ইপক্সাত ’ হকে ৯টি উপজেলা ও ৩১ টি উডচজলা নির্বাহি অফিসারের নতুন বাসভবন নির্মাণে লক্ষ্য১৩,১৮ কোটি (তের কোটি আঠার লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়ছে। প্রতিটি বাসভবনের নির্সাণ/প্রাক্কলত ব্যয় ৫ুপয ১.২০ কোটি হতে ১.৪০ কোটি টাকা ্ এছাড়া উপজেলা পরিষদের ভবনয়াদি মেরামত জন্য ১৮৭টি উপজেলা পরিষদের অনুকূলে ৩৮.৬৪ কোটি (আটত্রিশ কোটি চৌষট্টি লক্ষে) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েচে।	
৩	এডিপির উপজেলা ইন্নয়ন সহায়তা খাতের ‘অপ্রত্যাশিত উপখাত হতে পআকূদওী ৩ টি জেলার ১৯ টি উপজেলা পরিষদে ডিজিটাল নেন্টার সরঞ্জাম ক্রয়পর্ব ক সাথাপনের লকোষ্য প্রতিটি উপজেলা পরিষদের অনুকূলে ৫.১৫ লক্ষ (পাঁচ লক্ষ পনের হাজার) টাকা করে সর্ব মোট৯৭.৮৫ রক্ষ (সাতানব্বই লক্ষ পঁচাশি হাজার)টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	
৪	এডিপির উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দ হতে (প্রাকৃতিক দুযোগ , অগ্রাধীকারমূলক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অগ্রসর উপজেলা বিবেচনায়) টাকা চব্বিশ উপজেলা পরিষদে অনূকূলে ১৯.৩০ কোটি (উন্নিম কোটি ত্রিশ লক্ষ) টাকা উপজেরা পরিষতের অনুকুলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	
৫	সাাি্ইজক প্রতিষ্ঠান (কবরস্থান/শশ্মান /মসজিদ / মন্তির) াুপখাতে ২০৩ সামাজিক প্রতিষ্টান অনুকুলে ২০.৮০ কোটি (বিশ কোটি আশি লক্ষ) টকাকা বরাদবদগ প্রদান করা হয়েছে।	
৬	বিশেষ বরাদ্দ (মাননীয় ম্নত ্যীর অভিপ্রায়ন অনুযায়ি) হতে ৪৯২ টি উপজেলা পরিষদের অনুকূলে ৩০.০০ কোটি (ত্রিশ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েচে।	
৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে;দেশ বিদেশে প্রমিক্ষণমূলক পরিদর্শন উপকাতে রক্সিত ৫.২০ কোটি (পাঁচ কোটি বিশ লক্ষ)টাকা ব্যয়ে ৫ম উপজেরা পরিষদ নির্বাচনে নবনির্মিত ৬০/৭০ জন উপচজরা পরিসদ চেয়ারম্যান /ভাইস চেয়ারম্যান গনকে থাইল্যান্ড ও ফিলিপাউন এ অনুষ্ঠিতব্য বৈদেমিক প্রশিক্সন /স্টার্ডি ট্যুরের কার্য ক্রম চলমান রয়েছে	
৮	বাষিক উন্নয়ন কর্ম সুচির উপচেজলা উন্নয়ন সহায়তা ‘ খাতে বরাদ্দ াার্থ দ্বারা উপজেলা পরিসদ কর্তৃক যথাযথ প্রকল্প গ্রহন ও বাসতবায়নের লক্ষ্যে ‘উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্রবহারের নির্দে শিকা,২০১৪ অনুসরণে সময়বদ্ধ পরিকল্পনা ব্যবস্তা গ্রহনেরজিন্য নির্দে শনা জারি করা হয়েছে	

অডিট অধিশাখা

স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসন অনুবিভাগাধীন অধিশাখাসমূহের মধ্যে অডিট একটি অধিশাখা। অধিশাখার প্রধান যুগ্মসচিব (অডিট)। এ অধিশাখার ৩টি শাখা রয়েছে। শাখাগুলো হচ্ছে অডিট-১, অডিট-২, অডিট-৩। স্থানীয় সরকার বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার উপর সংশ্লিষ্ট অডিট আধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত সাধারণ, অগ্রিম এবং রির্পোটভুক্ত এ তিন ধরণের অডিট আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তির কার্য ক্রম পরিচালিত হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগে কেবলমাত্র অগ্রিম অডিট আপত্তিসমূহের উপর কার্য ক্রম গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের অডিট অধিশাখা শুধুমাত্র অগ্রিম আপত্তিসমূহের ব্রডশীট জবাব এবং দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয়/বিশেষ সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশপূর্ব ক ব্রডশীট জবাব সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করে থাকে। সাধারণ আপত্তিসমূহ অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সরাসরি অডিট অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অডিট অধিশাখার অধীন শাখাসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের তথ্য একনজরে নিম্নরূপ:

অডিট-১,২, ও ৩ অধিশাখা/শাখা
ছক-'ক' (অগ্রিম ও সাধারণ আপত্তি)

সংস্থা/দপ্তর/অধিদপ্তর	পেন্ডিং আপত্তি (সৃষ্টিকাল/১৯৭২ হতে অধ্যাবধি)	নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত (২০১৮-২০১৯)	নিষ্পন্ন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
সিটি কর্পো রেশন	৪৩৬৩ টি	৮১ টি	৪০ টি	অডিট আপত্তি যেহেতু একটি চলমান প্রক্রিয়া সেহেতু ছকে উল্লিখিত অনিষ্পন্ন/নিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক।
পৌরসভা	৩০০৫৭ টি	৫৬০ টি	২৮৪ টি	
জেলা পরিষদ	১৫২৬০ টি	৪৫৬ টি	১২২টি	
ডিডিএলজি	১২০ টি	-	-	
এলজিইডি	৪৩৪৭ টি	১২৩৩ টি	৩৯৪ টি	
উপজেলা	৪৮৬৫০	২৯৭ টি	২৬ টি	
সিভিল অডিট	১২১৫৯	-	১৪৪ টি	
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৩০৪৮ টি	৭০০	১৫৫ টি	
ওয়াসা	১৯৩৯ টি	৬০ টি	১২২ টি	
এনআইএলজি	৬	৬টি	-	
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (ফাপাড) (এলজিইডি, ডিপিএইচই ও ওয়াসা একত্রে)	৬০২৪ টি	২৫০ টি	১৪৩ টি	
মোট=	১২৫৯৭৩ টি	৩৬৪৩ টি	১৪৩০ টি	

ছক-'খ' (রিপোর্ট ভুক্ত আপত্তি

সংস্থা/দপ্তর/অধিদপ্তর	পেন্ডিং আপত্তি	নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত	নিষ্পন্ন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
সিটি কর্পোরেশন	৩৩	১২	১১ টি	অনিষ্পন্ন আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে অনুরোধ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থা হতে নিষ্পত্তিমূলক জবাব সংগ্রহ করা হয়েছে। পিএ কমিটির পরবর্তী নিরীক্ষায় উপস্থাপন করার জন্য ব্রডশীট জবাব মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর ও পূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
পৌরসভা	৪২	২৫	২১ টি	
জেলা পরিষদ	১৩	১১	৮ টি	
ডিডিএলজি	-	-	-	
এলজিইডি	-	-	-	
উপজেলা	১৯	১৪	১২	
সিভিল অডিট	-	-	-	
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২৬২ টি	-	-	
ওয়াসা	১৬৭ টি	-	-	
এনআইএলজি		-	-	
মোট=	৫৩৬ টি	৬২ টি	৫২ টি	

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ :

- অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসম্বলিত একটি পরিপত্র গত ২০-০৩-২০১৬ খ্রি: তারিখের ৪৬.৪৯.০২০.০২.০০.০০১.২০১৫-৯৬ নং স্মারকে জারি করা হয়েছে।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের বিপরীতে পুঞ্জীভুত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অক্টোবর/২০১৭ মাসকে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির মাস ঘোষণা করা হয়েছে।
- স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ১৭টি টীম কর্তৃক স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মাট পর্যায়ে দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয়/বিশেষ সভার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- বিভাগ/অঞ্চল ভিত্তিক দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয়/বিশেষ সভা অনুষ্ঠান করে স্থানীয় সরকার বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার ১২,০০৭ টি আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে।
- অডিট অধিশাখার অধীন ৩টি শাখা হতে নথিতে উপস্থাপনের মাধ্যমে মোট ৩৫৫২টি অডিট আপত্তি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
- অডিট অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ/সভার মাধ্যমে সাধারণ, অগ্রিম ও সিএন্ডএজি কার্যালয়েররির্পোটভুক্তআপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ত্রি-পক্ষীয়/দ্বি-পক্ষীয় সভা চলমান থাকায় ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের আপত্তি নিষ্পত্তিতে সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে অডিট আপত্তির সংখ্যা ক্রমশ: হ্রাস পাচ্ছে।

উন্নয়ন অনুবিভাগ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের জনবল ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্য াদি উন্নয়ন অনুবিভাগে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ অনুবিভাগের অধীনে এলজিইডি'র প্রথম শ্রেণীর কর্ম কর্তাদের নিয়োগ, চাকুরী স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি, শ্রান্তি-বিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি, বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, জেষ্ঠ্যতা নির্ধ ারণ, অবসর ও অবসর উত্তর ছুটি(পিআরএল), লাম্প গ্রান্ট মঞ্জুর, পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুর, পদ সৃজন ও সংরক্ষণ, প্রেষণে নিয়োগ, সাংগঠনিক কাঠামো ও নিয়োগবিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্য াবলি সম্পাদন করা হয়। এছাড়া অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড়, ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন, প্রকল্পের পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ, প্রকল্প তদারকি, উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ ও সভা অনুষ্ঠান ইত্যাদি কার্য ক্রম সম্পাদন করা হয়। উন্নয়ন অনুবিভাগের আওতায়০২(দুই)টি শাখা রয়েছে;

১.১ উন্নয়ন-১ শাখাঃ

এলজিইডি'র প্রথম শ্রেণীর কর্ম কর্তাদের নিয়োগ, চাকুরী স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি, শ্রান্তি-বিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি, বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, জেষ্ঠ্যতা নির্ধ ারণ, অবসর ও অবসরত্তোর ছুটি, লাম্প গ্রান্ট মঞ্জুর, পদ সৃজন ও সংরক্ষণ, প্রেষণে নিয়োগ, সাংগঠনিক কাঠামো ও নিয়োগবিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্য ক্রম এ শাখা হতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত প্রস্তাব এলজিইডি থেকে পাওয়ার পরে প্রযোজ্য আইন ও বিধি পর্য ালোচনান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিবেচ্য সময়ে এ শাখা হতে এলজিইডির নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য াবলি সম্পাদন করা হয়েছেঃ

১) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, নগর অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের কাজে গতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে তথা বিদ্যমান জনবলের সংকট সমাধানের লক্ষ্যে বিবেচ্য সময়ে সহকারী প্রকৌশলী(পুর/যান্ত্রিক) পদে মোট ২৭ জন কর্ম কর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

২) এলজিইডি'র নবম গ্রেড থেকে প্রথম গ্রেডে কর্ম রত মোট২৮০ জন কর্ম কর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

৩) এলজিইডি'র নবম গ্রেড থেকে প্রথম গ্রেডের কর্ম রত মোট৬৩ জন কর্ম কর্তাকে অবসর প্রদান, অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল) ও লাম্প গ্রান্ট মঞ্জুর করা হয়েছে।

৪) ১২৫ জন প্রথম শ্রেণীর কর্ম কর্তার অনুকূলে অবসরভাতা ও আনুতোষিক মঞ্জুর করা হয়েছে।

৫) শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে ০৪ জন কর্ম কর্তার অনুকূলে।

৬) এলজিইডি'র নবম গ্রেড থেকে প্রথম গ্রেডের ১৬৪ জন কর্ম কর্তাকে অর্জিত ছুটি(বহিঃ বাংলাদেশ) মঞ্জুর করা হয়েছে।

৭) কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি, প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়াধীন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এলজিইডি'র নবম গ্রেড থেকে প্রথম গ্রেডের ৬১ জন কর্ম কর্তার অনুকূলে বিদেশ প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনারে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

৮) ০৭ জন কর্ম কর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে।

৯) আলোচ্য সময়ে রাজস্ব খাতের মোট ২৩১২ টি পদ নতুন করে সৃজন করা হয়েছে।

পর্য বেক্ষণঃ

সরকারের এবং উন্নয়ন সহযোগীদের আস্থা অর্জন এবং দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে দিন দিন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর কর্ম পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। কিন্তু কর্ম সম্পাদনের পরিমান বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সকল পর্য ায়ে যোগ্য জনবল নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য বিবেচ্য সময়ে মোট ১২৫ জন অভিজ্ঞ কর্ম কর্তা অবসর গ্রহণ করেছেন। অভিজ্ঞ কর্ম কর্তাদের এ স্বাভাবিক অবসর গ্রহণ যাতে সংস্থার কার্য ক্রম সম্পাদনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে সে জন্য সকল স্তরে জনবল বিশেষ করে তৃতীয় এবং ৪র্থ শ্রেণীর সকল স্তরে যোগ্য কর্ম চারি নিয়োগ করা জরুরী। এটা অত্যন্ত আশাবাঞ্জক যে সাম্প্রতিক সময়ে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথচ ক্যাডার পদের জন্য সুপারিশ প্রাপ্ত হননি এমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রার্থীদের

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশের মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীর নবম গ্রেডে সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। নিয়োগের এই ধারাবাহিকতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ অনুবিভাগ হতে নিম্নোক্ত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে, যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছেঃ

১. এলজিইডি'র ১ম শ্রেণীর কর্ম কর্তাদের পার্সোনাল ডাটা শিট (PDS) উন্নয়ন।
২. এলজিইডি (কর্ম কর্তা ও কর্ম চারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০০৯ এর সংশোধন।
৩. এলজিইডি'র ১ম শ্রেণীর কর্ম কর্তাদের জ্যৈষ্ঠতা তালিকা হালনাগাদকরণ।
৪. এলজিইডি'র TO&E হালনাগাদকরণ।
৫. এলজিইডি'র অর্গোনোগ্রাম হালনাগাদকরণ।
৬. এলজিইডি কর্ম কর্তা/কর্ম চারী এবং নির্মাণ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সংক্রান্ত কার্যক্রম।

উন্নয়ন-২ শাখা

উন্নয়ন-২ শাখার কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

- ❖ অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে অর্থ ছাড়;
- ❖ ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান;
- ❖ প্রকল্পের পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ;
- ❖ প্রকল্প তদারকি;
- ❖ উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ ও সভা অনুষ্ঠান।

নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ

স্থানীয় সরকার বিভাগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুবিভাগ হচ্ছে নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ। সভ্যতার বিকাশ ও শিল্পায়নের সাথে সাথে অধিকহারে মানুষ বিভিন্ন প্রকারের জীবিকার অন্বেষণে ও আধুনিক অন্যান্য সুবিধা যেমন, শিক্ষা, চিকিৎসা, চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির জন্য দ্রুত নগরমুখী হচ্ছে। নগরের জন্য হঠাৎ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নানাবিধ সমস্যা যেমন- নগরে চলাচলের অসুবিধা, আবাসন সমস্যা, চিকিৎসা সেবা প্রদানে অপ্রতুলতা, যানজট, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সমস্যা প্রকট হয়ে পড়েছে। ২০৫০ সালের মধ্যে শহরের জনসংখ্যা অর্ধেকের বেশি হবে। শহরের এই সমস্যা নিরসনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের উন্নয়ন অনুবিভাগকে দু'ভাগ করে নগর উন্নয়ন নামে আরেকটি অনুবিভাগ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের এই অনুবিভাগ দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৩২৮ পৌরসভার অর্থ বরাদ্দ, উন্নয়নমূলক কাজের তদারকি, নির্বাচন সীমানা নির্ধারণ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও সিটি কর্পোরেশনের সেবামূলক কাজের তত্ত্বাবধান, বিভিন্ন প্রকার আইন প্রণয়ন, বিদ্যমান আইনের সংশোধন ও বিধিমালা তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির কারণে consumption (ভোগ) বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে গৃহস্থালী বর্জ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগর এলাকায় উৎপাদিত বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বর্তমানে একটি অন্যতম বৃহৎ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। উন্নত দেশসমূহে অনুসৃত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি অনুসরণে পরিবেশসম্মতভাবে Incineration বা বর্জ্য পুড়িয়ে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ মোকাবেলায় ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধকল্পে দীর্ঘ মেয়াদী সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সারাদেশে পরিকল্পিত, বাসযোগ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু নগর ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য উন্নত সড়ক ও ড্রেনেজ অবকাঠামো নির্মাণ, জলাবদ্ধতা নিরসন ও সবুজায়ন কার্য ক্রমঅব্যহত রয়েছে।

Urban Public and Environmental Health Services Delivery Project এর মাধ্যমে Secondary Transfer Station নির্মাণ, ময়লার জন্য প্ল্যাস্টিক ঝুড়ি এবং প্রাথমিক Waste সংগ্রহের জন্য ভ্যান সরবরাহ ইত্যাদি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে Medical Waste সংগ্রহ করে তার ব্যবস্থাপনা

করা হচ্ছে। জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে অথবা সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব জমিতে Landfill নির্মাণ করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণের প্রকল্প নেয়া হয়েছে। একটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নগর ও উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ তথা নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শহর এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১ এপ্রিল ২০১৮ হতে ৩১ মার্চ ২০২৩ মেয়াদে Urban Primary Health Care Services Delivery Project (২য় পর্যায়) (UPHCSDP-II) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় মোট ২৫টি নগর মাতৃসদন, ১১৩ নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ২২৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে জনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

নগরের জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নতুন করে ড্রেন নির্মাণের কার্যক্রম চলছে। যানজট নিরসনের জন্য রাস্তা প্রশস্তকরণসহ নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণ, ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে। যত্রতত্র এবং রাস্তার পাশে গাড়ি পার্কিং করে যানজট হতে রেহাই পাওয়ার জন্য কার পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আধুনিক কাঁচাবাজার নির্মাণ করা হয়েছে। নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য সড়ক দ্বীপে আধুনিক বাতি, বৃক্ষরোপনসহ হাতির ঝিলের মত প্রকল্প বাসত্মবায়ন করা হয়েছে।

নগর উন্নয়ন অনুবিভাগের দু'টি অধিশাখা রয়েছে। নগর উন্নয়ন-১ অধিশাখা দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশনের অর্থ বরাদ্দ, উন্নয়নমূলক কাজের প্রশাসনিক ও নীতি নির্ধারণীকাজ করে থাকে।

নগর উন্নয়ন-১ অধিশাখা

সিটি কর্পোরেশন১ ও ২ শাখা

১। ভূমিকা: বর্তমানে বাংলাদেশের মোট সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা১২টি। যথা: ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০% বাংলাদেশে নগর এলাকায় বাস করেন। এ নগরবাসীকে তাঁদের প্রত্যাশিত ও আধুনিক পৌর সুবিধাদি নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

২। সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা/ এলাকা সম্প্রসারণ: স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) প্রতিষ্ঠা বিধিমালা, ২০১০ এর বর্ণিত মানদন্ড ও পদ্ধতি অনুসরণে পৌরসভা এলাকায় সিটি কর্পোরেশনসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফরিদপুর বিভাগ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরই ফরিদপুর সিটি কর্পোরেশন সিটি কর্পোরশন প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সিটি কর্পোরেশনসমূহের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন সহায়তাথোক বরাদ্দ বাবদ মোট ৪৩০.০০ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে ৩৫৫.০০ কোটি টাকা সিটি কর্পোরেশনসমূহের আয়তন, জনসংখ্যা, চলমান উন্নয়ন কর্মসূচি, দুর্যোগ, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বিবেচনায় সিটি কর্পোরেশনওয়ারি বিভাজন করে ৪(চার) কিস্তিতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, অবশিষ্ট ৭৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সিটি কর্পোরেশনসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন যান-যন্ত্রাদি ক্রয় করে বিতরণ করা হয়েছে।

৪। নগর উন্নয়ন-১ অধিশাখার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রকল্পসমূহ: স্থানীয় সরকার বিভাগের নগর উন্নয়ন-১ অধিশাখার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অনুদান/ঋণে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে:

(১) Urban Primary Health Care Services Delivery Project;
(২) Urban Public Environmental Health Sector Development Project,
(৩) 'European Union (EU) Support to Health and Nutrition to the Poor in Urban Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্প

(৪) ‘Procurement of Equipment for Solid Waste Management’ শীর্ষ কপ্রকল্প;

(৫) JICA এর সহায়তায় ‘Capacity Development of City Corporation)C4C)’ শীর্ষ ককারিগরি সহায়তা প্রকল্প;

(৬) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।

৫। বার্ষি ক উন্নয়ন কর্ম সূচির আওতায় সিটি কর্পো রেশনসমূহ পরিচালিত প্রকল্পসমূহবার্ষি ক উন্নয়ন কর্ম সূচির আওতায় সিটি কর্পো রেশনসমূহ কর্তৃক৩৪(চৌত্রিশ)টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে।

৬। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্য াবলী

- ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯ চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- কুমিল্লা সিটি কর্পো রেশন মার্কেট উপ-আইন, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ঢাকা মহানগরীতে গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনয়ন এবং যানজট নিরসনে Bus Route Rationalization ও কোম্পানির মাধ্যমে বাস পরিচালনা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এ সংক্রান্ত কার্য ক্রম সমন্বয় করারলক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পো রেশনের মাননীয় মেয়রকে সভাপতি করে১২(বার) সদস্যের সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়।
- সিটি কর্পো রেশনসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কাজ পরিচালনার জন্য ৭৬টি যান-যন্ত্রাদি ক্রয় করে বিতরণ করা হয়েছে।
- Urban Public Environmental Health Sector Development Project শীর্ষ ক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পো রেশনে রাজস্ব ও হিসাব বিভাগের কার্য ক্রম Automation এর আওতায় আনা হয়েছে। অনলাইনভিত্তিক ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু কার্য ক্রম গ্রহণকরা হয়েছে।
- ৬টি সিটি কর্পো রেশনে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য২৬ Secondary Transfer Stations (STSs) নির্ম াণ করা হয়েছে
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পো রেশনে রাজস্ব খাতে৪৪৯টি পদ সৃজন করা হয়েছে।
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পো রেশনের কর্ম চারী চাকুরি প্রবিধানমালা২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- রাজশাহী সিটি কর্পো রেশনে রাজস্ব খাতে ১৭৯টি পদে সরাসরি নিয়োগ/ পদোন্নতির ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- পবিত্র ঈদ উল আযহা উপলক্ষে বিগত বছরের ন্যায় দেশের সকল সিটি কর্পো রেশন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদে নির্দি ষ্ট স্থানে পশু জবেহ্ করার কর্ম সূচি বাস্তবায়ন করা হয়।রাজধানী ঢাকা মহানগরীসহ বিভাগীয় শহরসমূহে পশু কোরবানীর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বর্জ অপসারণ করা হয়।
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পো রেশনে ৩৯টি পদে সরাসরি নিয়োগ এবং ৩৩৮টি সেবা আউটসোর্সি ং এর মাধ্যমে প্রেষণে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পো রেশনের৮৫টি পদে সরাসরি নিয়োগ এবং ২২৯টি সেবা আউটসোর্সি ং এর মাধ্যমে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

নগর উন্নয়ন- ২ অধিশাখা

নগর উন্নয়ন-২ অধিশাখার অধীনে পৌরসভা-১ শাখা ও পৌরসভা-২ শাখা বিদ্যমান। এ অধিশাখার মাধ্যমে দেশের সকল পৌরসভার প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য ক্রমপরিচালিত হয়ে থাকে। পৌরসভার সাধারণ তথ্যাবলি এবং পৌরসভা-১ শাখা ও পৌরসভা-২ শাখার ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কার্য ক্রম নিম্নরূপঃ

নং	প্রশ্ন	উত্তর
ক.	পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর অপসারণ/পুনঃবহাল/পদশূন্য ঘোষণাকরণ সংক্রান্ত তথ্য।	মৃত্যু জনিত কারণে চার জন কাউন্সিলরের পদ শূন্য ঘোষণা করা হয়েছে।
খ.	পৌরসভা গঠন/সম্প্রসারণ/সংকোচন সংক্রান্ত তথ্য।	• ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১০ টি পৌরসভার শ্রেণী উন্নীত করা হয়েছে। তম্মধ্যে ৯ টি 'খ' শ্রেণীর পৌরসভাকে 'ক' শ্রেনীতে উন্নীত করা হয়েছে এবং ১ টি 'গ' শ্রেণীর পৌরসভাকে 'খ' শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। • ফরিদপুর পৌরসভা, নাটোর জেলার বনপাড়া পৌরসভা, গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভা, জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি পৌরসভা সীমানা সম্প্রসারণ হয়েছে।
গ.	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পৌরসভাভিত্তিক অর্থ ছাড়ের বিবরণ।	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় পৌরসভা উন্নয়ন সহায়তা সংশোধিত থোক বরাদ্দ খাতে ৪৭০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ৩২৭ টি পৌরসভার অনুকূলে সাধারণ বরাদ্দ হিসেবে ২৪০.০০ কোটি টাকা, বিশেষ থোক উপ-খাতের (দুর্যোগ/বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো উন্নয়ন/কবরস্থান ও শশ্মান ঘাট উন্নয়ন ইত্যাদি) ২২.০০ কোটি টাকা, বিশেষ থোক বরাদ্দ উপ-খাতের (মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী) ৩০.০০ কোটি টাকা, সাম্প্রতি সম্প্রসারিত/নবগঠিত পৌরসভার উপ-খাতে ২২.০০ কোটি টাকা, পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ ও উন্নয়ন উপ-খাতে ১০.০০ কোটি টাকা, পৌরভবন/অডিটরিয়াম নির্মাণ/সম্প্রসারণ এবং সংস্কার উপ-খাতে ৬৬.০০ কোটি টাকা, পৌরসভার যান যন্ত্রপাতি ক্রয় (এলজিইডি'র মাধ্যমে) উপ-খাতে ৭৫.০০ কোটি টাকা, বিদেশ প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফর উপ-খাতের ৩.০০ কোটি টাকা, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ(এনআইলজি/এলজিইডি/ডিপিএইচই) উপ-খাতের ২.০০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে।
ঘ.	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত অন্যান্য বিশেষায়িত কার্যাবলী।	পৌরসভাসমূহে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্থে ১৯৬ টি ডাম্পার ট্রাক পৌরসভাসমূহের অনুকূলে বিতরণ করা হয়েছে।
ঙ.	মহাপরিকল্পনা	স্থানীয় সরকার বিভাগের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর(এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন ও জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩২৮টি পৌরসভার মধ্যে ২৪০ টি পৌরসভার মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮৮টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে।
চ.	ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন	জনগণের দোরগড়ায় ই-সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোন রকম প্রকল্প গ্রহণ ছাড়াই স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পৌরসভাসমূহের নিজস্ব প্রচেষ্টা ও অর্থায়নে ৩২১ টি পৌরসভায়

		পৌর ডিজিটাল সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। এসকল সেন্টার উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে পৌর পরিষদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া পৌরসভা ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে পৌরসভা সম্পর্কিত তথ্য, পৌর পরিষদের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি/জনবলের তথ্য, নাগরিক সেবা সমূহ, নগর পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য, উন্নয়ন ও ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত এবং বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। পৌর নাগরিকগণের যে কোন মতামত/অভিযোগ পৌরসভার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা গৃহিত হচ্ছে।
ছ.	ই-জিপি	উন্নয়ন ও ক্রয় কার্যক্রমে সচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অর্থ অপচয় এবং টেন্ডার সংক্রান্ত সকল ধরণের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ ছাড়াই স্থানীয় সরকার বিভাগের নিজস্ব প্রচেষ্টায় ই-টেন্ডারিং (ই-জিপি) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৩২৮ টি পৌরসভার মধ্যে ২৯৭টি পৌরসভার ই-জিপি এর রেজিস্টেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অচিরেই অবশিষ্ট ৩১ টি পৌরসভার রেজিস্টেশন সম্পন্ন হবে এবং শীঘ্রই দেশের সকল পৌরসভায় শতভাগ ই-জিপি বাস্তবায়ন কার্যক্রম চালু হবে।
জ.	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প	• ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৫ টি পৌরসভায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ১৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। • জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বর্তমানে ৩৪ টি পৌরসভায় জলবায়ু সংশ্লিষ্ট প্রকল্প চলমান রয়েছে। জলবায়ু প্রভাব মোকাবেলা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন, গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ, সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি স্থাপন ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এসব প্রকল্পের উদ্দেশ্য।
ঝ.	স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:	স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক পৌরসভা পর্যায়ে ২৫টি উন্নয়ন প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এসকল প্রকল্পের প্রধান অংশ হচ্ছে- • পৌরসভায় রাস্তা নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ; • ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ; • খাল পুন:খনন/খালের পাড় রক্ষণাবেক্ষণ; • কমিউনিটি ল্যাট্রিন/ল্যাট্রিন নির্মাণ;

পানি সরবরাহ অনুবিভাগ

স্থানীয় সরকার বিভাগের পানি সরবরাহ অনুবিভাগে একজন অতিরিক্ত সচিবের অধীনে একজন যুগ্ম সচিব এবং তিনজন উপসচিব দায়িত্ব পালন করছেন। উক্ত অনুবিভাগের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী ওয়াসার প্রশাসনিক কার্যাবলী, উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড়করণ এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড তত্ত্বাবধন করা হয়। এছাড়া জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রশাসনিক বিষয়াদি, উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড়, উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় ও তদারকি এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

পানি সরবরাহ অধিশাখা

স্থানীয় সরকার বিভাগের পানি সরবরাহ অধিশাখার আওতায় একজন যুগ্ম সচিব এবং তিনজন উপসচিব দায়িত্ব পালন করছেন। পানি সরবরাহ-১ শাখার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানি সরবরাহ-২ শাখার আওতায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম ওয়াসা এবং পানি সরবরাহ-৩শাখার মাধ্যমে খুলনা ও রাজশাহী ওয়াসার প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ড তদারকী করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পানি সরবরাহ-১, পানি সরবরাহ-২ এবং পানি সরবরাহ-৩ শাখা হতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

পানি সরবরাহ-১ শাখা

প্রশাসনিক কার্য ক্রমঃ

০১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে ০৩(তিন) জনকে চলতি দায়িত্বে এবং ২৮(আটাশ) জন সহকারী প্রকৌশলীকে নির্ব াহীপ্রকৌশলী পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

০২। পানি সরবরাহ-১ অধিশাখা হতে ডিপিএইচই এর ২৪(চব্বিশ) জন কর্ম কর্তারঅবসরোত্তর ছুটি মঞ্জুর ও ১৬ (ষোল) জন কর্ম কর্তারপেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে।

০৩। নির্ব াহীপ্রকৌশলী ও তদূর্ধ্ব পর্য ায়েরকর্ম কর্তারমধ্যে ২০(বিশ) জন নির্ব াহীপ্রকৌশলী, ০২(দুই) জন উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং ০৬(ছয়) জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে বদলী/পদায়ন করা হয়েছে।

উন্নয়ন কার্য ক্রমঃ

০১। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩৫(পয়ত্রিশ) টি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৩৫ (পয়ত্রিশ) টি প্রকল্পের মধ্যে ০২(দুই)টি প্রকল্পের কার্য ক্রমজুন ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। অপরদিকে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে জিওবি অর্থ ায়নে নিম্নবর্ণি তনতুন ০৯(নয়)টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছেঃ

(১) পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।

(২) রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প।

(৩) চা বাগান কর্মীদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।

(৪) ভু-উপরিস্থ পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলার নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।

(৫) পরিবেশবান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।

(৬) সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।

(৭) সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।

(৮) নোয়াখালী জেলার চৌমুহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।

(৯) খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপন প্রকল্প।

০২। ডিপিএইচই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পানি সরবরাহ ও নলকূপ স্থাপন ও স্যানিটেশন সেবা সংক্রান্ত ৩৫ (পয়ত্রিশ)টি প্রকল্পের অর্থ ছাড়করণসহ প্রকল্পের কার্য ক্রমসন্তোষজনকভাবে বছর ভিত্তিক সম্পন্ন করা হয়েছে।

০৩। স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর, ২০১৮ সফলতার সাথে উদযাপন করা হয়েছে।

০৪। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ২১০১৮-১৯ অর্থ বছরে পল্লী এলাকায় ৮৭,৭১৯ (সাতাশি হাজার সাতশত উনিশ) টি এবং পৌর এলাকায় ১৫০০(এক হাজার পাঁচশত)টি বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

০৫। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পল্লী এলাকায় ৩৫০৩০ (পয়ত্রিশ হাজার ত্রিশ) স্বল্পমূল্যের স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণকরা হয়েছে;

০৬। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পৌর এলাকায় ২৬৬ (দুইশত)টি পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ১,৭৭০ (এক হাজার সাতশত সত্তর)টি শেয়ার্ড ল্যাট্রিন এবং বিশ্ব ইজতেমায় আগত ধর্মপ্রাণ মুসল্লীদের স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে টঙ্গীর ইজতেমা ময়দানে ০৩(তিন)টি তলাবিশিষ্ট টয়লেট বিল্ডিং স্থাপন করা হয়েছে ও ১০(দশ)টি টয়লেট বিল্ডিং স্থাপন করা হয়েছে;

০৭। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বেসিক স্যানিটেশন কভারেজ ৯৯% এ উন্নীত হয়েছে এবং উন্নত স্যানিটেশন ৬১% এ উন্নীত হয়েছে;

০৮। Water, Sanitation And Hygiene (WASH) সেক্টরের সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পেশাজীবী ও কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রায় ২৫৭ (দুইশত সাতান্ন) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

০৯। ১৫ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবসের কর্ম সূচীসফলভাবে উদযাপন করা হয়েছে;

১০। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৫৪ (একশত চুয়ান্ন)টি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে;

পানি সরবরাহ-২ শাখা

(১) ঢাকা ওয়াসা ঃ

"ঘুরে দাঁড়াও ঢাকা ওয়াসা" কর্মসূচীর আওতায় বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্য অর্জনে ঢাকা ওয়াসার সার্বিক কর্মকান্ড অটোমেশনের মাধ্যমে ডিজিটাল ওয়াসা গঠনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতার ফলে ঢাকা ওয়াসা বর্তমানে পরিবেশ-বান্ধব, টেকসই ও গণমূখী পানি ব্যবস্থাপনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সে লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা ইতোমধ্যে

একটি Water Master Plan প্রনয়ন করেছে। মাষ্টার প্ল্যানের সুপারিশ মতে ২০২১ সাল নাগাদ শতকরা ৭০ ভাগ ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস থেকে এবং শতকরা ৩০ ভাগ ভূ-গর্ভস্থ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা ওয়াসা কাজ করছে। ইতোমধ্যে ঢাকা ওয়াসার অর্জিত সাফল্যে উন্নয়ণ সহযোগি সংস্থাগুলি সেবাদানকারি সংস্থা হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে 'রোল মডেল' হিসেবে বিবেচনায় নিয়েছে। সম্প্রতি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) "The Dhaka Water Services Turnaround" শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে যেখানে ঢাকা ওয়াসাকে "One of South Asia's Best Public Water Utilities" হিসেবে উল্লেখ করেছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপখাত ভিত্তিক লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা, কৌশল এবং কর্মসূচি (অনুচ্ছেদ - ৯.৭) সংক্রান্ত বিষয়াবলি হিসেবে উল্লেখ আছে যে, 'ঢাকা শহরের নিরাপদ পানি, পয়: নিষ্কাশন সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে এবং জলাবদ্ধতা দূর করতে ঢাকা ওয়াসার কৌশলগত লক্ষ্য রয়েছে। টেকসই পানি সরবরাহ কৌশলের অংশ হিসেবে ঢাকা ওয়াসা পানি উৎপাদিন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চায়, যেখানে ৭০ভাগ পানি আসবে ভূ-পৃষ্ঠস্থ উৎস হতে এবং বাকি ৩০ ভাগ আসবে ভূ-গর্ভস্থ উৎস হতে। সপ্তম পরিকল্পনার মেয়াদে ঢাকা ওয়াসা নগরবাসীর জন্য স্যানিটেশন সুবিধা ৪০ ভাগ থেকে ৬০ ভাগে উন্নীত করার কৌশল গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে শহর থেকে জলাবদ্ধতা দূরীকরণসহ নগরবাসীর জন্য স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করতে ঢাকা ওয়াসা নিষ্কাশন সুবিধা ৬০% থেকে ৮০% এ উন্নীত করবে।

(২) চট্টগ্রাম ওয়াসা ঃ

চট্টগ্রাম ওয়াসার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহ Sustainable Development Goals আওতাভূক্ত SDG-6 (Ensure Access to Water and Sanitation for All) এর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। এছাড়াও চট্টগ্রাম শহরের নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহ এবং পয়: নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে চট্টগ্রাম ওয়াসার কৌশলগত লক্ষ রয়েছে। Sustainable পানি সরবরাহের কৌশলের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম ওয়াসা পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে ১০০% ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির উৎস ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সে লক্ষ্যে বিভিন্ন পানি সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যাতে ৯ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন 'মোহরা পানি শোধনাগার', ১৪.৩০ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন 'শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার' এবং ৯ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন 'মদুনাঘাট পানি সরবরাহ প্রকল্প' বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া ১৪.৩ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন "কর্ণফুলি পানি সরবরাহ প্রকল্প (ফেজ-২)" এবং ৬ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন "ভান্ডাল জুড়ি পানি শোধনাগার" প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পসমূহ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনার মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। এছাড়া চট্টগ্রাম ওয়াসা নগরবাসীর জন্য স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ৩৮০৮.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় ধরে "চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রথম পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন" নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে"।

পানি সরবরাহ-৩ অধিশাখা

খুলনা ওয়াসা : ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে খুলনা ওয়াসার অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ১৫.৫০ (পনের কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) কোটি টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ৪৬৭.৬৯ (চারশত সাতষট্টি কোটি ঊনসত্তর লক্ষ) কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। "খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প" টি ২৫৫৪ (দুই হাজার পাঁচশত চুয়ান্ন) কোটি টাকা ব্যয়ে জুন, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর নাম "বঙ্গবন্ধু ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট" হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। "খুলনা শহরে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ" প্রকল্পের জিওবি অংশের বরাদ্দকৃত ৫০০০.০০ (পঞ্চাশ কোটি) লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। এ প্রকল্পের জন্য ৩০.৯৩১১ (ত্রিশ দশমিক নয় তিন এক এক) একর জমি অধিগ্রহণের

প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। খুলনা ওয়াসার জন্য অস্থায়ীভাবে সৃজিত ৭৬(ছিয়াত্তর)টি পদ ৩১/০৫/২০২০ তারিখ পর্যন্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে সংরক্ষণের অনুমতি পাওয়া গেছে। খুলনা ওয়াসার রাজস্বখাতে ১৩৩(একশত তেত্রিশ)টি পদ স্থায়ী করা হয়েছে। খুলনা ওয়াসার জন্য ১৩৪(একশত চৌত্রিশ)টি পদ অস্থায়ীভাবে সৃজনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পে নিয়োজিত বিদেশি বিশেষজ্ঞদের নিরাপত্তা ছাড়পত্র এবং ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। খুলনা ওয়াসা খুলনা মহানগরীতে বসবাসকারী প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করেছে এবং খুলনা ওয়াসার আওতায় চলমান "খুলনা শহরে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ" প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে।

রাজশাহী ওয়াসা : ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ২৪.০০ (চব্বিশ) কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। "রাজশাহী ওয়াসার ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার" প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য 'ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি রিপোর্ট' অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মাধ্যমে চীনা দূতাবাসে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ঋণ চুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ঋণ চুক্তি সম্পাদন হলে শীঘ্রই প্রকল্পের মূল কাজ শুরু করা হবে। দৈনিক ২০ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন এ প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে রাজশাহী ওয়াসার পানির কাভারেজ শতভাগে উন্নীত হবে। উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে রাজশাহী মহানগরীতে বসবাসকারী প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের জন্য আর্সেনিকমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বরাদ্দকৃত জিওবি অংশের ০৩(তিন) লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। "রাজশাহী ওয়াসার ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগারের জন্য জমি অধিগ্রহণ" প্রকল্পের জিওবি অংশের ৭৮৬৯ (সাত হাজার আটশত ঊনসত্তর) লক্ষ টাকার ব্যয় বিভাজন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের জন্য ৫০.৪৯৩৯ (পঞ্চাশ দশমিক চার নয় তিন নয়) একর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ৯(নয়) জন কর্মচারীকে রাজশাহী ওয়াসায় আত্মীকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। রাজশাহী ওয়াসার জন্য ৮২(বিরাশি)টি পদ স্থায়ী করা হয়েছে। দৈনিক মজুরীভিত্তিক ৪০(চল্লিশ) জন শ্রমিক নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

হাইসাওয়া : **(ক) হাইসাওয়া গঠনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :** হাইজিন, স্যানিটেশন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম (হাইসাওয়া) স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন পরিচালিত একটি স্বায়ত্তশাসিত ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। এটি বাংলাদেশ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ২৮ ধারা অনুসারে নিবন্ধিত। ২০০৭ সালে যাত্রা শুরু করা এই প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানি আইন ও মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন অব হাইসাওয়া অনুযায়ী ১৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মহোদয় পদাধিকার বলে হাইসাওয়া গভর্নিং বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

(খ) হাইসাওয়ার কার্যক্রম : হাইসাওয়া মূলত বাংলাদেশের গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকাসমূহে স্বাস্থ্য বিধি, উন্নত স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবারহ সেবা নিশ্চিতকরণে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা প্রদান করে থাকে। তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে হাইসাওয়ার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় :-

- ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জন্য নিরাপদ পানির স্থাপনা তৈরি করা।
- স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
- ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের দক্ষতাও সক্ষমতা বৃদ্ধি, এবং তাদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

বিগত ১২ বছরে ১১০০-এর অধিক ইউনিয়ন পরিষদকে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ও তাদের ব্যবস্থাপনায় হাইসাওয়া ৮৫ হাজারেরও অধিক নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন ও ৪ হাজারের ও বেশি পাবলিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ল্যাট্রিন এবং প্রায় ১৬ লাখ পরিবারভিত্তিক ল্যাট্রিন নির্মাণ অথবা সংস্কার করেছে। এছাড়াও প্রায় ৯৫ লাখ গ্রামীণ জনগণকে স্বাস্থ্যকর আচরণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

(গ) হাইসাওয়ার অনুদানের উৎস : বাংলাদেশ সরকার, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী ও সুইজারল্যান্ড সরকার এবং অ্যাকশন এগেনস্ট হাঙ্গার (এসিএফ) -এর আর্থিক অনুদানে হাইসাওয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। হাইসাওয়ার প্রকল্পসমূহে প্রধান অংশীদারিত্ব ইউনিয়ন পরিষদের হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির মোট বাজেটের প্রায় ৯০ শতাংশ অর্থ ইউনিয়নগুলোর মাধ্যমে ব্যয় করা হয়ে থাকে।

(ঘ) হাইসাওয়ার ২০১৮-১৯ সালের অগ্রগতি : ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া সরকারও অ্যাকশন এগেনস্ট হাঙ্গার (এসিএফ)-এর অর্থায়নে হাতিয়া, রামগতি, রাঙ্গাবালি, খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, নড়াইল, কক্সবাজার, উখিয়া, টেকনাফ উপজেলা ও কিছু নির্বাচিত রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে হাইসাওয়ার ৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ বছর হাইসাওয়া এসব উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ১০৭টি ইউনিয়ন পরিষদকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে এবং এসব ইউনিয়ন পরিষদের ১,৩৩৫ জন কর্মকর্তা, পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ ও কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন প্রদান করেছে। সেই সাথে এসব এলাকার প্রায় ৫ লাখ মানুষকে স্বাস্থ্যকর আচরণ সম্পর্কে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি ২,৪৬৪টি নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে - যা থেকে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার মানুষ উপকৃত হচ্ছে এবং ২৫,৬৭২টি পরিবারভিত্তিক ল্যাট্রিন ও ১০৯টি পাবলিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে।

(ঙ) হাইসাওয়ার বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি :

HYSAWA

কমিউনিটিভিত্তিক
স্বাস্থ্যবিধি
শিক্ষা উপকরণ
ACTION AGAINST HUNGER

GAZI

GAZI
GAZI

মনিটরিং, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ

মনিটরিং, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি অন্যতম অনুবিভাগ। এ অনুবিভাগে মহাপরিচালক এর অধীনে দুইটি পরিচালক, ১টি যুগ্ম সচিব, ১টি উপ-সচিব, ১টি উপ-প্রধান, ৭টি সিনিয়র সহকারী সচিব এবং ৩টি সিনিয়র সহকারী প্রধানের পদ রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে সরাসরি ও বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপস্থাপিত প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন করা এবং এ বিভাগের আওতাধীন চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ, সরেজমিন পরিদর্শন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী এ অনুবিভাগ থেকে সম্পাদন করা হয়।

মনিটরিং ও মূল্যায়ন অধিশাখা

মনিটরিং ও মূল্যায়ন অধিশাখায় যুগ্ম সচিবের অধীনে ছয়টি সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিবের পদ রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/সিটি করপোরেশনের মাধ্যমে চলমান বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং ও বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ে প্রকল্পের মূল্যায়ন এ অধিশাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।

মনিটরিং, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগে ২জন পরিচালক রয়েছেন। তাঁদের অধীনে পরিদর্শন শাখা রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/সিটি করপোরেশনের মাধ্যমে চলমান বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম তারা পরিদর্শন করে থাকেন।

মনিটরিং শাখা

ক) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভাগ পর্যায়ে পরিচালক, স্থানীয় সরকার কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ ৫ কোটি ৪৭ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ছাড় করা হয়েছে।

খ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জেলা পর্যায়ে উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ ১৬ কোটি ৯৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ছাড় করা হয়েছে।

গ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গঠিত পরিদর্শন টিম্ ডিএলজি ও ডিডিএলজিগণ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রায় ৬৩০০টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও ২৪৫০টি উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন, যা বিগত অর্থ বছরের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। ফলে কাজের গুণগতমান অধিকতর নিশ্চিতকরণ ও বাস্তবায়নে সক্রিয় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

ঘ) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২৯৭টি পৌরসভার এবং ৬১টি জেলা পরিষদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ম দক্ষতা মূল্যায়নের ফলে নির্ব াচিত জন প্রতিনিধিদের মধ্যে কাজের গুণগতমান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

ঙ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন ডিএলজি/ডিডিএলজি কার্য ালয়ে মোট১৩ (তের) জন কর্ম চারী নিয়োগের লক্ষ্যে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। ডিএলজি/ডিডিএলজি কার্য ালয়ে নতুন কর্ম চারী নিয়োগ করা ফলে কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি ও বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে এবং কাজের গতিসীমা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৯-এ গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ছ) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সকল ইউনিয়ন পরিষদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ কাজে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জ) স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এর ফলে এ বিভাগের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং উপকারভোগীগণ অবহিত হতে পেরেছেন।

ঝ) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ সরেজমিন মনিটরিং করা হয়েছে। ফলে কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণসহ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূল্যায়ন শাখা

(ক) স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে এডিপি/থোক/অতিরিক্ত বরাদ্দ দ্বারা সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ব্যয় সংক্রান্ত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(খ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিবেদনের মূল্যায়ন করা হয়েছে। ফলে সুশাসন ও জবাবদিহিতা অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে।

(গ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ওয়াসাসমূহের সকল বাস্তবায়িত প্রকল্পের পিরিওডিক মূল্যায়ন ও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিবেদনের মূল্যায়ন করা হয়েছে। ফলে এ সকল প্রতিষ্ঠানের কাজের গুণগতমান ও স্বচ্ছতা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(ঘ) ডিএলজি ও ডিডিএলজিগণ কর্তৃক স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহ সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। ফলে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ প্রকল্প কাজের গুণগতমান অধিকতর নিশ্চিত হয়েছে।

পরিদর্শন শাখা

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠানমূহ ও তাদের কার্যক্রম পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন উপস্থাপন করে থাকে। দাখিলকৃত সকল পরিদর্শন প্রতিবেদনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে সুশাসন ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিয়মিত পরিদর্শনের ফলে কাজের গুণগতমান বৃদ্ধিসহ প্রকল্পের বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে।

পরিকল্পনা অধিশাখা

স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিকল্পনা অধিশাখায় দুইজন উপ-প্রধানের অধীনে সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান পর্যায়ের ৩টি শাখা রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্মপ্রধান এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে অধিশাখাটি পরিচালিত হয়। তৃণমূল পর্যায় হতে শহর/নগর পর্যন্ত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তাঘাট, সেতু/কালভার্ট ও বাস টার্মিনাল নির্মাণ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, কমিউনিটি ল্যাট্রিন, নগর স্বাস্থ্য/মাতৃসদন কেন্দ্র, পৌর মার্কেট ইত্যাদি নির্মাণ, বস্তি উন্নয়নসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক যে সকল প্রকল্প প্রণয়ন করা হয় তা পরিকল্পনা অধিশাখার মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন প্রভৃতি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)'র আওতায় উন্নয়ন সহায়তা বাবদ বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়টি এ অধিশাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি-তে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের বিবরণ নিম্নরূপঃ

খাতের নাম	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	অবমুক্তি/ব্যয় (কোটি টাকায়)
১. উপজেলাসমূহের জন্য উন্নয়ন সহায়তা	৫৫০.০০	৫৪৪.৮০
২. ইউনিয়ন পরিষদের জন্য উন্নয়ন সহায়তা	১০.০০	১০.০০
৩. পৌরসভাসমূহের জন্য উন্নয়ন সহায়তা	৪৭০.০০	৪৭০.০০
৪. জেলা পরিষদসমূহের জন্য উন্নয়ন সহায়তা	৫৬০.০০	৫৬০.০০
৫. ১১টি সিটি কর্পোরেশনের জন্য উন্নয়ন সহায়তা	৪৩০.০০	৪৩০.০০
সর্বমোট	**২০২০.০০**	**২০১৪.৮**

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে মোট জাতীয় বরাদ্দ ছিল ১৭৬৬১৯.৭১ কোটি টাকা। এর মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য বরাদ্দ ছিল ২৬৬১৩.৭৪ কোটি টাকা, যা মোট আরএডিপি বরাদ্দের ১৫.০৬%। এ বরাদ্দের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ২৭৩টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল মোট ২৪৫৯৩.৭৪ কোটি টাকা (জিওবি ১৬৬২৬.৫২ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৯৬৭.২২ কোটি) এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, এবং সিটি কর্পোরেশন) অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে বরাদ্দ ছিল ২০২০.০০ কোটি টাকা। **সার্বিকভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ২৫৭৬৭.৩০ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৯৬.৮২%) ও ২৫৩৯৪.৫২ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৯৫.৪২%)।**

প্রকল্প এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন সহায়তা বাবদ বরাদ্দ ও ব্যয়ের সার্বিক অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

প্রকল্প ও উন্নয়ন সহায়তা	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)
প্রকল্পের অনুকূলে (২৭৩টি)	২৪৫৯৩.৭৪	২৩৭৫২.৫০ (৯৬.৫৮%)	২৩৩৭৯.৭২ (৯৫.০৬%)
উন্নয়ন সহায়তা	২০২০.০০	২০১৪.৮০ (৯৯.৭৪%)	২০১৪.৮০ (৯৯.৭৪%)
মোট	**২৬৬১৩.৭৪**	**২৫৭৬৭.৩০ (৯৬.৮২%)**	**২৫৩৯৪.৫২ (৯৫.৪২%)**

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সর্বমোট ৪২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে (এলজিইডি'র ৩১টি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর ২টি, ঢাকা ওয়াসা'র ৩টি, চট্টগ্রাম ওয়াসা'র ১টি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর ১টি, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর ১টি, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এর ১টি, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর ১টি, খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর ১টি)। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি'র বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের সংস্থাওয়ারী বিবরণ **পরিশিষ্ট-"ক"** এ দেয়া হলো। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের বিবরণ **(পরিশিষ্ট-খ)**। ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহের সংস্থাওয়ারী অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী **পরিশিষ্ট-"গ"** এ উল্লেখ রয়েছে। ২০১৮-১৯ সালের মূল এডিপি ও সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের তুলনামূলক বিবরণী **পরিশিষ্ট-"ঘ"** এ উল্লেখ রয়েছে।

- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আরএডিবি'র অগ্রগতি ছিল ৯৭.৩৬%।

পরিকল্পনা অধিশাখা হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিম্নরূপ

(১) এ অধিশাখা হতে সর্বমোট ৬৭টি নতুন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে এবং ৪৭টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

(২) মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের তিন বছর মেয়াদী বাজেট প্রণয়নে সক্রিয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(৩) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ৯টি মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

(৪) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য বাবদ প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

(৫) উন্নয়ন প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতির তথ্যাদিসহ প্রকল্পের মাসিক, ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৬) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি/ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

(৭) ১০ম জাতীয় সংসদে ২০১৯ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভূক্তির জন্য এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ও সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৮) দাতাগোষ্ঠীর সাথে প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে ঋণচুক্তির ওপর বিভিন্ন পর্যায়ে নেগোশিয়েশন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

(৯) বিভিন্ন দাতা দেশ/সংস্থা'র মিশনসমূহের সাথে Wrap-Up সভার আযোজন করা হয়েছে।

(১০) সহশ্রাব্দ উন্নয়ন এবং দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রের সূচক, কৌশল ও নীতিসমূহের আলোকে এ বিভাগের কর্মকান্ডের প্রভাব সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১১) পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট সংসদ অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর প্রণয়ন ও প্রেরণ।

পরিকল্পনা-১ শাখার বর্তমান কার্যক্রম নিম্নরূপ

(১) এ শাখা হতে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন এলজিইডি, বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের (বিনিয়োগ/কারিগরী সহায়তা) অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম, প্রকল্পের সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং প্রকল্পের অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন তদন্ত/পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যক্রম করা হয়ে থাকে।

(২) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি/ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

(৩) দাতাগোষ্ঠীর সাথে এলজিইডি কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে ঋণচুক্তির ওপর বিভিন্ন পর্যায়ে নেগোশিয়েশন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

(৪) বিভিন্ন দাতা দেশ/সংস্হা'র মিশন সমূহের সাথে Wrap-Up সভার আয়োজন করা হয়।

পরিকল্পনা-২ শাখার বর্তমান কার্যক্রম নিম্নরূপ

(১) এ শাখা হতে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,

(২) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, Sustainable Development Goal এবং Five Year Plan জলবায়ু পরিবর্তন

অভিযোজন মোকাবেলার জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের আওতায় গৃহীতব্য প্রকল্পসমূহ সরাসরি বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের (বিনিয়োগ/কারিগরী সহায়তা) অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণ, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম, প্রকল্পের সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং প্রকল্পের অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন তদন্ত/পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যক্রম করা হয়ে থাকে।

(৩) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি/ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

(৪) জাতীয় সংসদের বিভিন্ন অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভূক্তির জন্য এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৫) দাতাগোষ্ঠীর সাথে সিটি কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে ঋণচুক্তির ওপর বিভিন্ন পর্যায়ে নেগোশিয়েশন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

(৬) বিভিন্ন দাতা দেশ/সংস্থা'র মিশন সমূহের সাথে Wrap-Up সভার আয়োজন করা হয়।

(৭) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের Input প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

(৮) সংসদে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য Input প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। সহশ্রাব্দ উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের সূচক, কৌশল ও নীতিসমূহের আলোকে এ বিভাগের কর্মকান্ডের প্রভাব সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

পরিকল্পনা-৩ শাখার বর্তমান কার্যক্রম নিম্নরূপ

(১) এ শাখা হতে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন ডিপিএইচই, ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা, খুলনা ওয়াসা এবং রাজশাহী ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের (বিনিয়োগ/কারিগরী সহায়তা) অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণ, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম, প্রকল্পের সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং প্রকল্পের অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন তদন্ত/পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

(২) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

(৩) স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সকল সংস্থার প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য বাবদ প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নির্ধারণ, অতিরিক্ত বরাদ্দ এবং উপযোজন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

(৪) উন্নয়ন প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতির তথ্যাদিসহ প্রকল্পের মাসিক, ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয়।

(৫) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি/ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

(৬) দাতাগোষ্ঠীর সাথে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে ঋণচুক্তির ওপর বিভিন্ন পর্যায়ে নেগোশিয়েশন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

(৭) বিভিন্ন দাতা দেশ/সংস্থা'র মিশনসমূহের সাথে Wrap-Up সভার আয়োজন করা হয়।

(৮) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টরের সাথে উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন/বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

অধ্যায়-২
স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে সরাসরি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ
বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

১। প্রকল্পের ভূমিকা

সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গ্রাম আদালতের কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তার স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে ইউএনডিপি ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন- এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ৭ বছর মেয়াদী (২০০৯-২০১৫) "Activating Village Courts in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশের ১৪টি জেলার ৫৬টি উপজেলার ৩৫১টি ইউনিয়নে সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। বিভিন্ন নিরপেক্ষ গবেষণায় এই প্রকল্পকে স্থানীয়ভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণের একটি সফল মডেল হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সারা দেশে এমনকি দেশের বাইরেও এই মডেল বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছে বিবেচিত এই Flagship প্রকল্পটি ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সমাপ্ত হওয়ার পরে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও সরকার এই প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ **"বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)"** প্রকল্পটি ৪ বছরের (২০১৬-২০১৯) জন্য দেশের ১,০৮০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন শুরু করেছে। প্রকল্পটি গ্রাম আদালত ব্যবস্থা কার্যকরীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ক্ষমতায়ন করবে যাতে তারা তাদের প্রতি সংঘঠিত অন্যায়সমূহের প্রতিকার চাইতে পারে এবং স্থানীয় পর্যায়ে অল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে। এ প্রকল্পের মূল ভিত্তি হল গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) ও গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোট বাজেট ধরা হয়েছে ৩১,১৭৪.০৮ লক্ষ টাকা (ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও ইউএনডিপি- ২৭,১১১.৫৮ লক্ষ টাকা এবং বাংলাদেশ সরকার- ৪,০৬২.৫০ লক্ষ টাকা)।

২। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্যঃ বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে অবদান রাখা।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সুসংগঠিত গ্রাম আদালতের মাধ্যমে স্থানীয় বিচারিক চাহিদা এবং যথাযথ আইনী সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকতর সংবেদনশীল করা।
- স্থানীয় জনগণের বিশেষ করে নারী, দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন করা যাতে তারা তাদের প্রতি সংঘঠিত অন্যায়সমূহের প্রতিকার চাইতে পারে এবং স্থানীয় পর্যায়ে দ্রুততম সময়ে, স্বল্প খরচে ও স্বচ্ছতার সাথে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে।

কার্যক্রমসমূহঃ সরকার এই প্রকল্পটির মাধ্যমে নির্বাচিত ১,০৮০টি ইউনিয়নের স্থানীয় জনগণকে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিচারিক সেবা প্রদান করছে। প্রকল্পটি তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

- প্রকল্পের মেয়াদান্তে নতুন নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহে গ্রাম আদালতকে সক্রিয়ভাবে কার্যকরী করতে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের সক্ষমতা এবং দক্ষতার উন্নতিসাধন করা।
- গ্রাম আদালতের দক্ষতা এবং কার্যকারিতাকে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আইনী কাঠামো ও নীতিমালা পুনঃসংশোধন করা।
- গ্রাম আদলতের পারফরমেন্স পদ্ধতিমাফিক মূল্যায়নে সরকারের পরিবীক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- প্রকল্পভুক্ত এলাকায় উপকারভোগীদেরকে গ্রাম আদালতের ভুমিকা এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন করা যাতে তারা প্রয়োজনানুসারে গ্রাম আদালত হতে বিচারিক সেবাসমূহ গ্রহণে সক্ষম হয়।
- গ্রাম আদালত সম্পর্কিত প্রামাণিক তথ্য এবং জ্ঞান-ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি করা।

৩। কর্ম এলাকা ও কর্মপন্থা

বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ২৭টি জেলার অন্তর্ভুক্ত ১২৮টি উপজেলার ১,০৮০টি ইউনিয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিম্নের টেবিলে কর্ম এলাকা তুলে ধরা হয়েছে।

বিভাগ	জেলা	উপজেলার সংখ্যা	ইউনিয়নের সংখ্যা
ঢাকা	গাজীপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর	১৮	১৩৬
ময়মনসিংহ	জামালপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা	১০	৯৯
চট্টগ্রাম	চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী	২২	১৭২
সিলেট	মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, সিলেট	১৩	১১১
রাজশাহী	নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ	১৬	১৩১

রংপুর	রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়	২০	১৮৩
বরিশাল	ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী	১৩	১১৮
খুলনা	বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষিরা	১৬	১৩০
৮টি বিভাগ	**২৭টি জেলা**	**১২৮টি**	**১,০৮০টি**

এই প্রকল্প ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, গ্রাম পুলিশ এবং গ্রাম আদালতের বিচারকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে চারটি বিভাগে চারটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকে নিয়োগ প্রদান করেছে। টেকসই দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এনআইএলজিসহ অন্যান্য সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া এই প্রকল্প MoLJPA ও MOHA এর সাথে partnership এ কাজ করছে।

৪। প্রকল্প এলাকায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

- প্রকল্পভুক্ত ১,০৭৮টি ইউনিয়নে ৭৩,৪১৫টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে যার মধ্যে ৬০,৭৯৭টি মামলায় গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত (রায়) প্রদান করা হয়েছে এবং ৫৮,২৭৮টি সিদ্ধান্ত (৯৫%) বাস্তবায়িত হয়েছে।
- ৩,৩৩৫টি মামলা উচ্চ আদালত থেকে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালতে স্থানান্তর করা হয়েছে যা উচ্চ আদালতে মামলার জট কমাতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।
- ২১,২২৬ জন নারী (প্রায় ২৯%) গ্রাম আদালত থেকে বিচারিক সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে মামলা দায়ের করেছে।
- ৮০,৪১৫ জন স্থানীয় লোক গ্রাম আদালতের বিচারিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে যার মধ্যে প্রায় ১৭% নারী।
- গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সর্বমোট ৬৯ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা সমমূল্যের আর্থিক পাওনা/সুবিধা আদায় করে আবেদনকারীকে প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন (এমটিআর) সম্পন্ন হয়েছে এবং এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী গ্রাম আদালতে ৬ সপ্তাহের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ৯২ শতাংশ। পুলিশ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি প্রমুখ একমত পোষণ করেছেন যে, যেখানে গ্রাম আদালত সঠিকভাবে কার্যকর, সেখানে অপরাধও কম।
- প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ৯৯৭ জন চেয়ারম্যান, ১,০৮৯ জন প্যানেল চেয়ারম্যান, ৯৬২ জন ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, ৮৯ জন সহকারী হিসাব রক্ষক কাম কম্পিউটার অপারেটর ও ৯৩২ জন গ্রাম আদালত সহকারীকে (মোট-৪,০৬৯) **গ্রাম আদালতের** উপর রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৯ সালে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় নতুন যোগদান করেছেন এমন ১৩২ জন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকারকে টিওটি প্রদান করা হয়েছে।
- ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর ও প্রকল্প অফিসের সংশ্লিষ্ট স্টাফসহ মাঠ পর্যায়ের ৬৫ জন স্টাফদেরকে প্রকল্পের **ওয়েবভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির** উপর ১ দিনের অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- এ প্রকল্পের অধীনে সমাজের মানুষকে গ্রাম আদালত সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৬৬টি সভা/কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এ সকল সভা/কর্মশালায় প্রায় ২,৯৮৬ জন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, সমাজের গণ্যমান্য

ব্যক্তি, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

- স্থানীয় জনসাধারণ, সেবা প্রদানকারী ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের গ্রাম আদালতের উপর সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন ইউনিয়নে ১১৬,১৮৪টি উঠান বৈঠক, ১১৭,৫৪৭টি কাউন্সেলিং সেশন, ২,২০৯টি কমিউনিটি সভা এবং ২,২৯৮টি মাল্টিমিডিয়া ড্রামা শো, ১৭৪টি নারী উন্নয়ন ফোরামের সাথে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রায় ২,৫৪৫,৩২৭ জন স্থানীয় লোককে (নারী ৬০%) গ্রাম আদালতের বিচারিক সেবা সংক্রান্ত বার্তা প্রদান করা হয়েছে।
- জেন্ডার সচেতনতা বিষয়ে কৌশলপত্র ও জেন্ডার গাইডলাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- গ্রাম আদালত পরিচালনা ম্যানুয়েল ছাপানো (২,৮০০ কপি) হয়েছে এবং তা মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।
- ঢাকায় উপ-পরিচালক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তা, ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর, প্রকল্প কর্মকর্তা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি প্রমুখদের নিয়ে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার উপর একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

- গ্রাম আদালত কার্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে ২৭টি জেলা ও ১২৮টি উপজেলায় যথাক্রমে ২৭টি জেলা গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ১২৮টি উপজেলা গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটি কার্যকরীকরণে প্রকল্প থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- গ্রাম আদালতের সংখ্যাতাত্ত্বিক পারফরমেন্স সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য প্রকল্পটি একটি ওয়েবভিত্তিক গ্রাম আদালত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Project-MIS) তৈরি করা হয়েছে। এখন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ স্ব-স্ব কর্মস্থলে বসেই গ্রাম আদালতের মামলা দায়ের, নিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ- যাবতীয় তথ্যাদি পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবেন।

৫। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত)

- গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর আলোকে গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৭৬১টি ইউনিয়ন পরিষদে প্রকল্প থেকে নতুন এজলাস বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রকল্পভুক্ত ৩১৭টি ইউনিয়ন পরিষদে এজলাস বিতরণ করেছে যার মধ্যে ২৬৯টি এজলাস ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ায় প্রকল্প থেকে সেগুলো মেরামত করে দেওয়া হয়েছে।
- প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা ও সঠিকভাবে ডকুমেন্টেশনে ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউপি সচিবকে সহায়তা করার জন্য প্রকল্পভুক্ত ১,০৭৮টি উইনিয়নে রেজিস্টার (৫টি) ও ফরম (২২ সেট), স্টীলের আলমারী, কাঠের তাকসহ ১,০৭৮ জন গ্রাম আদালত সহকারী দেওয়া হয়েছে।
- প্রকল্পভুক্ত ১,০৭৮টি ইউনিয়নে ১,১৯,৬৯৬টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে যার মধ্যে ৯৪,১৯৩টি মামলায় গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত (রায়) প্রদান করা হয়েছে এবং ৮৮,৪৯৮টি সিদ্ধান্ত (৯৪%) বাস্তবায়িত হয়েছে।
- ৬,৪৫৭টি মামলা উচ্চ আদালত থেকে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ৩৪,৪২৮ জন নারী (প্রায় ২৯%) গ্রাম আদালত থেকে বিচারিক সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে মামলা দায়ের করেছে।
- ১,২৪,৯৩২ জন স্থানীয় লোক গ্রাম আদালতের বিচারিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে যার মধ্যে প্রায় ১৫.৫% নারী।
- গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সর্বমোট ৯২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা সমমূল্যের আর্থিক পাওনা/সুবিধা আদায় করে আবেদনকারীকে প্রদান করা হয়েছে।
- সরকার এ প্রকল্পের মাধ্যমে 'গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ' ম্যানুয়েলটি হালনাগাদ করেছে যা জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এনআইএলজি) কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং বিভিন্ন সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে (৪৫০ কপি)।

- প্রকল্প কার্যক্রমে সংশ্লিষ্টজনদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ২৭ জেলায় ২৭টি DTP (District Training Pool) তৈরি করা হয়েছে। মাস্টার প্রশিক্ষক দ্বারা ডিটিপি সদস্যদেরকে (৩১৫ জন) প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ (টিওটি) প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৯ সালে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় নতুন যোগদান করেছেন এমন ১৩২ জন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকারকে টিওটি প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পভুক্ত ২৭টি জেলায় ১,০৪২ জন চেয়ারম্যান, ১,১২৮ জন প্যানেল চেয়ারম্যান, ১,১২০ জন ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, ১০,৬৩৬ জন ইউপি সদস্য, ৮৯ জন সহকারী হিসাব রক্ষক কাম কম্পিউটার অপারেটর, ৮,৮২১ জন গ্রাম পুলিশ, ১,১৭০ জন গ্রাম আদালত সহকারীকে (মোট-২৪,০০৬; নারী-১৬%) **গ্রাম আদালতের** উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৯ সালে ৮৮৪ জন চেয়ারম্যান, ৯৭১ জন প্যানেল চেয়ারম্যান, ৮০৭ জন ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, ২,৫৫১ জন ইউপি সদস্য ও ৮৩৪ জন গ্রাম আদালত সহকারীকে (মোট-৬০৪৭; নারী-২১%) **গ্রাম আদালতের** উপর রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটরসহ মাঠ পর্যায়ের ১৯১ জন স্টাফদেরকে প্রকল্পের **পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন** বিষয়ে ২ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটরসহ মাঠ পর্যায়ের ৬৮ জন স্টাফদেরকে **প্রকল্পের গুণগত অর্জন ও ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ** বিষয়ে ৩ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর ও প্রকল্প অফিসের সংশ্লিষ্ট স্টাফসহ মাঠ পর্যায়ের ৬৫ জন স্টাফদেরকে প্রকল্পের **ওয়েবভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির** উপর ১ দিনের অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- এ প্রকল্পের অধীনে সমাজের মানুষকে গ্রাম আদালত সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ২৪৩টি সভা/কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ সকল সভা/কর্মশালায় প্রায় ১০,১৩৫ জন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
- স্থানীয় জনসাধারণ, সেবা প্রদানকারী ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের গ্রাম আদালতের উপর সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন ইউনিয়নে ২,৮৩,৮২৫টি উঠান বৈঠক, ৪,০৫২টি কমিউনিটি সভা এবং ১১,৭৯৯টি মাল্টিমিডিয়া ড্রামা শো, ১,০৭৬টি যুব কর্মশালা, ৩৪৮টি নারী উন্নয়ন ফোরামের সাথে কর্মশালা এবং ১,৯০৬টি র‍্যালী আয়োজন করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রায় ৭৮,৪৬,২৩৭ জন স্থানীয় লোককে (নারী ৫৪%) গ্রাম আদালতের বিচারিক সেবা সংক্রান্ত বার্তা প্রদান করা হয়েছে।
- জেন্ডার সচেতনতা বিষয়ে কৌশলপত্র ও জেন্ডার গাইডলাইন চূড়ান্ত করে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।
- গ্রাম আদালত পরিচালনা ম্যানুয়েল ছাপানো (২,৮০০ কপি) হয়েছে এবং তা মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।
- গ্রাম আদালত কার্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে ২৭টি জেলা ও ১২৮টি উপজেলায় যথাক্রমে ২৭টি জেলা গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ১২৮টি উপজেলা গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটি কার্যকরীকরণে প্রকল্প থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর বেইজলাইন সম্পন্ন করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।
- গ্রাম আদালতের সংখ্যাতাত্ত্বিক পারফরমেন্স সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য প্রকল্পটির মাধ্যমে একটি ওয়েবভিত্তিক গ্রাম আদালত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (PMIS) তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে এখন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণ নিজ নিজ কর্মস্থলে বসেই গ্রাম আদালতের সংখ্যাতাত্ত্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে এবং প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন।
- বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৭ ও ২০১৮) ছাপানো ও বিতরণ করা হয়েছে (২,০০০ কপি)।
- গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত), সহজ পাঠ (২০,০০০ কপি)।
- গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর (Freequently Ask Question) নামক একটি পুস্তিকা তৈরি করে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে (৩,০০০ কপি)।
- গ্রাম আদালত ও এর বিচারিক সেবা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,০৭৮টি ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত-এর সাইনবোর্ড স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।

আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভি সেস ডেলিভারী প্রজেক্ট (২য় পর্য ায়)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ:স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা :স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা: এশিয়ান ডেভেল্পমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)

৫। **প্রকল্পের ভূমিকা:** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পে ারেশন) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) ২০০৯ আইন অনুসারে নগরবাসীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সিটি কর্পে ারেশন এবং পৌরসভাসমূহের দায়িত্ব। বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়নের ফলে শহরবাসী মানুষের স্বাস্থ্যসেবার বর্ধি তচাহিদার তুলনায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কাঠামো দুর্ব লএবং অপ্রতুল। গ্রামাঞ্চলে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার শক্তিশালী নেটওয়ার্ক রয়েছে। কিন্তু নগর এলাকায় অনুরুপ স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ক ও কার্য ক্রমেরঅপর্য াপ্ততারয়েছে। এ শূন্যতার নেতিবাচক প্রভাবে শহরবাসী বিশেষত দরিদ্র মানুষ অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কাঠামো আরো উন্নত করে নগরবাসী বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সন থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে এ প্রকল্পের কার্য ক্রমচলমান রয়েছে। ইতিপূর্বে সমাপ্ত প্রকল্প 'আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট, 'দ্বিতীয় আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট' এবং 'আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভি সেস ডেলিভার প্রজেক্ট'- এর ধারাবাহিকতায় নগর/শহর কেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৬।প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) :

(ক) মোট : ১১৩৬
(খ) জিওবি : ২৪০
(গ) প্রকল্প সাহায্য : ৮৯৬

[এডিবি লোন ৮৮০ কোটি টাকা (১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং এডিবি অনুদান (Urban Climate Change Resilience Trust Fund) ১৬ কোটি টাকা (২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)]

৭। **প্রকল্পের মেয়াদকাল:**

আরম্ভ: ০১ এপ্রিল ২০১৮
সমাপ্তি:২৩ মার্চ ২০২৩

৮। প্রকল্পের লক্ষ্য: নগর এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা গ্রহনের সুযোগ ও অভিগম্যতা উন্নয়নের লক্ষ্যে গুনগত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করা

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

শহর এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণ, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের মান উন্নত করা। প্রকল্পের সুনির্দি ষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে

- প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের আর্থি ক ও ভৌত অভিগম্যতার (Accessibility) উন্নয়ন;
- নগরবাসীদের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অপরিহার্য সেবা প্যাকেজের মাধ্যমে বিশেষ করে দরিদ্রদের সেবা নিশ্চিত করা;
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ, বিশেষ করে দরিদ্র মহিলা, নবজাতক এবং শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;

- প্রকল্প এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ;
- ম্যান্ডেট অনুসারে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে নগর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের (ULBs) সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; এবং
- নগর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকার ও প্রতিশ্রুতি শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কার্য ক্রমটেকসইকরণ।

১০। কর্ম এলাকা ও কর্ম পন্থা

সকল (১২ টি)সিটি করপোরেশন ও নির্ধারিত১৩টি পৌরসভা (সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নেত্রকোনা, যশোরের বেনাপল, নারায়নগঞ্জের তারাবো, সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর ও দিরাই)।

কর্ম পন্থা

- স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট সার্বিকভাবেপ্রকল্প পরিচালনাকারী;
- সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশনএবং প্রধান নির্বাহীকর্মকর্তা,পৌরসভা প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।
- প্রকল্প
- ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় Advance Procurement Action এর আওতায় দরপত্র আহবান করে এনজিও নির্বাচনের মাধ্যমে ৩৫ নির্বাচিতপার্টনারশীপএলাকা পরিচালিত হবে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা কর্তৃক ১০ পার্টনারশীপএলাকা সরাসরি পরিচালিত হবে (ঢাকা দক্ষিণ-৩টি, ঢাকা উত্তর – ২টি, চট্রগ্রাম-২টি, গোপালগঞ্জ-১টি, কুষ্টিয়া-১টি, তারাবো – ১টি)।
- ২৩টি প্রকল্প এলাকায় Advance Procurement Action এর আওতায় দরপত্র আহবান করে এনজিও নির্বাচনসম্পন্ন হয়েছে
- ১২টি প্রকল্প এলাকায় দরপত্র যথাশিঘ্র আহ্বানের কার্য ক্রমগ্রহণ করা হবে।

১১। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্য ক্রম**

- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ৪৫টি পার্টনারশীপএলাকায় সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারিত্ব চুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ।
- নগর মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ
- প্রকল্পের আর্থিক,প্রশাসনিক ও ক্রয় কার্য ক্রমপরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা।
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরদক্ষতা বৃদ্ধিকরণে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রকল্পের পারফরমেন্স ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, আচরণগত পরিবর্তন, যোগাযোগ ও বিপণন, অপারেশনাল রিসার্চ, অডিট ও হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম কার্য ক্রম ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় সাধন।
- কম্পিউটার সামগ্রী সংগ্রহ, যানবাহন সংগ্রহ, মেডিকেল ও অফিস যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, আসবাবপত্র সংগ্রহ

প্রকল্পে প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা সমূহ

১.প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা

২.শিশু স্বাস্থ্যসেবা ও টিকা কার্য ক্রম

৩. অন্যান্য সংক্রমন ও সাধারন রোগের চিকিৎসা – সাধারন জ্বর, কাশি, কাটা-ছেড়া ইত্যাদি
৪. সাধারণ রোগের চিকিৎসা
৫. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও যোগাযোগের মাধ্যমে আচরণ পরিবর্তন সেবা
৬. স্বল্প মূল্যে রোগ নিরূপণ সেবা
৭. এ্যাম্বুলেন্স সেবা
৮. বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে ওষধ সেবা

১২। কর্ম এলাকায়২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্য ক্রম

প্রকল্পের আওতাধীন ২২টি কর্ম এলাকায় এনজিও নিয়োগ

- গোপালগঞ্জ ও কুষ্টিয়া কর্ম এলাকা পৌরসভার কতৃক সরাসরি পরিচালিত হচ্ছে।
- Individual consultant ও firm নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন

১৩। **প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অর্জন:**

- নতুন রোগীর সংখ্যা ৬,৬৩,৮৯৬ জন,
- মোট রোগীর সংখ্যা ৩৩,৪৮,৮১৭ জন,
- প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ১২,৫৪,৪৭১ জন,
- নিরাপদ প্রসব সেবা ১৫,৪০৩ জন,
- প্রসব পূর্ব সেবা ৩,২৭,৫৩২ জন,
- শিশু স্বাস্থ্যসেবা ৮,২৮,৮২৫ জন।

আরবান পাবলিক এন্ড ভায়রনমেন্টাল হেলথ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প

প্রকল্পের ভূমিকা:

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরবান পাবলিক এন্ড এনভায়রনমেন্টাল হেল্থ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাল ২০১০ সাল হতে জুন ২০১৮ পর্য ন্ত। পুনরায় প্রকল্পটির২য় সংশোধিত হওয়ায় বাস্তবায়ন কাল জুন ২০২০ পর্য ন্ত বর্ধি ত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থি ক ও কারিগরী সহযোগীতার মাধ্যমে প্রকল্প ভূক্ত ০৭(সাত) (ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) সিটি কর্পো রেশন এলাকায় নগর জনস্বাস্থ্য সুস্থ পরিবেশ, সিটি কর্পো রেশন সমূহের আর্থি ক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, গাইড লাইন, উপবিধি প্রণয়ন, কারিগরী ও আর্থি ক সহায়তা প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ০৪টি গাইড লাইন/ নির্দে শিকা সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পো রেশন সমূহকে অনুসরণ করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি প্রোগ্রাম লোন এবং প্রকল্প সাহায্য সমন্বয় গঠিত। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাল জুন ২০২০ পর্য ন্ত বর্ধি ত হওয়ায় প্রকল্পের মোট প্রকল্প ব্যয়(রাজস্ব ব্যয় সহ) ঃ ৭০,৮২০.০০ লক্ষ টাকা, এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্যঃ ১৮,৮৪৫.০০ লক্ষ টাকা (২৪.১৬ মিলিয়ন ইউ এস ডলার) এবং জিওবি (রাজস্ব ব্যয়) ঃ ৫১,৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

(ক) প্রকল্পভূক্ত সিটি কর্পো রেশন সমূহকে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালী করণের মাধ্যমে নগর এলাকার জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যগত ও পরিবেশগত অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

(খ) প্রকল্পভূক্ত সিটি কর্পো রেশন ও পৌরসভা সমূহের আর্থি ক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং স্বনির্ভ রতা অর্জনের লক্ষ্যে কম্পিউটারাইজেশনের কার্য ক্রম গ্রহণ।

(গ) নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ খাদ্য ও পানীয় ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিক সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

কর্ম এলাকা ও কর্ম পন্থা

প্রকল্পভূক্ত ০৭টি সিটি কর্পো রেশন(ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, নিরাপদ খাদ্য ও পানীয় ব্যবস্থার উন্নয়ন, আর্থি ক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং স্বনির্ভ রতা অর্জনের লক্ষ্যে কম্পিউটারাইজেশনের কার্য ক্রম গ্রহণ।

কর্ম এলাকায়২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্য ক্রম

(ক) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্পভূক্ত সিটি কর্পো রেশন(ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) এ মোট ২৮টি সেকেন্ডারী ট্রান্সফার ষ্টেশন নির্ম াণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে ৬৭৫টি রিক্সা ভ্যান, ১৮টি হাইড্রোলিক ডাম্প ট্রাক, ০৪টি ট্রাক্টর, ০৮টি ট্রেইলর ও ১,০২,৬০০ টি প্লাস্টিক বিন সরবরাহ করা হয়েছে।

(খ) খাদ্য নিরাপত্তা: ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পো রেশন এর আওতাধীন০১টি আধুনিক খাদ্য পরিক্ষাগার ও একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পো রেশনে ০১টি আধুনিক খাদ্য পরিক্ষাগার নির্ম াণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সংশ্লিষ্ট খাদ্য পরিক্ষাগার ০২টির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি, গ্লাস ওয়ার এবং কেমিক্যাল সরবরাহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতিগুলো স্থাপন এবং কেলিব্রেশন সম্পন্ন শেষে কার্য ক্রম চলমান আছে। এ ছাড়া চুক্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ০২ বছরের জন্য সার্ভি স ডেলিভারীর কাজ চলমান আছে। নির্মি ত আধুনিক খাদ্য পরিক্ষাগার দুইটির জন্য০৩টি মাইক্রোবাস ও ০২টি রেফ্রিজারেটর ভ্যান সরবরাহ করা হয়েছে।

(গ) ফাইন্যানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট এন্ড মিউনিসিপাল ফিন্যান্স: এই কম্পোনেন্টের আওতায় ০৭টি সিটি কর্পো রেশনের (ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) প্রচলিত ব্যবস্থার উন্নয়ন, পাইলটিং, Double Entry Accrual Accounting সিস্টেম এবং Revenue Management সিস্টেম উন্নয়ন এবং সংস্কারের জন্য ওয়েব বেস্ড এপ্লিকেশন সফট্ওয়ার সরবরাহ এবং স্থাপন করা হয়েছে। দুইটি পাইলটিং সিটি কর্পো রেশনে (ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ) প্রয়োজনীয় হার্ড ওয়্যার এবং নেটওয়ার্কিং সিস্টেম এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কাজের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মধ্যে ন্যাশনাল আরবান ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। Double Entry Accrual Accounting সিস্টেম এবং Revenue Management সিস্টেম উন্নয়নের জন্য সফট্ওয়ার উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং দুইটি পাইলটিং সিটি কর্পো রেশন (ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ) এর কাজ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫ সিটি কর্পো শেনে (চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) সফট্ওয়ার স্থাপন করা হয়েছে এবং ডাটা এন্ট্রির কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

(ঘ) পৌরসভার হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ অটোমেশন করা: ৩২৮টি পৌরসভার হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ অটোমেশন করার লক্ষ্যে দরপত্র আহবানের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত অটোমেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০৮ জন Individual Consultant নিয়োগ করা হয়েছে।

<u>প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অর্জন:</u>

প্রকল্পের জুন ২০১৯ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৬০% এবং আর্থি ক অগ্রগতি৩৩%।

সৌহার্দ্য (SHOUHARDO) III কর্মসূচি

ভূমিকাঃ সৌহার্দ্য III (Strengthening Household Ability to Respond to Development Opportunities III) কর্মসূচি United States Agency For International Development (USAID) ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সহযোগিতায় কেয়ার বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তাবায়নাধীন একটি খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়ন কর্মসূচি।

কর্মসূচির লক্ষ্যঃ "২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের চর এবং হাওর এলাকায় বসবাসরত বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির জেন্ডার সাম্যতা ভিত্তিক খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণ।"

কর্মসূচির সারসংক্ষেপঃ

কর্মসূচির বাস্তবায়ন কাল	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ইং থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং পর্যন্ত।
কর্মসূচির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ও অর্থায়ন	৮৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার যা স্থানীয় মুদ্রায় ৬৮২,০০,০০,০০০/-কোটি টাকা মাত্র ক। ইউএসএআইডি হতে ৮০ মিলিয়ন ইউএস ডলার, যা স্থানীয় মুদ্রায় ৬২০,০০,০০,০০০/-কোটি টাকা মাত্র। খ। বাংলাদেশ সরকার পক্ষ হতে ৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার, যা স্থানীয় মুদ্রায় ৬২,০০,০০,০০০/-কোটি টাকা মাত্র।
কর্মএলাকা	চর অঞ্চলঃ কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ ও জামালপুর জেলা হাওর অঞ্চলঃ কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলা
কর্ম পরিধি	লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী ঃ ৬৭৪,৮৫৬ দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের সংখ্যা ঃ ১৬৮,৫২১ মোট গ্রামের সংখ্যা ঃ ৯৪৭ মোট ইউনিয়নের সংখ্যা ঃ ১১৫ মোট উপজেলার সংখ্যা ঃ ২৩ মোট জেলার সংখ্যা ঃ ০৮

কর্মসূচির উদ্দেশ্যগুলো : কর্মসুচির লক্ষ্য অর্জনে সমূদয় কর্মসুচি নিম্নে বর্ণিত ৫টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে ঃ

উদ্দেশ্য ১: কৃষি ও জীবিকায়নঃ নারী ও পুরুষের আয বৃদ্ধি এবং নারী, পুরুষ, ছেলে-মেয়ে সকলের জন্য সাম্যতা ভিত্তিত্বে পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য প্রাপত্যা নিশ্চিত করণ।

উদ্দেশ্য ২: স্বাস্থ্য, পরিস্কার পরিচাছন্নতা ও পুষ্টিমান উন্নয়নঃ গর্ভবতী ও প্রসূতি মা, কিশোরী এবং পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমানের **উন্নয়ন**।

উদ্দেশ্য ৩: সক্ষমতাঃ প্রাকৃতিক এবং মানব সৃষ্ট দুর্যোগ ও দুর্ভোগ প্রশমন, অভিযোজন, অভিঘাত মোকাবেলায় ও উত্তরণে নারী পূরুষ নির্বিশেষে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

উদ্দেশ্য ৪: নারী ক্ষমতায়নঃ পরিবার ও কমিউনিটিতে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ও জেন্ডার সাম্যতা **নিশ্চিতকরণ**।

উদ্দেশ্য ৫: সুশাসনঃ কমিউনিটিতে বিশেষ করে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র নারীদের জন্য সরকারী সেবাসমূহের প্রাপ্যতা নিশ্চত করণ (স্থানীয় নির্বাচিত পর্ষদ ও জাতি গঠনমূলক দপ্তরসমূহের সেবা)।

বাস্তবায়ন কৌশল: এই কর্মসূচি কেয়ার বাংলাদেশ দেশীয় ৬টি বেসরকারী সংস্থা (NGO) এর সাথে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে, মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এই কর্মসুচির সার্বিক সমন্বয়, সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের ১৩ টি মন্ত্রণালয়, USAID ও কেয়ার বাংলাদেশ সমন্বয়ে গঠিত কর্মসুচি উপদেষ্টা ও সমন্বয় পরিষদ (Program Advisory and Coordination Committee – PACC) এর নিকট ন্যস্ত। স্থানীয় বিভাগের সচিব এর নেতৃত্বে উক্ত কমিটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। অনুরুপ ভাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ,জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাক্রমে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক

ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণদের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত সৌহার্দ্য সমন্বয় কমিটি কর্মসুচি বাস্তবায়নে সমন্বয়, সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে যাচ্ছে।

চ্যালেঞ্জ সমূহ :

- জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্য আনার ক্ষেত্রে সীমিত সুযোগ
- প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের জন্য ফসল উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা ও পয়োঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
- ঘন ঘন নদীর পাড় ভাঙা, আকস্মিক বন্যা এবং কৃষিজমি প্লাবিত হওয়া
- কিশোর ও তরুণদের কর্মসুচিতে অংশগ্রহণে স্বতঃস্ফূর্তার অভাব

অর্জন ও মাইলফলক:

- আয়সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে ৯৩,১২৭ জন অংশগ্রহণকারী রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট রয়েছে প্রায় ১০৫,৮৩০টি গবাদি পশুপাখি ও ২৯,৯১০টি কৃষিজমি
- ৯৪৭টি গ্রামে দুই বছরের কম বয়সী ৪৭,১১৩টি শিশু বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ ও প্রচারণা (GMP) কর্মসূচির আওতায় এসেছে
- ৫১,৩৭৯ জন গর্ভবতী ও প্রসূতি মা মাসিক খাদ্য সহায়তার আওতায় এসেছে
- দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী ১১,৫১৭ জন
- ৯৪৭টি গ্রামে ক্ষমতায়ন, জ্ঞান ও রূপান্তরমূলক কার্যক্রমের (EKATA) বৈঠক হয়েছে

কর্মসূচির অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্য:

উদ্দেশ্য ১: কৃষি ও জীবিকায়ন

ফলাফল/বিষয়	জুলাই '১৮-জুন '১৯		কার্যক্রম	
	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন
মোট কৃষক মাঠ ও বিজনেস স্কুল (FFBS)	৯৭	৯৭	৫,৮৬৬	৬,৪১৮
সহায়তা পাওয়া পেশাভিত্তিক দলের (COG) সদস্য	১৪৯,২০৩	১৪৯,২০৩	১৬৮,৫২১	১৬৪,৭৫৮
কৃষি	২৮,১৮১	২৮,১৮১	৩২,৬২৯	২৯,৯১০
ভিটেবাড়ির সমুন্বিত উন্নয়ন	২৮,১১৫	২৮,১১৫	৩২,২১৫	৩২,৪৪৩
মৎস্য	৬,৭৩৭	৬,৭৩৭	৯,৫০৫	৯,২৭৮
আয় বর্দ্ধক কর্মসুচির বাস্তবায়ন	৮৬,১৭০	৮৬,১৭০	৯৪,১৭২	৯৩,১২৭
মোট গ্রামীন সঞ্চয় ও ঋণ সমিতি (VSLA) দল	৫৪৭	৫৪৭	৯৪৭	৯৪৭
VSLA সদস্য	১৩,৬৭৫	১০,৯০৮	২৮,৪১০	২৯,৯৯১
মোট যুব দল গঠিত	০	০	৯৪৭	৯৪৭
যুব কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ	৫,৮৭০ (বাৎসরিক লক্ষ্য)	২,৩৮২	১০,০০০	৪,৩৫৬
অর্থনৈতিক সাক্ষরতা ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১৯০,০০০ (বাৎসরিক লক্ষ্য)	১৫৬,৭৪৯	১৯০,০০০	১৫,৬৭৪৯

উদ্দেশ্য ২: স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও পুষ্টি (HH&N)

ফলাফল	জুলাই '১৮-জুন '১৯		কার্যক্রম	
	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন
কমিউনিটিভিত্তিক বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ ও প্রচারণা (GMP) বৈঠক (যেসব গ্রামে পরিচালিত হয়েছে, তার সংখ্যা) বাস্তবায়ন	৯৪৭	৯৪৭	৯৪৭	৯৪৭
GPM-এর আওতায় আসা ২ বছরের কম বয়সী শিশুর সংখ্যা	৩৬,১৫৯ (বাৎসরিক লক্ষ্য)	২৯,৪০৫	৫২,৩৭৬	৪৮,০১৫
আয়োজিত উঠান বৈঠক	১১,৩৬৪	১০,৭৪৭	৪০,৮২৯	৩১,৬৮৩
বাড়িতে যেসব গর্ভবতী ও প্রসূতি মা (PLW) কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে	৪২,০৯৮ (বাৎসরিক লক্ষ্য)	২৯,৩৭৩	৫২,৩৭৬	৪৯,১২২
খাদ্য সহায়তা প্রাপ্ত PLW	৪,২৯৮ (বাৎসরিক লক্ষ্য)	৩৭,২১৩	৫২,৩৭৬	৫৩,০৬৬
কমিউনিটির যত নলকূপে আর্সেনিক পরীক্ষা করা হয়েছে	০	০	৩০,০০০	১১,৯৩২

কমিউনিটির যত নলকূপে কলিফর্ম পরীক্ষা করা হয়েছে	০	০	৩,১৫৪	২,৯৫৫

উদ্দেশ্য ৩: দুর্যোগ সক্ষমতা

ফলাফল/বিষয়	জুলাই '১৮-জুন '১৯		কার্যক্রম	
	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন
দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি	২,৯৬২ (বাৎসরিক লক্ষ্য)	২,০৭৮	১৪,৪৭৯	১১,৫১৭
কমিউনিটি ঝুঁকি মূল্যায়ন (CRA) অনুশীলনকারী কমিউনিটি	০	০	৯৪৭	৯৪৭
কমিউনিটিভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়নকারী কমিউনিটির সংখ্যা	০	০	৯৪৭	৯৪৭
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান আয়োজিত দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক ও সচেতনতা সৃষ্টিতে অনুষ্ঠান	১৪৬	১৪৬	৬৭১	৫৭১
ইউনিয়নভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার (UDMP) সংখ্যা	০	০	১১৫	১১৫

উদ্দেশ্য ৪: নারী ও কিশোরীর ক্ষমতায়ন

ফলাফল/বিষয়	জুলাই '১৮-জুন '১৯		কার্যক্রম	
	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন
মোট EKATA দল গঠিত	৯৪৭	৯৪৭	৯৪৭	৯৪৭
EKATA দলের মোট সদস্য	৩৩,১৪৫	৩৩,১৪৫	৩৩,১৪৫	৩৩,১৪৫
দম্পতি কর্মশালা (Couple Dialogue) অনুষ্ঠানের সংখ্যা	৫,৬৮০	২,১৩৫	১১,৩৬৪	৩০৬০
চা-দোকানে অনুষ্ঠিত আলোচনা (Tea shop talk)	১,৮৯৪	৯২৯	৩,৭৮৮	১,১১৮

উদ্দেশ্য ৫: সুশাসন

ফলাফল/বিষয়	জুলাই '১৮-জুন '১৯		কার্যক্রম	
	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন
গঠিত গ্রাম উন্নয়ন কমিটির (VDC) সংখ্যা	০	০	৯৪৭	৯৪৭
VDC-এর সদস্য সংখ্যা	০	০	১০,৪১৭	১০,৯৮৮
কর্মসূচি এলাকায় সরকারি কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের সংখ্যা	৬৯ (বাৎসরিক লক্ষ্য)	৭৫	৩৪৮	২২৪
সুশাসন ও যৌথ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউপি সদস্য	৩৫১	৩৫১	১,৬১০	১,১২৩
সুশাসন ও যৌথ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ সদস্য	৯৯৪	৯৯৪	১৭,০৪৬	১৬,১৩৮
সুশাসন ও যৌথ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত VDC সদস্য	০	০	১০,৪১৭	৯,৬৪৭
LEB অথবা NBD-তে প্রক্রিয়াধীন VDC ও EKATA ইস্যু	৫৬৮	৬৭২	১,১৫০	১,১৪২

ভৌত অবকাঠামো:

ফলাফল/বিষয়	জুলাই '১৮-জুন '১৯		কার্যক্রম	
	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন
স্বল্পমেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রম (ভিটেবাড়ি তৈরি, সামাজিক প্রেক্ষাপট সৃষ্টি, পিএনজিওর মাধ্যমে কাচাসড়ক রক্ষণাবেক্ষণ)	১৯০টি স্কিম (৫০,৭০৫ ব্যক্তি দিবস)	১৯০টি স্কিম (৫০,৬৩৬ ব্যক্তি দিবস)	৬৯৪টি স্কিম (১,৫০,০০০ ব্যক্তি দিবস)	৬৯৪টি স্কিম (১,৫২,০৫৭ ব্যক্তি দিবস)
পিএনজিওর মাধ্যমে বসতবাড়িতে পিট শৌচাগার (রিং-স্লাব) নির্মাণ	৯৫৬	৯৫৬	২২১০	২২১০

পিএনজিওর মাধ্যমে ছোট ইউ-আকৃতির পয়নিষ্কাশন কালভার্ট নির্মাণ	৩৬	৩৬	৯০	৯০
পিএনজিওর মাধ্যমে কম খরচের সামাজিক উপকরণ কেন্দ্র (CRC) নির্মাণ	০	০	৩০০	২৯৯
এলজিইডির মাধ্যমে চর এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র সংবলিত বিদ্যালয় নির্মাণ	১৪	৭	১৪	৭
এলজিইডির মাধ্যমে ইটের সুরক্ষা দেয়াল নির্মাণ	৬	৩	৮	৫

উপসংহার:

এই প্রতিবেদনে সৌহার্দ্য III -এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কাজের পরিসর ও বাস্তবায়ন কৌশলসহ একটি সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে। এরপর এতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কর্মসূচির অগ্রগতি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সবশেষে দীর্ঘমেয়াদী গবেষণার তথ্যের ভিত্তিতে বাছাইকৃত কিছু ফলাফল এতে সংযোজন করা হয়েছে। কর্মসূচি ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। যদিও কিছু ক্ষেত্রে যেমন- যুব দলের দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং WASH কার্যক্রম অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা এখনো সম্ভব হযনি। এসব ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অর্জন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি:৩)
বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৮-২০১৯)

ভূমিকা

"সিরাজগঞ্জ লোকাল গভর্ন্যান্স ডেভেলপম্যান্ট ফান্ড প্রজেক্ট" (এসএলজিডিএফপি) শীর্ষক প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে আরো শক্তিশালী ও আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ জুলাই ২০০৬-২০১১ মেয়াদে বিশ্বব্যাংক, ইউএনসিডিএফ, ইউএনডিপি, ডানিডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহযোগিতায় "লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট" সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। উল্লিখিত প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে বিভিন্ন অঙ্গসমূহের মূল্যায়ন করা হয় এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহের ফলাফলে দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, জনপ্রতিনিধিদের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে বিশেষ করে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরো অনেক কিছু করার অবকাশ আছে। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাংক এর সহায়তায় ২০১১-২০১২ হতে ২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদে "দ্বিতীয় লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি:২)" শীর্ষক প্রকল্পটি গৃহীত হয়। পরবর্তীতে পর পর দু'বার ডিপিপি সংশোধনীর মাধ্যমে জুন ২০১৭ পর্যন্ত এ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সকল ইউনিয়ন পরিষদকে এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এলজিএসপি-২ এর ধারাবাহিকতায় ফলোআপ প্রকল্প হিসেবে এলজিএসপি-৩ বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মাধ্যমে এলজিএসপি-২ এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আরো উন্নততর পদ্ধতিতে ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং ও সুপারভিশন নিশ্চিত করা হবে; যাতে করে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ আরো সুসংহত হয় ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

১.১.১ ১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৫,৫৩৫.০০ কোটি টাকা। এতে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ৩,১৫৩.০০ কোটি টাকা এবং বিশ্বব্যাংকের ঋণ ২,৩৮২.০০ কোটি টাকা। প্রকল্পের থোক বরাদ্দের অর্থ সরাসরি দেশের ৪৫৬৯ টি ইউনিয়ন পরিষদ ও ১৬টি পাইলট পৌরসভার ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হচ্ছে। এ বরাদ্দ দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও পাইলট পৌরসভাসমূহ জনগণের মাধ্যমে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

০২। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো, ইউনিয়ন পরিষদে বর্তমান ফরমূলা (আয়তন ও জনসংখ্যা) ভিত্তিক থোক বরাদ্দের অর্থ স্থানান্তর পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং নির্বাচিত ১৬টি পৌরসভাতে পাইলট ভিত্তিতে সম্প্রসারিত থোক বরাদ্দ (Expanded Block Grants) চালুকরণ।

০৩। প্রকল্পের অঙ্গসমূহ

প্রকল্পের মোট ৪টি অঙ্গ (কম্পোনেন্ট) রয়েছে যা নিম্নরূপ:

কম্পোনেন্ট ১: ইউনিয়ন পরিষদ অনুদান [মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি) ও দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি)]
কম্পোনেন্ট ২: অডিট ও কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন এবং তথ্য পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা (এমআইএস) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
কম্পোনেন্ট ৩: পাইলট পৌরসভায় সম্প্রসারিত থোক বরাদ্দ (ইবিজি) প্রদান
কম্পোনেন্ট ৪: সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

০৪। প্রকল্পের কার্যক্রম

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর আওতায় দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদকে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সরাসরি থোক বরাদ্দ ছাড়াও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, স্থানীয় পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক শিখন কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউনিয়ন

পরিষদকে আরো দক্ষ ও অভিজ্ঞ করে তোলা এবং জাতীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ বান্ধব নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করা হচ্ছে। সুতরাং স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে চাহিদামাফিক স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ এবং তৃণমূল পর্যায়ে অংশদারিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এলজিএসপি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদসমূহ যে থোক বরাদ্দ পাচ্ছে তা দ্বারা জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে জনগণ তাঁদের চাহিদাভিত্তিক সেবা পাচ্ছেন এবং জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ফলে স্থানীয় উন্নয়নে জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। মৌলিক থোক বরাদ্দ ও কর্মদক্ষতা থোক বরাদ্দ দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদসমূহ জনগণের চাহিদাভিত্তিক যে কোন কার্যক্রম যেমনঃ স্থানীয় রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ, সুপেয় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ, মহিলাদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, পরিবেশ সুরক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে সর্বস্তরে জনসচেতনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

চিত্র: এলজিএসপি এর আওতায় বাস্তবায়িত স্কিম (রাস্তা)

চিত্র:এলজিএসপি এর আওতায় বাস্তবায়িত স্কিম (কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার)

০৫। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

(০১) ইউনিয়ন পরিষদ অনুদান বরাদ্দ সংক্রান্ত চিত্র ঃ

এলজিএসপি-৩ প্রকল্পটি ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাস হতে শুরু হয়েছে। প্রকল্পের শুরু হতে অর্থাৎ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত দেশের ইউনিয়ন পরিষদসমূহের অনুকূলে মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি) বাবদ ২৫১২.৭০ কোটি টাকা ও দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) বাবদ ৪৭৪.৮৪ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ২৯৮৭.৫৪ কোটি টাকা ইউনিয়ন পরিষদে ছাড় করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৬টি পাইলট পৌরসভায় ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সম্প্রসারিত থোক বরাদ্দ (ইবিজি) বাবদ মোট ৩৮.২৯ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে।

গত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিবিজি বাবদ ৮৭৯.০৩ কোটি টাকা এবং পিবিজি বাবদ ১৭২.৬২ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ১০৫১.৬৫ কোটি টাকা মোট ৪৫৬৯টি ইউনিয়ন পরিষদে ছাড় করা হয়েছে। এ ছাড়া ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৬টি পাইলট পৌরসভায় সম্প্রসারিত থোক বরাদ্দ (ইবিজি) বাবদ ১৯.৪৮ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে।

<u>ক. মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি) এর বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও অগ্রগতি</u>

(কোটি টাকায়)

আর্থিক বছর	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	ছাড়কৃত মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি)	মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি) ব্যয়	অগ্রগতি (%)	গৃহীত স্কীম সংখ্যা	বাস্তবায়িত স্কীম সংখ্যা (%)
২০১৬-১৭	৪৫৫৩	৭৯৯.৫০	৭৯৩.৫০	৯৯.৩০%	৬২১০৮	৬১৫৩৭ (৯৯%)
২০১৭-১৮	৪৫৭১	৮৩৪.১৮	৮১১.৭৪	৯৭.৩১%	৫৩৯৩১	৫২৩১০

						(৯৭%)
২০১৮-১৯	৪৫৬৯	৮৭৯.০২	৩৪৩.৮৭	৩৯.১২%	২৮০৩৫	১২৪৫৭ (৪৪%)
সর্বমোট		২৫১২.৭০	১৯৪৯.১১	৭৭.৫৭%	১৪৪,০৭৪	১২৬৩০৪ (৮৭%)

খ. দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) এর বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

আর্থিক বছর	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	ছাড়কৃত দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি)	দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) ব্যয়	অগ্রগতি (%)	গৃহীত স্কীম সংখ্যা	বাস্তবায়িত স্কীম সংখ্যা (%)
২০১৬-১৭	২৯৯৫	১৪৭.৬৩	১৪৪.৬৮	৯৮%	৯৮১৮	৯৬২২(৯৮%)
২০১৭-১৮	৩০০৪	১৫৪.৫৯	১৪৯.৭৫	৯৩%	১০৫০৪	১০০৮৩(৯৬%)
২০১৮-১৯	৩০৮২	১৭২.৬২	-	-	-	-
সর্বমোট		৪৭৪.৮৪	২৯৪.৪৩	৬২%	২০,৩২২	১৯৭০৫(৯৭%)

গ. পাইলট পৌরসভায় সম্প্রসারিত থোক বরাদ্দ (ইবিজি) এর বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

আর্থিক বছর	পাইলট পৌরসভার সংখ্যা	ছাড়কৃত সম্প্রসারিত থোক বরাদ্দ (ইবিজি)	সম্প্রসারিত থোক বরাদ্দ (ইবিজি)ব্যয়	অগ্রগতি (%)	গৃহীত স্কীম সংখ্যা	বাস্তবায়িত স্কীম সংখ্যা (%)
২০১৭-১৮	১৬	১৮.৮১	১৫.০৬	৮০.০৬%	৩৭১	৩১২(৮৪.০৯%)
২০১৮-১৯	১৬	১৯.৪৮	-	-	-	-
সর্বমোট		৩৮.২৯	১৫.০৬	৩৯.৩৩%	৩৭১	৩১২(৩৯.৪৯%)

** উল্লেখ্য অর্থ বছরের শেষ সময়ে অর্থ ছাড়ের কারনে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অগ্রগতি হয় নাই। তবে Roll-over থাকার কারণে পরবর্তী অর্থবছরে অব্যয়িত টাকা ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা কর্তৃক ব্যয়ের সুযোগ রয়েছে ।

(০২) ইউনিয়ন পরিষদে অডিট কার্যক্রম

এলজিএসপি এর আওতায় ২০০৬-০৭ হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত বেসরকারি অডিট ফার্ম (সি.এ ফার্ম) দ্বারা দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) এর বার্ষিক আর্থিক বিবরণী অডিট করানো হয়েছে। অডিট ফার্মগুলি সকল ইউপি'এর বার্ষিক আর্থিক বিবরণী অডিটের পাশাপাশি কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন এবং প্রতি উপজেলায় ১টি ইউনিয়ন পরিষদে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত করেছে। মূলত: ৪টি সূচক ও ১০টি উপক্ষেত্র সূঁচকের সাহায্যে ৪০ নম্বরের ভিত্তিতে কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে সর্বশেষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিটি জেলায় ৬৫% ইউনিয়ন পরিষদের অনুকূলে কর্মদক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অডিট ফার্মসমূহ কর্তৃক ফিনান্সিয়াল, পারফরমেন্স ও সেফগার্ড ডাটাবেজ প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। অডিট রিপোর্টসমূহ, দক্ষতা মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ, পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ ও সকল প্রতিবেদনের ডাটাবেজ নিয়োজিত ৪টি রিভিউ ফার্ম কর্তৃক রিভিউ করে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

চূড়ান্ত অডিট প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে বিগত ০৮ বছরে অডিট ফার্ম কর্তৃক প্রদত্ত মতামত এর তথ্য নিম্নরূপঃ

নিরীক্ষা কাল	বার্ষিক আর্থিক বিবরণীর বছর	অডিট প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত				মন্তব্য
		বিরূপ/ অস্বীকৃতি	শর্তযুক্ত	শর্তহীন	সর্বমোট ইউপি	
২০১০-১১	২০০৯-১০	১২২	৬৩৫	৩,৮০৪	৪,৫৬১	
২০১১-১২	২০১০-১১	৬৬	৩,০৪৩	১,৪৩৯	৪,৫৪৮	
২০১২-১৩	২০১১-১২	৪১৩	২,৯৬৮	১,১৬৮	৪,৫৪৯	

২০১৩-১৪	২০১২-১৩	৭২৩	৩,৮১৮	৭	৪,৫৪৮	
২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	৫৯৩	৩,৯৫৭	৪	৪,৫৫৪	
২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	৪৬৮	৪,০৮৫	১	৪,৫৫৪	
২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	৭৫৩	৩,৮০০	-	৪,৫৫৩	
২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	৪২৮	৪,১১৩	২০	৪,৫৬২	

(০৩) অডিট আপীল কার্যক্রম ঃ

সিএ ফার্ম কর্তৃক অডিট প্রতিবেদনে উত্থাপিত বিরূপ/অস্বীকৃতি মতামতের উপর সংশ্লিষ্ট ইউপি'র আপীল আবেদনের সুযোগ প্রদান করা হয়। এলজিএসপি কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদনের উপর সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর, বর্তমান ও আপত্তির সাথে সম্পৃক্ত ইউপি চেয়ারম্যান, তৎসময়ে কর্মরত ইউপি সচিব, অডিট ফার্ম, অডিট রিভিউ ফার্ম, আইসিএবি'র প্রতিনিধি, বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আপীল শুনানীর আয়োজন করেছে। আপীল শুনানী'তে উপস্থিত সকল পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত প্রমাণক ও ইউএনও-র সুপারিশ বিবেচনা করে এলজিএসপি কর্তৃপক্ষ আপীলের রায় ঘোষণা করেছেন এবং জেলা প্রশাসক বরাবর সংশ্লিষ্ট ইউপি'র অনুকূলে আপীলের আদেশ প্রতিপালনের জন্য প্রেরণ করা হয়।

বিগত বছরসমূহে আপীল শুনানীর পর অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও বহালের তথ্য নিম্নরূপ:

অর্থ বছর	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
বিরূপ/ অস্বীকৃতি মতামত সংখ্যা	৬৬	৪১৩	৭২৩	৫৯৩	৪৬৮	৭৫৩	৪২৮
আপত্তি নিষ্পত্তি	৩১	৩৩৫	৬৭৫	৪৭৬	৩৯৮	৭১৩	৪২০
আপত্তি বহাল	৩৫	৭৮	৪৮	১১৭	৭০	৪০	৮

(০৪) ফাপাড কর্তৃক নিরীক্ষা

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ফাপাড কর্তৃক এলজিএসপি-৩ প্রকল্প অফিসসহ সারাদেশে ২৯টি জেলায় সর্ব্বমোট ৪৭৩টি ইউপি'র নিরীক্ষা কার্যক্রম শেষ হয়েছে। বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি ও এলজিএসপি-৩ এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এক্সিট মিটিং সম্পন্ন করে ফাপাড কর্তৃক নিরীক্ষা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুসারে দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ফাপাড শর্তহীন (Unqualified) মতামত প্রদান করেছে। এলজিএসপি-৩ এর আর্থিক কর্মকান্ডের উপর কোন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই। ইউপিসমূহের আর্থিক কর্মকান্ডের উপর মোট ৫২টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়, এরমধ্যে ২৫টি এ তালিকাভুক্ত এবং ২৭টি বি তালিকাভুক্ত। আপত্তির উপর সংশ্লিষ্ট ইউপি থেকে বিএসআর সংগ্রহ কার্যক্রম চলছে। শীঘ্রই উহা প্রকল্পের মতামতসহ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ফাপাডে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রেরণ করা হবে।

(০৫) পৌরসভা নিরীক্ষা:

পাইলট প্রকল্পের আওতায় এলজিএসপি-৩ কর্তৃক সারাদেশ থেকে মোট ১৬টি চিহ্নিত পৌরসভার অনুকূলে 'এক্সটেন্ডেড ব্লক গ্রান্ট' প্রদান করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের মত এসকল পৌরসভায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। একটি নিরীক্ষা ফার্ম ও একটি অডিট রিভিউ ফার্ম এ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুসারে কোন বিরুপ কিংবা অস্বীকৃত মতামত নেই।

০৬। এলজিএসপি-৩ এর আওতায় এমআইএস

এলজিএসপি-৩ প্রকল্পের আওতায় এমআইএস এ অনলাইন, অফলাইন, মোবাইল এ্যাপস ও হেল্পডেস্ক প্রস্তুত করার বিষয়ে ডিপিপিতে উল্লেখ আছে। এলক্ষ্যে এলজিএসপি-৩ এর এমআইএস টিমের উদ্যোগে নিম্নলিখিত মডিউলসমূহের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ইউপি'র কার্যক্রম পরিদর্শন ও জিপিএস লোকেশনযুক্ত ছবিসহ পরিদর্শন প্রতিবেদন অনলাইনে এমআইএস এ দাখিল

- এলজিএসপি-৩ এর আওতায় ইউপি কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত স্কিম এর জিপিএস লোকেশনযুক্ত ছবিসহ তালিকা অনলাইনে এমআইএস এ দাখিল প্রেরণ
- এলজিএসপি-৩ এর আওতায় স্ব স্ব ইউপির বিবিজি-পিবিজি বরাদ্দের তথ্য এমআইএস সংযুক্তকরণ
- ইউপির বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন (এএফএস) অনলাইনে ইউপি কর্তৃক এমআইএস এ এন্ট্রিকরণ
- দেশের সকল ইউপির চেয়ারম্যান, সচিব ও উদ্যোক্তাসহ সকল সদস্যদের তথ্য এমআইএস এ সংরক্ষণ
- সকল নাগরিকের জন্য ইউপি'র জিও লোকেশনসহ অন্যান্য তথ্য জানার জন্য এলজিএসপি এ্যাপস ব্যবহারের ব্যবস্থা
- নগরিক কর্তৃক মোবাইল এ্যাপস এর মাধ্যমে অভিযোগ ইউপিতে দাখির ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা চালুকরণ

০৭। সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ প্রকল্পের আওতায় ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা, উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন, আর্থিক ও ক্রয় ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন বিষয়ে প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তা, প্রকল্প স্টাফ (ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর), ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান ও ইউপি সচিব এবং পাইলট পৌরসভার সকল মেয়র, কাউন্সিলর ও সচিবসহ মোট ৫,৬২৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে প্রাইভেট অডিট ফার্মের ১৫০০ জন অডিটরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে প্রশিক্ষণের সারসংক্ষেপ ছক আকারে উপস্থাপন করা হলোঃ

প্রশিক্ষণের সারসংক্ষেপ সংক্রান্ত ছক

ক্রমিক নং	বছর	প্রশিক্ষণের ধরণ	মেয়াদ (দিন)	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
					সংখ্যা	শতকরা হার
১	২০১৮ সেপ্টেম্বর	ইউপি ফাংশানারিজ ও মাঠ প্রশাসণের সরকারি কর্মকর্তাগণের (ডিসি, ডিডিএলজি ও ইউএনও) অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভাগীয় কর্মশালা (মোট ১০টি কর্মশালা)	১	৩৯৪	৩৭২	৯৪.৪১
২	২০১৮ সেপ্টেম্বর	বেসরকারি অডিট ফার্মের অডিটরদের প্রশিক্ষণ	১	১৫০০	১৫০০	১০০
৩	২০১৮ সেপ্টেম্বর	পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর ও সচিবদের অংশগ্রহণে কর্মশালা	১	৬৪	৬৪	১০০
৪	২০১৯ মার্চ	প্রকল্প কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপর ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটরদের (ডিএফ) প্রশিক্ষণ	৩	৫৫	৫৪	৯৮
৫	২০১৯ মে	প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর পাইলট পৌরসভার কাউন্সিলর ও সচিবদের প্রশিক্ষণ	১	২১২	১৪০	৬৬
৬	২০১৯ জুন	ডিএফদের অংশগ্রহণে প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা শীর্ষক কর্মশালা	১	৫৪	৫৪	১০০
৭	২০১৯ জুন	প্রকল্পের এমআইএস এর উপর কর্মশালা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমআইএস বিভাগের ছাত্রদের অংশগ্রহণে)	১	২০	২০	১০০
৮	২০১৯ জুন	জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা (জেলা প্রশাসক, ডিডিএলজি, ইউএনও, ডিএফ এবং ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিবদের অংশগ্রহণে) (মোট ৩২ জেলায়)	১	৪৯২৮	৪৯২২	৯৯.৮৮

চিত্র: এলজিএসপি'র আওতায় কারিগরি প্রশিক্ষণ

চিত্র: এলজিএসপি'র আওতায় ছাগল পালন প্রশিক্ষণ

৮। প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কমিটি গঠন ও তাদের কর্মতৎপরতাঃ প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, মনিটরিং ইত্যাদি বিষয় প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান কল্পে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরে নিম্মোক্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এগুলো তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে তৎপর রয়েছেঃ

- ইউনিয়ন উন্নয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ইউডিসিসি)
- ব্লক গ্রান্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটি (বিজিসিসি)
- ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডিসিসি)
- ওয়ার্ড কমিটি (ডাব্লিউসি)
- স্কিম সুপারভিশন কমিটি (এসএসসি)
- পরিকল্পনা কমিটি

চিত্র: জেলা সমন্বয় কমিটি (ডিসিসি) এর সভা

চিত্র: উপজেলা ব্লক গ্রান্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটি (বিজিসিসি) এর সভা

০৯। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় কার্যক্রম

স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণকে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং মৌলিক থোক বরাদ্দের বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য অবগত করানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কিত বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত ওয়েভপেজ-এর মাধ্যমে জনগণকে ইউনিয়নের জন্য সম্ভাব্য মৌলিক থোক বরাদ্দের (বিবিজি) পরিমাণ সম্পর্কে অবগত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়

- ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে সভা, কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে
- ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়মিত অডিট এবং মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে
- প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম মূল্যায়ন ফলাফল নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে কার্যকর নীতি প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে

চিত্র:ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট সভা

চিত্র:ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সভা

১০। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

এলজিএসপি-৩ প্রকল্পটি ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাস হতে শুরু হয়েছে। প্রকল্পের শুরু হতে অর্থাৎ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত দেশের ইউনিয়ন পরিষদসমূহের অনুকূলে মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি) বাবদ ২৫১২.৭০ কোটি টাকা ও দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) বাবদ ৪৭৪.৮৪ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ২৯৮৭.৫৪ কোটি টাকা ৪৫৬৯টি ইউপিতে ছাড় করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৬টি পাইলট পৌরসভায় ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ইবিজি বাবদ মোট ৩৮.২৯ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

(১) বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নসমূহ জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন কার্যক্রম, স্থানীয় রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, ফেরী ঘাট নির্মাণ/সংস্কার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ ও অবকাঠামো সংস্কার, সুপেয় পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য সম্মত সেনিটেশন ব্যবস্থা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়নে বিভিন্ন স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(২) সরাসরি প্রকল্পের অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে স্থানান্তরের পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে নিজস্ব সম্পদ আহরণে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং এর ফলে ইউপিসমূহের নিজস্ব সম্পদ আহরণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদের হোল্ডিং ট্যাক্সসহ অন্যান্য ট্যাক্স আদায়ে দীর্ঘ দিনের স্থবিরতা বিরাজমান ছিল। ইউনিয়ন পরিষদ এ ব্যাপারে যেমন ছিল উদাসিন তেমনি জনগণও ছিল অনাগ্রহী। এলজিএসপি এর কার্যক্রম এ স্থবিরতা ভেঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদ ও জনগণ উভয়কেই হোল্ডিং ট্যাক্সসহ অন্যান্য ট্যাক্স আদায় ও প্রদানের গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম করেছে। জনগণ ইউনিয়ন পরিষদের স্কিম বাছাই ও বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে বিধায় ইউনিয়ন পরিষদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ইউনিয়ন পরিষদের উপর তাদের আস্থাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড পর্যায়ে উম্মুক্ত সভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে উম্মুক্ত বাজেট অধিবেশন করে থাকে।

(৩) পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়নে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(৪) স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য এ প্রকল্পের আওতায় বেসরকারি অডিট ফার্ম দ্বারা দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে অডিট কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।

(৫) নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নকে এ প্রকল্প বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। স্থানীয় পর্যায়ে জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে প্রকল্প থেকে যে থোক বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে তার ৩০% অর্থ মহিলাদের দ্বারা বাছাইকৃত স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে ব্যয় করা হয়েছে। এ উদ্যোগকে সফলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের মধ্যে বিপুল সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

(৬) ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরাসরি জনঅংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটেছে এবং অধিকতর আর্থিক ক্ষমতায়ন হওয়ায় স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

(৭) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হচ্ছে। যেহেতু জনগণ ইউপির মাধ্যমে সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমাণ যথাসময়ে জানতে পারছে সেহেতু তাঁরা সঠিক সময়ে প্রকল্প চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করতে পারে। এর ফলে স্থানীয় জনগণের সাথে ইউপিসহ এলাকার জনপ্রতিনিধিগণের মধ্যে উন্নয়ন বিষয়ে মতবিনিময়ের পাশাপাশি প্রকল্প এলাকা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সহায়ক হয়েছে।

(৮) প্রকল্পের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল পর্যায়ে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা। সরাসরি বিবিজি ও পিবিজির অর্থ ওয়েবসাইটে ঘোষণার মাধ্যমে ইউপিতে স্থানান্তরের পদ্ধতি অবাধ তথ্য প্রক্রিয়াকে জোরদার করেছে।

(৯) এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জনগণের মালিকানা ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হচ্ছে। সরাসরি ইউপিতে অর্থ স্থানান্তরের কারণে যেহেতু এলাকার উন্নয়নের সকল প্রক্রিয়ায় জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারছে, সেহেতু এলাকায় জনগণের মধ্যে বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহের ক্ষেত্রে এক ধরনের মালিকানা ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হচ্ছে।

অধ্যায়-৩

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)

১. ভূমিকা :

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) ১৯৬৯ সালের ১ জুলাই '' লোকাল গভর্ণ মেন্ট ইনস্টিটিউট'' নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণ মেন্ট এডুকেশনাল এ্যান্ড ইনস্টিটিউশন অর্ডি ন্য, ১৯৬১ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় ''ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণ মেন্ট(এনআইএলজি)''। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে এনআইএলজি একমাত্র প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ''জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯২'' অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। ইনস্টিটিউট মূলত : এনআইএলজি নামে বিশেষভাবে পরিচিত।

২. **প্রধান কার্যাবলী :**

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯২ এর ধারা ৬-এ এনআইএলজি'র দায়িত্বাবলী নিম্নরূপ :

- সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, কর্ম কর্তাও কর্ম চারীদেরকে স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- সরকার কর্তৃক নির্দে শিত স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিষয়ের উপর সরকারকে পরামর্শ প্রদান ক;
- স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা ও বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা করা;
- স্থানীয় সরকারের সহিত সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থার কর্ম কর্তা ও কর্ম চারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ক;
- স্থানীয় সরকার বিষয়ে জাতীয় এবং সরকারের পূর্ব ানুমোদনক্রমে, আন্তর্জাতিক পর্য ায়ের কর্ম শিবির, সেমিনার এবং সম্মেলনের আয়োজন করা;
- স্থানীয় সরকার এবং ইহার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করা;
- স্থানীয় সরকার এবং এর সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ডকুমেন্টেশনের সুবিধা প্রদান এবং জাতীয় ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র গড়ে তোলা;
- স্থানীয় সরকার বিষয়ক গ্রন্থ, সাময়িকী, গবেষণা প্রতিবেদন, মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করা;
- গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ স্থাপন এবং পরিচালনা করা;

- স্থানীয় সরকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কাযক্রমের সমন্বয় সাধন করা;
- সরকারের পূর্ব ানুমোদনক্রমে স্থানীয় সরকার বিষয়ে বিদেশী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত যোগাযোগ এবং প্রয়োজনে যৌথ কর্ম সূচি গ্রহণ করা;
- স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সার্টি ফিকেট কোর্স প্রবর্তন ক;
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাযক্রম গ্রহণ করা;

৩. প্রশাসনিক কাঠামো:

প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্ব াহী হচ্ছেন মহাপরিচালক। তিনি সরকার এবং পরিচালনা বোর্ডে র সিদ্ধা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানটির কার্য াবলী প্রধানত: চারটি বিভাগে বিভক্ত :

১। প্রশাসন ও সমন্বয়
২। প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ
৩। গবেষণাও পরিকল্পনা
৪। কর্ম সূচি ও মূল্যায়ন

প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বে একজন পরিচালক নিয়োজিত রয়েছেন। এ ছাড়াও মোট ৪জন যুগ্ম-পরিচালক, ১০জন উপপরিচালক, ৪জন সহকারী পরিচালক, ৭ জন গবেষণা কর্ম কর্ত, ১জন পরিসংখ্যান কর্ম কর্তা, ৬জন সহকারী গবেষণা কর্ম কর্তা, ১জন গ্রন্থাগারিক, ১জন প্রকাশনা কর্ম কর্তা, ১জন হিসাবরক্ষণ কর্ম কর্ত, ১জন প্রশাসনিক কর্ম কর্তা, ১জন অডিও ভিজ্যুয়েল টেকনিক্যাল কর্ম কর্তা, ও ১জন ডকুমেন্টেশন কর্ম কর্তা কর্ম রত আছেন। প্রতিষ্ঠানে১ম, ২য় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর মোট লোকবল১১৩ জন।

৪. ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কাযক্রমের বিবরণ

প্রশিক্ষণ/কোর্সে র সংখ্য	৫৪৬টি
প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	২১,১৬৩ জন
ব্যয়িত অর্থে র পরিমাণ	৫,৮৮,০৮,০০০/- (প্রায়)

৫। অনুষ্ঠিত সেমিনারসমূহ প্রযোজ্য নয়

৬। অনুষ্ঠিত কর্ম শালাসমূহ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট০৩টি কর্ম শালার আয়োজন করা হয়েছে এবং উপস্থিত অংশগ্রহণকারী ১৫৯ জন

৭.গবেষণা/প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য

(ক) সম্পদিত গবেষণা ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট০৬টি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে:

ক্রমিক নং	সমীক্ষা শিরোনাম
১	Effective of Training Program on law and activities of Upazila Parishad
২	An Impact Assessment of 40 Day Employment Generation Program of Union Parishad
৩	A Survey on Training Need Assessment for Upazila Parishad Functionaries
৪	Challenges and Prospects of Women Leadership in Urban Local Government: A Study on Five City Corporations
৫	Action Research on Improving Service Delivery of Union Parishad
৬	বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণেয়নে ওয়ার্ড সভার ভূমিক- চারটি ইুনিয়ন পরিষদের উপর একটি সমিক্ষা

(খ) চলমান গবেষণা

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট১১টি গবেষণা গৃহীত হয়েছে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	সমীক্ষা শিরোনাম
১	ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবতা: একটি সমীক্ষা
২	ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সিটি কর্পো ারেশনের সমস্যা ও সম্ভাবনা: একটি কেস স্টাডি
৩	An Assessment of Internal Revenue Generation and Expenditure of Municipalities
৪	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত কাযক্রম বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা
৫	ইউনিয়ন পরিষদের সেবার মান বৃদ্ধিতে হস্তান্তরযোগ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাযক্রমের উপর একটি সমীক্ষা
৬	Localizing Sustainable Development Goals (SDG)in Service Delivery of Urban Local Government: A Study on Selected City Corporations of Bangladesh.
৭	ইউনিয়ন পরিষদের সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রায়োগিক গবেষণা
৮	Training Need Assessment for Union Parishad Functionaries
৯	Financial Management of of Paurashava in Bangladesh: A Case Study
১০	The Role of Union Parishads in Building Awareness and Addressing Sustaninable Development Goals (2.2,2.4,12,1,12,4,12.8) Regarding Chemical use in Leafy Vegetables at Farm Level: A study in 10 Selected Union Parishads of Bangladesh

ক্রমিক নং	সমীক্ষা শিরোনাম
১১	Status of Rural Cooperative Society of BRDB and Department of Cooperatives

গ) প্রস্তাবিত গবেষণা

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে গৃহিত গবেষণা প্রকল্প চূড়ান্তকরণের জন্য এখনও কোন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় নি।

প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য:

i. The Journal of Local Government ভলিউম ৪২.১ এবং ৪২.২ প্রকাশ করা হয়েছে।
ii. নিউজলেটার ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৮ম সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।
iii. ১টি প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার এবং ১টি প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রকাশ করা হয়েছে।

৬. কর্ম সূচি ও মূল্যায়ন বিভাগের কাযক্রমের বিবরণ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়িত৫৪৬টি প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহেঅংশগ্রহণকারীগণ কর্তৃক পূরণকৃত ২১,১৬৩টি রেজিস্ট্রেশন এবং মূল্যায়ন ফরমসমূহে বর্ণি ত তথ্যাদির ডাটা প্রসেসিং এর কাজ চলছে এ ছাড়াও এনআইএলজি'র সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণ কর্তৃক আলোচকগণের মূল্যায়ন ফরমের তথ্যাদির বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

৯। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষি ক প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য কোন বিষয়যদি থাকে)-

- এনআইএলজি ইনোভেশন টিম গঠিত হয়েছে এবং কার্য ক্রমচলমান।
- সংশ্লিষ্ট সেবা সহজে এবং দ্রুত প্রদানের লক্ষ্যে একটি ফ্রন্ট-ডেক্স স্থাপন করা হয়েছে।
- ডিজিটাল মনিটর স্থাপন করে প্রদেয় সেবা, চলমান কার্য ক্রম, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য, বিভিন্ন ভিডিও
  ডকুমেন্টারী প্রদর্শ নএবং আপডেট তথ্য-উপাত্ত প্রদর্শ নেরব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- এনআইএলজি হোস্টেল ব্যবস্থাপনা পরিবর্তি ত করে প্রশিক্ষণার্থীদের সেবার মান বাড়ানোর প্রক্রিয়া চলমান।
- 'স্থানীয় সরকার হেল্পলাইন' ১৬২৫৬ চালু রয়েছে এবং ডিজিটাল ডাটাবেইজ প্রস্তুতের জন্য পালইটিং এর কাজ চলমান।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

১। ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং সরকার কর্তৃক প্রণীত ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে সমগ্র দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের অংশ হিসাবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে।

দেশের সর্ববৃহৎ প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান হিসাবে এলজিইডি জনসাধারণকে সেবা প্রদান ও সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে আন্তরিকতার সঙ্গে তার নিজস্ব দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে, এ সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে এবং দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, পল্লী ও নগর অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ কৃষি উৎপাদন সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নেও এলজিইডি কার্যকর ভূমিকা রাখে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ভোক্তাগণকে সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে উপকারভোগীদের কাছে সুফল পৌছে দেয়াই এলজিইডি'র মূল নীতি। এভাবেই সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এ পৌছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকা ও স্তরের জনমানুষের বিশেষকরে হত-দরিদ্রের জীবন মান উন্নয়নে সুস্পষ্ট অবদান রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এলজিইডি তার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলছে।

এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, সম্প্রসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও এলজিইডি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। উপরন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার অংশ হিসাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকার বাসিন্দাদের দুর্যোগকালীন নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণও এলজিইডি'র একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

২। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য -

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ, গ্রাম ও শহর অঞ্চলে সড়ক ও হাট-বাজার উন্নয়ন, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও পয়ঃনিস্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এর মাধ্যমে জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।

উদ্দেশ্য -

- পল্লী ও নগর অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নাগরিক সুবিধাদির উন্নয়ন;
- স্থানীয় পর্যায়ের অবকাঠামোসমূহের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত কৃষি পণ্যের স্বল্প খরচে বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান;
- উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে পল্লী ও নগর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মহিলাদের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন তরান্বিত করা;
- ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণসহ টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বজায় রেখে এবং সুবিধাভোগীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবকাঠামোসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থাসমূহকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে কারিগরী ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা প্রদান।

৩। প্রধান কার্যক্রম

এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ সাধারণতঃ গ্রামীণ, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নকে ঘিরে পরিকল্পিত, পরিচালিত এবং বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এরূপ এলাকা/অবকাঠামো ভিত্তিক ভৌত অঙ্গসমূহের বিবরণ সম্বলিত এ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা নিম্নের বক্স-এ প্রদান করা হয়েছে।

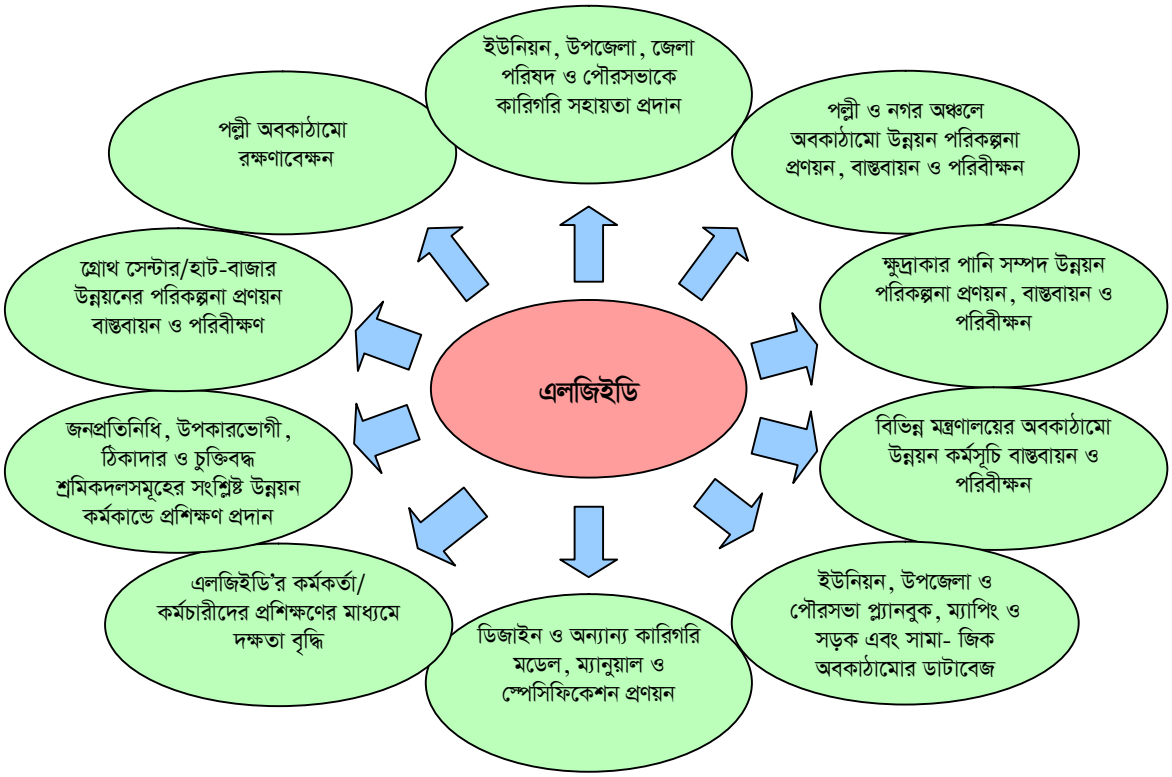

বক্স ঃ এলজিইডি'র প্রধান প্রধান কর্মকান্ড নিচের সারণীতে প্রদান করা হয়েছে।

গ্রামীণ অবকাঠামো	নগর অবকাঠামো	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন
➢ সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন/রক্ষণাবেক্ষণ ➢ গ্রোথসেন্টার/হাটবাজার উন্নয়ন/ সংস্কার ➢ ঘাট/জেটি নির্মাণ ➢ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ ➢ উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ➢ ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ➢ বৃক্ষরোপণ	➢ সড়ক/ফুটপাত নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ ➢ নর্দমা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ➢ বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ ➢ বাজার উন্নয়ন ➢ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ➢ কমিউনিটি ল্যাট্রিন/স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ ➢ ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি	➢ স্লুইস গেট নির্মাণ ➢ রাবার ড্যাম নির্মাণ ➢ খাল খনন ও পুনঃখনন ➢ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ ➢ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা

৪। প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল

শ্রেণী	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পুরণকৃত পদসংখ্যা	সৃষ্ট পদ সংখ্যা	শূন্যপদ সংখ্যা	মন্তব্য
১ম শ্রেণী	১৬৭২	৯৭৪	১২০	১৫১	৬৯৮	
২য় শ্রেণী	২২৮৯	১৪৩৪		৫৭৩	৮৫৫	
৩য় শ্রেণী	৭৩৮৪	৫৪১৭		১০০৫	১৯৬৭	
৪র্থ শ্রেণী	২০৪৯	১৫১২		৪৭১	৫৩৭	
মোট=	১৩৩৯৪	৯৩৩৭	১২০	২২০০	৪০৫৭	

৫। রাজস্ব আয়ের বিবরণ

২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে জন্য এলজিইডি রাজস্ব আয়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৫৪.৬০ কোটি টাকা। অর্থবছর শেষে বিভিন্ন আয়ের উৎস যেমন-বিক্রয়, ল্যাব টেষ্ট ফি, যানবাহন/রোড রোলার ভাড়া ইত্যাদি থেকে মোট রাজস্ব প্রাপ্তি ৩০৭.০১ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১২১% বেশী।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব আয় সংক্রান্ত তথ্যাদি

(হাজার টাকায়)

	আয়ের উৎস	২০১৮-১৯ অর্থ বৎসর		শতকরা হার
		আয়ের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আয়	
১	২	৩	৪	৫
১	কোম্পানী সমূহের রেজিষ্টেশন ফি (ঠিকাদারী লাইসেন্স তালিকাভূক্তি)	৭৯,২০০.০০	২৬,৩২২.৯২	৩৩%
২	লাইসেন্স ফি (লাইসেন্স নবায়ন ফি)	২,০৫,০০০.০০	৫১,০৫৮.৮৩	২৫%
৩	জরিমানা দন্ড	১,৪৫,০০০.০০	৯৯,৬২৫.২২	৬৯%
৪	বাজেয়াপ্ত করণ	৮৫,৫০০.০০	৬২,৭০৮.৬৭	৭৩%
৫	পরীক্ষণ ফি (ল্যাবঃ টেষ্ট ফি)	৯,২৫,০০০.০০	১৩,২০,০০২.৮৮	১৪৩%
৬	পরীক্ষা ফি	৬,০১০.০০	০.০০	০%
৭	সরকারী যানবাহনের ব্যবহার	৪,২১০.০০	৬.৬০	০.১৬%
৮	যন্ত্র ও সরমঞ্জামাদির ভাড়া	৩,৫৫,৫০০.০০	৩,৩৭,৭২২.১০	৯৫%
৯	টেন্ডার ও অন্যান্য দলিল পত্র	১,২১,০০০.০০	১৩৩.৬৫	০.১১%
১০	অব্যবহৃত দ্রব্যাদি/দলিল পত্র বিক্রয়	২,২৫,০০০.০০	৬,১৬,২৩৮.০৮	২৭৪%
১১	অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ আদায়	০.০০	৩,৩১৪.৩৫	
১২	অনাবাসিক ভবন সমূহের ভাড়া	২,৫২০.০০	২,০৯২.৩১	৮৩%
১৩	আবাসিক ভবন সমূহের ভাড়া	১৮,৫০০.০০	২১,৭৪৬.১৯	১১৮%

	আয়ের উৎস	২০১৮-১৯ অর্থ বৎসর		শতকরা হার
		আয়ের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আয়	
১	২	৩	৪	৫
১৪	বিবিধ রাজস্ব	৩,৭৩,৫৬০.০০	৫,২৯,১৬২.৬০	১৪২%
	মোট =	২৫,৪৬,০০০.০০	৩০,৭০,১৩৪.০০	১২১%

৬। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী ঃ

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)/ জিওবি/১৭১০০০.০০/ ২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/১৯)	ক। উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কসহ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে ত্বরান্বিত করা এবং গ্রোথসেন্টার ও গ্রামীণ বাজারের সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা । খ। রাস্তা ও অবকাঠামো নির্মাণের সময় এবং পরবর্তীতে রক্ষনাবেক্ষণের সময় গ্রামীণ ভূমিহীন ও গবীর জনগণের সরাসরি কর্মস্থানের সৃষ্টি করা । গ। উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নতি করা ।	ক) উপজেলা সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন । খ) উপজেলা সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন গ) উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ। ঘ) ইউনিয়ন সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন । ঙ) ইউনিয়ন সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। ছ) ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভাট নির্মাণ। জ) সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ।	১২.৪৪%	২১২৬১.০০ (১২.৪৪%)	১০০%	২১২৬০.৯৫ (১০০%)
২.	**প্রকল্পের নামঃ** "ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)" (২য় সংশোধিত) **অর্থায়নে উৎস** ঃ জিওবি **আর্থিক সংশ্লেষণঃ ৪০৮০০.০০ লক্ষ টাকা** **সমাপ্তিকালঃ** মার্চ/১০ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত	ক) ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে চরম দারিদ্র পরিস্থিতির হ্রাস করা। এছাড়াও আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূমিহীন এবং ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষীদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা । খ) ইউনিয়ন সড়ক ও সংশিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও হাট-বাজার/গ্রোথ-সেন্টারের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করাসহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা । গ) প্রকল্পের আওতায় ভৌত নির্মাণ কাজের মাধ্যামে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	১) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (বিসি) ২) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি) ৩)ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ৪) গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন (বিসি)। ৫) গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি)। ৬) গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ। ৭) গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন	৪%	১৩৭০.০০ (৩.৩৫%)	১০০%	১৩৩৮.৪১ (৯৭.৬৯%)
৩.	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য়	১। সেতু নির্মাণের মাধ্যমে উপজেলা সদও হতে গ্রোথ সেন্টার, ইউনিয়ন পরিষদ,	ব্রীজ নির্মাণ	৬.৩৪%	১৪৫০০.০০ (৬.৩৪%)	১০০%	১৪৪৯৭.৪২(৯৯.৯৮%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	সংশোধিত)/জিওবি/ ২২৮৭৬৫.১২/ জুন/২০২০	গ্রামীণ হাট-বাজার বা উন্নততর সড়ক ব্যবস্থার সাথে সংযোগ স্থাপনপূর্বক গ্রামীণ যোগযোগ ও কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করা। ২। দীর্ঘ সেতু নির্মাণের মাধ্যমে হাট-বাজার, সামাজিক প্রতিষ্ঠানমূহ, ইউনিয়ন পরিষদকে মূল সড়ক ব্যবস্থার সাথে সংযোগ স্থাপনপূর্বক যাতায়াতের সময় কমিয়ে সহজে কৃষিজাত পণ্য ও অন্যান্য উৎপাদন সামগ্রী বাজারজাতকরণে সহায়তা করা। ৩। পল্লী অঞ্চলে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং যাতায়াত অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।					
৪.	প্রকল্পের নাম: বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)/ অর্থায়নে উৎস: জিওবি/ আর্থিক সংশ্লেষণ: ১৪৯০০০.০০/ সমাপ্তিকাল: জুলাই/২০১০-জুন/২০১৯	ক)গ্রামীণ সড়ক সহ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা। খ)সরাসরি কর্মসংস্থানের সৃষ্ঠির মাধ্যমে অতি দরিদ্রপীড়িত প্রকল্প এলাকার জনগণের দারিদ্র হ্রাসে সহায়তা করা। গ)গ্রামীণ সড়কের উভয় পর্শ্বে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য এবং সড়ক বাঁধ রক্ষা করা। ঘ)গ্রোথসেন্টার/ গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় উৎপাদিত কৃষি/ খামার পণ্য বাজারজাত করণের সহয়তা করা। ঙ)বোট ল্যান্ডিং র‍্যাম্প নির্মাণের মাধ্যমে গোথসেন্টার/ গ্রামীণ হাট বাজার গুলোতে নৌপথে মালামাল পরিবহন এবং কৃষিজাত	ক)গ্রামীণ সড়ক কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন। খ)গ্রামীণ সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। গ)গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/ কালভার্ট নির্মাণ। ঘ)গ্রোথ সেন্টার/ গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন। ঙ)বোট ল্যান্ডিং র‍্যাম্প নির্মাণ। চ)বৃক্ষরোপণ। ছ)রোড সেফটি। জ)গ্রামীণ সড়ক কার্পেটিং দ্বারা মেরামত। ঝ)গ্রামীণ সড়ক এইচবিবি দ্বারা মেরামত। ঞ)গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/ কালভার্ট পূনর্বাসন।	১৪.৫০%	২১৬১০.০০ (১৪.৫১%)	৯৯.৮০%	২১২৯৫.৩৬ (৯৮.৫৪%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		পণ্য পরিবহন সহজীকরণ। চ)গ্রামীণ সড়কে সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নতি করা।					
৫.	"পল্লী অবকাঠামো উন্নয়র প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল, ও কিশোরগঞ্জ জেলা " শীর্ষক প্রকল্প।/ অর্থায়নে উৎস- জিওবি/৫৭৬৩৩.৬০ সমাপ্তিকাল- মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৮	বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল, ও কিশোরগঞ্জ জেলার প্রকল্পভূক্ত সকল শ্রেনীর সড়ক, সেতু কালভার্ট ও হাট বাজার/গ্রোথ সেন্টার নির্মানের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারনের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। যেমনঃ ১। উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীন সড়ক উন্নয়নসহ উক্ত সড়ক সমুহের সেতু/কালভার্ট নির্মানের মাধ্যমে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ২। গ্রোথ সেন্টার এবং গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও প্রকল্প এলাকার জনগনের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং বানিজ্য কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র জনগণ তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়াসহ দারিদ্র বিমোচন অবদান রাখা। ৩। ঘাট/জেটি নির্মানের মাধ্যমে নৌ-যোগাযোগে সুবিধা ও যাত্রী সেবা বৃদ্ধি করা।	১) উপজেলা সড়ক উন্নয়ন ২) উপজেলা সড়কে সেত/কালভার্ট নির্মাণ ৩) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন ৪) ইউনিয়ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ ৫) গ্রামীন সড়ক উন্নয়ন ৬) গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ ৭) গ্রোথ সেন্টার/ গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন ৮) ঘাট/জেটি নির্মাণ	৯.৬০%	৬০০০.০০ (৯.৬০%)	১০০%	৪৬০৪.৬১ (৯৯%)
৬.	বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প/জিওবি/জুন/২০১৯	ক) গ্রামীন সড়ক যোগযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ভুমিহীন তথা প্রান্তিক কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। খ) গ্রোথ সেন্টার ও অন্যান্য গ্রামীন হাট বাজার উন্নয়ন পূর্বক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড প্রসারের মাধ্যমে পল্লী জনসাধারণের দারিদ্র	ক) উপজেলা সড়ক খ) ইউনিয়ন সড়ক গ) গ্রাম সড়ক ঘ) এইচবিবি সড়ক ঙ) বৃহৎ ব্রীজ চ) ব্রীজ/কালভার্ট	৭.৩০%	৩৮০০.০০ (৭.২৯)	৯৮.২০%	৩৭৩১.৩৮ (৯৮.১৯%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		হ্রাস করণ, কর্মসংস্থান ও জীবন মান উন্নয়ন। গ) সড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন করা।	ছ) গ্রোথ সেন্টার/ হাটবাজার উন্নয়ন জ) বৃক্ষরোপন।				
৭.	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)(১৪৩০০০/ এপ্রিল/১১ হতে ২০১৯-২০)	১। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ। ২। জনগণের সেবার মান নিশ্চিত করা।	ভূমি উন্নয়ন, সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম নির্মাণ, আবাসিক ভবন নির্মাণ ইত্যাদি।	১১%	১৪৫০০.০০ (১০.১৪%)	১০০%	১৪৪৪৯.৭৫(৯৯.৬৫%)
৮.	পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (প্রকল্প কোডঃ ৫০৯১) জিওবি প্রকল্প ব্যয়ঃ ১২৫৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ: ৩০ জুন, ২০২০	(১) পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন বর্নিত উপজেলা সড়ক এবং সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মিত হলে উক্ত এলাকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হবে । গ্রোথসেন্টারসহ Higher Ranking সড়ক সমূহের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যয় হ্রাস, বিপনণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি পন্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সার্বিকভাবে এলাকার জনগনের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে। (২) গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জন্য কৃষি ও অকৃষি সেক্টরে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণে সহায়তা করা; (৩) সড়কের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন সাধন।	১. উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (মাটির কাজ) ঃ ৭৮০৮৬২ ঘন মিঃ ২. ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ঃ ১১৬৬ মিঃ ৩. স্লোপ প্রোটেকশান ঃ ২১৫৯২৫ বর্গ মিঃ	২০.০২%	১৫০০.০০ (১১.৯৫%)	১০০%	১৪৯৯.৯১ (৯৯.৯৯%)
৯.	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্পে (২য় পর্যায়) ।/ অর্থায়নের উৎসঃ জিওবি / মোট টাকা ৯০৫৬০.০০/ সমাপ্তি কালঃ জুন /২০২০	১। ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কার্যকরীর লক্ষ্যে ইউনিযন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ। ২। ইউনিযন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মানের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সেবা সমূহ তৃণমূল পর্যায়ে জনগনকে একই স্থান হতে (One stop service) সেবা প্রদান	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।	১১%	৮০০০.০০ (৯%)	১০০%	৭৯৯৬.৬৫ (৯৯.৯৬%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		করা।					
১০.	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা) (১ম সংশোধিত)/জিওবি/ ৪২৬৫৫/ জুন ২০১৯	১.উপজেলা/ইউনিয়ন/গ্রাম সড়ক সমূহ (ব্রীজ/কালভার্ট ও গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ মার্কেট উন্নয়ন সহ) উন্নয়নের মাধ্যমে প্রান্তিক চাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন; ২.বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; ৩.উপজেলা/ইউনিয়ন/গ্রাম সড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এলাকার পরিবেশের উন্নতি সাধন করা।	১.সড়ক উন্নয়ন ২.ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ৩.গ্রোথ সেন্টার/হাট বাজার উন্নয়ন ৪.বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা	২৩%	৯৭৫৮.০০ (২২.৮৭%)	১০০%	৯৪৮৭.৬৮ (৯৭.২৩%)
১১.	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)(৬১৫৪৭/ ২০১২-১৩ হতে ২০১৮-১৯)	১। গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ যোগযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা এবং যোগযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে যোগযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন করে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান করা। ২। প্রকল্প এলাকার সড়কের দু'পাশে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা। ৩। গ্রামীণ অবকাঠামোসমূহ উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন, উপজেলা সড়কে অবকাঠামো নির্মান, অন্যান্য গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা ইত্যাদি।	১০%	৫৮৫০.০০ (৯.৫০)	৯৫%	৫২৮৪.১৮ (৯০.৩৩%)
১২.	হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প/ ইফাদ, জিওবি/ ১০১৬৯৫.৬৮/ জুন/২০২০ইং	১.বাজার অধিগম্যতা (Access to market) জীবিকার সুযোগ এবং সামাজিক সেবা বৃদ্ধি; ২.গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি, ফসল উৎপাদনে ঝুঁকি হ্রাস এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ থেকে রক্ষাকরণ;	১.উপজেলা সড়ক উন্নয়ন ২.ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন ৩.কমিউনিটি সড়ক উন্নয়ন ৪.উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভাট উন্নয়ন ৫.ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভাট উন্নয়ন ৬.কমিউনিটি সড়কে ব্রীজ/কালভাট উন্নয়ন	২২%	৬৩০০০.০০ (৬.১৯%)	১০০%	৫৯৩০.২৭ (৯৪.১৩%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		৩.মৎস্য সম্পদে বর্ধিত প্রবেশাধিকার, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সুফল অনুসরণ; ৪.বর্ধিত উৎপাদন, উৎপাদনের বৈচিত্র আনয়ন এবং ফসল ও প্রাণিসম্পদজাত পণ্যের বিপণনে সুযোগ সৃষ্টি; এবং ৫.সম্পদের দক্ষ, কার্যকর এবং যথাযথ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে হাওর এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, অসহায়ত্ব হ্রাস এবং সর্বোপরি দারিদ্র বিমোচন।	৭.গ্রাম প্রতিরক্ষা উন্নয়ন ৮.ঘাট উন্নয়ন ৯.মাটির কাজ ১০.গ্রাম বাজার উন্নয়ন ১১.বাজার প্রতিরক্ষা উন্নয়ন ১২.বিল উন্নয়ন ১৩.খাল খনন ও পুনঃখনন ১৪.প্রাকৃতিক উপায়ে গ্রাম প্রতিরক্ষা উন্নয়ন ১৫.ভিলেজ ইন্টারন্যাল সার্ভিসেস				
১৩.	সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) জিওবি-১৭৮৪৮০.৭৭ লক্ষ টাকা আইডিএ-৩০৩৪৮৯.৪৫লক্ষ টাকা মোট-৪৮১৯৭০.২২ লক্ষ টাকা জুলাই/২০১২ ইং হতে জুন/২০২১ইং পর্যন্ত	(ক) প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, টেকসই গ্রামীণ পরিবহন ও বাজার সেবা বৃদ্ধি করা; (খ) সহজলভ্য, দক্ষ এবং চাহিদা মাফিক পল্লী পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধাদি সৃষ্টি করা; (গ) সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতিকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে টেকসই গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যথা- Performance Based Maintenance Contract (PBMC) এর মাধ্যমে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা; (ঘ) নৌপথের নাব্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ১ (এক) টি নদী খনন করে পলি অপসারণ করা; (ঙ) সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ করা; (চ) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এলজিইডিকে সহায়তা করা;	১।উপজেলা সড়ক উন্নয়ন ২। ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন ৩।সড়ক পূণর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ ৪।Performance Based Maintenance Contract (PBMC) ৫।গ্রোথ সেন্টার মার্কেট নির্মাণ ৬।পাইলট ড্রেজিং ৭। ঘাট নির্মাণ	৭.১৬%	৩৩০০০.০০ (৬.৮৫%)	৯৯.৪৫%	৩২৭০৪.০৮ (৯৯.১০%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪.	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)/ এডিবি, ইফাদ, কেএফডব্লিউ/ ১২৯৮৮৪.৭৩/ ডিসেম্বর/১৯	(ক) উপজেলা সড়ক , ইউনিয়ন সড়ক এবং গ্রামীণ সড়ক , নিষ্কাশন অবকাঠামো (ব্রীজ/ কালভার্ট), গ্রোথ সেন্টার এবং গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বাজার সুবিধা বৃদ্ধি করন, যাতে অবাধে প্রান্তিক উৎপাদনকারী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠি বাজার সুবিধা ব্যবহার করে তাদের তাদের আয় বৃদ্ধি করতে পারে। (খ)বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জলবায়ুর পরিবর্তন জনিত ক্ষতির প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে জলবায়ু প্রভাব রোধক মানে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে অবকঠামো সমুহের বর্ধিত নিরাপত্তা বিধান করা । (গ) অবাধে যাতায়াতযোগ্য এবং পর্যাপ্ত সুবিধা সম্পন্ন বর্ধিত সংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগকালে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান করে তাদের জলবায়ু প্রভাব মোকাবিলার স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।	(ক) উপজেলা সড়ক , ইউনিয়ন সড়ক এবং গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। (খ) গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার সুবিধা বৃদ্ধি করা। (গ) আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগকালে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান করে তাদের জলবায়ু প্রভাব মোকাবিলার স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	১৯.৭২%	১৬৮৭.৪৫ (১৭.৯২%)	১০০%	১৬৮৭.৪৫ (১০০%)
১৫.	৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ।(২১০০০৬/মার্চ/২০১৩ হতে ২০২০-২১)	১। কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলা হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষিপণ্যের বাজারজাত করণে সুযোগ সৃষ্টি পূর্বক পশ্চাৎপদ দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান। ২। প্রকল্প এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়কের মাধ্যমে বছরে শুষ্ক মৌসুমে পরিবহণ ও বাজারজাত করণের সুযোগ সৃষ্টি ও একই সাথে সড়ক নেটওয়ার্ক এর প্রতিবন্ধকতা	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সাবমার্জিবল সড়ক নির্মাণ।	১৯%	৩৫০০০.০০ (১৬.৬৭%)	১০০%	৩৫০০০.০০ (১০০%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		দূর করা। ৩। গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যয় হ্রাস করা। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস করণে সহায়তা করা।					
১৬.	৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৯২০০০.০০/ ২০১৩-১৪ হতে ২০১৯-২০)	বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নদী-খাল বেষ্টিত ও ঘূণিঝড়/জলোচ্ছাস এর ঝুকিতে অবস্থিত বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলায় ব্যয় সাশ্রয়ী, সমর্থ ও কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মে সুযোগ সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাজার ব্যবস্থা আধুনিককরণের মাধ্যমে আর্থিসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	১.সড়ক নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত, ২.ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, ৩.বৃক্ষরোপণ, গ্রোথসেন্টার/গ্রামীণ ৪.হাটবাজার উন্নয়ন	১৫.৭৮%	১১০০০.০০ (১১.৯৬%)	১০০%	১০৯৮৮.৮৮ (৯৯.৯০%)
১৭.	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (BAIDP)/ USAID ও জিওবি/মোট টাকা-১৫১৯৫.০০ (পিএ-১২০৬৫; জিওবি-৩১৩০)/জুন/২০১৯	খাদ্য নিরাপত্তা সহযোগিতা সংক্রান্ত বাংলাদেশ সরকারের সাথে US সরকারের স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে কৃষি পণ্য সহজে পরিবহণ ও বাজারজাত করণের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এটি USAID এর সাথে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম G2G প্রকল্প। প্রকল্পটির মাধ্যমে USAID এর Feed the Future আওতাভুক্ত দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের ২০ টি জেলায় পর্যায়ক্রমে অবকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি কৃষি বিপনণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।	১.মার্কেট নির্মাণ ২.কালেকশন সেন্টার নির্মাণ ৩.গ্রামীণ সড়ক ৪.ইরিগেশন ড্রেনেজ	১৬.২৬%	৩৩১০.০০ (২১.৭৮%)	১০০%	৩২৮৪.৮৫ (৯৯.২৪%)
১৮.	৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২।(২য় সংশোধিত)/	১ব্রীজ/কালভার্টসহ উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার	১.উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন। ২.উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ। ৩. ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট।	১০.৭০%	৭৯০৮.০০ (১০.৬৮%)	১০০%	৭৯০৩.৯২ (৯৯.৯৫%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	জিওবি/৭৪০৬৯.০০/ জুন/২০২০	(নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর) সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিবহন খরচ কমানো, বাজার ব্যবস্থ্যার উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজার ব্যবহার সুবিধা বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন। ২.উৎপাদিত কৃষি পণ্যেও প্রকৃত মূল্য নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে গতি সঞ্চালন অর্থাৎ গ্রামীণ অর্থনীতিকে বেগবান করার নিমিত্তে গ্রোথ সেন্টার সমূহের ভৌত সুবিধার উন্নয়ন। ৩.ইউনিয়ন পরিষদ বা উর্ধ্বতন সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের সংযোগ স্থাপন করা। ৪.গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কৃষি ও অকৃষিখাতে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্তকরে গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচন করা।	৪.গ্রোথ-সেন্টার উন্নয়ন। ৫। উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ। ৬। পল্লী সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ।				
১৯.	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্ধারমানিক নদীতে ৬৬৮মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-stressed Girder Bridge নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। জিওবি ১৩৪০৬.১৫ লক্ষ টাকা জুলাই-২০১৩ হতে জুন-২০১৯ পর্যন্ত	১.ব্রিজ নির্মাণের মাধ্যমে উচ্চতর সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে গ্রোথ সেন্টার, গ্রামীণ হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি সামাজিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে উপজেলা হেড-কোয়ার্টারের যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদে অভিগমন সুযোগের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। ২.কুয়াকাটা পর্যটন কেন্দ্রসহ এর আশেপাশের এলাকা পর্যটন ব্যবস্থার আওতায় আনয়নের জন্য বিকল্প সড়ক	ঃ এ্যাপ্রোচ রাস্তাসহ ৬৭৭ মিঃ ব্রীজ নির্মাণ ঃ ৯.৬৮ কিঃমিঃ সংযোগ সড়ক নির্মাণ (১৪টি বক্স কালভার্ট ও প্রটেকশন ওয়ালসহ)। ঃ ৩৫.০০ একর জমি অধিগ্রহণ ঃ সুপারভিশন কনসালট্যান্ট	২২%	২৮০০.০০ (২০.৫৯%)	১০০%	২৭৯৯.৯২ (১০০%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		স্থাপন। ৪. গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণের মধ্য দিয়ে গ্রামের দরিদ্র জন-সাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।					
২০.	রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প/জিওবি/৭৩৯৯০.০০ লক্ষ টাকা/৩০শে জুন, ২০১৯ ইং	১.রংপুর বিভাগের উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন এবং এ সকল সড়কের ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে উপজেলা সদর, গ্রোথসেন্টার ও গ্রামীণ হাট-বাজার এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অবকাঠামোর সাথে সংযোগ স্থাপন তথা সার্বিক গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হইবে। ২.গ্রোথ-সেন্টার ও গ্রামীণ হাট-বাজারের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করতঃ কৃষি বিপণন ও উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের ন্যায মূল্যে প্রাপ্তিতে সহায়তার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদিত বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা হইবে। ৩.গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের দ্ধারা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে স্থানীয় জনগনের আর্থ সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মানসহ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্রতার হ্রাসকরনে সহায়তা সাধন। ৪.উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কে সড়কের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা সাধন।	১। মোটরযান ক্রয় ২।কম্পিউটার ও যন্ত্রনাংশ ক্রয় ৩।ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয় ৪। ফ্যাক্স ক্রয় ৫। আববাবপত্র ৬। বৃক্ষরোপন ও পরিচর্চা ৭। জমি অধিগ্রহণ ৮। গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন ৯। উপজেলা সড়ক উন্নয়ন ১০। উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ১১। উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্থ করণ ১২। ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন ১৩। ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ১৪। গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন ১৫। গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ১৬। সড়ক রক্ষনাবেক্ষণ ১৭। গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের দ্ধারা সড়ক রক্ষনাবেক্ষণ ১৮। জনবল ১৯। বিবিধ ও অন্যান্য আনুসাংগিক	৫%	৩৯৯৪.০০ (৫.৪০%)	১০০%	৩৮৪০.২৪ (৯৬.১৫%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২১.	"গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা সদর দপ্তরের সাথে সংযোগকারী সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক" প্রকল্প (১ম সংশোধিত) অর্থায়নের উৎসঃ জিওবি, এসএফডি ও ওফিড। আর্থিক সংশ্লেষণ ঃ জিওবি ঃ ১৪৭৭২.৫০ লক্ষ প্রকল্প সাহায্য ঃ ৫৮৩১২.৫০ সমাপ্তিকাল ঃ ৩০শে জুন/২০১৯ইং	ক) গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সাথে কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলার সাথে যোগাযোগ খুবই সহজতর হবে তথা গাইবান্ধা জেলার সাথে কুড়িগ্রাম জেলার আঞ্চলিক সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। কুড়িগ্রামের সাথে রাজধানী ঢাকা যাতায়াতের দুরত্ব ৮০ কিঃমিঃ কমবে। (খ) গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা। গ) গ্রামীণ এলাকার উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণ সহজলভ্য হবে এবং ব্রীজ নির্মাণের ফলে ঐ সব এলাকার ছোট বড় কলকারখানা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। যাতে করে ঐ এলাকার জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	(ক) ১৪৯০.০০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ; খ) ব্রীজের উভয় পার্শ্বে ২.০০ কিঃমিঃ এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ; গ) নদীর তীর সংরক্ষণ ঘ) ব্রীজ আলোকিতকরণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। ঙ) প্রকৌশল ও পরামর্শক সেবা; চ) চিলমারী উপজেলা প্রান্তে ৯৫.০০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ ছ) দুই লেন বিশিষ্ঠ ৪৭.৬২৭ কিঃমিঃ একসেস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন; জ) একলেন বিশিষ্ট ৪০.৬৬ কিঃমিঃ সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন; ঝ) একসেস সড়কে প্রতিরক্ষা কাজ; ঞ) জমি অধিগ্রহণ; ট)পূর্ণবাসন কাজ; ঠ) বৃক্ষরোপন।	০.৮২%	৬০০.০০ (০.৮২%)	১০০%	৫৯৯.৭৮ (৯৯.৯৭%)
২২.	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(১ম সংশোধিত)/অর্থায়নে উৎস ঃ জিওবি/৬৯০০০.০০/ সমাপ্তিকালঃ জানুয়ারি/১৪ হতে জুন/২০ ইং	(১) প্রকল্পের উপজেলা সড়ক উন্নয়ন ও ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ এবং গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান; (২) যাতায়াত ও পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যয় হ্রাস এবং কৃষি ও অ-কৃষি খাতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; (৩) উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা; (৪) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং	(ক) উপজেলা সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (খ) ইউনিয়ন সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (গ) গ্রামীণ সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (ঘ) সাব-মার্সিবল সড়ক উন্নয়ন (ঙ) সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ (চ) উপজেলা সড়কের উপর ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (ছ) ইউনিয়ন সড়কের উপর ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (জ) গ্রামীণ সড়কের উপর ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (ঝ) বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা	১২.০৬%	৭০০০.০০ (১০.১৪%)	১০০%	৬৯৯৭.৪৭ (৯৯.৯৬%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		(৫) ব্যবসা-বানিজ্য প্রসারের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা এবং প্রকল্প এলাকার মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বারোপ করা।					
২৩.	জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প/ অর্থায়নঃ জিওবি/ ১৫০৭৫.০০/সমাপ্তিকাল ঃ ৩১/ফেব্রুয়ারি-২০১৯	ক) ব্রীজ ০৪টি নির্মিত হলে জামালপুর জেলার বক্শীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার সাথে অন্যান্য উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম-গঞ্জের যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হবে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও জীবন মানের উন্নয়ন ঘটবে। খ) ব্রীজ ০৪ টি নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্টির কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	১। ব্রীজ নির্মাণ ২।এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ ৩। জমি অধিগ্রহন ৪। সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় ৫। জনবল ৬। সরবরাহ সেবা ৭। মেরামত,সংরক্ষণ ও পুর্নবাসণ	৯%	১৩০০.০০ (৮.৬২%)	১০০%	১২৩০.১৮ (৯৪.৬২%)
২৪.	প্রকল্পের নামঃ হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। অর্থায়নে উৎসঃজিওবি ও জাইকা। আর্থিক সংশ্লেষণঃ ৮৫৮২৫.৩৫ লক্ষ টাকা (জিওবিঃ ৩২১৭৬.৩০ লক্ষ টাকা (জাইকাঃ ৫৩৬৪৯.০৫ লক্ষ টাকা)। সমাপ্তিকালঃ জুন/২০২২ইং	১।হাওর অঞ্চলের গ্রামীণ অবকাঠামোর সংস্কার ও নির্মাণ এবং ২। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, অপরিহার্য ও মৌলিক অবকাঠামোতে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি এবং মৎস্য সম্পদ এর উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর মাধ্যমে অভীষ্ট অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক গতিশীলতায় অবদান রাখা।	রাস্তা নির্মাণ, ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ, গ্রোথ সেন্টার ও মার্কেট নির্মাণ, ঘাট নির্মাণ, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, বিল সংযোগ খাল পুনঃখনন, বিল উন্নয়ন, ফিস পেন কালচার (জাল পদ্ধতি), ফিস কেস কালচার/খাঁচায় মাছ চাষ।	১১.৩৬%	৯০০০.০০ (১০.৪৮%)	১০০%	৮৯৬৯.৯০ (৯৯.৬০%)
২৫.	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)/জিওবি/ ৭৬৯৪২.০০/ জুন/২০২১	১.যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি ও অকৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ এবং প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। ২.ভৌত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাধ্যমে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণ ব্যয় হ্রাস	বৃক্ষরোপণ ও কেয়ার টেকার উপজেলা সড়ক উন্নয়ন উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট	১৬.৯০%	১৩০০০.০০ (১৬.৯০%)	১০০%	১২৯৯৭.৬২ (৯৯.৯৮%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		করা। ৩.গ্রোথ সেন্টার / গ্রামীন হাট-বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে বানিজ্যিক কর্মকান্ড প্রসারিত করে দারিদ্র বিমোচন ও জীবন-যাত্রার মনোন্নয়নে অবদান রাখা। ৪.স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। ৫.রাস্তার পার্শ্বে বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন	গ্রোথ সেন্টার/রুরাল মার্কেট প্রোটেকশন ওয়ার্ক মেরামত ও পুনর্বাসন ব্যাকলগ স্কীম				
২৬.	প্রকল্পের নামঃ গুরুত্বপূর্ণ ৯(নয়) টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প অর্থের উৎসঃ উন্নয়ন বাজেট, বাংলাদেশ সরকার/ জিওবি/ আর্থিক সংশ্লেষণঃ ৩১,২১৩.৮২/ সমাপ্তিকালঃ ডিসেম্বর, ২০১৯।	১.গ্রামীন যোগাযোগ উন্নত করা ও কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করা। ২.ভ্রমন সময় ও খরচ কমানো এবং কৃষি ও অকৃষি পণ্য বাজারজাত করনে সহায়তা করা। ৩.গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীন দারিদ্র জনগোষ্টির জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	ব্রিজ নির্মাণ	২২%	৫০০০.০০ (১৬.০২%)	১০০%	৪৯৯৮.২৩ (৯৯.৯৬%)
২৭.	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (MDSP)/অর্থায়নের উৎসঃ বিশ্ব ব্যাংক ও জিওবি/আর্থিক সংশ্লেষণঃ ২৯৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা। /সমাপ্তিকালঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ইং	ক)সুপার সাইক্লোন (সিডর)- এর ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে জনগণ এবং তাদের সম্পত্তিসহ গৃহপালিত জীব-জন্তুর নিরাপদ আশ্রয় প্রদান। খ) প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সুষ্টির মাধ্যমে সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা। গ) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। ঘ) বিভিন্ন সামাজিক এবং সরকারী কর্মসূচী যেমন: ইপিআই, এনজিও,	ক) নতুন দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ খ) দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র পুনর্বাসন গ) দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র সংযোগ সড়ক (ব্রীজ/কালভার্ট)	২২%	৫৩৫৩৯.০০ (১৮%)	৯৯.৮৫%	৫৩২৮৩.৫৮ (৯৯.৫২%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		প্রশিক্ষণ ইত্যাদির উন্নয়নের জন্য সুযোগ সৃষ্টি।					
২৮.	**প্রকল্পের নামঃ** অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (আইআরআইডিপি-২) **অর্থায়নে উৎসঃ** জিওবি **আর্থিক সংশ্লেষণঃ** ৬০৭৬.৪৪ কোটি টাকা **সমাপ্তিকালঃ** ৩০ জুন ২০২০খ্রিঃ	ক) কৃষিজ ও অকৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাত সহজীকরণের জন্য সার্বিক গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন; খ) প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে গ্রোথ সেন্টার মার্কেট ও উন্নয়ন সড়ক নেটওয়ার্ক এর সংযোগ স্থাপন; এবং গ)গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	ক) উপজেলা সড়ক উন্নয়ন খ) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন গ) গ্রাম সড়ক উন্নয়ন ঘ) উপজেলা সড়কে অবকাঠামো নির্মাণ ঙ) অন্যান্য সড়কে অবকাঠামো নির্মাণ চ) বাজার উন্নয়ন ছ) বোট ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ জ) গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ঝ) গ্রামীণ সড়কে অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	২৬.৩৩ %	১৬০০০০.০০ (২৬.৩৩%)	১০০%	১৬০০০০.০০ (১০০%)
২৯.	৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্রগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প/জিওবি/ ৪০৮৯৮.৩৮/ ডিসেম্বর/২০২০	১। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্রামীণ মৌলিক ভৌত অবাকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধিকরন এবং দরিদ্র ও ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। ২।সেতু/কালভার্টসহ উপজেলা সড়ক ও ইউনিয়ন সড়ক নির্মানের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কৃষি উন্নয়নের সহায়তা। ৩। ভৌত নির্মান কাজের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	১.উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (বিসি) ২.উপজেলা সড়কে ব্রীজ নির্মান ৩.উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মান ৪.ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (বিসি) ৫.ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি) ৬.ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ নির্মান ৭.ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মান	২৭%	১২০০০.০০ (২৬.৯০%)	১০০%	১২০০০.০০ (১০০%)
৩০.	৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প/জিওবি/৩৬৬০০/ জুন/২০	(ক)ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে চরম দারিদ্র পরিস্থিতির হ্রাস করা। এছাড়াও আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূমিহীন এবং ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষীদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা। (খ)ইউনিয়ন সড়ক ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও হাট-বাজার/গ্রোথ-সেন্টারের	উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (বিসি), উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি), উপজেলা সড়ক উন্নয়ন ব্রিজ নির্মাণ, উপজেলা সড়কে কালর্ভাট নির্মাণ ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (বিসি), ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (আরসিসি) ইউনিয়ন সড়কে ব্রিজ নির্মাণ, ইউনিয়ন সড়কে কালর্ভাট নির্মাণ	১৪.৫৭%	৬০০০.০০ (১৪.৭৮%)	১০০%	৫৯৯৯.৯৩ (১০০%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		ভৌত সুবিধাদি উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করাসহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা। (গ)প্রকল্পের আওতায় ভৌত নির্মাণ কাজের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ।	গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন (বিসি), গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি) গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন (আরসিসি), গ্রামীণ সড়কে ব্রিজ নির্মাণ গ্রামীণ সড়কে কালর্ভাট নির্মাণ, গ্রোথ সেন্টার/ হাটবাজার, সেনাবাহিনী ও ট্যুরিজম পার্কের জন্য স্পেশাল সড়ক/ব্রিজ/ কালর্ভাট				
৩১.	৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৫০৮০০.০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০)	১.গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতকরণ এবং ইহার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকরণে সহায়তা প্রদান ও উৎপাদিত কৃষি পণ্যের নায্যমূল্য নিশ্চিত করা। ২.প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাদ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা ৩. পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন সাধন।	১.উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন ২. উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ৩. সাবমার্জিবল সড়ক নির্মাণ, সড়ক প্রশস্তকরণ, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ।	৩২.০৭%	১৪০০০.০০ (২৭.৫৫%)	১০০%	১৪০০০.০০ (১০০%)
৩২.	"মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প/অর্থায়নের উৎসঃজিওবি/আর্থিক সংশ্লেষণঃ ২৩১৭.৫০ লক্ষ টাকা/সমাপ্তি কালঃ ৩১/১২/২০১৮	মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলা এবং সদর উপজেলার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন।	সড়ক নির্মাণ।	৮%	১১০.৬১ (৪.৭৭%)	১০০%	১১০.৬০ (১০০%)
৩৩.	কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প/অর্থায়নে উৎস ঃ জিওবি/২৪২২.০০/ সমাপ্তিকালঃজানুয়ারি/১৬ইং হতে ডিসেম্বর/১৮ইং	(১) গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি ও অ-কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণে সুবিধা সৃষ্টি ; এবং (২) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	(ক) ইউনিয়ন/গ্রাম্য সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (খ) ইউনিয়ন/গ্রাম্য সড়ক উন্নয়ন (আরসিসি) (গ) উপজেলা/ ইউনিয়ন/ গ্রাম্য সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ (ঘ) ব্রীজ নির্মাণ	১৮.৫৮%	৪৫০.০০ (১৮.৫৮%)	১০০%	৪৪৯.৫৫ (১০০%)
৩৪.	৫১৫৪-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১.কৃষি ও অকৃষিজাতপণ্য বাজারজাতকরণ সজহ করার লক্ষ্যে গ্রামণি সড়ক যোগাযোগ	১। উপজেলা , ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন ২। উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে	১২%	১১১০০.০০ (১২%)	১০০%	১১০৯৭.০৬ (৯৯.৯৭%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	(১১২৩০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২২)	উন্নয়ন, ২. গ্রোথসেন্টার/ বাজার/ গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের সহিত দুর্গম এলাকার যোগাযোগ স্থাপন। ৩.স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ৩। গ্রোথসেন্টার/ গ্রামীণ হাট-বাজার নির্মাণ ৪। বোট ল্যান্ডিং নির্মার্ণ ৫। খাল পুনঃখনন। ৬। সড়ক প্রসস্তকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।				
৩৫.	৫১৫৮-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	দারিদ্র বিমোচন, গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সড়কের সংগে সংযোগ স্থাপন ও ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দ্রুত কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করণে সহায়তা প্রদান, কৃষিজাত পণ্য ও বানিজ্যিক সুবিধাসহ গ্রামীণ বাজারের ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ এবং উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করণসহ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি দারিদ্র কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করণ।	১। উপজেলা , ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন ২। এইচবিবি সড়ক উন্নয়ন ৩। ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ৪। গ্রামীণ হাট-বাজার নির্মাণ ৫। মসজিদ নির্মাণ ৬। কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ ৭। মন্দির নির্মাণ ৮। ঘাট নির্মাণ ৯। খাল উন্নয়ন ১০। শ্মশান ঘাট নির্মাণ ১১। কবরস্থান উন্নয়ন	৩৭.৬৮%	৪৭০০.০০ (২৬.০৩%)	১০০%	৪৬৯৭.১৫ (৯৯.৯৪%)
৩৬.	৫১৭৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬২৩২৭/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২১)	১. বৃহত্তর রাজশাহী জেলার অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা এবং হাট-বাজারের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধা বৃদ্ধি করা, প্রকল্প এলাকার গুরুত্বপূর্ণ অসমাপ্ত অংশ সমাপ্তকরণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। ২.পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রকল্প এলাকার সড়কের দু'পাশে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন সাধনসহ নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। গ্রামীণ	১.উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন, ২.উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রীজ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, আম মার্কেট, গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ বাজার, সড়ক প্রসস্তকরণ, সাবমার্জিবল সড়ক উন্নয়ন।	১৩.৬৪%	৮৫০০.০০ (১৩.৬৪%)	১০০%	৮৪৯৯.৯৬ (১০০%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		অবকাঠামোসমূহ উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা।					
৩৭.	সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প/ ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক(আইডিবি)/ প্রকল্পের ব্যয় ২৮৭০৪.০০/ জুন ২০১৯	১.জাতীয় সড়ক নেটওয়ার্ক, আর্থসামাজিক সেবাসহ (গ্রামীণ বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যালয়) গুরুত্বপুর্ণ স্থানের সাথে গ্রামীণ জনগণের উন্নত যোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি। ২.গ্রামীণ হাট/বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রোথ সেন্টারের উন্নতি সাধন। ৩.পল্লী এলাকায় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাকে উন্নত করা। ৪.কৃষকদের দল গঠন এবং সংগঠিত দলের মাধ্যমে নিকটবর্তী বাজারে কৃষি পণ্যের বিপণন করা এবং উৎপাদিত কৃষি পণ্য পরীক্ষামূলক ভাবে বিপণনের জন্য কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি। ৫.গ্রামীণ জনগণকে পূর্ত কাজে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	১.ইউনিয়ন সড়ক, গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, ২.ডুবন্ত (সাব-মার্জিবল) সড়ক ৩.ইউনিয়ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, ৪.গ্রাম সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, ৫.সড়কে মাটির কাজ, ৬.সড়ক পূনর্বাসন, ৭.হাট বাজার উন্নয়ন, ৮.বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা।	২৫%	৩৩০০.০০ (১১.৫০%)	৯৪.১৫%	৩১০৭.০০ (৯৪.১৫%)
৩৮.	৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৪৭৪/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	১.কৃষি ও অ-কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গ্রামীণ পরিবহণ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ২.গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্ঠি।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন।	৩০.৫৬%	৭২০.০০ (২৯.১০%)	১০০%	৬৭৩.৪৪ (৯৩.৫৩%)
৩৯.	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প/ অর্থায়নঃ জিওবি/৩৮৬৯০.০০/ প্রকল্পের সমাপ্তিকাল ঃ ৩১/ডিসেম্বর-২০	ক) উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণে সুযোগ সৃষ্টি পূর্বক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান; খ) গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জন্য কৃষি ও অকৃষি	১। উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (বিসি-৫.৫মি: প্রশস্থ) ২। উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (বিসি-৩.৭০মি: প্রশস্থ) ৩। উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (আরসিসি) ৪। ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (বিসি)	৩০%	১৩০০০.০০ (৩৩.৬০%)	১০০%	১২৯৯৭.৩৮ (৯৯.৯৭%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		সেক্টরে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সহায়তা করা ।	৫। ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (আরসিসি) ৬। গ্রাম সড়ক উন্নয়ন (বিসি) ৭। গ্রাম সড়ক উন্নয়ন (আরসিসি) ৮। উপজেলা সড়কে ব্রিজ নির্মাণ ৯। ইউনিয়ন সড়কে ব্রিজ নির্মাণ ১০। গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ১১। পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ				
৪০.	জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প/অর্থায়নে উৎস ঃ জিওবি ১১৭০.০০ লক্ষ/আর্থিক সংশ্লেষণ ঃ সম্পূর্ণ জিওবি/সমাপ্তিকালঃ জানুয়ারি/১৬ইং হতে ডিসেম্বর/১৮ইং	(১) গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি ও অ-কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণে সুবিধা সৃষ্টি ; এবং (২) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	(ক) ইউনিয়ন সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (খ) গ্রাম্য সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (গ) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	৭.৬৩%	৯৯.০০ (৮.৪৬%)	১০০%	৯৮.৩৯ (৯৯.৩৮%)
৪১.	৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৯)	১.প্রকল্প এলাকায় কৃষি ও অকৃষি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গ্রামীণ পরিবহন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন। ২.পণ্য পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ ব্যয় হ্রাস ও যোগাযোগ সমস্যা দূরীকরণ। ৩.স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	১.বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা উপজেলা সড়ক উন্নয়ন ২.উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালর্ভাট নির্মাণ ৩.বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন ৪.বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা গ্রামসড়ক উন্নয়ন ৫.গ্রাম সড়কে ব্রীজ/কালর্ভাট নির্মাণ	৩১.৪৬%	৬৩৫.০০ (২৯.৩৮%)	১০০%	৬৩৪.৭২ (৯৯.৯৬%)
৪২.	ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প/ অর্থায়নে উৎস: জিওবি আর্থিক সংশ্লেষণ: ১১০৬০০.০০ (লক্ষ টাকা)/ সমাপ্তিকাল: জুলাই/২০১৬-জুন/২০২১	ক)যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন; কৃষি ও অকৃষি পণ্যের উৎপাদন ও বিপনন সহজতর এবং আর্থ সমাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। খ)গ্রামীণ পরিবহন ও বাজারজাতকরনে অগ্রসর এলাকার সাথে বৃহত্তম সড়ক নেটওয়ার্কের সংযোগ স্থাপন। গ)স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	ক)উপজেলা সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন। খ)ইউনিয়ন সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন। গ)গ্রাম সড়ক-এ বিসি দ্বারা উন্নয়ন। ঘ)গ্রাম সড়ক-বি বিসি দ্বারা উন্নয়ন। ঙ)ইউনিয়ন সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। চ)গ্রাম সড়ক-এ এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। ছ)গ্রাম সড়ক-বি এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। জ)সড়ক প্রশস্থ করণ। ঝ)ব্রীজ নির্মাণ। ঞ)কালভার্ট নির্মাণ।	১৪.০১%	১৫৪৯০.০০ (১৪.০১%)	১০০%	১৫৪৮৮.১৩ (৯৯.৯৯%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
			ট)গ্রোথ সেন্টার/ গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন। ঠ)বোট ল্যান্ডিং র‍্যাম্প নির্মাণ। ড)সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ।				
৪৩.	৫১৯২-বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝরা উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৩০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	১. যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সার্বিক উন্নতি উৎপাদন ও কৃষি ও বেসরকারি কৃষি পণ্য ও প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাজারজাতকরণ সহজতর। ২.শারীরিক কৃষি অপসারণ এবং গ্রামীণ পরিবহণ ও বিপনন খরচ কমাতে। ৩.উভয় স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।	ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন, গ্রাম সড়ক উন্নয়ন।	২১%	৪৭০.০০ (২০.৪৩%)	১০০%	৩৯৮.০০ (৮৪.৬৮%)
৪৪.	জামালপুর জেলাধীণ ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প/অর্থায়নে উৎস ঃ জিওবি/২২২৮.৬৭/সমাপ্তি কালঃ জুন/২০১৯	(১) গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি ও অ-কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণে সুবিধা সৃষ্টি ; এবং (২) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী	(ক) উপজেলা সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (খ) ইউনিয়ন সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (গ) গ্রাম্য সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (ঘ) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	১২.০৫%	৩০৫.০০ (১৩.৬৯%)	১০০%	২৭৭.৯৯ (৯১.১৪%)
৪৫.	রূপগঞ্জ জলসিড়ি আবাসন সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প/জিওবি/ ১০২৬৬.২৮ লক্ষ টাকা/ ৩০/০৬/২০২০ইং।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার সাথে জলসিড়ি আবাসন এবং সংলগ্ন এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। রাস্তা ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে দরিদ্র জন-গোষ্ঠির কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	উপজেলা সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন। উপজেলা সড়কে পিসি গার্ডার ব্রীজ/কালর্ভাট নির্মাণ। উপজেলা সড়কে মাটি ভরাট।	১২%	৪৯০.৯০ (৪.৭৮%)	১০০%	৪৯০.৯০ (১০০%)
৪৬.	৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	জামালপুর ও শেরপুর জেলার প্রকল্পভুক্ত সকল শ্রেনীর সড়ক, সেতু কালভার্ট ও হাট-বাজার/ গ্রোথসেন্টার নির্মাণের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক বিসি দ্বারা নির্মাণ, সাব-মার্জিবল সড়ক উন্নয়ন, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, প্রোটেকশন ওয়ার্ক, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ।	৩৩%	১১৫০০.০০ (৩০%)	১০০%	১১৪৯৭.৩৫ (১০০%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৭.	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৪৬৮/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	১.যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি ও অকৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ এবং প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। ২.ভৌত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাধ্যমে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণ ব্যয় হ্রাস করা। স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা গ্রাম সড়ক উন্নয়ন টাইপ -এ ও বি গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ সড়ক পুনঃনির্মাণ প্রক্টোটিভ কাজ মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ ব্যাকলগ স্কীম	২৬.৭৮%	২০০০.০০ (২৬.৭৮%)	১০০%	১৯৯৯.৯৯ (৯৯.৯৯%)
৪৮.	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা/ জিওবি / ৫৬১৯ লক্ষ টাকা / জুন/২০২০	(১)কৃষি ও অকৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করণের লক্ষ্যে সার্বিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। (২)স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন	২৫%	১৪০০.০০ (২৪.৯২%)	১০০%	১৩৯৯.৯৪ (৯৯.৯৯%)
৪৯.	৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪৯০৬/ সেপ্টেম্বর/১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন কল্পে পল্লী অর্থনীতি দ্রুত বিকাশে সহায়তা।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ।	৫৯%	২৮৬৮.০৩ (৫৮.৪৬%)	১০০%	২১০০.০০ (৯৯.৫৩%)
৫০.	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গন্ডামারা ব্রীজ হতে গন্ডামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প/ অর্থায়নে উৎস ঃ জিওবি/ আর্থিক সংশ্লেষণঃ ৩৩৬০.০০/ সমাপ্তিকালঃ আগষ্ট/১৬ হতে ডিসেম্বর/২০২০	ক) ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গন্ডামারা ব্রীজ হতে গন্ডামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা। খ) প্রকল্পের আওতায় ভৌত নির্মাণ কাজের মাধ্যামে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	১) চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গন্ডামারা ব্রীজ হতে গন্ডামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন দুই লেন বিশিষ্ট। ২) চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গন্ডামারা ব্রীজ হতে	১৫%	৫০০.০০ (১৩.৮৯%)	১০০%	৪৯৬.৫৩ (৯৯.৩১%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
			গন্ডামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়কের উপর কালভার্ট নির্মাণ।				
৫১.	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প/জিওবি/২৪০৯.০০/ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৮ ইং	১.উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন এবং উক্ত সড়কের ব্রীজ নির্মাণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অবকাঠামো সাথে সড়ক যোগাযোগ নেটওর্য়াক সংযোগ সাধন তথা সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। ২.বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। ৩.উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কে সড়কের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষারোপনের মাধ্যমে পরিবেশেরে ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করা।	১। ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয় ২। কম্পিউটার সেট ক্রয় ৩। স্কেনার ক্রয় ৪। মোটর সাইকেল ক্রয় ৫। বৃক্ষরোপন্ ও পরিচর্চা ৬। উপজেলা সড়ক উন্নয়ন ৭। ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন ৮। গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন ৯। অবকাঠামো নির্মাণ ১০। প্রটেকশন কাজ ১১। বিবিধ ও অন্যান্য আনুসাংগিক	৭.৮৪%	৩৮.২৯ (১.৫৯%)	১০০%	৩৮.২৯ (১০০%)
৫২.	৫২২৪-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুণ্যস্নান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১২০৭৪.০০/ জানুযারি/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মহাষ্টমী পূণ্যস্নান উৎসব সুষ্ঠুভাবে পালনের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ।	লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুণ্যস্নান উৎসবের অবকাঠামো নির্মাণ।	১২.০৭%	১০০০.০০ (১২.০৭%)	১০০%	৯৯৮.৮৭ (১০০%)
৫৩.	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: ভোলা জেলা/ অর্থায়নের উৎস ঃ জিওবি/ ৪৯৪৩৫.০০/ সমাপ্তিকালঃ ডিসেম্বর/২০২১।	(ক) গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও বাজারজাতকরণ সুবিধাদির উন্নয়নের মাধ্যমে ভোলা জেলার পল্লী এলকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। (খ) গ্রোথ সেন্টার এবং গ্রামীণ বাজারসমূহের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ, কৃষি উৎপাদন, গ্রামীণ আর্থিক ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বৃদ্ধিতে সহায়তা। (গ) গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য কৃষি ও অকৃষি খাতে স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান এবং দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা।	প্রকল্পের আওতায় ১৩.০০ কিঃমিঃ উপজেলা সড়ক, ৪৬.০০ কিঃমিঃ ইউনিয়ন সড়ক, ৩২৭.০০ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক, ১৭৭১মিঃ ব্রীজ কালভার্ট, ২০টি গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার, ৯ টি ল্যান্ডিং ঘাট উন্নয়ন এবং ২,২৫,০০০ ঘনমিঃ সেচ খাল খনন/পুনঃখনন করা হবে। এছাড়া ২০১ কিঃমিঃ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।	২৪.২৭%	১২০০০.০০ (২৪.২৭%)	১০০%	১১৯৮৬.২১ (৯৯.৮৯%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৪.	"পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প/জিওবি/ ৩৯২৬৭৬.০০/৩০-০৬-২০২১ইং।	১.গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান এবং প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। ২.পরিবহন সময় ও ব্যয় হ্রাস এবং কৃষি ও অকৃষি পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা সহজীকরণ; এবং ৩.স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	ব্রীজ নির্মাণ, সংযোগ সড়ক উন্নয়ন।	৪.৭১%	১৮৪৮৮.০০ (৪.৭১%)	১০০%	১৮৪৮৬.৮৪ (৯৯.৯৯%)
৫৫.	"খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প/ জিওবি/২৬৩৫৭০.০০/ জানুয়ারী ২০১৭ইং হতে ডিসেম্বর ২০২১ইং পর্যন্ত।	ক) প্রকল্প এলাকা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্বিক যোগাযোগের নেটওয়ার্ক উন্নয়ন। খ) অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ ব্যয় হ্রাস। গ) স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	১। উপজেলা সড়ক উন্নয়ন ২। ইউনিয়ন সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন ৩। গ্রামীণ সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন ৪। গ্রামীণ সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন ৫। উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ৬। ইউনিয়ন/গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ৭। অফিস ভবন নির্মাণ ৮। সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ৯। বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা ১০। গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন ১১। নদীর ঘাট নির্মাণ ১২। ভূমি অধিগ্রহণ ১৩। সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	১১.৭৬%	৩১০০০.০০ (১১.৭৬%)	১০০%	৩০৯৯৪.৩৮ (৯৯.৯৮%)
৫৬.	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (CRRIP) জিওবি ও ডানিডা জিওবিঃ ৩১৫৬৩.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যঃ ১০২৮৫.০০ লক্ষ টাকা মোটঃ ৪১৮৪৮.০০ লক্ষ টাকা	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার নির্বাচিত জনগোষ্ঠীকে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সহায়তা প্রদান এবং তাদের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি সংরক্ষণ; নির্বাচিত দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র, বাজার এবং সামাজিক সার্ভিস সেন্টারসমূহে জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় মাত্রায় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন; দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলাদের জলবায়ু	১। গ্রাম সড়ক বাঁধ/মাটি দ্বারা উন্নয়ন ২। ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাম সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন ৩। ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাম সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন ৪। গ্রাম সড়ক কংক্রিট সিমেন্ট (সিসি) দ্বারা উন্নয়ন ৫। ড্রেইনেজ স্ট্রাকচার নির্মাণ ৬। খাল/ক্যানেল পুনঃখনন ৭। বাঁধ/রাস্তার স্লোপ প্রটেকশন	৮.৮৪%	৩৭০০.০০ (৮.৮৪%)	৯২%	৩২৪৮.৯১ (৮৭.৮১%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১	পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা করে স্বাভাবিকভাবে বাঁচার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান; জীবনমান উন্নয়নে দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান	৮। ল্যান্ডিং ষ্টেশন/ ঘাটলা/ঘাট নির্মাণ ৯। পুকুর খনন/পুনঃখনন। ১০। গ্রামীন হাট উন্নয়ন ১১। নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস সম্প্রসারণ				
৫৭.	নেত্রকোনা জেলাধীণ মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প/অর্থায়নে উৎস ঃ জিওবি/৪৭৩৪.২৪/সমাপ্তিকালঃ নভেম্বর/১৯ইং	(১) গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি ও অ-কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণে সুবিধা সৃষ্টি ; এবং (২) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	(ক) ইউনিয়ন সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (খ) গ্রাম্য সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (গ) সাব-মার্জিবল সড়ক (গ) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	৩৩.৩৫ %	১২০০.০০ (২৫.৩৫%)	১০০%	১২০০.০০ (১০০%)
৫৮.	ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প/অর্থায়নে উৎস ঃ জিওবি/২৪৯৮/ সমাপ্তিকালঃ জুন/২০১৯	(১) গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি ও অ-কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণে সুবিধা সৃষ্টি ; এবং (২) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	(ক) ইউনিয়ন সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (খ) গ্রাম্য সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (গ) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	৪৪.৫৮%	৯৬৫.০০ (৩৮.৬২%)	১০০%	৯২০.৬৯ (৯৫.৪১%)
৫৯.	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীন সড়ক উন্নয়নপ্রকল্প জিওবি ২২২০.০০ লক্ষ টাকা ডিসেম্বর/২০১৬ইং হতে জুন/২০১৯ইং পর্যন্ত।	ক) গ্রামীন যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি পন্য বাজারজাত সহজ করন। খ) গ্রামীন অবকাঠামো নির্মানের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা।	উপজেলা , ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন	৪৪.৩৬%	৯৮৫.০০ (৪৪.৩৬%)	১০০%	৯৭২.১২ (৯৮.৭০%)
৬০.	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার উপজেলার গ্রামীন সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প জিওবি ২১৫১.০০ লক্ষ টাকা ডিসেম্বর/২০১৬ইং হতে জুন/২০১৯ইং পর্যন্ত।	ক) গ্রামীন যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি পন্য বাজারজাত সহজীকরন। খ) গ্রামীন অবকাঠামো নির্মানের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা।	১। উপজেলা , ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন ২। সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	৫৫.৭৮%	১২০০.০০ (৫৫.৭৮%)	১০০%	১১৯৯.৩১ (৯৯.৯৪%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬১.	সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীন সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প জিওবি ২২২৪.০০ লক্ষ টাকা ডিসেম্বর/২০১৬ইং হতে জুন/২০১৯ইং পর্যন্ত।	ক) গ্রামীন যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি পন্য বাজারজাত সহজীকরন। খ) গ্রামীন অবকাঠামো নির্মানের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা।	উপজেলা , ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন	৪৬.৯০%	১০২৬.০০ (৪৬.৯০%)	১০০%	১০১৫.২৫ (৯৮.৯৫%)
৬২.	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প। (৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)	• প্রকল্প এলাকার সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিবহন খরচ কমানো, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজার ব্যবহার সুবিধা বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন। • গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং কৃষি ও অকৃষিখাতে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচন করা।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন, পল্লী সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ	৩০.৭৮%	১৪১৫.০০ (৩০.১৩%)	১০০%	১৪১৪.১৯ (১০০%)
৬৩.	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (৫৩২২০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	ক) কৃষি ও অ-কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বিপণন এবং প্রকল্প এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিবহন নেটওয়ার্কের সামগ্রিক উন্নতি। খ) ভৌত বাধা অপসারণ এবং গ্রামীণ পরিবহন এবং বিপণনের খরচ কমানো। গ) স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ নির্মাণ, ঘাটলা, হাট/বাজার উন্নয়ন, জেটি, সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	২৯.৫৭%	১১৭১৩.০০ (২২.০১%)	১০০%	১১৭১২.২৯ (৯৯.৯৯%)
৬৪.	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/২০)	• প্রকল্প এলাকায় কৃষি ও অকৃষিপন্ন উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গ্রামীণ পরিবহণ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন। • পণ্য পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ ব্যয়	ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ নির্মাণ, সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	৪৮%	১১৯৫.০০ (৪৮%)	১০০%	১১৯৪.১৯ (৯৯.৯৯%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		হ্রাস ও যোগাযোগ সমস্যা দূরীকরণ। ● স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি					
৬৫.	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	● ক) স্থানীয় পর্যায়ে সমাজের কল্যাণ ও সংহতি সুসংহত করতে সামাজিক, ধর্মীয়, এবং খেলাধুলা বিষয়ক অবকাঠামো উন্নয়ন ● স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো	৪২.০৭%	২৮০০০.০০ (৪২.০৭%)	১০০%	২৮০০০.০০ (১০০%)
৬৬.	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৬.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	২১৫টি সেতুর সম্ভাব্যতা যাচাই করা।		৫৫%	২৪০০.০০ (৫১.৩২%)	৪৫%	২০০০.০০ (৪২.৭৭%)
৬৭.	বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। (৯৮৬০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	● প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/কৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন; ● গ্রামীণ জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার স্বাস্থ্য কেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। ● স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। ● গ্রোথ সেন্টার/ গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে বানিজ্যিক কর্মকান্ড প্রসারিত করে দারিদ্র বিমোচন ও জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নে অবদান রাখা। ● রাস্তার পার্শ্বে বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ নির্মাণ, গ্রোথসেন্টার ও হাট/বাজার উন্নয়ন, সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	১৪.২০%	১৪০০০.০০ (১৪.২০%)	১০০%	১৩৯৯৪.৬৩ (৯৯.৯৬%)
৬৮.	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে	● প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন ● গ্রামীণ জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার,	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, সাব মার্জিবল সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, গ্রোথসেন্টার ও হাট/বাজার উন্নয়ন, জেটি/গাট	১০.০৫%	১২২০০.০০ (১০.০৫%)	১০০%	১২১৯৭.৬৮ (৯৯.৯৮%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	জুন/২০২২)	স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ● স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	নির্মাণ।				
৬৯.	ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	● প্রকল্প এলকার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের কৃষি/অকৃষি অর্থনৈতিক সঞ্চাল; গ্রামীণ জনগনের জন্য গ্রাম্য বাজার, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবধি বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোয়ন; ● স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	উপজেলা ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ।	৭০%	১৬৯৭.৩৮ (৭০%)	১০০%	১৬৯৭.৩৮ (১০০%)
৭০.	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৬৩৫.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০)	● গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতি সঞ্চালন ● গ্রামীণ জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। ● স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, সাব মার্জিবল সড়ক উন্নয়ন, কালভার্ট নির্মাণ।	১৮.৭২%	১০৫৫.০০ (১৮.৭২%)	১০০%	১০৪৮.৫২ (৯৯.৩৯%)
৭১.	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	● প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন। ● গ্রামীন জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যেমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। ● টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের কারিগরি জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কন্সট্রাকশন ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ । ● স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, গ্রাম সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, সড়ক পুনর্বাসন/মেরামত	৮.১০%	১৪২৬৩.০০ (৮.১০%)	১০০%	১৪২১৭.২৯ (৯৯.৬৮%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭২.	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	• গ্রামীণ বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি পণ্য বাজারজাতের সুবিধা প্রদান; • গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি; এবং • স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন।	০.৭১%	১২২০.০০ (০.৭১%)	১০০%	১২১৭.২০ (৯৯.৭৭%)
৭৩.	সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।(১৩৩৮.০০/অক্টোবর/ ২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	• হাওর অঞ্চলে রাস্তা, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মানের লক্ষ্যে হাইড্রোলজিক্যাল ও হাইড্রোলিক সমীক্ষাসহ পরিবেশের উপর সামাজিক প্রভাব সংক্রান্ত জরীপ এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত রাস্তার ধরন, ব্রিজের ওপেনিং এবং রাস্তার প্রতিরক্ষা কাজের ধরণ নির্মাণ করা।	হাইড্রোলজিক্যাল-মরফোলজিক্যাল স্টাডি, ইএসআইএ স্টাডি ও ডিজিটাল (নদী ও ভূমির) টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে।	৮৬.১৫%	১১৩৮.০০ (৮৫.০৫%)	১০০%	১০৫৪.৪০ (৯২.৬৫%)
৭৪.	মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	• মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/ অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন। • গ্রামীন জনগনের জন্য গ্রাম-বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা- প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মানোন্নয়। • স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। • বোট ল্যান্ডিং নির্মানের মাধ্যমে গ্রোথসেন্টার/গ্রামীণ হাট বাজারগুলোতে নৌ-পথে মালামাল পরিবহন এবং কৃষিজাত পণ্য সহজীকরণ।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, গ্রোথ সেন্টার/গ্রাম্য হাট বাজার উন্নয়ন, বোট ল্যান্ডিং র‍্যাম্প নির্মাণ, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ।	২২.৬৪%	২০৩৮০.০০ (১৩.০৬%)	১০০%	২০৩০১.২৩ (৯৯.৬১%)
৭৫.	গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা। (৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	• বরিশাল বিভাগের বরিশাল, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন এবং এ সকল সড়কের ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে উপজেলা সদর, গ্রোথসেন্টার ও গ্রামীণ হাট-বাজার এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, গ্রোথ সেন্টার/গ্রাম্য হাট বাজার উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা, ঘাট উন্নয়ন।	২০.৮২%	১৯৭৮৩.৭২ (২০.৮২%)	১০০%	১৯৭৮৩.৭২ (১০০%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		অবকাঠামোর সাথে সংযোগ স্থাপন তথা সার্বিক গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন এবং গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত। ● গ্রামীণ জনগনের জন্য গ্রাম, গ্রোথ-সেন্টার ও গ্রামীণ হাট-বাজারের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করতঃ কৃষি বিপণন ও উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা হইবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।অপরিহার্য অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরসভার পরিবেশ উন্নয়ন। ● গ্রামীণ জনগোষ্টির দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ননের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে স্থানীয় জনগনের আর্থ সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মানসহ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্রতার হ্রাসকরণে সহায়তা সাধন। ● স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।					
৭৬.	সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৬২০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১)	● সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/ অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন। ● গ্রামীণ জনগনের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, সড়ক মেরামত, অফিস ভবন সম্প্রসারণ, সড়ক প্রশস্তকরণ, সাবমারজিবল সড়ক উন্নয়ন, হাট-বাজার উন্নয়ন।	৩০.৫২%	৬৫০০.০০ (১৩.৩৭%)	১০০%	৬৪৯৮.৯৩ (৯৯.৯৮%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। ● স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।					
৭৭.	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৫৩৫২.০০/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২০)	● পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজীকরণ। ● প্রকল্প এলাকার সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে এবং উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সহয়োগিতা। ● ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরিকরণে সহায়তা।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, সড়ক পুনর্বাসন, বৃক্ষরোপণ।	১৪.৫১%	৬৪০০.০০ (১৩.০১%)	১০০%	৪৫৯৫.১৫ (৯৯.৮৯%)
৭৮.	ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২)	● প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি ও অ-কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণে সুবিধা সৃষ্টি; ● স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান; ● প্রকল্প এলাকার দারিদ্র হ্রাস।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, সাবমার্জিবল সড়ক উন্নয়ন, রাবার ড্যাম নির্মাণ, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, গ্রামীণ হাটবাজার।	৭.২৪%	২৩০০০.০০ (৭.২২%)	১০০%	২২৯৯৫.৮৬ (৯৯.৯৮%)
৭৯.	রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	● রংপুর বিভাগের উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন এবং এ সকল সড়কের ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে উপজেলা সদর, গ্রোথসেন্টার ও গ্রামীণ হাট ও বাজার এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অবকাঠামোর সাথে সংযোগ স্থাপন তথা সার্বিক গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, অফিস ভবন নির্মাণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ।	২০.৮০%	৫০১৭১.০০ (১৭.৩৯%)	১০০%	৫০১৫৪.২০ (৯৯.৯৭%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		সাধন।					
৮০.	রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৮০৪০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	• প্রকল্প এলাকায় গ্রামীন সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন। • গ্রামীন জনগনের জন্য গ্রাম,বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। • স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, সাবমার্জিবল সড়ক উন্নয়ন, অফিস ভবন সম্প্রসারণ, গ্রোথ সেন্টার/গ্রাম্য হাটবাজার।	১৬%	৩১০০০.০০ (১৪.৯০%)	১০০%	৩০৯৯৯.৮০ (৯৯.৯৯%)
৮১.	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/অক্টোবর/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২)	• বিদ্যমান উপজেলা কমপ্লেক্সে অতিরিক্ত অফিস স্পেস ও আনুষাঙ্গিক সুবিধাদি প্রদান। • উপজেলা পর্যায়ে আবাসিক সুবিধা সম্প্রসারণ। • জনগণের সেবার মান নিশ্চিত করা।	সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম নির্মাণ।	০.৩৯%	৮০০.০০ (০.৩৯%)	১০০%	৭৮৭.৭৯ (৯৮.৪৭%)
৮২.	বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/ নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২)	• চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন। • গ্রামীণ জনগনের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। • স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রাম্য হাটবাজার।	৫%	৫০০০.০০ (৩.৮৮%)	১০০%	৪৯৭১.৪৫ (৯৯.৪৩%)
৮৩.	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	• প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন। • গ্রামীণ জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাদ্রার মানোন্নয়ন। • স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, পল্লী সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন, উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ।	১৩.৭৩%	১৫০৯৮.০০ (১৩.১১%)	১০০%	১৫০৯৭.৭২ (১০০%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮৪.	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	• প্রকল্প এলাকার গ্রামীন সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন • গ্রামীণ জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার,স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষ-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন • স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (সাবমার্জিবলসহ), কালভার্ট/ইউড্রেণ নির্মাণ, বোট ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ।	১৯%	৯০০.০০ (১৮.৩৯%)	১০০%	৮৯৯.৯৯ (১০০%)
৮৫.	বন্যা ও দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (২৭৮৫১৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	• ২০১৬, ২০১৭ সালের বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক এবং ব্রিজ-কালভার্ট পুনর্বাসনের মাধ্যমে পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা সংরক্ষণ। • টেকসই সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবহন ব্যয় ও সময় সাশ্রয় করা, বিভিন্ন পণ্যাদির বাজারজাত ব্যবস্থার সহজীকরণ সাধন। • সড়ক অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি খাতে প্রত্যক্ষ/ পরোক্ষভাবে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখা।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন, ব্রিজ/কালভার্ট, বৃক্ষরোপণ।	২৫.১৩%	৭০০০০.০০ (২৫.১৩%)	১০০%	৬৯৮৭৩.৮৫ (৯৯.৮২%)
৮৬.	জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	স্থানীয় অবকাঠামো পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষন কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনের বিষয়টি নিয়মাবদ্ধভাবে সংযোজন করা। এজন্য ঃ • এলজিইডিতে Climate Resilient Local Infrastructure Centre (CReLIC) স্থাপন করা। • জলবায়ু সহিষ্ণু গ্রামীণ অবকাঠামো পাইলটিং করা; এবং	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, আশ্রয়কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন, নগর সড়ক উন্নয়ন, নগর অঞ্চলে ব্রিজ নির্মাণ, ড্রেণ নির্মাণ, নতুন পাইপ লাইন নির্মাণ, বিদ্যমান টিউবওয়েল সংস্কার ও সাব-মার্জিবল পাম্প স্থাপন, ওয়াস আউট স্লুইস ভাল্ব, পাবলিক টয়লেট ও কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ, ফুটপাত ও পার্শ্ব ড্রেণ নির্মাণ ও উন্নয়ন, সলিড বর্জ ব্যবস্থাপনা।	১.০৯%	৪১৬.০০ (০.৬৩%)	১০০%	৩৯৯.৮৩ (৯৬.১১%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		• জলবায়ু সহিষ্ণু নগর অবকাঠামো পাইলটিং করা।					
৮৭.	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১৮৩৫৭০.০০/ জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৩)	• বরিশাল বিভাগের গ্রামীণ সড়কের লোহার সেতুসমূহ পুনর্বাসনের মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ সম্প্রসারণ এবং জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠা অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধিও মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন • স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে লোহার ব্রিজ নির্মাণ, উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে ব্রিজ নির্মাণ।	২.১৭%	৪০০০.০০ (২.১৭%)	১০০%	৩৯৯৮.১৩ (৯৯.৯৫%)
৮৮.	মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১৯৩.০০/ মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	• প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/ অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন। • গ্রামীণ জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। • স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন।	৫৩.২৮%	২২০০.০০ (৫২.৪৭%)	১০০%	২১৯৯.৯৮ (১০০%)
৮৯.	ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৬৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	• ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-এর মাধ্যমে কৃষি/ অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন। • গ্রামীন জনগনের জন্য গ্রাম-বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা- প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মানোন্নয়। • স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ।	২৩.৭৪%	৬১০.০০ (১২.৮১%)	১০০%	৬০৯.৮৯ (৯৯.৯৮%)
৯০.	অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে	প্রকল্পটির প্রধান লক্ষ্য বাংলাদেশের উত্তর মধ্যাঞ্চলের 'ব্রক্ষ্মপুত্র-তিস্তার অববাহিকায় বন্যা কবলিত ছয়টি জেলার দরিদ্র পরিবার ও ক্ষুদ্র জনগোষ্টির টেকসই জীবিকা'	ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন, কালভার্ট নির্মাণ, সড়ক পুনর্বাসন, গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন, ওমেন্স কর্ণার।	১.৮৭%	১৪১৭.০০ (১.৮৭%)	৯৮%	১৩৬২.২২ (৯৬.১১%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	ডিসেম্বর/২০২৪)।	সহজলভ্য করা। উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, স্থিতিশীল অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কমিউনিটি পর্যায়ে অভিযোজিত ক্ষমতার মাধ্যমে 'রংপুর, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীরফামারী ও গাইবান্ধ্যা জেলার ২৫টি বন্যা প্রবণ উপজেলায় অরক্ষিত জনগোষ্টির জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন। প্রত্যক্ষভাবে উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা হিসেব করা হয়েছে প্রায় ৪১৭৬৪০ টি। যার মধ্যে ৫৯৬৪০ টি পরিবারের সদস্যরা গ্রামীণ রাস্তার কাজে, ৩০৩০০০ টি পরিবারের সদস্যরা গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন কাজে, ৪৫০০০ টি পরিবারের LCS সদস্যরা ও তাদের ছেলে-মেয়েরা ভকেশনাল ট্রেনিং-এর মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হবে। এ ছাড়াও প্রায় ৫ লক্ষ পরিবার Early warning System-এর মাধ্যমে উপকৃত হবে।					
৯১.	পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে জুন ২০২০)	• উন্নত সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন; • স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;	ব্রিজ নির্মাণ, ব্রিজের সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	০.৯৮%	১০০.০০ (০.৯৮%)	৭৮.৩৭%	৭৮.৩৭ (৭৮.৩৭%)
৯২.	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	• প্রকল্প এলাকার সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন। • গ্রামীণ জনগনের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, গ্রোথ সেন্টার/ হাটবাজার উন্নয়ন, ঘাটলা নির্মাণ, গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা।	০.৩২%	৩০০.০০ (০.৩২%)	১০০%	২৮৬.০৪ (৯৫.৩৫%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		• স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ।					
৯৩.	যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	• প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/ অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন। • গ্রামীণ জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। • স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, গ্রোথ সেন্টার/ হাটবাজার উন্নয়ন, অফিস ভবন নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ।	০.৬৪%	৫০০.০০ (০.৫৩%)	১০০%	৪৯৯.৯৮ (১০০%)
৯৪.	রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	• উৎপাদনশীল কৃষি এলাকায় উচ্চ আয় সৃষ্টির জন্য এবং আর্থ সামাজিক কেন্দ্র তৈরী করতে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ সংযোগ উন্নয়ন করা। • গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামোসমূহকে জলবায়ু সহিষ্ণু এবং নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সকল আবহাওয়া উপযোগী মান এ উন্নীত করা । • কার্যকর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশীদারদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। • প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। • গ্রামীণ সড়ক পরিকল্পনা এবং অগ্রাধিকার পদ্ধতি আধুনিকায়ন করা।	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন ।	৫%	৩০০০.০০ (০.৮২%)	১০০%	২৩৯৪.৮৮ (৭৯.৮৩%)
৯৫.	প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস। (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩)	• উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কের সংযোগ উন্নয়নের জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ। • রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ব্রিজ/কালভার্টের স্থায়ীত্ব বাড়ানো। • প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ	ব্রিজ নির্মাণ ও মেরামত/পুনর্বাসন।	০.৩৩%	১৬৭৯.০০ (০.৩৩%)	৯৭%	১৫৬৪.৪৭ (৯৩.১৮%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		ব্রিজের উন্নয়ন ও মেরামত করা। ● স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি।					
৯৬.	বাংলাদেশ: এমাজেন্সি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	● মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ ও ক্যাম্পের সাথে সংযোগকারী সড়কসমূহের উন্নয়ন। ● প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য মাল্টিপারপাস সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ,খাবার বিতরণ কেন্দ্র নির্মাণ, পাহাড়ের পার্শ্ব প্রতিরক্ষা কাজ ও স্ট্রর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। ● ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির জন্য উপজেলা ,ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক মজবুতকরণ ও প্রশস্তকরণ। ● গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	উপজেলা ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, মাল্টিপারপাস সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ, স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক নির্মাণ।	৭.৬০%	২২৬০.০০ (৭.৬০%)	১০০%	২২৪৭.১১ (৯৯.৪৩%)
৯৭.	Emergency Multi-Sector Rohingya Crisis Response Project. (WB)(৭৯৩১১.০০/ডিসেম্বর/২০১৮ হতে নভেম্বর/২০২১)	● প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমানো; ● সমাজিক সেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি সাধন; ● সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধন; ● অগ্নিজনিত দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমানো; ● শিক্ষার উন্নত সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং ● বলপূর্বক বাস্তুচ্যূত মায়নামার থেকে আগত আশ্রিতদের লিঙ্গভিত্তিক বলপ্রয়োগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা	সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ, হাট বাজার উন্নয়ন, রিলিফ বিতরণ ও পরিচালনা কেন্দ্র নির্মাণ, বহুমুখী কমিউনিটি সেবা কেন্দ্র, অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র রাখার মজুতঘর ও স্যাটেলাইট কেন্দ্র, মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের রিনোভেশনসহ সম্প্রসারণ, ব্রিজ নির্মাণ, সড়কের পাশে ড্রেন নির্মাণ, খাল খনন।	২.৪৩%	১৯৩০.০০ (২.৪৩%)	১০০%	১২৯.৮৫ (৬.৭৩%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		শক্তিশালী ও বৃদ্ধি করা					
৯৮.	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	• প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন; • গ্রামীণ জনগনের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থকেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন; • স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, সড়ক মেরামত ও পুনর্বাসন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ।	০.৬৩%	৬০০.০০ (০.৬৩%)	১০০%	৫৯৯.৮৬ (৯৯.৯৮%)
৯৯.	Disaster Risk Management Enhancement Project (LGED Part)। (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	• দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক ও অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ। • ৫.০০কিঃমিঃ ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক পুনঃনির্মাণ যা মাতারবাড়ি আলট্রা সুপার কয়লা ভিত্তিক পাওয়ার প্লান্ট কে সংযুক্ত করেছে। • গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি পণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাত করনে সহায়তা। • প্রাকৃতিক বাধা দুর করে পরিবহন খরচ ও পণ্যের বাজারজাত করন খরচ কমানো। • গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ।	০.১৬%	৩৫.০০ (০.১৬%)	৮৫.৫০%	২৯.৯০ (৮৫.৪৩%)
১০০.	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	• ক) গ্রাম সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সড়ক অবকাঠামো সম্পদ সংরক্ষণ করা। • খ) গ্রাম সড়কের ব্লক মেইটেনেন্স এর পরিমান হ্রাস করা এবং গ্রাম অঞ্চলের সকল ধরণের যানবাহন চলাচলের জন্য নিরাপদ, সুষ্ঠু এবং যথাযথ পরিবহণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পরিবহন ব্যয় ও	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন।	৩.৯১%	১৩৬৮০.০০ (৩.৮৯%)	১০০%	১৩৬৭৯.৮৮ (৯৯.৯৯%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		সময় সাশ্রয় করা, বিভিন্ন পন্যাদিও বাজারজাত ব্যবস্থার সহজীকরণ। ● গ) সড়ক অবকাঠামোসমূহ মেরামত ও পুনর্বাসন এর মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি খাতে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখা।					
১০১.	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৭৯৭৪৮.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	● প্রকল্প এলাকা গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতি সঞ্চালন। ● গ্রামীণ জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা- প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত ● সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। ● স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, সড়ক প্রশস্তকরণ, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, ব্রিজ/কালভাট নির্মাণ, গ্রাম সড়কে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	০.০৯%	৭৮.০০ (০.০৯%)	১০০%	৬৩.৮৩ (৮১.৮৩%)
১০২.	তিন পার্বত্য জেলায় দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(৭৪৯১০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	● যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদনে এবং উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাত করণে সহযোগিতা এবং সর্বপরি প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, সড়ক পুনর্বাসন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ।	১.২৮%	১২০.০০ (১.৬৪%)	১০০%	১১৯.৯৮ (১০০%)
১০৩.	"দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প। (৪৩৩২.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	● প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন ● গ্রামীণ জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ● স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, সাব মার্জিবল/আরসিসি সড়ক উন্নয়ন, ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ।	১%	২৫.০০ (০.৫৮%)	১০০%	২৪.৪৮ (৯৭.৯২%)
১০৪.	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই	● এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ; ● প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভাগীয় প্রশিক্ষণ	সমীক্ষা প্রকল্প।	১০০%	৪৪১.০০ (১০০%)	১০০%	২৭৭.১৬ (৬২.৮৫%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৪১.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০১৯)	কেন্দ্র (DTC's) স্থাপন এবং সম্ভাব্য অবস্থান চিহ্নিত করণ; ● কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (CTC)ও বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহ (DTC's) যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য পূর্তকাজ, লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং যন্ত্রপাতি /সরঞ্জামাদির প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ; ● কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল নিরূপণ; ● কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ, শক্তিশালী করণ ও পাঁচ বছরের জন্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে সর্বসাকুল্যে ব্যয় নিরূপণ।					
১০৫.	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প।(৪৮২৮.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	● প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন। ● গ্রামীণ জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। ● স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি	ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন, গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ, পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ।	২.০৮%	১০০.০০ (২.০৭%)	১০০%	৯৯.৯৯ (৯৯.৯৯%)
১০৬.	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১৯৮৩০৭.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	● উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম সড়কে সেতু নির্ম াণের মাধ্যমে সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। ● গ্রোথসেন্টার, হাট-বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, শিল্প-	সেতু নির্মাণ, সংযোগ সড়ক ও এ্যাকসিস সড়ক উন্নয়ন।	০.০১%	২১.০০ (০.০১%)	১০০%	১৯.১৪ (৯১.১৪%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		কারখানা, ঘাট, কৃষি/অকৃষি পণ্য উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদির সাথে নিরবিছিন্ন যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। • স্বল স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।					
১০৭.	এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩)	• ২০৪১ সালের ভিশন অনুযায়ী উন্নত দেশ গড়ার উপযোগী দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী; • পল্লী, নগর ও পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় এলজিইডি'র দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি; • এলজিইডি'র কর্মসামর্থ্য বিকশিত করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে অতিমাত্রায় দেশী বিদেশী বিশেষজ্ঞ/পরামর্শকদের উপর নির্ভরতা হ্রাসকরণ।	অফিস সরঞ্জামাদি, অফিস আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ।	০.০২%	১.০০ (০.০২%)	১০০%	১.০০ (১০০%)
১০৮.	সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৬৬২৮৮.০০/০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২)	• "সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণের মাধ্যমে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের সাথে ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ে তথা সমগ্র বাংলাদেশের সাথে সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন; • গ্রোথসেন্টার, হাট-বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা, ঘাট, কৃষি/অকৃষি পণ্য উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদির সাথে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে অনগ্রসর জনগোষ্ঠির	সেতু নির্মাণ, সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	০.০০৩%	২.০০ (০.০০৩%)	০%	০.০০ (০%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, আমদানী-রপ্তানীর গতি বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। ● স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।					
১০৯.	নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৯)	● জীবনমান উন্নয়ন করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং রাস্তা ও বাজার যাতায়াত সহজতর করা। ● গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষিজ পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করা। ● স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, বিল খনন, শ্মশাণ ঘাট নির্মাণ, ঘাটলা নির্মাণ।	৩৫%	১৫০০.০০ (৩০.০৬%)	১০০%	১৪৯৯.৯৭ (৯৯.৯৯%)
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ							
১১০.	প্রকল্পের নাম ঃ গুরুত্বপূর্ন ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প/অর্থায়নের উৎসঃ জিওবি/ আর্থিক সংশ্লেষণঃ ৬১২.১৪ কোটি টাকা/সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০১৮ইং।	১.মৌলিক নাগরিক চাহিদা মিটানোর নিমিত্তে অবকাঠামো ব্যবস্থার উন্নয়ন; ২.পৌরসভা সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা; ৩.পরিবেশ উন্নয়ন; এবং ৪.অবকাঠামো নির্মাণ/ পূনঃনির্মাণ/ পূর্নবাসন ও উন্নতিকরণের মাধ্যমে শহর এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ।	১.ভূমি উন্নয়ন ২.সড়ক নির্মাণ ৩.ফুটপাথ ৪.ব্রীজ/কালভার্ট ৫.বোট ল্যান্ডিং ৬.বাস টার্মিনাল ৭.কিচেন মার্কেট ৮.কবরস্থান ৯.স্লোটার হাউস ১০. পার্ক ১১. ষ্ট্রীট লাইট ১২. সৌন্দর্য বর্ধন কাজ ১৩. ড্রেন ১৪. খাল পুনঃখনন ১৫. ক্যানেল ব্যাংক প্রোটেকশন ১৬. পাবলিক টয়লেট	১০.২২%	৬২৫৭.০০ (১০.২২%)	১০০%	৬২৫৫.৯৬ (৯৯.৯৮%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
			১৭. জমি অধিগ্রহন ১৮. বৃক্ষ রোপন				
১১১.	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/ জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	১) ছোট শহরগুলোতে সেবার মান উন্নয়ন ও বড় শহরগুলোতে জনসংখ্যার চাপ কমানোর লক্ষ্যে ও উপজেলা পৌরসভাগুলোতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধা প্রদান; ২) দারিদ্রতা হ্রাসের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি; ৩) অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশগত উন্নয়ন সাধন করা; ৪) জনগণের নিকট সেবা অধিকতর সহজলভ্য করার জন্য জেলা ও উপজেলা স্তরের পৌরসভাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি।	১) রাস্তা উন্নয়ন ২) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মান ৩) ড্রেণ নির্মান।	৬.৪১%	৫৫৬২.০০ (৪.৪২%)	১০০%	৫৫৬১.৭৪ (১০০%)
১১২.	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প / জিওবি, এডিবি, কেএফডব্লিউ ও সিডা/ ১৩৯৫৯৭.৭৫ লক্ষ টাকা/ ডিসেম্বর/২০১৮	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আঞ্চলিক নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে অভীষ্ট নগর অঞ্চলের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার বিকাশ এবং পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন ।	**নগর অবকাঠামো সমূহের উন্নয়ন** (ক) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, (খ) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, (গ) ড্রেনেজ, (ঘ) জ্বালানী ও বিদ্যুৎ শক্তি ক্ষেত্রে দক্ষতা (Energy efficiency), (ঙ) নগর পরিবহণ **নগর পরিকল্পনা উন্নয়ন** (ক) নগর পরিকল্পনাসমূহের (DMDP ও DAP) পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ, (খ) একটি উপ শহর (Satellite City) এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন এবং (গ) পরিকল্পনা সংস্থাসমূহ এবং মিউনিসিপালিটি গুলোর সামর্থ্য উন্নয়ন ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক সুসংহতকরণ। **মিউনিসিপাল ব্যবস্থাপনা ও সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ** প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদান।	৭%	৭৯৬০.০০ (৫.৭০%)	১০০%	৭৯৫৯.৫২ (৯৯.৯৯%)
১১৩.	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০)	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের আবাসন সমস্যা সমাধান এবং উন্নত পরিবেশে বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি।	দয়াগঞ্জে ৪৪০টি, ধলপুরে ৪৮০টি এবং সূত্রাপুরে ২২৮টি সর্বমোট ১১৪৮টি ফ্লাট নির্মাণ। প্রতিটি ফ্লাটের আয়তন ৪৭২ বর্গফুট।	১৪%	৩৫৫০.০০ (১৩.৯৭%)	১০০%	৩৫৪৯.৯১ (৯৯.৯৯%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১৪.	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/ জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ ৮টি উপকূলীয় পৌরসভার (মাঝারী শহরে) জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতা ও দুর্যোগ প্রস্তুতি শক্তিশালী করা । জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগের ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে একটি সামগ্রিক ও সমন্বিত ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু শহর অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য, স্থানীয় পরিচালন ব্যবস্থা জোরদার করা হবে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। এর ফলে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাগুলোর পক্ষে পরিকল্পিত ও উন্নত সেবা প্রদান করা সহজতর হবে।	(ক) নিষ্কাশন ব্যবস্থা, (খ) পানি সরবরাহ, (গ) স্যানিটেশন, (ঘ) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, এবং (ঙ) অন্যান্য মিউনিসিপাল অবকাঠামো সমূহ যথা জরুরী প্রবেশ রাস্তা ও সেতু, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বাস টার্মিনাল, বস্তি উন্নয়ন, ঘাট ও বাজার উন্নয়ন।	২০.২৯%	২১২০০.০০ (২০.০৫%)	১০০%	২১১৯৯.১২ (৯৯.৯৯%)
১১৫.	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি)/ অর্থায়নে উৎস ঃ বিশ্ব ব্যাংক (IDA), বাংলাদেশ সরকার (জিওবি), সংস্থার নিজস্ব (সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা) অবদান। (ক) বিশ্ব ব্যাংক (IDA) ১৯৫৩৬৫.৩৬ লক্ষ টাকা। (খ) বাংলাদেশ সরকার ৪৫৪০৮.৮৯ লক্ষ টাকা। (গ) সংস্থার নিজস্ব অবদান (সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা) ৬৩১৯.৬৭ লক্ষ টাকা / আর্থিক সংশ্লেষণ ঃ২৪৭০৯৩.৯২ লক্ষ টাকা / সমাপ্তিকাল ঃ জুন/২০২০	প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য হ'ল নির্বাচিত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা সমুহে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং মৌলিক পৌর সেবাসমুহের উন্নয়ন। <u>বিশেষ উদ্দেশ্যঃ</u> ১) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সহ মৌলিক পৌর সেবাসমুহের পরিবৃদ্ধি করা; ২) সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা সমুহের সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং নিজস্ব উৎস থেকে আয় বৃদ্ধির কার্যক্রম জোরদার করা; ৩) পরিকল্পনা প্রণয়ন, অর্থায়ন, বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম কার্যকর ও টেকসইভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা সমুহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাবৃদ্ধি করা।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ সমূহ ঃ ১) মৌলিক পৌর সেবা (বেসিক আরবান সার্ভিস) এর উন্নয়ন; ২) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ; ৩) সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা সমুহে সুশাসন প্রতিষ্ঠা। ১. বেসিক আরবান সার্ভিস/ভৌত কাজ সমূহ ঃ (ক) আরবান ট্রান্সপোর্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ঃ সড়ক উন্নয়ন, ফুটপাথ নির্মাণ, ফুটওভার ব্রীজ, রোড ডিভাইডার, স্ট্রীট লাইটিং, বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, বোট ল্যান্ডিং জেটি, পার্কিং ফ্যাসিলিটিজ। (খ) ড্রেনেজ ঃ ড্রেন উন্নয়ন, রোড প্রোটেকটিভ ওয়ার্ক /রিটেনিংওয়াল (গ) মার্কেট ঃ কিচেন মার্কেট, হোল-সেল মার্কেট ।	১৭%	৪২৯৩৫.০০ (১৭%)	১০০%	৪২৮৯০.০৫ (৯৯.৯০%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
			(ঘ) সেনিটেশন ঃ পাবলিক টয়লেট, লিটার/ ডাস্টবিন, স্লটার হাউজ । (ঙ) বস্তি উন্নয়ন ঃ বস্তি উন্নয়ন/ নিম্ন আয়ের লোকেদের এলাকা উন্নয়ন। (চ) রিক্রিয়েশন ফ্যাসিলিটিস ঃ পার্ক উন্নয়ন, কমিউনিটি সেন্টার। (ছ) পানি সরবারহ ব্যবস্থার পুর্নবাসন ঃ ডীপ টিউবওয়েল, পাম্প হাউজ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার, হ্যান্ডপাম্প, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, পরিত্যক্ত নলকূপের, হ্যান্ড টিউবওয়েল, হাই-লিফ্ট পাম্প, গৃহ সংযোগ ইত্যাদির পুনর্বাসন। ২. পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (ও এ্যান্ড এম) ঃ পৌরসভার অবকাঠামো ও অন্যান্য সম্পদের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।				
১১৬.	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।(৩৫২৫.০০/ জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	১.মৌলিক পৌর অবকাঠামো সুবিধার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নগর যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন। ২.পরিকল্পিত অবকাঠামো সুবিধার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন।	১.গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও ড্রেনের সংস্কার/পুর্নবাসন। ২.আধুনিক বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ।	০.০৯%	৪৭৮.০০ (০.০৪%)	১০০%	৪৭৮.০০ (১০০%)
১১৭.	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতি করণ (সেক্টর) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। বাংলাদেশ সরকার, এডিবি, ওএফআইডি ৪০৪,৬১৭.০০(লক্ষ) টাকা। জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত।	প্রকল্পটির মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বাচিত ৩৬টি পৌরসভার নগর সুপরিচালন ব্যবস্থা (Good Urban Governance) ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ও টেক্সই ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন ও পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধি।	নগর সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দক্ষতা উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে সাফল্যের ভিত্তিতে নিম্নরূপ ভৌত কাজ বস্তবায়ন ঃ (ক) নগর যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন। (খ) ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন। (গ) পৌর আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন। (ঘ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন। (ঙ) স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন। (চ) পৌর সুবিধাদি। (ছ) বস্তিবাসীদের মৌলিক সুবিধা প্রদান।	১৬.৯০%	৬৮৪০০.০০ (১৬.৯০%)	১০০%	৬৮৩৯৯.৯৮(১০০%)
১১৮.	৫১১৮-"সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/ জুলাই/১৪ হতে	ক) প্রকল্পভূক্ত ৫টি সিটি কর্পোরেশনের পাবলিক সার্ভিস উন্নয়ন;	ক) অফিস ভবন(স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার) খ) অফিস ভবন(কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার)	১৮.৬৩%	৪৯১৮৮.০০ (১৬.৭১%)	১০০%	৪৯১৮৬.৪৬ (৯৯.৯৯%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	জুন/২০)	খ) ইনক্লুসিভ সিটি গভারনেন্স সম্পর্কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি; গ) সিটি গভারনেন্স এর প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি; এবং ঘ) নগর অবকাঠামো আরও শক্তিশালীকরণ।	গ) সড়ক ও মহাসড়ক ঘ) সেতু ঙ) পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো চ) স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ ছ) নলকূপ স্থাপন জ) বৈদ্যতিক স্থাপনা ঝ) দরিদ্রদের জন্য অন্যান্য পৌর সেবা				
১১৯.	জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (প্রকল্প কোডঃ ৫১৬৮) জিওবি প্রকল্প ব্যয়ঃ ৩৭৯৫.০০ লক্ষ টাকা ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ: ১লা জানুয়ারী, ২০১৬ খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ: ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯	জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	১. সড়ক উন্নয়ন ঃ ৫.৬০ কিঃমিঃ ২. ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ঃ ২০ মিঃ ৩. স্লোপ প্রোটেকশান ঃ ১.৮০ কিঃমিঃ ৪. সড়ক বাতি ঃ ৫.৪০ কিঃমিঃ ৫. ফুটপাথ ঃ৩.৬০ কিঃমিঃ ৬. রেইলিং ঃ ৩.৬০ কিঃমিঃ	২১.৬১%	১০০০.০০ (২৬.৩৫%)	১০০%	৯৯৯.৯৭ (১০০%)
১২০.	৫১৮২-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০২০)	১.প্রাচীন ধর্মীয় ও অন্যান্য অবকাঠামোর সংস্কার ও উন্নয়নের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও বিনোদন সুবিধার সম্প্রসারণ। ২.আঞ্চলিক জনগোষ্ঠির জন্য উন্মুক্ত স্থান তৈরির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ।	১.বিদ্যমান মজা পুকুর সংস্কার ২.যাদুঘর নির্মাণ ৩.মুরাল ওয়াল নির্মাণ	২৭.৬৫%	৩৫০০.০০ (২৭.৬৫%)	৯৯.৯৯%	৩৪৯৯.৭১ (৯৯.৯৯%)
১২১.	৫০৭৯-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প/জিওবি/ ২৪২৫.০০/জানুয়ারী/ ডিসেম্বর/২০১৯	পৌর সভার ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পৌর নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি ও পরিবেশ উন্নয়ন।	প্রাইমারী, সেকেন্ডারী ও টারসিয়ারী ড্রেইন নির্মাণ, খাল পুন: খনন, সড়ক পুন: নির্মাণ, নদী/খালের তীর রক্ষা, পার্ক পুন: নির্মাণ।	১৫%	১৬৯.০০ (৬.৯৭%)	১০০%	১৬৯.০০ (১০০%)
১২২.	৫১৮৩-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৩৩৫৬.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০২০)	১.বাউফল পৌরসভাধীন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পানি নিষ্কাশন উন্নয়ন, ২.পরিবেশ উন্নয়ন।	রাস্তা নির্মাণ/উন্নয়ন, ড্রেণ নির্মাণ, আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, ষ্ট্রীট লাইট, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ।	৮.৯৪%	৩০০.০০ (৮.৯৪%)	১০০%	৩০০.০০ (১০০%)
১২৩.	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন	১.পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও উন্নতিকরণ, ২.পৌরসভার জলাবদ্ধতার	রাস্তা নির্মাণ, ড্রেনেজ নির্মাণ, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মঅ।	৩৭.১৯%	৮৮৮.০০ (৩৭.১৯%)	৯৮.৭০%	৮৫৮.৫৮ (৯৬.৬৯%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	প্রকল্প ।(২৩৮৮.০০/জুলাই/ ২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	সমস্যা দূরীকরণ, ৩. পৌরসভার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন এবং ভাল পরিবেশ প্রস্তুতকরণ।					
১২৪.	গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (প্রকল্প কোডঃ ৫২০৮) প্রকল্প ব্যয় ঃ ১৫৫৫.০০ লক্ষ টাকা/২০১৮ইং	বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারনের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।	১. বৃক্ষ রোপন ২. লেক পুনঃখনন ৩. লেকের পাড় সংরক্ষণ ৪. লেকের পাড় দিয়ে ফুটপাথ নির্মাণ ৫. বসার বেঞ্চ ৬. ঘাট নির্মাণ ৭. ব্রীজ নির্মাণ	৪৫.৪৮%	৬০০.০০ (৩৮.৫৯%)	৩৫%	১৬৮.৭৫ (২৮.১২%)
১২৫.	৫২২১-নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প/ জিওবি/৭০৮০/ জুন/২০২০	১.পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও উন্নতিকরণ। ২.পৌরসভার জলাবদ্ধতার সমস্য দূরীকরণ ; ৩.পৌরসভার জনসাধারনের জীবন মান উন্নয়ন এবং ভাল পরিবেশ প্রস্তুতকরণ।	১) রাস্তা নির্মান/ পূণঃ নির্মান(BC) ২) রাস্তা নির্মান/ পূণঃ নির্মান(RCC) ৩) প্যারাসাইডিং কাজ ৪) ব্রীজ/কালভাট নির্মান/ পূণঃ নির্মান ৫) ড্রেন নির্মান/ পূণঃ নির্মান ৬) সড়ক বাতি (সোলার) ৭) পাবলিক টয়লেট	২০.১৪%	১৪২৬.০০ (২০.১৪%)	১০০%	১৪২৫.৯৯ (৯৯.৯৯%)
১২৬.	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪২৭.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	১.লালমোহন পৌরসভায় সড়ক যোগগাযোগ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ২. পৌরসভার পরিবেশ উন্নয়ন।	ফুটপাত নির্মাণ, মার্কেট বিল্ডিং নির্মাণ, ল্যান্ডিং প্লাটফর্ম নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ, ব্রীজ নির্মাণ, মাষ্টার ড্রেণ নির্মাণ।	৩৫%	৮৫১.০০ (৩৫.০৬%)	১০০%	৮৫০.৯৫ (৯৯.৯৯%)
১২৭.	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৮০.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২০)	● সিরাজগঞ্জ জেলার পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্য বর্ধন করাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করা। ● পৌর এলাকায় খালখনন এবং বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। ● বিনোদনের সুবিধার সৃষ্টি করা।	খাল পুন:খনন, খালের স্লোপ প্রটেকশন, সড়ক নির্মাণ, ওয়াকওয়ে নির্মাণ, আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ, ঘাটলা/সিড়ি নির্মাণ, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, সড়ক বাতি স্থাপন।	১৪.৯২%	৭০০.০০ (২৭.১৩%)	১০০%	৭০০.০০ (১০০%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		• স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।					
১২৮.	কাজিপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৯.১১/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)	• কাজিপুর পৌরসভার পৌর অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারনের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।	সড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন, ড্রেন নির্মাণ, আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ।	৩৬%	৫৩৮.০০ (৩২.৮২%)	১০০%	৫৩৮.০০ (১০০%)
১২৯.	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪১৮৬.০০/জুলাই/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৯)	• পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও উন্নতিকরণ। • পৌরসভার জলাবদ্ধতার সমস্যা দূরীকরণ। • পৌরসভার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন এবং ভালো পরিবেশ প্রস্তুতকরণ।	সড়ক নির্মাণ, ড্রেণ নির্মাণ, পাইপ ড্রেন নির্মাণ, বাস টার্মিনাল নির্মাণ, কাঁচা বাজার উন্নয়ন, ভেডিকেল সেড নির্মাণ, সড়ক বাতি স্থাপন, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ।	৪১.১১%	১৭২২.০০ (৪১.১৪%)	১০০%	১৭২২.০০ (১০০%)
১৩০.	নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	• প্রকল্প এলাকার সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিবহন খরচ কমানো, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজার ব্যবহার সুবিধা বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন। • গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং কৃষি ও অকৃষিখাতে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচন করা।	সড়ক নির্মাণ, ড্রেণ নির্মাণ, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ।	৬৩.৩৬ %	৩১২৫.০০ (৬৩.৬৬%)	১০০%	৩০৩৫.৬০ (৯৭.১৪%)
১৩১.	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	• অপরিহার্য অবকাঠামো (সড়ক, ড্রেন, পার্ক ইত্যাদি উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরসভার পরিবেশ উন্নয়ন); • কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরন।	সড়ক নির্মাণ, ড্রেণ নির্মাণ, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, শিশুপার্ক নির্মাণ, স্ট্রীট লাইটিং।	৩১.৬০%	২০০০.০০ (৩১.৬০%)	৯৯.৯৮%	১৯৯৯.৫৯ (৯৯.৯৮%)
১৩২.	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প।(৯৫৮.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	• নারায়ণগঞ্জ জেলার শীতলক্ষ্যা নদীর দুইপাড়ের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন। • সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুততর এবং					

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		নিরাপদ। ● স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা					
১৩৩.	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প।(৫৭৯৮০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	● সেতু নির্মাণ।	সেতু নির্মাণ, এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ।	০%	৮.০০ (০%)	১০০%	৭.৯৭ (৯৯.৯৯%)
১৩৪.	শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৯৮.০০/আগস্ট/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	● মৌলিক নাগরিক চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে অপরিহার্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে পৌরসভার পরিবেশ উন্নয়ন। ● স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ।	গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ, সড়ক নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ, স্ট্রিট লাইট, ডাস্টবিন নির্মাণ, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি ম্যুরাল নির্মাণ।	২২.২৩%	১০০০.০০ (২২.২৩%)	১০০%	১০০০.০০ (১০০%)
১৩৫.	কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৩৮০.০০/জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মৌলিক নাগরিক চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে অপরিহার্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ।	সড়ক নির্মাণ/পুন: নির্মাণ, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, বাস-টার্মিনাল নির্মাণ।	১১.৩৮%	৫০০.০০ (১১.৪২%)	৯৯.৬২%	৪৯৫.৬৮ (৯৯.১৪%)
১৩৬.	চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৮০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	● পৌরসভার যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন; ● অপরিহার্য অবকাঠামো (সড়ক, ড্রেন ইত্যাদি) উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরসভার পরিবেশ উন্নয়ন; ● কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ।	সড়ক নির্মাণ/পুন: নির্মাণ, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ, বৃক্ষরোপন, সৌন্দর্যবর্ধন/ ল্যান্ডস্কেপিং	৬.৭০%	৩০০.০০ (৬.৭০%)	১০০%	২৯৯.৯৯ (১০০%)
১৩৭.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে	মহানন্দা নদীর উপর নির্মিত 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ-সোনা মসজিদ মহাসড়কের সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং পৌরসভার ঝিলিম এবং	রাস্তা নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, পানি সরবরাহ লাইন পুন:স্থাপন।	০%	২.০০ (০%)	১০০%	১.৯৮ (৯৯.৯৯%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	জুন/২০২১)	করোনেশন সড়ক দু'টি সম্প্রসারণ/উন্নয়ন।					
১৩৮.	দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪)	• ঢাকা ও খুলনা বিভাগের নগর ও নগর সন্নিহিত এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন। • সমন্বিত পরিকল্পনা, প্রকল্প প্রণয়ন, টেকসই সেবা প্রদান ও কমিউনিটি সচেতনতার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ।	রাস্তা নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, খাল খনন/পুন: খনন, বাস টার্মিনাল, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।	০.০৫%	৭৭.০০ (০.০৪%)	১০০%	৭৭ (১০০%)
১৩৯.	টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২২৮৭৯.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	• সংযোগ সড়ক ও সেতু নির্মাণ এবং সম্প্রসারণের মাধ্যমে নগর যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন; • বিদ্যমান ড্রেনেজ ব্যবস্থার সংস্কার ও সম্প্রসারণ করে জলাবদ্ধতা দূর করা; • বিদ্যমান ডিসি লেকের পরিকল্পিত উন্নয়ন; • অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।	রাস্তা নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো।	২.১৮%	৫০০.০০ (২.১৮%)	৯৯.৯৫%	৪৯৯.৭৬ (৯৯.৯৫%)
১৪০.	পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫৫০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	• মৌলিক নাগরিক চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে অপরিহার্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে পৌরসভার পরিবেশ উন্নয়ন; • স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ।	রাস্তা নির্মাণ, সেতু/ কালভার্ট নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ, ঘাটলা নির্মাণ, নতুন পৌর ভবনের উপর হলরুম নির্মাণ, পুরাতন পৌর ভবন সংস্কার, পৌর কিচেন মার্কেট নির্মাণ, পৌর লেকের সৌন্দর্যবর্ধন কাজ।	৪.৪০%	২০০.০০ (৪.৪০%)	১০০%	১৯৯.৮০ (৯৯.৯০%)
১৪১.	কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৪৫০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২২)	• নগর অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরসভা সমূহের নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি; • সৌন্দর্যবর্ধন ও চিত্তবিনোদন সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে পৌরসভার পরিবেশগত উন্নয়ন: • স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	রাস্তা নির্মাণ, সেতু/ কালভার্ট নির্মাণ, মার্কেট, বাস স্ট্যান্ড, কবর স্থান, পার্ক, সৌন্দর্য বর্ধন।	১.৩৮%	২০০.০০ (১.৩৮%)	১০০%	১৯৯.৮২ (৯৯.৯১%)
১৪২.	ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে	• অপরিহার্য অবকাঠামো উন্নয়ন ও পৌরবাসীর বিনোদনের অধিকতর	লেক উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, বৃক্ষরোপন।	০.০%	১০.০০ (০%)	১০০%	৯.২৯ (৯৩%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	জুন/২০২২)	সুযোগ সৃষ্টি করা। ● কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস করণ।					
১৪৩.	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	● দেশের বৃহৎ নগরীর উপর জনসংখ্যার চাপ হ্রাসের নিমিত্তে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভার অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি; ● কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস করণ; ● অপরিহার্য অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরসভার পরিবেশ উন্নয়ন।	রাস্তা নির্মাণ, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, ড্রেনেজ নির্মাণ।	৮.৬১%	২৯৮৪৭.০০ (৮.৬১%)	১০০%	২৯৮৪৭.০০ (১০০%)
১৪৪.	জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৬১২৮৬.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	● মৌলিক নাগরিক চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে অপরিহার্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে পৌরসভার পরিবেশ উন্নয়ন; ● স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ;	রাস্তা নির্মাণ, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, ড্রেনেজ নির্মাণ, শিশুপার্ক উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, গণ সৌচাগার নির্মাণ, কসাইখানা/গো-হাট নির্মাণ।	১২.০৯%	২০০০.০০ (৩.২৬%)	৯৯.৯৯%	১৯৯৯.৮৮ (৯৯.৯৯%)
১৪৫.	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	● মাষ্টার প্ল্যান ও প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে উপজেলা শহর কেন্দ্রের (নন্- মিউনিসিপ্যাল) পরিকল্পিত টেকসই উন্নয়ন করা। ● অপরিহার্য অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উপজেলা শহর কেন্দ্রের পরিবেশ উন্নতিকরণ।	রাস্তা নির্মাণ, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, ড্রেনেজ নির্মাণ, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, কসাই খানা নির্মাণ, কাঁচা বাজার নির্মাণ।	৩.৯৩%	৭০০.০০ (০.৫০%)	১০০%	৬৯৮.৫৮ (৯৯.৮০%)
১৪৬.	নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৮৬৫০০.০০(৩৯৭৫৩.০৩)/০১/ ০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২)	● বাংলাদেশের ৩০টি জেলার ৫৩টি পৌরসভায় নাগরিক চাহিদা পূরণে নগর অবকাঠামো উন্নয়ন। ● আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি। ● কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ।	রাস্তা নির্মাণ, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, যাত্রী ছাউনি, পাবলিক টয়লেট।	০.৭০%	১১৬.০০ (০.১৩%)	১০০%	১১৪.৮১ (৯৮.৯৭%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪৭.	টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভ্যান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০)	প্রজেক্ট ডিজাইন এডভান্স-এর সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সিটি রিজিয়ন ইকনোমিক ডেভেলপমেন্ট ইনভেষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সিআরডিপি - ২) এ পরামর্শক এবং বাস্তবায়ন সহায়তা প্রদান করা যাতে করে বিনিয়োগ কার্যক্রমটির সময়ানুগ ও গুণগত মানসম্পন্ন বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।		২০%	১০১৭.০০ (১৯%)	১০০%	১০১৭.০০ (১০০%)
	সেক্টর ঃ কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)						
১৪৮.	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৮২০৬০.৭৩/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৮)	প্রকল্পের মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকসই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে ত্বরান্বিত করা। অন্যান্য উদ্দেশ্যে হলো প্রকল্প এলাকার জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন করা; পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো তৈরি করে টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা; সুবিধাভোগী জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি শক্তিশালী করা; প্রকল্প এলাকার দরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর কাছে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার সহজলভ্য করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	1) Institutional Strengthening 2) Participatory Subproject Development 3) Small-Scale Water Resources Infrastructure and Project Implementation Support	২.০৭%	১৭০০.০০ (২.০৭%)	১০০%	১৫৩৫.৫১ (৯০.৩২%)
১৪৯.	টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	● ১০০০ হে: এর কম এলাকায় ৫০ টি নতুন উপ-প্রকল্প এবং ২৫০ টি পুরাতন উপ-প্রকল্প (মোট ৩০০টি) উপ-প্রকল্পের উন্নয়ন, সম্প্রসারন ও পুনর্বাসন করে ৭২৫০০ হেক্টর চাষযোগ্য ভূমিতে প্রায় ৮৩৩২০ মে:টন দানাদার ও অদানাদার শস্য উৎপাদন ও প্রায় ১৫০ মে:টন মাছ উৎপাদন করন। ● টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট	উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন।	১২.২৩%	৬১০০.০০ (১২.২৩%)	৯৫.৮০%	৫৬৮৩.৫৫ (৯৩.১৭%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		প্রতিষ্ঠান (পানি ব্যবস্থাপনা সমবয় সমিতি) সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান; ● উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিকরণ এবং উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরণ; ● ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রায় ৫৮০৫৬ জনদিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা বিমোচন ত্বরান্বিতকরণ।					
১৫০.	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৩৪৯৪.৮৮/ জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩)	● পুকুর/দিঘি (প্রতিষ্ঠানিক) এবং খালসমূহের ব্যবহারিক প্রায়োগিক পর্যায়ে উন্নয়ন এবং সেগুলো আয়বর্ধক ও প্রযোজ্য বানিজ্যিক কার্যক্রমে ব্যবহার করে পল্লী বেকার সম্প্রাদায়ের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। ● পুকুর/দিঘি (প্রতিষ্ঠানিক) এবং খালসমূহের উন্নয়নের মাধ্যমে সল্পমেয়াদী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা। ● পুকুর/দিঘি (প্রতিষ্ঠানিক) এবং খালসমূহের উন্নয়নের মাধ্যমে দির্ঘ্যমেয়াদী আয়বর্ধক/বানিজ্যিক কার্যক্রম সৃষ্টি করা। ● পুকুর/দিঘি (প্রতিষ্ঠানিক) এবং খালসমূহের উন্নয়নের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ড্রেনেজ সুবিধা সহজীকরণ এবং বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব	খাল পুন:খনন, পুকুর/দিঘি পুন:খনন, ঘাট নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ।	১.৪২%	১৯০০.০০ (১.৪২%)	১০০%	১৮৯৯.৪৯ (৯৯.৯৭%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নে উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষণ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও পিপির %)		চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		রোধ করা।					
১৫১.	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১২৮৫৯৬.৩১/ ০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩)	• পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। • উপ-প্রকল্পের টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণ। • কৃষি উপকরণ, প্রশিক্ষণ ও বিপণন সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকের আয়বৃদ্ধি।	উপ-প্রকল্প।	৫.৬৮%	৭৩০০.০০ (৫.৬৮%)	৯৮.৪৫%	৭১৩২.১৯ (৯৭.৭০%)
	সেক্টর ঃ জন প্রশাসন)						
১৫২.	ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প। (২৬৩৪.৮৫/জানুয়ারী/২০১৮ হতে মার্চ/২০২১)	এলজিইডি ও স্থানীয় সরকার সমূহের দূর্যোগ সহনশীলতা ও এবহফবৎ জবংঢ়ড়হংরাব অবকাঠামো সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি ও দীর্ঘমেয়াদে রেজিলেন্স কার্যক্রমের অংশ হিসাবে দুর্যোগ সহনশীলতা ও অবকাঠামো সংক্রান্ত ভিত্তি প্রস্তুত করণ।		১৩.৬৮%	৬১২.০০ (২৩.২৩%)	১০০%	৬০৭.৪৮ (৯৯.২৬%)
	মোট ঃ						

৭। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন

২০১৮-১৯ অর্থবছরের পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান, কৃষি সেক্টরে বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামোর প্রধান প্রধান অংগের বিবরণ নিচের সারণীতে প্রদান করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	একক	অগ্রগতি	
			ভৌত	আর্থিক (কোটি টাকা)
১	২	৩	৪	৫
১	উপজেলা সড়ক নির্মাণ	কিঃমিঃ	৫১০.০০	৮১৪.১৪
২	ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	কিঃমিঃ	১২৪০.০০	১২৮৯.৯৪
৩	গ্রাম সড়ক নির্মাণ	কিঃমিঃ	৩৬৫০.০০	৩২৭৫.২৩
৪	উপজেলা সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	১২০০০.০০	৫৯৫.৪৯
৫	ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	১৮০০০.০০	৬৫৬.৭১
৬	গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজার	সংখ্যা	১৮৫	৭০.৩৬
৭	বৃক্ষরোপণ	কিঃমিঃ	১৮২	০.৭৫
৮	মাটির রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	কিঃমিঃ	৮০	৪.৪৫
৯	পাকা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	কিঃমিঃ	১২৫০০	৩২১৯.৫৯
১০	ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত	মিঃ	৩৬০০	১৩০.০০
১১	ইউপি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	১১০	৬৫.০৮
১২	উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ	সংখ্যা	৫৮	১৩৯.০৮
১৩	ঘাট নির্মাণ	সংখ্যা	৫১	১৪.৩৪
১৪	কালেকশন সেন্টার	সংখ্যা	৭	৩.৫০
১৫	সাইক্লোণ সেল্টার নির্মাণ	সংখ্যা	৬৬	৪৫৯.৯৭
১৬	Womens Corner	সংখ্যা	১	০.১৫
১৭	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন	হেক্টর	২৪০০	৪৮.১৯

৮। সড়ক উন্নয়ন

এলাকার জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার জামতলী হতে বামীহাল সড়ক।

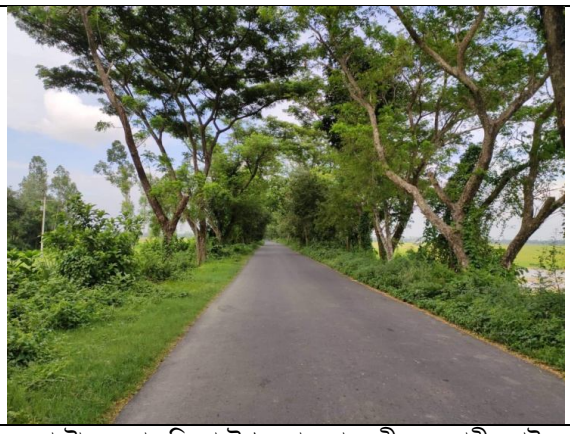

নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার জামতলী হতে রানীর হাট সড়ক।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী ৮১৪.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫১০ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, ১,২৮৯.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,২৪০ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক ও ৩,২৭৫.২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩,৬৫০ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক উন্নয়ন এবং ৩,২১৯.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২,৫০০ কিঃমিঃ পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন করা হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, হাট-বাজারসমূহের পণ্য বাজারজাতকরণে পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধিসহ এলাকার মানুষের

জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটেছে। সর্বোপরি এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন হচ্ছে এবং গ্রামীণ এলাকায় নাগরিক সুবিধাদি পৌঁছে দেয়া সহজতর হয়েছে।

৯। ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ

নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের অংশ হিসাবে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের কোন বিকল্প নেই। এ উদ্দেশ্য সাধনে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ১,২৫২.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০,০০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নদী/খালসমূহের উভয় পাশের জনগণের যোগাযোগসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে।

লালমনিরহাটে তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত ৮৫০ মিটার দীর্ঘ 'গঙ্গাচড়া শেখ হাসিনা সেতু'

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস নদীর ওপর নির্মিত ণ আকৃতির ৭৭১ মিটার দীর্ঘ 'শেখ হাসিনা তিতাস সেতু'

পাশাপাশি ব্রিজ/কালভার্ট নির্মিত হওয়ায় মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী চলাচল অব্যাহত থাকায় এবং জলাবদ্ধতা নিরসন হওয়ায় সার্বিক উন্নয়নে পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পরিহারে অবদান রাখা সম্ভবপর হয়েছে এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হচ্ছে।

১০। গ্রাম সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন

গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার বিবেচিত। গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও উজ্জিবীত করার পাশাপাশি বেকার যুবকদের ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সুবিধাদিসহ গ্রোথ-সেন্টারের উন্নয়ন অপরিহার্য বিবেচনায় এলজিইডি কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৭০.৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৮৫টি গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন করা হয়েছে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সুবিধা প্রদান, এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ এ সকল কর্মকান্ডে দরিদ্র ও বেকার লোকদের সম্পৃক্তকরণের সুযোগ বৃদ্ধি তথা পল্লী এলাকার বাণিজ্য তথা অর্থনীতির অধিক প্রসার দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হচ্ছে।

১১। ইউপি ভবন নির্মাণ

ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করণ ও তৃণমুল পর্যায়ে জন সাধারণকে One stop সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক দেশের ৪৫৭১টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এর কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৯৯৮ সালে এর টাইপ ডিজাইন অনুমোদন করে কার্যক্রম শুরু করেন। ইহাতে একই ছাদের নীচে বা একই ভবনে ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচিত চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং সরকারী সংস্থাসমূহের সেবা প্রদান করতে সামর্থ হবে। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর, যা স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। জনগনকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি ও এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন সুবিধাদি নিশ্চিত করা অপরিহার্য ছিল। এ লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনে আইসিটি রুম ও অপেক্ষাকক্ষসহ ইউনিয়ন পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার সকল সুবিধা ডিজাইনে সন্নিবেশিত। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এতদ্সম্পর্কিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প ১ম ও ২য় পর্যায় গ্রহণের মাধ্যমে এই চাহিদা পুরনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে দেশের সর্বমোট ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ৪৫৭১টি, তন্মধ্যে এলজিইডি'র ইউসিসিপি প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে ১৪৬৮টি, ২য় পর্যায়ে ৮৪২টি এবং জেলা পরিষদসহ এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প হতে ৯৫৫টি সহ সর্বমোট ৩২৬৫টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ইউপি সমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ৯০৫.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২য় পর্যায়ে প্রকল্পটির মেয়াদকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত। বাস্তবায়িত ইউনিয়ন পরিষদে জন প্রতিনিধি, সেবা প্রদানকারী বিভাগ বা সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীগণের এবং এলাকার জনগণের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন সহজতর এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও তৃনমুল পর্যায়ের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে।

১২। নগর অবকাঠামো উন্নয়ন

পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অংগের তথ্যাবলী নিচের সারণীতে প্রদান করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	একক	অগ্রগতি	
			ভৌত	আর্থিক (কোটি টাকা)
১	২	৩	৪	৫
১	রাস্তা/ফুটপাত নির্মাণ	কিঃমিঃ	৮৭৩	৯৭৮.২৩
২	ড্রেন নির্মাণ	কিঃমিঃ	৩০০	৬৯২.৭৮
৩	ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	১৪৯৯	৮৪.৫২
৪	ল্যাট্রিন	সংখ্যা	১০১৪	১৭.৫০
৫	বাস/ট্রাক টার্মিনাল	সংখ্যা	৭	১৬.৭০
৬	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	কিঃমিঃ	১৪০	৮৯.৭৫
৭	মাল্টিপারপাস বিল্ডিং	সংখ্যা	৯	৩৮.৯২
৮	সাইক্লোন সেল্টার	সংখ্যা	৮	৫২.৮১
৯	ষ্ট্রিট লাইট	সংখ্যা	১২৩৫	৭.৬২
১০	পরিচ্ছন্ন কর্মীদের জন্য ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	১৩(১৪%)	৩৪.২৭

১৩। গণসচেতনতা কার্যক্রম

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দরিদ্র জনগণের জন্য প্রায় ৮.২০ কোটি জনদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এসব গৃহীত কর্মকান্ডে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে কৃষিজ পণ্যের উপকরণ প্রাপ্তি সহজতর হবে, ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সহজ হবে। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে ব্যবসায়ী বাণিজ্যে বিনিয়োগে আগ্রহী হবে।

এলজিইডি'র মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮টি কর্মসূচি/প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩,৪৫৬.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,৫৯,৬৪৩ জন উপকৃত হবে।

নগর সুশাসন ও দক্ষতাবৃদ্ধি, নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণবৃদ্ধি, সিটিজেন চাটংার, নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা, নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান, দরিদ্র নগরবাসীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, দরিদ্র হ্রাসকরণ কার্যক্রম, বস্তি উন্নয়ন কমিটি, টিএলসিসি, ডবি-উএলসিসি, সিবিও গঠনে এলজিইডি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের ক্ষেত্রে প্রকল্পভূক্ত পৌরসভাসমূহ অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে।

১৪। রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

এলজিইডি সাধারণতঃ নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ান্তর এই দুই প্রকৃতির রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোসমূহের মেরামত ও পুনর্বাসন কার্যক্রম প্রয়োজন অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতেও গ্রহণ করা হয়।

রাজশাহী জেলার বাঘমারা উপজেলার ২২০০-৫৬৭০মি: চেইনেজে মকমল-মোহনগঞ্জ সড়ক এর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ

রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অংগভিত্তিক বাস্তবায়িত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির বিবরণ নিচের সারণীতে প্রদান করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	একক	অগ্রগতি	
			ভৌত	আর্থিক (কোটি টাকা)
১	২	৩	৬	৭
১	রাজস্ব (সময়ান্তর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ)	কিঃমিঃ	৭৭২৪	১৬৬৭.৮৮
২	রাজস্ব (ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ)	মিঃ	১২৪৪	৫২.১২
৩	নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	কিঃমিঃ	১১২০০	৮০.০০

১৫। মাননিয়ন্ত্রণ

অবকাঠামো নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে এলজিইডি'র নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী রয়েছে। এ সকল ল্যাবরেটরীতে নির্মাণ সামগ্রী ও সম্পাদিত কাজের মান নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এলজিইডি'র নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকান্ডের গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী করা হয়ে থাকে।

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর বিবরণ

বিভিন্ন পর্যায়ে স্থাপিত নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহ হলো ঃ
১। কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ১টি
২। আঞ্চলিক কাম জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ২০টি
৩। জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ৬৪টি

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে বিদ্যমান পরীক্ষা সুবিধাদি

এলজিইডি'র জেলা/আঞ্চলিক ল্যাবরেটরীসমূহে সিমেন্ট, এগ্রিগেট, ইট, কংক্রিট, রড, বিটুমিন এবং মাটির বিভিন্ন পরীক্ষাসহ সাব-সয়েল ইনভেষ্টিগেশনের সুবিধা আছে। এ সকল মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে এলজিইডি'র উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী, রাস্তার বিভিন্ন স্তরসহ অবকাঠামোর বিভিন্ন অংগের/কাজের গুনগত মান নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে এসকল পরীক্ষা সুবিধাদি নিতে পারেন।

১৬। দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১১৩৩.৭৯ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। অধিকন্তু, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মহিলা ব্যবসায়ী, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহন শ্রমিক এবং অন্যান্যদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আয়ের সুষ্টি সুযোগ দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ অবদান রেখেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিচের সারণীতে প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	খাতের নাম	২০১৮-১৯ অর্থবছর	
		লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ জনদিবস)	অর্জিত অগ্রগতি (লক্ষ জনদিবস)
১।	উন্নয়ন খাত		
	ক) পল্লী অবকাঠামো	৭০৩.২৬	৬৪৭.৪৫
	খ) নগর অবকাঠামো	১৭২.৫৫	১৭২.৫৫
	গ) অন্যান্য মন্ত্রণালয়	১৯৭.৬৮	১৯১.২৫
২।	রাজস্ব খাত	১২২.৫৩	১২২.৫৩
	মোট	**১১৯৬.০১**	**১১৩৩.৭৯ (৯৪.৮০%)**

১৭। জেন্ডার ও উন্নয়ন (GAD)

অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে মানব সম্পদ উন্নয়নকে যুক্ত করলে তা হবে একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। দেশের এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলস্রোতে অন্তর্ভূক্ত করা না হলে এর কাঙ্খিত সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এই অংশগ্রহণ সুবিধাভোগী হিসেবে নয়, হতে হবে অংশীদারিত্বমূলক। নারীর সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠায়, জেন্ডার সমতায়নে এবং তাঁদেরকে ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অংশীদারিত্বমূলক করতে পারলে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অর্জিত সামগ্রিক উন্নয়ন হবে সুসংহত।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের যাবতীয় কর্মকান্ড মূলতঃ এর তিনটি প্রধান সেক্টর যথা: পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং নগর অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। এসব উন্নয়ন কর্মকান্ডের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষ্য নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ। এই লক্ষ্য অর্জনে ২০০২ সালে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রথম জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং দ্বিতীয় মেয়াদে ২০০৮-২০১৫ সালের জন্য উন্নীত করে তা বাস্তবায়নে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে দ্বিতীয় মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে ২০১১ সালে সামগ্রিক বিষয়টি পর্যালোচনা এবং একই বছরে সরকারের প্রণীত ২০১১ সালের "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি" প্রকাশিত হওয়ার প্রেক্ষিতে ইতিপূর্বে প্রণীত এলজিইডি'র জেন্ডার সমতা বিষয়ক তিনটি পৃথক পৃথক কৌশল পর্যালোচনা করে এলজিইডি'র একটি অভিন্ন জেন্ডার সমতা বিষয়ক কৌশল প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কৌশলের ধারাবাহিকতায় সেক্টর ভিত্তিক আলাদা আলাদা কর্মপরিকল্পনাও প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে 'জেন্ডার

ও উন্নয়ন ফোরাম' উক্ত মেয়াদের কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করে তৃতীয় মেয়াদে ২০১৬-২০২১ এর জন্য এলজিইডি'র সার্বিক সেক্টরসহ মোট চারটি আলাদা আলাদা জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

'জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম' ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত সভায় মিলিত হয়। এ সভায় গ্রামীণ, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র প্রকল্পগুলোর মধ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীর কাজের সুযোগ সৃষ্টি, কর্মপরিবেশ, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি জেন্ডার সমতা বিষয়ক ইস্যুগুলো আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ ফোরামের সদস্য সংখ্যা ২৫ (পঁচিশ) জন। ফোরামের সভাপতি-অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (আইডব্লিউআরএম), সদস্য-সচিব-সৈয়দা আসমা খাতুন, উপ-প্রকল্প পরিচালক, কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট এবং বাকী ২৩ (তেইশ) জন হলেন এলজিইডি'র সদর দপ্তর পর্যায়ে বিভিন্ন সিনিয়র কর্মকর্তা যেমন-তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী।

ডে-কেয়ার সেন্টার

এলজিইডি'তে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ০৬-মাস থেকে ০৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অফিসকালীন সময়ে নিরাপদে রাখার মূল উদ্দেশ্যে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এলজিইডি'তে একটি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা করা হয়। ছোট্ট শিশু সন্তানদের কাছাকাছি রেখে কোন মানসিক উদ্বেগ ছাড়াই কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সুষ্ঠুভাবে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ রাখা, শিশুদের মাতৃ-সাহচর্যের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করা এবং সর্বোপরি, নারীদেরকে আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা এই ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনার অন্যতম উদ্দেশ্যে।

ডে-কেয়ার পরিদর্শনে কর্মকর্তাবৃন্দ

সভাপতি হিসেবে জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) এবং সদস্য-সচিব হিসেবে সৈয়দা আসমা খাতুন, উপ-প্রকল্প পরিচালক, কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প এই ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব পালন করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটি ০৩ (তিন) মাস অন্তর ডে-কেয়ার সেন্টারের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে থাকেন। এই ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদেরকে সার্বক্ষণিক দেখাশুনা করার জন্য ০১ (এক) জন সুপারভাইজার, ০১ (এক) জন সহকারী সুপারভাইজার এবং ০৫ (পাঁচ) জন কেয়ার গিভার রয়েছে। এ ছাড়া ডে-কেয়ার সেন্টারের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে শিশু সন্তানদের অভিভাবকগণের অংশগ্রহণে ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব আলোচনা সভা করে থাকেন এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটিকে অবহিত করেন। সুশৃংখল ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে ডে-কেয়ার সেন্টারটি পরিচালনা করার জন্য একটি অপারেশনাল ম্যানুয়াল অনুসরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবস'২০১৯ এর প্রতিপাদ্য-

"সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো
নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো।"

এ প্রতিপাদ্য বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। বিগত বছরের ন্যায় এ বছরেও এলজিইডি জেলা পর্যায়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালী করে আন্তর্জাতিক নারী দিবস' ২০১৯ উদ্‌যাপন করেছে।

সম্মানিত প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে সদর দপ্তর পর্যায়ে এলজিইডি'র অধীন জেন্ডার সংবেদনশীল বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি হতে সুফল ভোগ করে যে সকল সুবিধাবঞ্চিত নারী আত্মনির্ভরশীল হচ্ছেন তাঁদেরকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদান এবং অন্যদের মাঝে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মননা পুরস্কার, সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের সম্মানে ব্রুশিওর বিতরণসহ এলজিইডি'র জেন্ডার কার্যক্রমের ভিডিও প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়।

এলজিইডি কর্তৃক আয়োজিত ০৮ মার্চ, ২০১৯ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে সম্মাননা প্রাপ্তগণ

এলজিইডি'র পল্লী উন্নয়ন, পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং নগর উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত নারীদের মধ্য থেকে আত্মনির্ভরশীল হওয়া নারীদের প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে মোট ১০ (দশ) জন সফল নারীকে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। মানবিক ও পেশাগত দক্ষতা, আর্থিক সক্ষমতা, সম্পদের মালিকানা, সামাজিক সফলতা ও ক্ষমতায়ন এই পাঁচটি মানদন্ডের ওপর ভিত্তি করে সেক্টর ভিত্তিক তিনটি মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে এসব আত্মনির্ভরশীল নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের জেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রমকে ফটোগ্যালারীর মাধ্যমে তুলে ধরার ব্যবস্থা রেখে সেখান থেকে সফল তিনটি প্রকল্পকে নির্বাচন করা হয়েছে একটি বিশেষ মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে। জেন্ডার কার্যক্রমে সফল এই তিনটি নির্বাচিত প্রকল্প যথাক্রমে: (১) হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২) নর্দান

বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড উন্নয়ন প্রকল্প (৩) সিটি গভারনেন্স প্রকল্প । নির্বাচিত এই তিনটি প্রকল্পকে সম্মাননা হিসেবে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে, সফল ১০ (দশ) জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী যাদেরকে সম্মাননা হিসেবে ১ম পুরস্কার ১২,০০০/= (বার হাজার), ২য় পুরস্কার ১১,০০০/= (এগার হাজার) এবং ৩য় পুরস্কার ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকা, সনদ ও ক্রেট প্রদান করা হয়, তাদের তথ্যাদি নিম্নের সারণীতে প্রদর্শিত করা হলো-

পল্লী উন্নয়ন সেক্টর থেকে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ০৩ (তিন) জন আত্মনির্ভরশীল নারী

ক্রমিক নং	নাম	স্থান অধিকারী	উপজেলা ও জেলা	প্রকল্পের নাম
১।	রাহেলা বেগম	প্রথম	রাজৈর, মাদারীপুর	কোষ্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্টাকচার প্রকল্প
২।	মোসাঃ ফরিদা	দ্বিতীয়	নাটোর সদর, নাটোর	রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-II
৩।	স্মৃতিকনা মন্ডল	তৃতীয়	কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ	কোষ্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্টাকচার প্রকল্প

নগর উন্নয়ন সেক্টর থেকে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ০৩ (তিন) জন আত্মনির্ভরশীল নারী

ক্রমিক নং	নাম	স্থান অধিকারী	উপজেলা ও জেলা	প্রকল্পের নাম
১।	শিউলি রানী দে	প্রথম	বেনাপোল, যশোর	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প-III
২।	মোসাঃ জমিলা বেগম	দ্বিতীয়	বীরগঞ্জ, দিনাজপুর	নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড উন্নয়ন প্রকল্প
৩।	মোছাঃ লিলি আক্তার	তৃতীয়	ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প-III

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর থেকে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ০৪ (চার) জন আত্মনির্ভরশীল নারী

ক্রমিক নং	নাম	স্থান অধিকারী	উপজেলা ও জেলা	প্রকল্প/ইউনিটের নাম
১।	মোসাঃ মরতুজা বেগম	প্রথম	আজমিরিগঞ্জ, হবিগঞ্জ	হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
২।	ইতি সুলতানা	দ্বিতীয়	নগরকান্দা, ফরিদপুর	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (জাইকা-১)
৩।	মোসাঃ নুরজাহান বিবি	তৃতীয়	তানোর, রাজশাহী	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট
৪।	মায়া রানী বিশ্বাস		ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (জাইকা-১)

সম্মাননা, সনদ ও ক্রেস্ট প্রাপ্ত সফল আত্মনির্ভরশীল নারীদের একাংশ

এ ছাড়া জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ফোরামের কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সেক্টরের কার্যক্রম পরিদর্শন। পরিদর্শনের লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলি হলো-

কাজের উপর্যুক্ত পরিবেশ অর্থাৎ তা জেন্ডার সংবেদনশীল কিনা (নির্মাণ সাইটে নারী শ্রমিকদের জন্য পৃথক লেবার শেড, নিরাপদ পানি পানের ব্যবস্থা, পৃথক টয়লেট, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অস্থায়ী শিশু দিবা-যত্ন সহায়ক সুবিধা ইত্যাদি উপযুক্ত কিনা)। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং অন্যান্য কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকগণকে মজুরী সঠিক সময়ে এবং একই প্রকৃতির সম-পরিমান কাজের জন্য সম-মজুরী পরিশোধ করা হয় কিনা। শ্রমিক হিসেবে নারী ও পুরুষের সংখ্যা আলাদাভাবে নিরুপিত হয় কিনা; এবং নির্বাচিত women কর্তৃক Women Market Section পরিচালিত হয় কিনা। জেলা পর্যায়ে 'জেন্ডার কমিটি' গঠন এবং কমিটির সভা নিয়মিত অর্থাৎ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হয় কিনা। জেলা জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করা এবং জেলার মাসিক সভায় 'জেন্ডার বিষয়' এজেন্ডাভুক্ত হয় কিনা। প্রতি ছয় মাস অন্তর জেলা থেকে পল্লী উন্নয়ন সেক্টর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের প্রতিবেদন 'জেন্ডার মনিটরিং ফরমেট' এর আলোকে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এ প্রেরণ করা হয় কিনা। অপরদিকে, নগর সেক্টরের আওতায় পৌরসভা থেকে 'জেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রতিবেদন' সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক দপ্তরের মাধ্যমে নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট অথবা জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এ প্রেরণ করা হয় কিনা। উপরোক্ত লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রেখে ইতোপূর্বে কিছু জেলা পরিদর্শন করা হলেও এ কার্যক্রম আরো বেগবান হওয়া প্রয়োজন। এজন্য ৬৪ টি জেলাসহ পৌরসভাগুলিতে এলজিইডি'র ভৌত কার্যক্রম পরিদর্শন টিম কর্তৃক ফলোআপ করার সাথে জেন্ডার সংক্রান্ত উপরে বর্ণিত কার্যক্রম ফলোআপ করার বিষয়টি পরিদর্শন টিমে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য এলজিইডি ম্যানেজমেন্টের সু-দৃষ্টি কামনা করা হলো।

১৮। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের (এলসিএস) কার্যক্রম

এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এলসিএস নিয়োগ করে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনসহ গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করছে। এ এলসিএস এর মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ দরিদ্র ও বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং এলাকাবাসীর জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে যা দেশের দরিদ্র বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এই প্রকল্পে পুরুষদের পাশাপাশি এলসিএস মহিলা সদস্যরাও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছেন।

এলসিএস মহিলারা এইচবিবি পেভমেন্ট নির্মাণ করছেন

প্রকল্প চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের কর্ম পরিধির মধ্যে রয়েছে :

- ❖ মাটির রাস্তা নির্মাণ;
- ❖ পাইপ কাষ্টিং;
- ❖ পাইপ কালভার্ট/ইউ-ড্রেন নির্মাণ;
- ❖ খাল পুনঃখনন;
- ❖ বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা;
- ❖ রাস্তা রক্ষাণাবেক্ষণ কার্যক্রম;
- ❖ এইচবিবি ও কার্পেটিং রোডের সংস্কার কাজ।

১৯। স্যানিটেশন কার্যক্রম

প্রযোজ্য নয়।

২০। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিশেষ সাফল্য ঃ

পরিচ্ছন্নকর্মীদের আবাসিক ভবন উদ্বোধন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নকর্মীদের দীর্ঘদিনের আবাসন সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে রাজধানীর দয়াগঞ্জ ও ধলপুর এলাকায় ৪টি বহুতল আবাসিক ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে। এতে ৩৪৫টি পরিবার বসবাস করতে পারবে।

গত ৮ অক্টোবর ২০১৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে এসব ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান প্রকল্পের ওপর নির্মিত একটি ভিডিও চিত্র উপস্থাপন করেন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খান মোহাম্মদ বিলালসহ স্থানীয় জনগণ এ সময়ে দয়াগঞ্জ প্রান্ত থেকে ভিডিও কনফারেন্সে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার গৃহহীনদের আবাসনের ব্যবস্থা করবে। তিনি পরিচ্ছন্নকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, যারা আমাদের নগর জীবনকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখছে তাদের সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জীবনধারণের নিশ্চয়তা বিধান করতে তাঁর সরকার এ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন, পরিচ্ছন্নকর্মীদের ছেলে-মেয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উন্নত জীবন গড়ে তুলবে। তিনি দৈনন্দিন পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের নির্দেশ দেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দয়াগঞ্জ ও ধলপুরে পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য নির্মিত ৪টি আবাসিক ভবন উদ্বোধন করেন

সরকার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের (বর্তমানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন) পরিচ্ছন্নকর্মীদের আবাসনের জন্য ২০১৩ সালে দয়াগঞ্জে ৫টি, ধলপুরে ৫টি এবং সূত্রাপুরে ৩টি বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যার নির্মাণ ব্যয় ধরা হয় ১৯০ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় ১৩টির মধ্যে ৪টি বহুতল ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৯টির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এসব আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোট ১,১৪৮টি পরিচ্ছন্নকর্মী পরিবার আধুনিক ও যুগোপযোগী আবাসন সুবিধা পাবে।

প্রতিটি ফ্ল্যাটের কার্পেট এরিয়া ৪৭২ বর্গফুট। এতে রয়েছে দুটি শয়নকক্ষ, রান্নাঘর, একটি টয়লেট ও দুটি বারান্দা। প্রতিটি ভবনে লিফট, সার্বক্ষণিক বিদ্যুতের জন্য জেনারেটর এবং প্রতিটি কলোনীতে আলাদা বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন আছে। ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ মেঝে টাইলস্ দ্বারা আবৃত। প্রতিটি ভবনে পৃথক স্টোররুম ও একটি কমিউনিটি হল রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে
এলজিইডি নির্মিত বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো উদ্বোধনের সময় স্থানীয় উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন

বাংলাদেশকে আরো অনেক দূর যেতে হবে: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ গত দশ বছরে উন্নয়নের মহাসড়কে যে পথ পাড়ি দিয়েছে, তাকে অসাধ্য সাধন বলে মন্তব্য করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমি জানি না, পৃথিবীতে কোনো দেশ এত অল্প সময়ে এত উন্নতি সাধন করতে পারে কিনা। কিন্তু আমরা সেই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছি। বাংলাদেশকে আরো অনেক দূর যেতে হবে। গত ১১ অক্টোবর ২০১৮ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২০ জেলায় ৩৩টি উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে নির্মিত সাতটি দীর্ঘ সেতু, একটি জেটি, নয়টি উপজেলা পরিষদের সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম এবং ছয়টি নগর মাতৃসদন ভবন ও দশটি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার আর্দশ বুকে ধারণ করে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছি। তিনি আরও বলেন, ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে দেশের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। সব দিক থেকে মানুষ যেন ভালোভাবে বাঁচতে পারে, সেই চেষ্টা করেছে তার সরকার।

অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিনাজপুরের কান্তজিউ মন্দির সড়কে ডেপা নদীর ওপর ২২৮ মিটার দীর্ঘ সেতু, জামালপুরে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর ৫৬০ মিটার দীর্ঘ 'শহীদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল সেতু' ও ৫৬০ মিটার দীর্ঘ 'শহীদ মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম সেতু', টাঙ্গাইলে ধলেশ্বরী নদীর ওপর ৫২০.৬০ মিটার দীর্ঘ 'দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা সেতু', গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় ৩১৫ মিটার দীর্ঘ সেতু, মাদারীপুরে আড়িয়াল খাঁ নদের ওপর ৬৮৬.৭৫ মিটার দীর্ঘ 'শেখ লুৎফর রহমান সেতু' এবং নড়াইলে চিত্রা নদীর ওপর 'শেখ রাসেল সেতুর' উদ্বোধন করেন। এছাড়া, টেকনাফ-মিয়ানমার ট্রানজিট ঘাটে নির্মিত ৫৫০ মিটার দীর্ঘ জেটিরও উদ্বোধন করা হয় এ সময়।

সেতুগুলো নির্মাণের ফলে সংশ্লিষ্ট জেলার অভ্যন্তরীণ এবং পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ সহজতর হবে, এতে সময় ও ব্যয় কমে আসবে।

একই অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নীলফামারীর ডোমার,নওগাঁর আত্রাই ও রাণীনগর, নাটোরের সিংড়া, সিরাজগঞ্জের তাড়াশ, কিশোরগঞ্জের সদর উপজেলা, মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া, যশোরের শার্শা এবং নোয়াখালীর সদর উপজেলায় নির্মিত উপজেলা পরিষদের সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম এর উদ্বোধন করেন। স্থানীয় জনগণের সেবাপ্রাপ্তি সহজতর করতে এসব ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

একই সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের অধীন মিরপুর এক নম্বর সেকশনে, গাজীপুর সিটি করপোরেশনের দক্ষিণ কোলার বাজারের ধীরাশ্রমে, রংপুর সিটি করপোরেশনের পূর্ব খাসবাগে, কিশোরগঞ্জ পৌরসভার হারুয়ায়, কুষ্টিয়া পৌরসভার মিলের পাড়ায় এবং গোপালগঞ্জ পৌরসভায় ছয়তলা নগর মাতৃসদন এবং গাজীপুরের নীলের পাড়ায়,কুমিল্লার কমলাপুর, বাউবন্দ ও রসুলপুরে, রংপুরের এরশাদ নগর ও জুমাপুড়ায়, কুষ্টিয়ার বারাদি ও বড়খাদায় এবং কিশোরগঞ্জের নুরানী ও তারাপাশায় তিনতলা নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রেরও উদ্বোধন করেন।

শহর এলাকার নারী, শিশু ও দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত এসব মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বাস্তবানাধীন " আরবান প্রাইমারী হেলথ-কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প" এর আওতায় এলজিইডি এসব ভবন নির্মাণ করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পের উদ্বোধন করে এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দেন। এ সময় তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাদারীপুর, কুমিল্লা, নওগাঁ, ময়মনসিংহ এবং গাজীপুর জেলার স্থানীয় উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. নজিবুর রহমান।

এলজিইডির অবকাঠামো বদলে দিচ্ছে ঝিনাইগাতির নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির জীবনমান

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) এর আওতায় শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলায় নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। এই উপ-প্রকল্পের আওতায় ৯.৫ কিলোমিটার সড়ক, নারী মার্কেট, কমিউনিটি সেন্টার, বিশুদ্ধ পানির জন্য আটটি সাবমারসিবল পাম্প, দোকানঘরসহ চারটি যাত্রী ছাউনী এবং ১১৯ মিটার স্কুল বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। এ এলাকায় মুসলমান, হিন্দু, খৃস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়সহ নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ বাস করে। উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার আর্থ-সামাজিক সূচকে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা। বদলে যেতে শুরু করেছে জীবনযাত্রার মান। বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্পটি দেশের ২৬টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উপ-প্রকল্পটি নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার ওপর কী প্রভাব ফেলছে সেই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঝিনাইগাতি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি নবেশ খকসি জানান, এলাকাটি গারো পাহাড় অধ্যুষিত। এখানে গারো, কোচ, হাজং, হদিসহ সাত-আটটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাস। এটি পাহাড়ি দুর্গম এলাকা। এলাকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে রাস্তা-ঘাটসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য এলজিইডির কাছে আমরা আবেদন করি। আমাদের চাহিদার আলোকে এলজিইডি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এসব অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে কেবল নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী উপকৃত হয়নি এখানকার সব সম্প্রদায়ের মানুষ উপকৃত হয়েছে।

নির্মিত সড়ক খুলে দিয়েছে নতুন সম্ভাবনার দ্বার, যা যাতায়াতসহ ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। ব্যবসায়ী মোঃ নজরুল ইসলাম জানান, আগে সড়কটি কাঁচা ছিল। যাতায়াত করতে সমস্যা হতো, অনেকদূর ঘুরে চলাফেরা করতে হতো। সড়ক পাকা হওয়ায় আমাদের অনেক উপকার হয়েছে।

এলাকায় খাবার পানির তীব্র সংকট ছিল। স্থানীয় জনগণকে অনেক দূর থেকে পানি আনতে হতো। সাবমারসিবল পাম্প স্থাপনের পর সার্বক্ষণিক নিরাপদ পানির সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে। পানিবাহিত রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাবও কমেছে। ঝিনাইগাতি উপজেলার ছোট গজনি এলাকার অধিবাসী সুমিতা সাংমা জানান, আগে তিন/চার মাস বিশুদ্ধ খাবার পানি পেতাম না। ঝরণার পানি খেতে হতো। সাবমারসিবল পাম্প স্থাপনের পর এখন সার্বক্ষণিক খাবার পানি পাচ্ছি। পানির অভাব দূর হয়েছে।

স্থানীয় নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর চাহিদার ভিত্তিতে নির্মাণ করা হয়েছে ৯টি দোকানঘর বিশিষ্ট নারী মার্কেট। এ মার্কেট নারীদের কর্মসংস্থার সৃষ্টি ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি করেছে। ঝিনাইগাতির ঢাকাইয়া মোড়ে নির্মিত এ মার্কেটের দর্জি মাস্টার সুকলা কোচ জানান, মার্কেটটা হওয়ার পর আমি এখানে ব্যবসার সুযোগ পেয়েছি। আশা করছি আমার দিন বদলে যাবে। আমরা খুব গরিব। দোকানে মালপত্র তোলার সামর্থ্য নেই। কেউ সুদবিহীন ঋণের ব্যবস্থা করলে খুব ভালো হতো।
এ অঞ্চলের নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর রয়েছে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ঐতিহ্য। নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি চর্চাকে অবারিত করতে এ উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হয়েছে কমিউনিটি সেন্টার, যা নৃ-তাত্ত্বিক জনগণের সংস্কৃতি চর্চার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। এ কমিউনিটি সেন্টারকে ঘিরে সংস্কৃতি চর্চাসহ পালাপার্বন উদ্‌যাপনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র স্যোশাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট মোঃ আকতার জামান বলেন, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে এ প্রকল্পটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বিশ্বব্যাংকের একটি লক্ষ্য হলো উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সকল জাতিগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা। এ উপ-প্রকল্পে স্থানীয় নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর চাহিদার ভিত্তিতে অতিরিক্ত কিছু কাজ করা হয়েছে, যা তাদের জীবনমান উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

এ উপ-প্রকল্পের আওতায় সড়ক সংলগ্ন স্কুলের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বেড়েছে। যাত্রী ছাউনি নির্মাণের ফলে যাত্রীরা নিরাপদে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে পারছেন।

শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলায় নির্মিত ৯.৫০ কি.মি. দীর্ঘ
ঝিনাইগাতি জিসি হতে দুধনই ভায়া বাকাকুড়া সড়ক

শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলায় নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য নির্মিত নারী মার্কেট

নির্মিত কমিউনিটি সেন্টার

সাবমারসিবল পাম্প

সাবমারসিবল পাম্প থেকে পানি সংগ্রহ করছেন গ্রামবাসী

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরের পর তা নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে
হস্তান্তর করছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান

গত ২০ জুন ২০১৯ এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীগণের সঙ্গে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জেলাভিত্তিক পৃথক পৃথক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেন। এ সময় প্রধান প্রকৌশলী বলেন, বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় নির্ধারিত সময়ে মান বজায় রেখে শতভাগ কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। এপিএ অগ্রগতি পরিবীক্ষণের পাশাপাশি তা মূল্যায়নের ওপরও তিনি জোর দেন। প্রধান প্রকৌশলী জানান, গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এলজিইডির সংশোধিত এডিপি বাস্তবায়নের অগ্রগতি শতকরা ৯৯.৩৯ এবং বিগত কয়েক বছরে এলজিইডির গড় অগ্রগতি ৯৯ ভাগের ওপরে। কাজের গুণগত মান, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সরকারের একটি বিশেষ কর্মপরিকল্পনা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে সরকার এপিএ বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি ও সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরার মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থবছরের শুরুতে মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের সচিবের সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সকল বিভাগের সচিবগণের পৃথক পৃথক এপিএ স্বাক্ষরিত হয়। একইভাবে, সচিবগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আওতাধীন সংস্থা প্রধানগণের মধ্যে এপিএ স্বাক্ষরিত হয়। সংস্থা প্রধানগণ আবার নিজ সংস্থার কর্মকর্তাগণের সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীগণ।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)

নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পন করে১৯২৪ সালে ডিপিএইচই (বেঙ্গল) হিসেবে যাত্রা শুরু করে । পরবর্তীতে ১৯৩৬ সালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৫ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। বর্তমানেওয়াসা ও সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এ অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। জনসাধারনের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। জনগণের নিকট নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পৌছানোরলক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা পুনর্বাসনের গুরুত্ব আরোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে ডিপিএইচই'র মাধ্যমে। একই ধারাবাহিকতায় এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কভারেজের দিক দিয়ে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম শীর্ষ স্থান দখল করে আছে। পল্লী এলাকার বিভিন্ন ধরনের নিরাপদ পানির উৎস (টিউবওয়েল) ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রধান দায়িত্ব। তাছাড়া অত্র অধিদপ্তর পল্লী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মানোত্তোর রক্ষণাবেক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদকে WATSAN কমিটির মাধ্যমে কারিগরী সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্য পরিচর্যা জোরদারকরণ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে।

নগরায়নের ফলে পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ চাহিদা পুরণে অত্র দপ্তর পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণ সহ কারিগরী সহায়তার আওতায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা করছে। পৌরসভা সমূহে ড্রেনেজ, ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট ও সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট ভিত্তিক কাজ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর করে যাচ্ছে। এছাড়া বন্যা , সাইক্লোন, মহামারী, উদ্বাস্ত সমস্যা ইত্যাদির কারনে সৃষ্ট জরুরী পরিস্থিতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্য ক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- পল্লী ও শহরাঞ্চলের (ওয়াসা ও সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন এলাকা ব্যতীত) সকল জনগণের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং শহরাঞ্চলে ড্রেনেজ, ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট ও সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট ভিত্তিক কাজ নিশ্চিত করা।
- নিরাপদ পানি ব্যবহার ও স্যানিটেশন বিষয়ে মানুষের অভ্যাসগত আচরণে পরিবর্তন আনয়ন।

<u>সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী বর্তমান উদ্দেশ্য</u>

- প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা।
- দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।

৩। প্রধান কার্য ক্রম/ সেবা সমূহ :

- ঢাকা , চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ শহর ব্যতীত সমগ্র দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা সদর এবং গ্রোথ সেন্টার) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (পয়ঃনিষ্কাশন, নর্দমা ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন) ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে Lead Agency হিসাবে দায়িত্ব পালন;
- পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্য ক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ;
- শহরাঞ্চলে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;

- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- আপদ-কালীন (বন্যা, ঘূর্ণি ঝড় ইত্যাদি) সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা ;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল গড়ে তোলা;
- সমগ্র দেশের খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ;
- ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান;
- নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- আর্সেনিক আক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যাসংকুল এলাকায় (লবণাক্ত, পাথুরে, পাহাড়ি ইত্যাদি) নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে স্বল্প ব্যয়ে লাগসই প্রযুক্তি অনুসন্ধান, গবেষণা ও উন্নয়ন;
- তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের তথ্য ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধকরণ ও আধুনিকীকরণ;
- স্থানীয় সরকার , বেসরকারি উদ্যোক্তা, বেসরকারি সংস্থা এবং Community Based Organization (CBO) সমূহকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে কারিগরি পরামর্শ প্রদান, তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও
- নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ওয়াটার সেফটি প্লান (WSP) বাস্তবায়ন।

<u>জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ:</u>

১। পল্লী ও পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে অবকাঠামো নির্মাণ করা।

২। একটি কেন্দ্রীয় ও ১৩টি আঞ্চলিক ল্যাবরেটরির মাধ্যমে খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা সহ তৎপরবর্তী পরামর্শ প্রদান করা।

৩। নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত টেকসই স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (Manual) প্রণয়নের পাশাপাশি জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৪। আপদ-কালীন সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা ও বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্যোগ কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান করা।

৫। পানির উৎসের খুচরা যন্ত্রাংশ এবং স্যানিটারি ল্যাট্রিনের রিং-স্ল্যাব সরবরাহ ও স্থাপন কাজে জনগণকে সহায়তা প্রদান করা।

৬। নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও সর্ব সাধারণকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

৪। প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল:

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন জনগণের মৌলিক অধিকার, এদেশের জনগণের নিকট উক্ত মৌলিক সেবা পৌছানোর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) সর্ব দাইনিয়োজিত। বর্তমানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর সাংগঠনিক কাঠামোয় স্থায়ী রাজস্ব, অস্থায়ী রাজস্ব, ওয়ান টাইম ও আউট সোর্সিং মঞ্জুরীকৃত

৬৮৯৮ টি পদ রয়েছে। এর বিপরীতে সদর দপ্তর পর্য ায়ে আঞ্চলিক পর্য ায়ে জেলা পর্য ায়েএবং উপজেলা পর্য ায়েমোট ৫৩৫৬ জন জনবল নিয়োজিত থেকে জনসেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

একজন প্রধান প্রকৌশলীর নের্তৃত্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্ম কান্ডপরিচালিত হয়। প্রধান প্রকৌশলীর পরবর্তী ধাপে ৩ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত, পরিকল্পনা ও পানি সম্পদ) নিয়োজিত আছেন। তৎপরবর্তী ধাপে মাঠ পর্য ায়ে৯টি (ঢাকা, চট্রগ্রাম, পার্ব ত্যচট্রগ্রাম, সিলেট , বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর) সার্কেলের প্রতিটিতে ১জন করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং সদর দপ্তর পর্য ায়ে৫টি (পরিকল্পনা, ভান্ডার, পানির গুনগত মান পরিবীক্ষণ ও পর্য বেক্ষণ গ্রাউন্ড ওয়াটার ও ফিজিবিলিটি স্টাডি) সার্কেলে একজন করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করছেন। জেলা পর্য ায়েপ্রতিটি জেলায় একজন নির্ব াহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা পর্য ায়ে প্রতি ২টি উপজেলায় ১ জন সহকারী প্রকৌশলী এবং প্রতিটি উপজেলায় ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করছেন।

৪. জনবল:

এ অধিদপ্তরের সার্বি ক কর্ম কান্ড পরিচালনার জন্য স্থায়ী রাজস্বঅস্থায়ী রাজস্ব, ওয়ান টাইম রাজস্ব ও আউটসোর্সি ং মঞ্জুরীকৃত মোট পদের সংখ্যা৬৮৯৮ টি । জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের রাজস্ব (স্থায়ী রাজস্ব, অস্থায়ী রাজস্ব, ওয়ান টাইম অস্থায়ী রাজস্ব) খাতের পদের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

ছক নং ১ : ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন শ্রেনীর মঞ্জুরীকৃত মোট পদের সংখ্যা কর্ম রত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণ:

ক্রম	অনুমোদিত জনবল	কর্ম রত	পদসংখ্যা	শূণ্য পদসংখ্যা	মন্তব্য
১	১ম শ্রেণি-৫০৮	২২৭	-	২৮১	
২	২য় শ্রেণি-৬৯৩	৫১৮	-	১৭৫	
৩	৩য় শ্রেণি-১০৭০	৬৪১	-	৪২৯	
৪	৪থ শ্রেণি-৪৬২৭	৩৯৭০	-	৬৫৭	
সর্ব মোট:	৬৮৯৮	৫৩৫৬	-	১৫৪২	

২.৫ পদ সৃষ্টি, ও নিয়োগ:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এর সাংগঠনিক কাঠামো বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন, পদোন্নতি এবং শূন্যপদ পূরণে বর্তমান সরকারের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরেপ্রশাসনিক/প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের কয়েকটি উদাহরন নিম্নে প্রদান করা হলো-

- ২য় শ্রেণীর ১৩৭ টি উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ৩য় শ্রেণীর ৩৬৫ টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ৪র্থ শ্রেণীর৬০১ টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

৫. পানি সরবরাহ

ক) গ্রামীণ পানি সরবরাহ

বাংলাদেশের গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা মূলতঃ ভূ-গর্ভস্থ উৎস-নির্ভর। নব্বই দশকের প্রথমার্ধে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সে নিক দূষণ পরিলক্ষিত হওয়ার কারণে নিরাপদ পানি সরবরাহকার্য ক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সে নিকের উপস্থিতির কারণে নিরাপদ পানি সরবরাহ কভারেজ২০০১ সালে ৯% হতে ৭৪% এ নেমে আসে।

বর্তমানে পল্লী এলাকায় প্রতি ৮৭ জনের জন্য একটি সরকারী নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছে এবং দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ নিরাপদ পানি পান করে। গ্রামঞ্চলে পানি সরবরাহের স্বীকৃত মান হল যে কোন আবাস গৃহের ১৫০ মিটার (৫০০ ফুট) এর মধ্যে একটি নিরাপদ খাবার পানির উৎস থাকবে। সে হিসাবে বর্তমানে পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৭%। আর্সে নিক আক্রান্ত Unserved এবং Underserved এলাকায় পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত কভারেজ বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন চলমান কার্য ক্রমের আওতায় জুন/২০১৯ পর্য ন্ত গ্রামঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ৮৭৭১৯ টি পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র : গ্রামীন এলাকায় আর্সে নিকমুক্ত নিরাপদ পানি সংগ্রহ

খ) পৌর পানি সরবরাহ ঃ

ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পো রেশন এবং পৌর এলাকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পানি সরবরাহ কার্য ক্রমবাস্তবায়ন করে থাকে।

বর্তমানে ১৫৪ টি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে। অবশিষ্ট পৌরসভায় পয়েন্ট সোর্সে এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানির কভারেজ৩০% এবং পয়েন্ট সোর্স এর মাধ্যমে অবশিষ্ট পৌর এলাকায় পনি সরবরাহ ব্যবস্থা আছে।

চিত্রঃ লৌহ ও আর্সে নিক বিমুক্তকরণ প্লান্ট

৬. স্যানিটেশন কার্য ক্রম

নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার। অপর্য াপ্ত পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা সরাসরি পানিবাহিত ও মলবাহিত রোগ সংক্রামক রোগ, স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং পরিবেশ দূষণের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভঅবে জড়িত। তাই বর্তমান সরকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিশেন কার্য ক্রমে সরকারে সদিচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে ১৯৯৮ সালে "নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর জাতীয় নীতিমালা" প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্য ায়ক্রমে সরকারের এই মেয়াদে"জাতীয় স্যানিটেশন কৌশল' ও পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন খাতের সেক্টর ডেভলপমেন্ট প্ল্যান, ২০১১-২০২৫' প্রণীত হয়েছে। বর্তমান সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বদ্ধপরিকর। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে "পান সরবরাহ ও স্যানিটেশন" বিষয়টিকে ৭ম পঞ্চবার্ষি ক পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে বেসিক স্যানিটেশন অর্জন ও খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ কমিয়ে আনতে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। Joint Monitoring Program (JMP) ২০১৫ অনুযায়ী বাংলাদেশে উন্নত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে ৫৬% জনগণ, শেয়ারড ল্যাট্রিন ব্যবহার করে ৩০% জনগণ, বেসিক ল্যাট্রিন ব্যবহার করে ১৩% জনগণ। স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যমসহ সকলের সহযোগীতায় এ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যেগে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবছর অক্টোবর মাসে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস' পালন করা হয়ে থাকে। এছাড়া জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যভ্যাস পরিচর্য া ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর ১৫ অক্টোবর সমগ্রদেশব্যপী 'বিশ্ব হাতধোয়া দিবস' পালন করা হয়ে থাকে।

স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্য ক্রমেরঅংশ হিসেবে ২০০৮ ও ২০০৯ সালে "বিশ্ব হাতধোয়া দিবস" এ সর্বে াচ্চ সংখ্যক স্কুলের শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণে সাবান দিয়ে হাতধোয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশGuinness Book of World Record ভূক্ত হয়েছে।

ক) গ্রামীণ স্যানিটেশন

বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সর্ব মোট প্রায়৩৫০৩০ টি স্বল্পমূল্যের স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মি ত হয়েছে। জুন২০১৯ মাসে সমগ্র দেশে বেসিক স্যানিটেশন কভারেজ শতকরা ৯৯ ভাগে উন্নীত হয় । বিগত ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে দেশব্যাপী জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদযাপিত হয়েছে।

চিত্রঃ ইকো টয়লেট, আলিকদম, বান্দরবান

চিত্রঃ স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নত টয়লেট

খ) পৌর স্যানিটেশন

স্যানিটেশন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে ড্রেন নির্মান, পাবলিক টয়লেট, কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং একক ল্যাট্রিন নির্মাণ। বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ২৬৬ টি পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং ১৭৭০ টি শেয়ারড্ ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র ঃ বায়োফিল টয়লেট, কক্সবাজার

চিত্র ঃ তিন তলা টয়লেট বিল্ডিং, টঙ্গি ইজতেমা ময়দান

৭. পানি পরীক্ষাগারের কার্য ক্রম

স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৯৩ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বাংলাদেশে সর্ব প্রথম পানিতে আর্সেনিক দূষণের ঘটনা ধরা পরে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্যে নিয়োজিত সরকারী সংস্থা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলায় পরীক্ষা চালিয়ে নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণ সনাক্ত করে। বিভিন্নসরকারী বেসরকারী সংস্থা পরিচালিত সর্ব শেষ জরীপ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণকরে দেখা যায় ৬৪ টি জেলার মধ্যে ৬১ টি জেলার নলকূপের পানিতেই কম বেশি আর্সেনিকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই লক্ষ্যে পানি পরীক্ষা কার্য ক্রম পদ্ধতি শক্তিশালী করণের উদ্যেগ নেওয়া হয়।

বর্তমানে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকসহ অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতি পরিমাপের জন্য দেশের১৪ টি জেলায় স্থাপিত পানি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত কার্য ক্রম চলমান আছে। জাপানের আর্থিক সহায়তায় পানি পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঢাকার কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার ও জোনাল ল্যাবরেটরীগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করে পানির গুণাগুণ পরীক্ষায় বিষয়টি আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার ও জোনাল ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে মোট১০০৪৫১ টি পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

চিত্র : পানির নমুনা পরীক্ষা

চিত্র : পানির Bacteriological পরীক্ষা

সমগ্র বাংলাদেশে সরকারীভাবে স্থাপনকৃত সকল নলকূপের পানির গুণগতমান ডিপিএইচই ল্যাব সমূহের মাধ্যমে পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং উক্ত কার্য ক্রম সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন দাতা সংস্থা, এনজিও, বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপনকৃত নলকূপের পানি ও পরীক্ষা করা হচ্ছে। ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগারে মাধ্যমে পানির ৫৩ টি বৈশিষ্ট্য (parameter)ও জেলা পর্য ায়ে অবস্থিত আঞ্চলিক পানি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পানির ২২ টি বৈশিষ্ট্য (parameter) পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

৮. প্রাকৃতিক দুর্যে াগ ও আপদকালীনকার্য ক্রমঃ

বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরেই এক বা একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যে াগ বন্যা, খরা, ঘূর্ণি ঝড় জলোচ্ছাস, পাহাড় ধস, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মাত্রায় আঘাত হানে। এছাড়াও বর্ষ া মৌসুমে পাহাড় ধস ও জলাবদ্ধতা জনিত সমস্যা একটি নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। এ সময়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার জন্য নিরাপদ পানির চরম সংকট দেখা দেয় এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্যে াগকালীনদুর্যে াগের পর দুর্গ ত এরাকায় নিরাপদ পানীয় জলের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাবে দূর্গ ত এলাকায়আশ্রয় কেন্দ্রে ডায়ারিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের প্রার্দুভ াবে অসংখ্য লোকের প্রাণহানি ঘটে।

সম্প্রতি ঘূর্ণি ঝড়'ফণী' বাংলাদেশে আঘাত হানে। এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যে াগে উপদ্রুত এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিকভাবে নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে অত্র অধিদপ্তরের বিভিন্ন রকম প্রস্তুতি নিয়েছিল।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরাধীণ উপকূলীয় ১৯টি জেলা, রাজশাহী ও রংপুর সার্কেল এর ১৬ টি সহ মোট ৩৫টি জেলায় (খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, গোপালগঞ্জ, যশোর, ঝালকাঠি, লক্ষীপুর, নড়াইল, নোয়াখালী, পিরোজপুর, শরীয়তপুর, পটুয়াখালী, রাজশাহী, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, জয়পুরহাট, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, নিলফামারী, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়)

নিম্ন লিখিত মালামাল জরুরী ভিত্তিতে প্রদান করা হয় :
ওয়াটার পিউরিফিকেশন ট্যাবলেট ১৪৬৯৮০০ টি, ব্লিচিং পাউডার ১৯০৮ কেজি, হাইজিন কীট ২০৯৮ টি, মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ৪২ টি,জেরীকেন ৫৫৯২১ টি, পানির ট্যাংক ১১৭১ টি, অস্থায়ী ল্যাট্রিনের সুপার স্ট্রাকচার ২২২৩ টি।
এছাড়াও যে কোন ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যে াগ মোকাবিলার জন্য জনস্বাস্থ্যপ্রকৌশল অধিদপ্তরের সার্ব ক্ষণিক প্রস্তুতি রয়েছে।

বন্দর ও উপকূলীয় জেলা সমূহে ঘূর্ণি ঝড়'ফণী'-এর আঘাত। ছবি : UNB

ক) মিয়ানমার হতে ব্যস্তচ্যুত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য কার্য ক্রমঃ

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ শুরু হয় ১৯৭৮ সাল থেকে। ২০১৭ সালের আগ পর্য ন্ত তাদের সংখ্যা ছিল ০৩ লক্ষের মত। ২০১৭ সালের আগষ্ট এর পর থেকে এখন পর্য ন্ত এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে১১ লক্ষের ও বেশি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দেয়া হয় কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলার ৩২ টি ক্যাম্পে। তাদের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের জন্য স্বল্প সময়ের মাঝে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ শুরু হয় ১৯৭৮ সাল থেকে। ২০১৭ সালের আগ পর্য ন্ত তাদের সংখ্যা ছিল তিন লক্ষের মত্ত ২০১৭ সালের আগস্ট এর পর থেকে এখন পর্য ন্ত এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১১ লক্ষেরও বেশি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দেয়া হয় কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় ৩২ টি ক্যাম্পে। তাদের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এডিবি এবং বিশ্বব্যাংক এর সহায়তাপুষ্ট ২টি নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু (মার্চ ২০১৯ হতে) হয়েছে । এই ২ প্রকল্পের অধীনে ৫০০টি গোসলখানা, ২৮টি মিনি পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম, ৪০টি পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম, ১০টি পাইপ মিনি ফিক্যাল স্ল্যাজ ট্রিটমেন্ট সিস্টেম, ০২টি ফিক্যাল স্ল্যাজ ট্রিটমেন্ট ও সলিড ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও ২০টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট রোহিঙ্গা কমিউনিটির জন্য বরাদ্দ আছে। এই সকল কাজের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামী অর্থ বছরে এই সকল কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।

চিত্র: রোহিঙ্গা শিবিরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত টয়লেট

৯. গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্য ক্রমঃ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতরে চ্যালেঞ্জসমূহ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করতে গবেষণা ও উ্ননয়ন বিভাগের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কিছু কার্য ক্রমপ্রোগ্রাম পরিচালানার উদ্যেগ নিয়েছে। গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্য ক্রমপ্রোগ্রাম নিম্নে বর্ণ না করা হলোঃ

ক) উপকূলীয় অঞ্চলে সৌরশক্তি চালিত পাম্পসমূহ উন্নত পুকুর পাড়ের বালির ফিল্টার পদ্ধতির পরীক্ষামূলক কার্য ক্রম(PSF)

২০০৯ সালে অক্সফাম-জিবি বাংলাদেশের সহায়তায় গবেষণা উ্ননয়ন বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, উপকূলীয় অঞ্চলে উন্নত প্রযুক্তির পি এস এফ স্থাপনার উদ্যেগ গ্রহণ করে যা পরবর্তীতে ২০১২-১৩ সাল পর্য ন্ত বর্ধি ত করা হয়। এই উন্নত প্রযুক্তির আওতায় পুকুর হতে ফিল্টার বেডে পানি উত্তোলনের জন্য সৌরশক্তিচালিত পাম্প ব্যবহার করা হয়। এ ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবিরত পানির প্রবাহ বজায় রাখার জন্য পরিশোধিত পানির প্রকোষ্ঠে একটি সেন্সর ও ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত নিয়মে হস্তচালিত নলকূপ দ্বারা কাজটি করা হয়ে থাকে যে ব্যবস্থায় রাখা হয় যার ফলে পানি ব্যবহারকারীরা বিশেষতঃ নারীরা রাতেও পিএসএফ থেকে পানি সংগ্রহ করতে পারে। যশোরে মনিরামপুরে, সাতক্ষীরার আশাশুনি এবং খুলনার

কয়রাতে এ ধরনের ২০ ট পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করা হযেছে। প্রতিটি ব্যবস্থা স্থাপন করতে প্রায় ৩.০০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। নিম্নে এই পরীক্ষামূলক পদ্ধতিটির কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো-

চিত্রঃ পিএসএফ

পরবর্তীতে উক্ত ২০ টি পিএসএফ এর কর্ম ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অীধদপ্তর এর বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মি তব্যPSF এর নকশায় নিম্নলিখিত পরিবর্তন আনা হয়ঃ

- ফিল্টার ইউনিটে বহিরাগত দূষক অনুপ্রবেশ রোধ করতে এবং সূর্যে ালোকপ্রবেশ অব্যহত রাখতে ফিল্টার ইউনিটের উপর স্বচ্ছ ফাইবার গ্লাস শিট ব্যবহার করা হয়েছে।
- PSF এ Brick Soling এর পরিবর্তে R.C.C Base ব্যবহার করা হয়েছে।
- পরিশোধন ইউনিটে UV বাতি ব্যবহার করা হয়েছে।
- পুকুরে পানি সংরক্ষণ ট্যাস্ক এর উপর ফেরো সিস্টেম স্লাব এর পরিবর্তে CL Sheet Cover ব্যবহার করা হয়েছে।
- প্রচলিত ফোর্স পাম্প এর পরিবর্তে SS ফোর্স পাম্প ব্যবহার করা হয়েছে।
- পানি সংগ্রহ স্থানের প্ল্যাটফর্মে Floor Tiles এর ব্যবহার রাখা হয়েছে।

খ) বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ভূগর্ভ স্থ পানিতে লবণাক্ততা অনুপ্রবেশের উপর যৌথ গবেষণাঃ

বাংলাদেশ সরকার, DANIDA, হাইস্যাওয়া, IWM এবং ITN-BUET এর আর্থি ক সহায়তায় অক্টোবর, ২০১০ সালে এই যৌথ গবেষণার কাজ শুরু হয়ে জুন, ২০১৫ তে সমাপ্ত হয়। ইন্সটিউন অফ ওয়াটার মডেলিং (আই ডব্লিউ এম) এই কার্য ক্রমে সহযোগী পরামর্শ ক হিসেবে কাজ করে। খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার কিছু অংশে (১০ টি উপজেলার প্রায় ১৫৩৪ বর্গ কিঃমিঃ এলাকা) এই গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এই গবেষণায় ভূ-গর্ভ স্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ উভয় প্রকার পানির গুণগত মান (বিশেষত, লবনাক্ততা) অনুপ্রবেশের হার নির্ণ য় করতে বেসলাইন জরিপ, মিডলাইন জরিপ ও এন্ডলাইন জরিপ পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন স্থানে ৩৬ লাইন ওয়েল সহ ৪৫ পর্য বেক্ষণনলকূপ স্থাপন করা হয়, যেগুলো ব্যবহার করে সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অবিরত পর্য বেক্ষণকরা হয়। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে ডিপিএইচই খুলনার পরীক্ষাগারে পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়। কাজীবাছা, গাঙরিল ও কপোতক্ষ নদী তীর বরাবর ও আড়াআড়িভাবে লাইন ওয়েল বরাবর ৮টি অটোমেটিক লেভেল লগার সংযুক্ত করা হয়। এ ছাড়া ও ৩০০টি সরকারী/বেসরকারী নলকূপ বেসলাইন, মিডলাইন ও এন্ডলাইন জরিপের আওতায় আনা হয়। এভাবে সম্পূর্ণ তথ্য ও সম্ভাব্য ব্যবহারযোগ্রতা পরীক্ষা করার জন্য বৈদ্যুতিক লগিং, পাম্পিং টেস্ট ইত্যদি পরিচালনা করা হয়। এভাবে সম্পূর্ণ

তথ্য সংগ্রহের পর কম্পিউটার ভিত্তিক সিমুউলেশন/মডেলিং ব্যবহার করে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের হারে ব্যাপ্তি ও মাত্রা অনুমান করা হয়। উক্ত পর্য বেক্ষণহতে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গভীর ভূ-গর্ভ স্থ পানির উপর লবণাক্ত ভূ-উপরিস্থ পানির প্রভাব অতি নগণ্য। কিন্তু অগভীর ভূগর্ভ স্থ পানির সাথে ভূ-উপরিস্থ লবণাক্ত পানির পরিবর্তনশীল প্রভাব বিদ্যামান। ২০৫০ সাল নাগাদ, পর্য বেক্ষণাধীন এলাকার বিদ্যামান স্বল্প গভীরতায় স্বাদু পানির পকেট এলাকার শতকরা ৩.৪৪ ভাগ লবণাক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

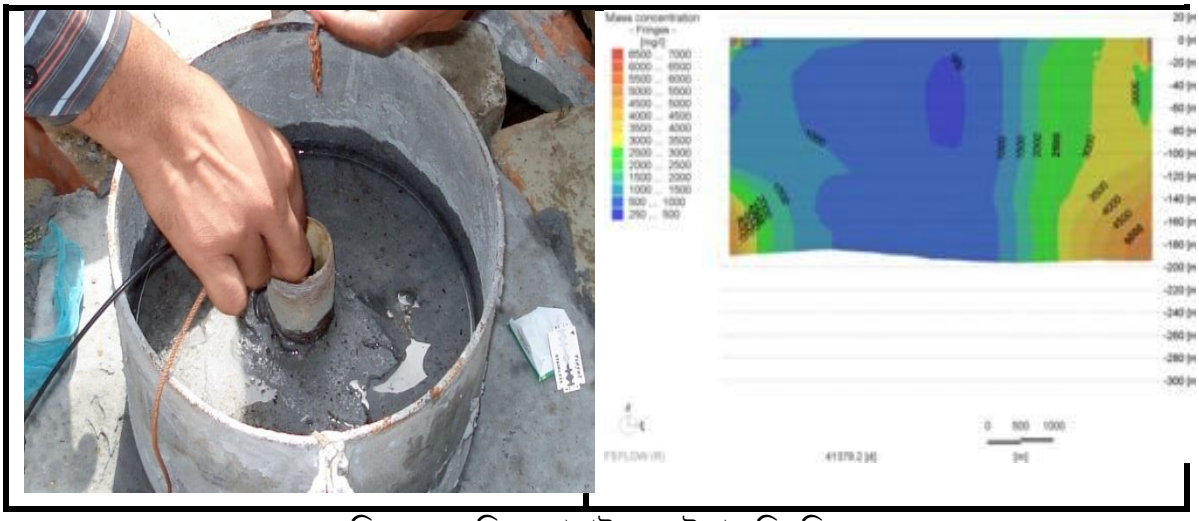

চিত্রঃ অনুভূমিক স্যালাইন একুইফার বিস্তৃতি।

<u>গ) নওগাঁ জেলার নিম্ন পানির স্তরবাহী এলাকায় হস্তচালিত হাইড্রলিক ও হাইব্রিড পাম্পের পরীক্ষামূলক ব্যবহারঃ</u>

২০১৪ সালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর গবেষণা উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক ইউনিসেফের আর্থি ক সহায়তায় পাইলটিং হিসেবে নওগাঁর নিম্ন পানির স্তরবাহী এলাকায় হস্তচালিত হাইব্রিড ও হাইড্রোলিক পাম্প স্থান করা হয়। পাইলটিং এর উদ্দেশ্য ছিলো ঐসব এলাকায় শুষ্কমৌসুমে ৬ নং লিফটিং ম্যানুয়েল পাম্পের কার্য কারিতা পরীক্ষা করা। এই ৩০ মিটার উত্তোলন ক্ষমতা সম্পন্ন ২০ টি নোভিয়া হাইড্রলিক পাম্প (ফ্রান্স হতে আমদানীকৃত) এবং ২০ মিঃ উত্তোলন ক্ষমতা সম্পন্ন ১০ টি স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত হাইব্রিড তারা পাম্প স্থাপন করা হয়। হস্তচালিত ও পাচলিত উভয় প্রকার পাম্প ব্যবহার করা হয় এতে। বর্তমানে এই পাম্পগুলোর মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ব্যাখার পর, এর প্রযুক্তিগত কার্য কারিতা ও সামাজিক গ্রহনযোগ্যতা নিরুপুন করা হবে। নিচের চিত্রগুলোতে মাঠপর্য য়ে স্থাপনকৃত ৩০ মিঃ উত্তোলনকৃত পাম্প এর প্রযুক্তিগত ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে।

চিত্রঃ হস্ত চালিত ও পা চালিত হাইব্রিড ও হাইড্রোলিক পাম্প

২০১৪ সালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় পাইলটিং হিসেবে নওগাঁর নিম্ন পানি স্তরবাহী এলাকায় হস্ত চালিত হাইড্রোলিক পাম্প স্থাপন করা হয়েছিল। হাইড্রোলিক পাম্প স্থাপনের পরে সামাজিক গ্রহনযোগ্যতা নিরুপন করে আরো বৃহৎ স্কেলে পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে দেশের নিম্নে পানি স্তরবাহী এলাকা নওগাঁ, রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এবং গাজীপুর জেলায় হাইড্রোলিক পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। যা শুষ্ক মৌসুমে ৩০ মিটার নিচের স্তর থেকে পানি উত্তোলন করতে সক্ষম।

১০. মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে যেভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে তাতে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। যুগের সাথে তাল মেলানোর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশিক্ষণ বিভাগ এ সকল তত্ত্বাবধান করে থাকে।

প্রশিক্ষণ সমূহ প্রধানতঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠিত এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মূল বিষয়বস্তু মূলত কারিগরী, আর্থিক ও প্রশাসনিক। এছাড়াও সিপিটিইউ (CPTU) হতে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণের সহায়তায় নভেম্বর ২০১৩ সাল থেকে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের সকল নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের পর্যায়ক্রমে ইলেকট্রনিক ট্রেন্ডারিং(e-GP)বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের সকল দরপত্র ইলেক্ট্রনিক টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হচ্ছে। বর্তমান অর্থ বছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষক ও অর্থায়নে অত্র দপ্তরের প্রায় ৬০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইফাইলিং ব্যবস্থার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এখন দাপ্তরিক চিঠিপত্র বেশির ভাগ ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে করা হচ্ছে।

দেশের অভ্যন্তরে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে অধিদপ্তরের মোট ২৫৭ জন প্রশিক্ষর্ণার্থীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এবং ১৮ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে
১৮০০ জনের অধিক কর্মকর্তা/কর্মচারী বিভিন্ন সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণ করেন।

১১। চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী: (হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থ ায়নের উৎস/ আর্থি ক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্ত বছরে বাস্তবায়িত কার্য ক্রমেরবিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থি ব	বাস্তব	আর্থি ব
১)	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প জিওবি ৮৯৯০০.০০ লক্ষ ডিসেম্বর ২০১০-জুন/২০২০	১) বিদ্যামান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণ বাসন ও সম্প্রসারণ। ২) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতন বৃদ্ধি। ৩) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।	১. উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ- ২. পাম্প হাউজ প্রতিস্থাপন ৩. পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ডায়া) ৪. ওয়াটার পয়েন্ট	২০ টি ৪৫ টি ২০০কিঃমিঃ ৫০ টি	৬৫০০.০০	১২ টি ৪২ টি ১৭০ কিঃমিঃ ৫০ টি	৬০৫৯.৪১
২)	থানা সদর ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব) জিওবি ৩১০২৬.২৭ লক্ষ জুলাই/২০১২-জুন/২০২০	১) প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরণ। ২) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশসম্মত স্যানিটেশনের মাধ্যমে ডায়ারিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগ হ্রাসকরন।	১. পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন ২. পানির উৎস স্থাপন ৩. উৎপাদক নলকূপ স্থাপন ৪. পাম্প হাউস নির্ম াণ ৫. পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ডায়া) ৬. পাবলিক টয়লেট নির্ম াণ ৭. পানি শোধনাগার (আংশিক)	১১টি ৬২ টি ৪ টি ১১ টি ১৬৫কিঃমিঃ ০৮ টি ১৫ টি	৭০০০.০০	০৮ টি ৫০ টি ২ টি ০৮ টি ১১৫কিঃমিঃ ০৬ টি ১০ টি	৪৫৪৭.০৪
৩)	গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ ১০৩৫২.৯৩ লক্ষ জুলাই/২০১৩-জুন/২০১৯	১) আর্সে নিক আক্রান্ত যেসব এলাকায় পাথুরে মাটির কারণে গভীর নলকূপ খনন করা কষ্টসাধ্য, সেসব এলাকায় গভীর নলকূপ খনন করা। ২) গভীর নলকূপ কনন প্রযুক্তিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। ৩) প্রকল্প এলাকাঃ মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ি, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া/মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা জেলাসমূহের পৌর এলাকা ও বিভিন্ন গ্রাম।	১. হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপন ২. উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	১৯ টি ১২ টি	২৯১০	১৬ ১১	২৯০৯.৪৭

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থ ায়নের উৎস/ আর্থি ক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্ত বছরে বাস্তবায়িত কার্য ক্রমেরবিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থি ব	বাস্তব	আর্থি ব
৪)	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে পানি সরবরাহ এবং এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন (দ্বিতীয় পর্য ায়) প্রকল্প ২২৮৮২৫.২৯ লক্ষ জানুয়ারি/২০১৪-জুন/২০১৯	১) বিদ্যামান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণ বাসন ও সম্প্রসারণ। ২) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি। ৩) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।	১. পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন ২. পাইপ লাইন স্থাপন/বিভিন্ন ব্যাসের), কিঃমিঃ ৩. উৎপাদক নলকূপ স্থাপন, ৪. পাম্প হাউজ নির্ম াণ ৫. পানির উৎস ৬. গৃহ সংযোগ	২০ টি ৭২কিঃমিঃ ০৮ টি ২১ টি ৩০০ টি ৩০০০ টি	৪০০০.০০	২০টি ৮০কিঃমিঃ ০৮ টি ২১ টি ৩০০ টি ৩০০০ টি	৩৯৪৮.৯০০
৫)	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ৪৫৩০৮.২১ লক্ষ জানুয়ারি /২০১৫-জুন//২০১৯	আর্সে নিক, লবনাক্ততা, পানির দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছে এমন এলাকা সমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ হতদরিদ্র জনগণের মধ্যে পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যবিধি ব্যাপক প্রচার ঘটানো এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার, হ্রাস করণ কার্য ক্রমের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখা।	১. বিভিন্ন ধরনের নলকূপ ২. শেয়ারড্ ল্যাট্রিন	৯৪৩ টি ১৭৭৫ টি	৫৭০০.০০	৮৬৩ টি ১৭৭০ টি	৫৬৮০.৮৩
৬)	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ৮৩৯৮৭.১৬ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৬-ডিসেম্বর/২০১৯	সমগ্র দেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পানি বাহিত এবং পানি সংক্রান্ত রোগ-হ্রাস করে গ্রামীণ জনগণের সার্বি ক অর্থ নৈতিক উন্নয়নে অবদানে রাখা, নিরাপদ পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ কভারেজ বৃদ্ধি করণ এবং প্রকৃতিক ক্ষয়ক্ষতি, প্রাকৃতিক দুর্যে াগ ও অন্যান্য সমস্যার সময় পানি সরবরাহের কভারেজ টিকিয়ে রাখা।	১. বিভিন্ন ধরনের নলকূপ	৯০৬৯টি	৯৮৯১.০০	৯১১১টি	৯৮৩৪.০২

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থ ায়নের উৎস/ আর্থি ক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্ত বছরে বাস্তবায়িত কার্য ক্রমেরবিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থি ব	বাস্তব	আর্থি ব
৭)	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্য ায়) ১৪৯৯৫.৫২ লক্ষ মার্চ/২০১৬-জুন/২০১৯	১) চরম দুর্গ ম এলাকা হিসেবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর জন্য পানি সরবরাহ কর। ২) হাওড়, উপকূলীয় এলাকা, বন্যা প্রবণ এলাকা এবং পাহাড়ি এলাকায় টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা। ৩) উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটি লোকজনের জন্য টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ৪) সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্য়ার মান উন্নয়ন করা। ৫)সকলের জন্য টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশের গুরুত্ব আরাপ করা।	১. কমিউনিটি জনগণের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সহ টয়লেট নির্ম াণ - ২. পাবলিক টয়লেট নির্ম াণ ৩. স্বল্প মূল্যের স্যানিটারি সেট নির্ম াণ ৪. ইকো-সান টয়লেট নির্ম াণ	৭৫ টি ০৪ টি ৩৫০০০ টি ৩০ টি	১৩৫৭.০০	৭৫ ০৪ ৩৫০০০ টি ৩০ টি	১২০৯.৪৯
৮)	পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার ৩৭৪৫০.৭১ লক্ষ সেপ্টেম্বর/২০১৬-জুন/২০২০	পুকুর/জলাধার সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়নসহ টেকসই ও সুন্দর পরিবেশ গঠনে সাহায্য করা। ভূ-পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করতঃ ভূ-গর্ভ স্থ পানি ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস করা ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানিস্তরের উচ্চতা-হ্রাসকরন কমিয়ে আনা। পানিবাহিত ও পানীয় জল সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনার মাধ্যমে গ্রামীন জনসাধারণের সামগ্রীক অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সাধন।পিএসএফ স্থাপন সহ পুকুর সংরক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীন পানি সরবরাহ কভারেজ বাড়ানো।	১. পুকুর পুনঃখনন স্কীম	২৭৫ টি	৬৫০০.০০	৪৮০ টি	৬৩৬৪.৮৩

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থ ায়নের উৎস/ আর্থি ক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্ত বছরে বাস্তবায়িত কার্য ক্রমেরবিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থি ব	বাস্তব	আর্থি ব
৯)	কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভবতা যাচাই ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত সমীক্ষা প্রকল্প ১৯৭.৮০ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৮	কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন	-	-	১৬২.০০	-	৪৫.০০
১০)	বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প ৪৫০৩.৯৯ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৯	নিরাপদ পানি সরবরাহ	১. গভীর নলকূপ (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত) - ২.রিং ওয়েল তৈরী-	৫১৫ টি ৬৩ টি	২২৫২.০০	১৭০ টি ২৬ টি	১৪৮৩.০০
১১)	গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প ৪১৯৫.১২ লক্ষ জানুয়ারি/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৯	১) প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা, ২) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার পানি সরবরাহের আওতা বৃদ্ধি করা। ৩) পৌরসভার পয়ঃনিস্কাশন ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা। ৪) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন শাখাসহ পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	১.ডিট্রিবিউশন পাইপ লাইন (বিভিন্ন ডায়া) - ২. পাবলিক টয়লেট নির্ম াণ	৭৪কিঃমিঃ ৫ টি	৫০০০.০০	৪৮ কিঃমিঃ ৩ টি	৪৪৯৬.৯৩
১২)	রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প ৪১৯৫.১২ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৯	প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা।	১. গভীর নলকূপ (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত)- ২. রিং ওয়েল তৈরী (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত)-	৫৬০ টি ১৩৮ টি	১৫০০.০০	৭৫০ ২২০ টি	১৪৯৪.৫৬

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থ ায়নের উৎস/ আর্থি ক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্ত বছরে বাস্তবায়িত কার্য ক্রমেরবিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থি ব	বাস্তব	আর্থি ব
১৩)	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প ৪৪০৮.২৫ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৯	প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা।	১. গভীর নলকূপ (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত)- ২. রিং ওয়েল তৈরী (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত)- ৩. পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সহ কমিউনিটি টয়লেট নির্ম াণ	৭১৭ টি ১০০ টি ২১ টি	১৮০০.০০	৭১৭ টি ১০০ টি ২১ টি	১৭৯৯.০০
১৪)	সাবেক ছিটমহল এলাকা সমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্ব ক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প ২৮৭৩.৫২ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৬-ডিসেম্বর/২০১৯	Overall objective of this project is to fostering economic development for improving people's living standard in Lalmonirhat, Kurigram, Panchagarh and Nilphamari District Including the Ex Enclave areasof Bangladesh through increasing their access to safe drinking water and sanitation facilities.	১.অগভীর নলকূপ (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত)- ২.ডাগ ওয়েল (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত)- ৩. উন্নত স্যানিটারি টয়লেট নির্ম াণ	১৪২৫ টি ৫২৫ টি ৩৭০০ টি	১০০০.০০	১৩২৫ টি ২৫০ টি ২৯০০ টি	৯৫২.৪২
১৫)	সিরাজগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন প্রকল্প ৪৫৯৩.৪৬ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৮	১) পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা। ২) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়ারিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগ-ব্যাধি কমিয়ে আনা।	১. পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন ২. উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	৮ টি ২টি	৭০০.০০	৮ টি ৪টি	৬১৩.৫৫
১৬)	জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমমেন্টাল স্যানিটেশন	১) প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য সুপেয় পানি ও গৃহস্থলির কাজে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ,	১. পাইপ লাইন ডিস্টিবিউশন (১০০ মিঃমিঃ)	৮০ কিঃমিঃ	২০০০.০০	৭৪ কিঃমিঃ	১৭৬০.৯৩

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থ ায়নের উৎস/ আর্থি ক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্ত বছরে বাস্তবায়িত কার্য ক্রমেরবিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থি ব	বাস্তব	আর্থি ব
	ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প ৭৬৮৫.০৭ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৯	২) পাইপ লাইন নেটওর্য়াকের মাধ্যমে পৌর এলাকার নিরাপদ পানি সরবরাহ করনসহ কভারেজ বৃদ্ধি করণ, ৩) পাবলিক প্লেস ও স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি করণ ৪) ড্রেনেজ সুবিধার উন্নতি করন সহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করন					
১৭)	নোয়াখালি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প ৪৫৯৩.৯৩ লক্ষ জুলাই/২০১৭-জুন/২০২০	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে নোয়াখালী পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উ্ননয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	১. বিতরণ পাইপ লাইন(২০০ মি.মি)	৩৪ কি.মি. টি	৮৫০.০০	১১.৫০কি.মি.	৭৫০.০০
১৮)	টুঙ্গীপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা ও পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প ৪৮৩৮.০১ লক্ষ জুলাই/২০১৭-জুন/২০১৯	১) টুঙ্গীপাড়া ও কোটালীপাড়া পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ যথাক্রমে ৭০% ও ৬৫.৬% হতে ১০০% এ উন্নীতকরণ। ২) টুঙ্গীপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলার গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা। ৪) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও সর্ব াধুনিক ব্যবাহর নিশ্চিত করা।	১. বিতরণ পাইপ লাইন (২০০ মিঃমিঃ ও ১৫০ মিঃমিঃ ২.গভীর নলকূপ (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত)-	১৭ কি.মি ১২০০ টি	২৫০০.০০	১৩ কিঃমিঃ ১২০০ টি	২২০০.০০
১৯)	বাংলাদেশের ২৩ টি পৌরসভায়	১) প্রকল্পভূক্ত পৌরসভাসমূহে পাইপ	১. পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	১২	২০০০.০০	২	৮৮৮.২৬

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থ ায়নের উৎস/ আর্থি ক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্ত বছরে বাস্তবায়িত কার্য ক্রমেরবিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থি ব	বাস্তব	আর্থি ব
	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প ৯৯১৭৩.৪৭ লক্ষ জুলাই/২০১৭-জুন/২০২১	লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা করা। ২) এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, ৩) পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য পৌরসভার মাধ্যমে সাসটেইনেবল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন পদ্ধতি উন্নয়ন করা।					
২০)	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী এলাকার নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প ৪৫৯৩.৪৬ লক্ষ জুলাই/২০১৭-জুন/২০১৯	লবনাক্ত ও আর্সে নিক প্রবন এলাকা ও সুবিধা বঞ্চিত খুলনা, বাগেরহাট, ও সাতক্ষীরা জেরার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।	১. রেইন ওয়াটার হার্ভে স্টিং ২. পিএসএফ ৩. গভীর নলকূপ স্থাপন ৪. পাইপ লাইন (বিভিন্ন ব্যাসের)	১৬৫০ টি ৪০ টি ৬৬৪ টি ২৪ কিঃমিঃ	১৫০০.০০	১৬৫০ টি ৪০টি ৬৬৪ টি ২৪ কিঃমিঃ	১৪০০.৮৭
২১)	Study on Solid and Fecal Sludge Management System & design Railway and Waterway of Bangladesh (১ম সংশোধনী) ২৭৫.৭০ লক্ষ সেপ্টেম্বর/২০১৭-জুন/২০১৯	১)বাংলাদেশের জলপথ ও রেলপথের বর্তমান কঠিন বর্জ্য এবং মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল্যায়ন। ২)জলপথ ও রেলপথের জন্য বিদ্যমান আইনগত ও পলিসিগত ফ্রেমওয়ার্ক পর্য ালোচনা। ৩)ট্রেন, লঞ্চ এবং ফেরীর কঠিন বর্জ্য এবং মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রণয়ন। ৪) জলপথ ও রেলপথের জন্য কঠিন র্বর্জ্য এবং মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে যথাযথ প্রযুক্তি নিরূপণ।	-	-	২০১.০০	-	১৮৯.১৬
২২)	পটুয়াখালী জেলঅধীন কুয়াকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের	১.পরীক্ষামূলক নলকূপ ২.বিভিন্ন পানির উৎস স্থাপন-	৬ টি ১৫০টি	৭০০.০০	০৩ টি ৮০ টি	৬৩১.১৪

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থ ায়নের উৎস/ আর্থি ক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্ত বছরে বাস্তবায়িত কার্য ক্রমেরবিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থি ব	বাস্তব	আর্থি ব
	ও স্যানিটেশন প্রকল্প ৩৭৮৪.৯৭০ লক্ষ জুলাই/২০১৭-জুন/২০১৯	মাধ্যমে পটুয়াখালী জেরাধীন কুয়াকাটা পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই।				- -	
২৩)	পীরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প ১৯৯২.২৬ লক্ষ জুলাই/২০১৭-জুন/২০১৯	১) পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই কভারেজ ০% থেকে ৪০% এ উন্নীতকরণ। ২) জনসমাগমের স্থানে স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা। ৩) পয়ঃনিস্কাশন সুবিধাদির উন্নয়ন	১. পরীক্ষামূলক নলকূপ	৩টি	২৩০.০০	৩টি	৬৮.৩৬
২৪)	পানি সরবরাহে আর্সে নিক ঝুর্কি নিরসন প্রকল্প ১৯৯০৯৫.৫৪ লক্ষ জানুয়ারি/২০১৮-ডিসেম্বর/২০২১	ক)অতি মাত্রায় আর্সে নিব ঝুঁ কিপূর্ণ এলাকাসমূহের জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়ন। খ) বিদ্যমান নলকূপের পানিতে আর্সে নিকদুষণের পরিমান নিরুপন। গ) প্রকল্পের এলাকায় আর্সে নিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ। ঘ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ পানি পান নিশ্চিতকরন।	বিভিন্ন পানির উৎস স্থাপন-	১২৭৯৪ টি	৭৫০০.০০	১১৪০০ টি	৭৪৫৭.৩৪১
২৫)	অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীন পানি সরবরাহ প্রকল্প ৮৭৪১৬.৫১ লক্ষ এপ্রিল/২০১৮-জুন/২০২১	নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যেমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	১.বিভিন্ন পানির উৎস স্থাপন- ২.পাবলিক টয়লেট-	৬০২৭১টি ১৬০ টি	৩৭২০০.০০	৬০২৭১টি ১৬০ টি	৩৭১৫০.০৮
২৬)	৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহ	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশ গত	১. পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন- ২.উৎপাদক নলকূপ স্থাপন-	১৩০ টি ৫৫টি	২৫০০.০০	১৩০ টি ৫৫টি	২০৮৭.০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থ ায়নের উৎস/ আর্থি ক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্ত বছরে বাস্তবায়িত কার্য ক্রমেরবিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থি ব	বাস্তব	আর্থি ব
	এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প ৭১২৬৪.৬২০ লক্ষ জানুয়ারি/২০১৮-জুন/২০২০	স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩২টি পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	৩.পাবলিক টয়লেট-	১০টি		১০টি	
২৭)	কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কাযক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প ৫৮৫৩৩.০১ লক্ষ জুলাই/২০১৮-জুন/২০২১	১.প্রকল্পরে মূখ্য উদ্দশ্যে হলো কক্সবাজার জলোর উখিয়া এবং টেকনাফ উপজলোর ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরর্পূবক বিতাড়িত রোহঙ্গিা জনগোষ্ঠির উপর নেমে আসা প্রাকৃতিক দুযোগ নিরসনকল্পে সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন; ২)ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহরে ব্যবস্থা করা; ৩) ক্যাম্প সমূহে ফিকাল স্ল্যাজ ও কঠিন র্ব জ্য ব্যবস্থাপনাসহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন; ৪)প্রকল্প এলাকাঃ কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।	১) মিনি পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই-	০৬	১৯৭৫.০০	০৬ টি	১৬৯৮.৮৬
২৮)	পিরোজপুর জেলাদীন ভান্ডারিয়া উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প ১৭৬৪.২৭০ লক্ষ	প্রকল্পাধীন লবনাক্ততা ও উপকূলীয় দুযোগ প্রবন এলাকাসমূহে লবনমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরন এবং প্রকল্প এলাকায় গ্রামণি পানি	১) গভীর নলকূপ স্থাপন-	৪৫০ টি	১০০.০০	২৬০ টি	৯৯.৯৫০

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থ ায়নের উৎস/ আর্থি ক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্ত বছরে বাস্তবায়িত কার্য ক্রমেরবিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থি ব	বাস্তব	আর্থি ব
	জুলাই/২০১৮-জুন/২০২০	সরবরাহ কভারেজ বৃদ্ধিকরন					
২৯)	রাজশাহী,নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ শীর্ষ ক প্রকল্প ৩২১৯.১৪ লক্ষ জুলাই/২০১৮-জুন/২০২০	১. কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। ২.প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জন্যপান ও গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।	বিভিন্ন গভীরতার সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন	৪৫২ টি	১০০০.০০	৩৮২ টি	৯৯৫.১৮
৩০)	ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ৪০৯০.২১ লক্ষ অক্টোবর/২০১৮-ডিসেম্বর/২০২০	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	১.উৎপাদক নলকূপ স্থাপন- ২.পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন- ৩.কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন-	০২টি ০৪টি ১৫টি	২০০.০০	০১ টি ০২টি ১০টি	২০০.০০
৩১)	চা বাগানের কর্মীদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প ৬২১৪.৪৭ লক্ষ জুলাই/২০১৮-জুন/২০২০	ক) চা বাগানের কর্মীদের জন্য রান্নাবান্না ও গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করন, খ) চা বাগানের কর্মীদের জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা গ) চা বাগানের কর্মীদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও হাইজিন প্রমোশনের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি ।	-	-	১০০.০০	-	১০০.০০
৩২)	ভূ-উপরিস্থিত পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় নিরাপদ পানি	গ্রামীণ এলাকা (রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলা) জনগণের নিরাপদ সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের	-	-	৩৭২.০০	-	৩১৯.৯৩

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থ ায়নের উৎস/ আর্থি ক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্ত বছরে বাস্তবায়িত কার্য ক্রমেরবিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থি ব	বাস্তব	আর্থি ব
	সরবরাহ প্রকল্প ৪৮০৭.৬৩ লক্ষ অক্টোবর/২০১৮-জুন/২০২০	মাধ্যমে তাদের পানি বাহিত বিভিন্ন প্রকার রোগ বালাই হতে দূর রাখা এবং সেই সাথে তাদের স্বাস্থ্যওজীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন।					
৩৩)	জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প ২৬৪৭৩.০০লক্ষ ডিসেম্বর/২০১৮-নভেম্বর/২০২১	ক) ক্যাম্পে বসবাস কারী জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা খ)ক্যাম্প সমূহে ফিক্যাল স্লাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন গ) নারী পুরুষের সমতায়নের ভিত্তিতে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।	-	-	১২২০.০০	-	৯২৯.৯০
৩৪)	পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প ৩৯২৮.৮২ লক্ষ নভেম্বর/২০১৪-জুন/২০২০	১) বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহের জন্য কম্প্রিহেনসিভ টেকনিক্যাল পাইপলাইন প্রণয়ন। ২) পৌর গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহ ব্যবস্থার ডাটাবেইস শক্তিশালীকরণ এবং মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তা কাজে লাগানো।	-	-	৭৫৩.০০	-	৭১১.৭৬
৩৫)	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পৌর পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প প্রণয়ন ৯১০.০০ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৮-জুন/২০১৯	১) নির্ব াচিত পৌরসভাসমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করণ। ২) নির্ব াচিত পৌরসভা সমূহের সমীক্ষা প্রতিবেদন ও বিস্তারিত ড্রইং-ডিজাইন	১. পৌরসভার জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি এনভায়রনমেন্টাল ব্যবস্থাপনা ২.সোসাল এসেসমেন্ট আরএপি ও পুনবাসন ফ্রেমওর্য়াক প্রস্তুত-	১ ১ টি	৭৯৬.০০	১ ১ টি	৭২৭.২২

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থ ায়নের উৎস/ আর্থি ক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্ত বছরে বাস্তবায়িত কার্য ক্রমেরবিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থি ব	বাস্তব	আর্থি ব
		প্রস্তুত করণ। ৩) প্রস্তাবিত বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতিমূলক কার্য ক্রম সম্পন্ন করণ।					

১২. ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

বর্তমান সরকারের সময় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিশাল অর্জনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তথ্য নিম্নে দেওয়া হলঃ

১. পল্লী এলাকায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রায় ৮৭৭১৯ টি পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে।
২. স্বল্পমূল্যের ৩৫০৩০ টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্ম াণকরা হয়েছে।
৩. ১৫৪ টি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে।
৪. ১৭৭০ টি শেয়ারড ল্যাট্রিন (Shared Latrine) স্থাপন করা হয়েছে।
৫. কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় ৩২ টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন

১। ভূমিকা:

ক) গত ৩০ জুন, ২০১৬ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ও টেকসই করার লক্ষ্যে জন্ম ও মৃতু নিবন্ধন (সংশোধিত) আইন, ২০১৩ এর বিধানমতে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় একটি নতুন অফিস প্রতিষ্ঠার সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে স্থানীয় সরকার বিভাগের গত ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখের পত্র নং-৪৬.০১৮.০২৮.০০.০০.০১৯.২০১৬-৫১৬ মূলে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় যা গত ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখের গেজেটে প্রকাশিত হয়।

দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী মিশনসমূহের জন্য আলাদা আলাদা জন্ম ও মত্যু নিবন্ধন বিধিমালা থাকায় তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়ায় পূর্বের ৫টি বিধিমালা একীভূত করে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন পদ্ধতি আরও সহজিকরণের লক্ষে ২০১৭ সালে প্রণীত বিধিমালায় বেশ কিছু পরিবর্তন এনে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৮ জারী করা হয়। যা ০৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়।

২। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের আইনগত পরিচিতি নিশ্চিতকরণ এবং অনলাইনে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সকল নাগরিকের শুদ্ধ ডাটাবেইজ তৈরীতে সহায়তা করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ।

৩। প্রধান কার্যক্রম/সেবাসমূহ:

ক) উন্নত দেশের ন্যায় আধুনিক, সময় সাশ্রয়ী ও ব্যবহারবান্ধব জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন পদ্ধতি চালুকরণ।

খ) ব্যক্তি ও জাতীয় পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের গুরুত্ব ও আইনগত বাধ্যবাধকতার বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

গ) অনলাইন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল, ব্যবহারবান্ধব, সেবাধর্মী করণের জন্য বিদ্যমান Software-এর উন্নয়ন।

ঘ) ১৭টি সরকারী সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ এবং ৪টি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মৃত্যু নিবন্ধন সনদের ব্যবহারের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি জোরদারকরণ।

ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীন সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্টাটিস্টিক্স (CRVS)-কে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সিস্টেমের সাথে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, জাতীয় পরিচয়পত্র কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান বিভাগের সিস্টেমের সাথে সমন্বিতকরণ (Integration)এবং আন্তঃপরিচালনযোগ্য (Interoperable) করণ।

চ) জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনার ৪৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধনে নাগরিকদের উৎসাহিত করে বাল্য বিবাহ, শিশু শ্রম ইত্যাদি রোধের মাধ্যমে শিশু অধিকার রক্ষায় সহযোগিতাকরণ।

ছ) দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি আধুনিকীকরণ।

৪। প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল :

ক্রমিক	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পূরণকৃত পদসংখ্যা	সৃষ্ট পদ	শূন্য পদ	মন্তব্য
০১	১ম শ্রেণী	০৩ জন	০১টি	-	০৪টি	পিএসসি কর্তৃক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন
০২	২য় শ্রেণী	-	-	-	-	-
০৩	৩য় শ্রেণী	০১ জন	০১টি	-	০৬টি	৩টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন এবং ৩টি পদে মামলার কারণে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছেনা।
০৪	৪র্থ শ্রেণী	১১ জন	১১ টি	-	-	
সর্বমোট		১৫ জন	১৩টি		১০টি	

৫। সচেতনতামূলক ও কারিগরি সহায়তামূলক কার্যক্রম :

ক) ডিডিএলজি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী প্রোগ্রামার, ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউপি সচিবদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান;

খ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন;

গ) ৫১০৭ নিবন্ধক অফিসকে জন্ম ও মত্যু নিবন্ধনে কারিগরি সহায়তা প্রদান;

৬। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা :

বিবরণ	সংখ্যা
জন্ম নিবন্ধন (৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত)	১৬,১৭,০৪,৭৫২ জন
মৃত্যু নিবন্ধন (৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত)	৭৭,৫৬,৬০৬ জন

৭। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সাফল্য :

- প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন ঃ ২৮ টি;
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন ঃ ৫ টি;
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনে নিবন্ধকগণকে কারিগরি সহায়তা প্রদান ঃ ৬০০ টি;
- ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনের হার বৃদ্ধি ঃ ১০% এ উন্নীতকরণ।

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

ভূমিকা ঃ

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা) ঢাকা মহানগরবাসীর সুপেয় পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন সেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এ ওয়াসা একটি সেবামূলক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যা ***ওয়াসা এ্যাক্ট ১৯৯৬*** দ্বারা পরিচালিত। ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন ও আংশিক ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার মত তিনটি অতিগুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদানের দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসার উপর ন্যস্ত। ঢাকা ওয়াসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতার কারণে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ-বান্ধব, টেকসই ও গণমূখী পানি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ঢাকা মহানগরীর প্রায় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ জনমানবের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্যে নিরাপদ পানি সরবরাহ করছে ঢাকা ওয়াসা। যা দৈনিক প্রায় ২৪০ কোটি লিটার। এ সরবরাহের মধ্যে ১৯২ কোটি লিটার পানি ভূ-গর্ভস্থ উৎস থেকে এবং প্রায় ৪৮ কোটি লিটার ভূ-উপরিস্থ উৎস থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। শতকরা অনুপাতে যা প্রায় ২২:৭৮ ভাগ। ভূ-উপরিস্থ উৎসের ২২% পানি সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ ও ফেজ-২ সহ মোট ৫ টি পানি শোধনাগার থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

চিত্র-১ : মাননীয় প্রধানমন্ত্র শেখ হাসিনা **'দাশেরকান্দি পয়:শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প'** এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে

চিত্র-২:**'দাশেরকান্দি পয়:শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প'** ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মাননীয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এবং ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়।

ঢাকা ওয়াসার উন্নয়নে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ওয়াশ (WASH) সেক্টরের নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নে উপখাত ভিত্তিক লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা, কৌশল এবং কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপখাত ভিত্তিক লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা, কৌশল এবং কর্মসূচি (অনুচ্ছেদ - ৯.৭) তে বিবৃত আছে যে, ..'ঢাকা শহরের নিরাপদ পানি, পয়: নিষ্কাশন সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে এবং জলাবদ্ধতা দূর করতে ঢাকা ওয়াসার কৌশলগত লক্ষ্য রয়েছে। টেকসই পানি সরবরাহ কৌশলের অংশ হিসেবে ঢাকা ওয়াসা পানি উৎপাদিন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চায়, যেখানে ৭০ ভাগ পানি আসবে ভূপৃষ্ঠস্থ উৎস হতে এবং বাকি ৩০ ভাগ আসবে ভূ-গর্ভস্থ উৎস হতে। সপ্তম পরিকল্পনার মেয়াদে ঢাকা ওয়াসা নগরবাসীর জন্য স্যানিটেশন সুবিধা ৪০ভাগ থেকে ৬০ ভাগে উন্নীত করার কৌশল গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে শহর থেকে জলাবদ্ধতা দূরীকরণসহ নগরবাসীর জন্য স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করতে ঢাকা ওয়াসা নিষ্কাশন সুবিধা ৬০% থেকে ৮০% এ উন্নীত করবে..।' উক্ত নীতি-কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ঢাকা ওয়াসা বদ্ধপরিকর। এছাড়াও, ঢাকা ওয়াসা জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৩০ সালের মধ্যে **"টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা"** (Sustainable Development Goals - **SDGs**) অর্জনে পানি সরবরাহ ও পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করে চলছে।

বর্তমানে ঢাকা ওয়াসার লক্ষ্য হচ্ছে শহরবাসীর জন্য শতভাগ পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন সুবিধাসহ এর নিরাপদ ব্যবহার ও কার্যকরী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনসাধারনের জীবনমান উন্নয়ন করা।উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যপূরণের জন্য এবং ভবিষ্যতে নগরবাসীর জীবনমানের আরো উন্নয়নের জন্য ঢাকা ওয়াসা Water Master Plan I Sewerage Master Plan প্রণয়ন করেছে। পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে, ২০২৫ সালের মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির অনুপাত ৩০:৭০ ভাগে উন্নীত করাই উক্ত মহাপরিকল্পনার লক্ষ্য।

২। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ঢাকা ওয়াসার আওতাধীন এলাকায় পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে নগরবাসীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করাই ঢাকা ওয়াসার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

- ঢাকা ওয়াসার ভিশন ঃ

এশিয়ার পাবলিক সেক্টরে পরিবেশ বান্ধব, গণমুখি ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোত্তম পানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

- **ঢাকা ওয়াসার মিশনঃ**
  - সর্বদা গ্রাহককে উন্নত সেবা প্রদান।
  - দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ।
  - ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহ।
  - প্রশাসন ও পরিচালনা বিভাগে কর্পোরেট কালচার বাস্তবায়ন করা।
  - সর্বোচ্চ পর্যায়ে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত ।
  - দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিচালন ব্যয় কমানো।

উপর্যুক্ত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চলতি অর্থ বছরে- ক. **তেতুলঝরা-ভাকুর্তা ওয়েল ফিল্ড নির্মাণ প্রকল্প, খ. পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প** এবং গ. **অন্তবর্তীকালীন পানি সরবরাহ প্রকল্প** শীর্ষক ৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শেষ করা সম্ভব হয়েছে:

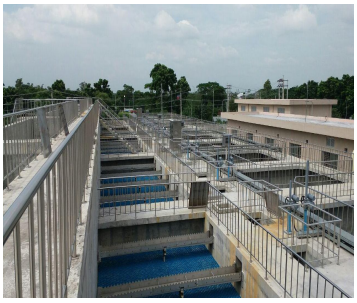

চিত্র-১: আয়রন রিমুভাল প্লান্ট-১

চিত্র-২: আয়রন রিমুভাল প্লান্ট-২

চিত্র-৩: সাপ্লাই লাইনের রিভার ক্রসিং ওয়ার্কস্

খ. **পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার প্রকল্প (সং-২):** এ প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল পদ্মা নদীর পানি শোধনের মাধ্যমে দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার পরিশোধিত পানি ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহ করা। চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি জুন,২০১৯ সাল নাগাদ তা সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মোট প্রকল্প ব্যয় ছিল ৩৬৭০.৫০ কোটি টাকা।

চিত্র-১: পানি শোধনাগার কম্পাউন্ড

চিত্র-২: প্রসেসিং ইউনিট

চিত্র-৩: ফিল্টার সেকশন

চিত্র-৪: শোধনাগারের বুস্টার পাম্প

গ. **অন্তবর্তীকালীন পানি সরবরাহ প্রকল্প (সংশোধিত):** বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে অন্তর্বর্তী সময়ে এ প্রকল্পটির মাধ্যমে মহানগরীতে প্রায় দৈনিক ১২১ কোটি লিটার ভূ-গর্ভস্থ নিরাপদ পানি সরবরাহ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির জুন,২০১৯ নাগাদ বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং মোট প্রকল্প ব্যয় ছিল ৬১২.০০ কোটি টাকা।

চিত্র-১: নির্মিত পাম্প হাউজ

চিত্র-২: বোরহোল সংলগ্ন এলাকা

চিত্র-৩: সংগৃহিত মাটির নমুনা

চিত্র-৪: পাম্প স্থাপন কার্যক্রম

এছাড়াও, বর্তমানে ঢাকা ওয়াসা তার মিশন-ভিশনকে সামনে রেখে সপ্তম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বেশ কয়েকটি বৃহৎ (গবমধ) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে যে সকল প্রকল্প উল্লেখযোগ্য তাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে তুলে ধরা হলো:

১) **গন্ধবপুর পানি শোধনাগার:** মেঘনা নদী থেকে প্রায় দৈনিক ৫০ কোটি লিটার পরিশোধিত পানি **'ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট'** এর অধীন এ শোধনাগারের মাধ্যমে ঢাকা শহরে সরবরাহ করা হবে। এডিবি, ইআইবি ও এএফডি এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে এবং তা জুন,২০২২ সাল নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মোটব্যয় ছিল ৫২৪৮ কোটি টাকা। পরবর্তীতে তা সংশোধন করে ৮২৩১.৬৭ কোটি টাকায় বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২) **সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-৩) প্রকল্প:** প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে মেঘনা নদী থেকে দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ড্যানিডা, ইআইবি, কেএফডব্লিউ ও এএফডি এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ঋণচুক্তি সম্পন্ন না হওয়ায় ২০২০ সাল নাগাদ প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করার সময় নির্ধারিত থাকলেও তা যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবেনা। ফলে উক্ত সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পাদন না করতে পাড়ায় সময় বর্ধিতকরণসহ ডি পি পি সংশোধনের জন্য শীঘ্রই প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মোটব্যয় ৪৫৯৭.৩৬ কোটি টাকা।

৩) **ঢাকা পানি সরবরাহ 'নেটওয়ার্ক ইম্প্রুভমেন্ট' প্রকল্প:** ঢাকা মহানগরবাসীকে সার্বক্ষণিক নির্ভরযোগ্য পানির সরবরাহ এবং ঢাকা ওয়াসার সেবার মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক ও গ্রাহক সাধারণের পানির সংযোগ পুনর্বাসন, শক্তিশালী করে ডিস্ট্রিক্ট মিটাররিং এরিয়া (উগঅ) প্রতিষ্ঠা করে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসীসহ সকল নগরবাসীকে সুপেয় পানি সরবরাহ করা এবং ঘড়হ-জবাবহঁব ডধঃবৎ (ঘজড) এর পরিমাণ শূন্য পর্যায়ে কমিয়ে

আনার লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহয়তায় **'নেটওয়ার্ক ইম্প্রুভমেন্ট '** নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মোটব্যয় ৩১৮২.৩০কোটি টাকা।

এছাড়া পয়ঃ সেবা সম্প্রসারণ, পয়ঃশোধনাগার আধুনিকায়ন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ৬০% এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা নিম্ন বর্ণিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করছে :

১. দাশেরকান্দি পয়: শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৯ আগস্ট,২০১৮ সোনারগাও হোটেলে এক আরম্ভরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দাশেরকান্দি পয়:শোধনাগার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে হাতিরঝিল, গুলশান, বনশ্রী, বারিধারা, বসুন্ধরা, বনানী, রাজাবাজার, তেজগাও এবং তৎসংলগ্ন এলাকার প্রায় ৫০ লক্ষ লোক আধুনিক পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থার সুবিধাদি লাভ করবে। দাশেরকান্দি পয়:শোধনাগার স্থাপন প্রকল্পটি ঢাকা ওয়াসা একটি বৃহৎ প্রকল্প যার মাধ্যমে ২০২৫ সালের মধ্যে মহানগরবাসীকে পাইপ লাইনের মাধম্যে পয়:সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটি চীনের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মোটব্যয় ৩৩১৭.৭৭ কোটি টাকা এবং এটি ডিসেম্বর, ২০১৯ সাল নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত হলেও তা যথাসময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হবেনা।

২.প্রিপারেটরি এক্টিভিটিস অব ঢাকা স্যানিটেশন ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট : প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংকের এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪১.৮৭ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত একটি বিনিয়োগ প্রকল্পের পরামর্শক সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট প্রস্তুত, প্রকল্পের ড্রইং-ডিজাইন, দরপত্র ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হবে।

এছাড়াও, ঢাকা মহানগরীকে জলজটমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা ঢাকা ওয়াসায় একটি ড্রেনেজ মাস্টারপ্লান প্রণয়ন করা হয়েছে। এ মহাপরিকল্পনা অনুযায়ি মহানগরীর খাল উন্নয়নের নিমিত্তে দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প দুটি নীচে তুলে ধরা হলোঃ

ক. হাজারী, বাইশটেকি, কুর্মিটোলা, মান্ডা ও বেগুন বাড়ী খালে ভুমি অধিগ্রহণ এবং খনন/ পুনঃখনন প্রকল্প: প্রকল্পটির প্রক্কলিত মোটব্যয় ৬০৭.১৬ কোটি টাকা। যার মেয়াদ এপ্রিল,২০১৮ -ডিসেম্বর,২০১৯ সাল পর্যন্ত ।

খ. ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং খাল উন্নয়ন প্রকল্প: প্রকল্পটির মোট প্রকল্প ব্যয় ৫৫০.৫০ কোটি টাকা। যার মেয়াদ জুলাই,২০১৮-ডিসেম্বর,২০২০ সাল পর্যন্ত।

৩.সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল :

ক্রঃ নং	শ্রেণী	কর্মরত পদের সংখ্যা
০১.	১ম শ্রেণী	২৬৭
০২.	২য় শ্রেণী	২৬৮
০৩.	৩য় শ্রেণী	১২৫০
০৪.	৪র্থ শ্রেণী	১৩৫১

৪. ২০১৮ -১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বিবরণী ঃ

খাত	লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)	অর্জন (লক্ষ টাকায়)	বকেয়া (লক্ষ টাকায়)	বকেয়া আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থা
রাজস্ব বিলিং (পানি ও পয়ঃ) এবং রাস্তার কল	১৩০৬২৪.০০	১৩০৬৬৮.০০	৪৫৮৩৭.৯০	বকেয়া আদায়ে ১। পারস্যুয়েশন, ২। বকেয়রা প্রত্যয়ন পত্র জারী। ৩। সংযোগ বিচ্যুতির নোটিশ জারী ও সংযোগ বিচ্যুতির মাধ্যমে বকেয়া আদায়। ৪। পিডিআর এ্যাক্ট- এর মাধ্যমে বকেয়া আদায়। ৫। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে বকেয়া আদায়ের জন্য ড্রাইভ পরিচালনা।
গভীর নলকূপ	১৮০৬.২১	১৯৮১.২৭	১৬৭২.৪৬	
জার/বোতল এর মাধ্যমে পানি অনুমতি	১০.০০	১০.২৬	১৭.৫৪	
মোট	১৩২৪৪০.২১	১৩২৬৫৯.৫৩	৪৭৫২৭.৯০	

৫. চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম /অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষন/সমাপ্তি কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য		লক্ষ্য মাত্রা		অগ্রগতি	
			প্রধান অংগের নাম	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	প্রকল্পের নাম :সাভারের তেতুলঝড়া -ভাকুর্তা সংলগ্ন এলাকায় ওয়েলফিল্ড নির্মাণ (১ম পর্ব) অর্থায়নের উৎসঃ এডাই/ কড়ৎরধ আর্থিক সংশ্লেষন (লক্ষ টাকায়) মোট ৫৭৩০০.০০ টাকা ঃ ২০০০৫.০০ ঢাকা ওয়াসা ঃ ১০০০.০০ প্রকল্প সাহায্য ঃ ৩৬২৯৫.০০ সমাপ্তিকাল ঃ জুন, ২০১৯	ঢাকা ওয়াসার বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় দৈনিক ১৫ কোটি লিটর পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে বর্তমান ঢাকাসহ বৃহত্তর মিরপুর এলাকার পানির চাহিদা পূরন করতঃ মিরপুরের ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা হ্রাসকরণ।	১। ওয়াটার ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিশন লাইন	০.৭৮ কি.মি	২১৪.৮১	০.৭৮ কি.মি	১০০.০০
			২। গভীর নলকূপ স্থাপন	৬.০০ টি	২০১৭.৮৩	৬ টি	১৯৯৬.৬
			৩। ইলেট্রিক সাব স্টেশন, রোড কাটিং চার্জ ও অন্যান্য		৫৫৯২.৩৬		৫৫৮৪.৪২
	মোট(লক্ষ টাকা) ঃ				৭৮২৫.০০	১০০%	৭৬৮১.০২ (৯৮.১৬%)
২।	প্রকল্পের নাম :পদ্মা(জশলদিয়া) পানি শোধনাগার প্রকল্প অর্থায়নের উৎসঃ এডাই/ ঈঐওঘঅ আর্থিক সংশ্লেষন (লক্ষ টাকায়) মোটঃ ৩৬৭০৪৯.৪২ টাকাঃ ১২৪৩৫৭.৮২ ঢাকা ওয়াসাঃ ২২০০.০০ প্রকল্প সাহায্যঃ ২৪০৪৯১.৬০ সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০১৯	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলাধীন (মাওয়া থেকে ৩ কি:মি: পশ্চিমে) যশলদিয়ায় একটি পানি শোধনাগার ও আনুসঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করে বর্তমান সরবরাহের অতিরিক্ত দৈনিক প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন লিটার পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে সরবরাহ করা।	১। পানি শোধনাগার নির্মাণ	১০০%	১০৭৩৫৩.০০	১০০%	১০৭৩৫২.৬০
			২। সিডি ও আইটি ভ্যাট		২৯৮৩২.০০		২৯৮৭৩.২৩
			৩। অন্যান্য-		৮৮৬০.০০		৭৯৪৮.২৭
	মোট(লক্ষ টাকা) ঃ				**১৪১৮৪৫.০০**	**১০০.১৪%**	**১৪৫১৭৪.১ (৯৯.৪০%)**
	প্রকল্পের নাম : ঢাকা এনভায়রণ মেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট।	ভূ-উপরিস্থ ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি	১।পানির লাইন নির্মাণ ও পূনর্বাসন	২০০.০০ কি.মি	৫২৩০.০০	২০০.০০ কি.মি	৫৮৪৮.১৪

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম /অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষন/সমাপ্তি কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য		লক্ষ্য মাত্রা		অগ্রগতি	
			প্রধান অংগের নাম	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩।	অর্থায়নের উৎসঃ এডুই/ উডঅঝঅ/অউই/উওই/অঋউ আর্থিক সংশ্লেষন (লক্ষ টাকায়) মোটঃ ৫২৪৮০৬.০০ টাকাঃ ১৭৩৮৭৭.০০ ঢাকা ওয়াসাঃ ১০০০.০০ প্রকল্প সাহায্যঃ ৩৪৯৯২৯.০০ সমাপ্তিকালঃ ডিসেম্বর, ২০১৯	সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়।	২।পানি শোধনাগার নির্মাণ	৫%	৩০৭৯০.০০	৫%	২৮৮৪৮.১০
			৪। অন্যান্য-		৫০৮২.০০		৬৩৮১.৫৯
	মোট(লক্ষ টাকা) ঃ				**৪১১০২.০০**	**১০০%**	**৪১০৭৭.৮৩ ৯৯.৯৪%**
৪।	অন্তবর্তীকালীন পানি সরবরাহ প্রকল্প; অর্থায়নের উৎসঃ এডুই/ উডঅঝঅ আর্থিক সংশ্লেষন (লক্ষ টাকায়) মোটঃ ৬১২০০.০০ টাকাঃ ৫৯২০০.০০ ঢাকা ওয়াসাঃ ২০০০.০০ প্রকল্প সাহায্যঃ ০.০০ সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০১৯	ঢাকা মহানগরীতে ঢাকা ওয়াসার বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তী সময়ে ভূ-গর্ভস্থ দৈনিক ৯০ কোটি লিটার নিরাপদ পানি সরবরাহ করা।	১। গভীর নলকূপ স্থাপন	৩৪ টি	৫৪২৯.৮৫	৩৪ টি	৫৪২৯.৮৫
			২।গভীর নলকূপ প্রতিস্থাপন	১১৯ টি	৯৪৩০.৭০	১১৯ টি	৯৪৩০.৭০
			৩।পানির লাইন নির্মান	৩.০০ কিঃমি	৯২.৭৫	৩.০০ কিঃমি	৯২.৭৫
			৪। পানির লাইন পূনর্বাসন	৬.৭৫ কিঃমি	১৮২.৮৬	৬.৭৫ কিঃমি	১৮২.৮৬
			৫। অন্যান্য-		২৩৫৫.৮৪		২৩৫৫.৮৪
	মোট(লক্ষ টাকা) ঃ			**১০০%**	**১৭৪৯২.০০**	**১০০%**	**১৭৪৯২.০০ ১০৬.০৬%**
৫।	দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রকল্প অর্থায়নের উৎসঃ এডুই/ ঈঐওঘঅ আর্থিক সংশ্লেষন (লক্ষ টাকায়) মোটঃ ৩৩১৭৭৭.০০ টাকাঃ ১১২৩৭৭.০০ ঢাকা ওয়াসাঃ ১০০০.০০ প্রকল্প সাহায্যঃ ২১৮৪০০.০০ সমাপ্তিকালঃ ডিসেম্বর, ২০১৯	ঢাকা শহরের গুলশান, বনানী, বারিধারা, বসুন্ধরা, মহাখালী, ডিওএইচএস, তেজগাঁও, মগবাজার, ইস্কাটন, নিকেতন, কলাবাগান (আংশিক) এবং হাতিরঝিল ও তৎসংলগ্ন এলাকার সৃষ্ট পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন করে বালু নদীতে নিষ্কাশন এবং এর মাধ্যমে পানি ও পরিবেশ দূষণ রোধ। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ ও ফেজ-২ এর ইনটেক পয়েন্টে শীতলক্ষ্যা নদীর পানির দূষণ কমানোও এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।	১। পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণ	১০০%	২৫০০০.০০	১০০%	১৪৯৬৯.৬২
			৩। সিডি ভ্যাট ও অন্যান	১০০%	৬৫০০.০০	১০০%	৬৫০০.০০
	মোট(লক্ষ টাকা) ঃ			**১০০%**	**৩১৫০০.০০**	**১০০%**	**৩১৪৬৯.৬২ ৯৯.৯০%**
৬।	সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প (ফেজ-৩); অর্থায়নের উৎস ঃ এডুই/ উঅঘওউঅ / উওই/অঋউ আর্থিক সংশ্লেষন (লক্ষ টাকায়) মোটঃ ৪৫৯৭৩৬.০০ টাকাঃ ১৫১৩৮০.২৫ ঢাকা ওয়াসাঃ ৩০০০.০০ প্রকল্প সাহায্যঃ ৩০৫৩৫৫.৮০ সমাপ্তিকালঃ জুন,২০২০	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাধীন হাড়িয়ায় একটি পাম্পিং স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে মেঘনা নদী থেকে দৈনিক প্রায় ৯৫.০০ কোটি লিটার অপরিশোধিত পানি নির্মিতব্য শোধনাগারে সরবরাহ ও তা পরিশোধনপূর্বক বিদ্যমান সরবরাহের অতিরিক্ত আরো দৈনিক প্রায় ৪৫ কোটি লিটার পানি ঢাকা মহানগরবাসীকে সরবরাহ করা।	১। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট,	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০
			২। ওয়াটার ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন,	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০
			৩। ভূমি অধিগ্রহন ও উন্নয়ন	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০.০০
			৪। অন্যান্য-	১০০%	১২০.০০	১০০%	১২০.০০
	মোট(লক্ষ টাকা) ঃ				**১২০.০০**	**১০০%**	**১২০.০০ ১০০%**

৭।	**ঢাকা পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প।** অর্থায়নের উৎসঃ এডিই/ অডিই আর্থিক সংশ্লেষন (লক্ষ টাকায়) মোটঃ ৩১৮২৩০.০০ টাকাঃ ১০৩৭৩০.০০ ঢাকা ওয়াসাঃ ০০.০০ প্রকল্প সাহায্যঃ ২১৪৫০০.০০ সমাপ্তিকালঃ ডিসেম্বর, ২০২১	ঢাকা শহরবাসীকে সার্বক্ষণিক নির্ভরযোগ্য পানির সরবরাহ এবং ঢাকা ওয়াসার সেবার মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসার ০৭ (সাত) টি জোন [জোন-৩, ৪, ৯, ১০ (আংশিক) এবং জোন-১, ৭, ও ২] এলাকার সকল পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক ও গ্রাহক সাধারণের পানির সংযোগ পুনর্বাসন, শক্তিশালী করে ডিষ্ট্রিক্ট মিটাররিং এরিয়া (DMA) প্রতিষ্ঠা করে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসীসহ সকল নগরবাসীকে সুপেয় পানি সরবরাহ করা এবং Non-Revenue Water (NRW) এর পরিমাণ নুন্য পর্যায়ে কমিয়ে আনা।	১। পানির লাইন নির্মান ও পূনর্বাসন		১২৭৮৮.১২		৭৬৪০.০৪
			২। সিডি ভ্যাট ও অন্যান	৩৮.৩৫%	৭৯৫৬.৮৮		৪১১১.৭৫
	মোট (লক্ষ টাকা) ঃ				২০৭৪৫.০০		১১৭৫১.৭৯ ৫৬.৬৫%

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম /অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষন/সমাপ্তি কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য		লক্ষ্য মাত্রা	অগ্রগতি		
			প্রধান অংগের নাম	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮।	ঢাকা ওয়াসার সায়েদাবাদ ফেজ-৩ প্রকল্পের ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় ঢাকা মহানগরীর স্বল্প আয়ের এলাকায় ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক পানি সরবরাহ সেবার মান উন্নয়র এবং ঢাকা ওয়াসার ফাইনান্সিয়াল মডেলিং ও কারিগরী সক্ষমতার উন্নয়ন।(১ম সংশোধিত) অর্থায়নের উৎসঃ এডিই/ উডঅঝঅ আর্থিক সংশ্লেষন (লক্ষ টাকায়) মোটঃ ৬০০০.০০ টাকাঃ ১৬০০.০০ ঢাকা ওয়াসাঃ ০.০০ প্রকল্প সাহায্যঃ ৪৪০০.০০ সমাপ্তিকালঃ জুন'২০২০	ক. ঢাকা শহরের বস্তিতে প্রায় ৩০০০টি Water Point নির্মাণ করা; এবং বস্তি এলাকায় বসবাসকারী জনগণকে নির্মিতব্য Water Point সমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সক্ষম করে তোলা; খ. ঢাকা ওয়াসার ফাইনান্সিয়াল মডেল হালনাগাদকরণ; ও গ. ঢাকা ওয়াসার কর্মকর্তাদের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	১। ওয়াটার পয়েন্ট নির্মাণ	৩০০০ টি	৫৯৫.০০	২৩৯১ টি	৫০০.০৮
			২। সিডি ভ্যাট ও অন্যান		৫৫৫.০০		৪৩০.২৫
	মোট (লক্ষ টাকা):				১১৫০.০০		৯৩০.৩৩ ৮০.৯০%
৯ ।	হাজারীবাগ, বাইশটেকী, কুর্মিটোলা, মান্ডা ও বেগুনবাড়ী খালে ভূমি অধিগ্রহণ এবং খনন/পুন:খনন প্রকল্প অর্থায়নের উৎসঃ আর্থিক সংশ্লেষন (লক্ষ টাকায়) মোটঃ ৬০৭১৬.০০ টাকাঃ ৬০৭১৬.০০ ঢাকা ওয়াসাঃ ০০.০০ প্রকল্প সাহায্যঃ ০.০০ সমাপ্তিকালঃ ডিসেম্বর,২০১৯	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ ৫ (পাঁচ) টি খালের ভূমি অধিগ্রহণ করে খালগুলি খননের মাধ্যমে গভীরতা ও প্রসস্ততা বৃদ্ধি করণ, যাতে বর্ষা মৌসুমে নগরীর অভ্যন্তরের বৃষ্টি ও গৃহস্থলী বর্জ্য পানি সহজেই খাল দিয়ে নদীতে নিষ্কাশিত হতে পারে। বর্ষাকালে অতি বৃষ্টির সময় পানির প্রবাহ স্বাভাবিক রেখে মহানগরীর জলজট/জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও মহানগরবাসীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত, পরিবেশবান্ধব, টেকসই বসবাস নিশ্চিত করাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত	১। পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নিমাণ	৬.০০ কি:মি	৬৫০.০০	৬.৫০ কি:মি	৬৫০.০০
			২।অন্যান্য	-	০০.০০		০০.০০

		হলে ঢাকা মহানগরীর ৩০ লক্ষাধিক লোক জলজট/জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং তাদের জীবনযাপনের মান উন্নয়ন হবে।					
	মোট (লক্ষ টাকা):				৬৫০.০০		৬৫০.০০ ১০০%
১০।	ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং খাল উন্নয়ন প্রকল্প। অর্থায়নের উৎসঃ এডিই আর্থিক সংশ্লেষন (লক্ষ টাকায়) মোটঃ ৫৫০৫০.০০ টাকাঃ ৫৫০৫০.০০ ঢাকা ওয়াসাঃ ০০.০০ প্রকল্প সাহায্যঃ ০.০০ সমাপ্তিকালঃ ডিসেম্বও, ২০২০	আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহে বর্ষা মৌসুমে জলজট সৃষ্টি হয়ে যানবাহন ও মানুষের চলাচল যাতে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হল এলাকায় বসবাসরত মানুষের পানিবাহিত স্বাস্থ্যঝুঁকি লাঘব, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সর্বোপরি মহানগরীর স্বাস্থ্যসম্মত গুরুত্বপূর্ণ ৫ (পাঁচ) টি খালের ভূমি অধিগ্রহণ করে খালগুলি খননের মাধ্যমে গভীরতা ও প্রসস্ততা বৃদ্ধি করণ, যাতে বর্ষা মৌসুমে নগরীর অভ্যন্তরের বৃষ্টি ও গৃহস্থলী বর্জ্য পানি সহজেই খাল দিয়ে নদীতে নিষ্কাশিত হতে পারে। বর্ষাকালে অতি বৃষ্টির সময় পানির প্রবাহ স্বাভাবিক রেখে মহানগরীর জলজট/জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও মহানগরবাসীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত, পরিবেশবান্ধব, টেকসই বসবাস নিশ্চিত করাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা মহানগরীর ৩০ লক্ষাধিক লোক জলজট/জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং তাদের জীবনযাপনের মান উন্নয়ন হবে।	১। পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নিমাণ ২।অন্যান্য	৪.৫০ কি:মি ১৮.৫৪%	২৩০০.০০ ২০০.০০	৪.৫০ কি:মি ১৮.৫০%	২৩০০.০০ ২০০.০০
	মোট (লক্ষ টাকা):				২৫০০.০০		২৫০০.০০ ১০০.০০%
কারিগরী সহায়তা প্রকল্প:							
ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম /অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষন/সমাপ্তি কাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য		লক্ষ্য মাত্রা	অগ্রগতি		
			প্রধান অংগের নাম	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১।	প্রিপারেটরি এক্টিভিটিস অব ঢাকা স্যানিটেশন ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। অর্থায়নের উৎসঃ ডই আর্থিক সংশ্লেষন (লক্ষ টাকায়) মোটঃ ৪১৮৭.৫০ টাকাঃ ০.০০ প্রকল্প সাহায্যঃ ৪১৮৭.৫০ সমাপ্তিকালঃ ডিসেম্বর, ২০১৯	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল প্রকল্প প্রণয়নে সামাজিক নিরাপত্তা এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুতকরা এবং পাগলা ক্যাচমেন্ট এর জন্য দরপত্র, ইত্যাদি তৈরী করা।	১। সরবরাহ সেবা	১০০%	১৭৯৪.৪০	৯৯%	১৭৮৯.১৭
			২। অন্যান্য	১০০%	৫.৬০	১০০%	৫.৬০

	মোট (লক্ষ টাকা):				১৮০০.০০	১১০%	১৭৯৪.৭৭ ৯৯.৭১%

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ ঃ ২০১৮-১৯ বৎসরে ঃ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মোট সংখ্যা	দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	বিদেশে প্রশিক্ষণ	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনা/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ
৮৭ টি	৭৩ টি	১৪ টি	৩০৩ জন

৭. অডিট সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

অডিট আপত্তির সংক্রান্ত তথ্যঃ- ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসর

(কোটি টাকায়)

সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তি (২০১৮-২০১৯)		জের		মন্তব্য
	সংখ্যা	টাকা পরিমান		সংখ্যা	টাকা পরিমান	সংখ্যা	টাকার পরিমান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঢাকা ওয়াসা	নাই	নাই	২৪৯ টি	৬৪ টি	১৩.৬৮	১৭০২ টি	৩৯৫৫.৭৬	

৮. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ঢাকা ওয়াসার উল্লেখযোগ্য অর্জন

বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ***রূপকল্প- ২০২১*** আলোকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও "ঘুরে দাঁড়াও ঢাকা ওয়াসা" কর্মসূচির আওতায় ঢাকা ওয়াসার সার্বিক কর্মকান্ড অটোমেশনের মাধ্যমে ডিজিটাল ওয়াসা গঠনে অংগীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সে আলোকে ঢাকা ওয়াসার উল্লেখযোগ্য সাফল্য গুলো নিম্নরুপ:

- বর্তমানে ঢাকা ওয়াসা পানি সরবরাহে উগঅ (উরংঃৎরপঃ গবঃবৎবফ অৎবধ) স্থাপন করে স্মার্ট পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় অগ্রসর হচ্ছে এবং অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে দক্ষিণ এশিয়ায় রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উউঝডঝ প্রকল্পের ০২.৭ প্যাকেজের আওতায় ৮টি সহ মোট ৫৫টির কাজ শেষ হয়েছে এবং আরও ৮টি কাজ শেষ পর্যায়ে আছে যা ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সম্পন্ন হবে।

- ঢাকা ওয়াসা সিস্টেম লস (ঘজড) ৪০% (২০০৯) থেকে ২২% (২০১৯)-এ নামিয়ে এনে এবং উগঅ এলাকায় সিস্টেম লস ৫% এ কমিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

- বর্তমানে দৈনিক প্রায় ২৩৫-২৪০ কোটি লিটার পানির চাহিদার বিপরীতে ২৫৫ কোটি লিটার পানি উৎপাদন ক্ষমতায় পৌঁছেছে। অর্থাৎ ঢাকা ওয়াসা চাহিদার তুলনায় বর্তমানে বেশী উৎপাদন করতে সক্ষমতা অর্জন করেছে।

- স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠি (খওঈ) জীবনমান উন্নয়নের জন্য ঢাকা মহানগরীর অধিকাংশ বস্তি এলাকায় ইতিমধ্যে বৈধ পানির সংযোগ দেয়া হয়েছে যা ঝঁংঃধরহধনষব উবাবষড়ঢ়সবহঃ এড়ধষ (ঝউএ) অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। "ঢাকা ওয়াসার সায়েদাবাদ ফেজ-৩ প্রকল্পের ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় ঢাকা মহানগরীর খওঈ এলাকায় ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক পানি সরবরাহ সেবার মান উন্নয়ন এবং ঢাকা ওয়াসার ফাইনান্সিয়াল মডেলিং ও কারিগরি সক্ষমতার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ২১ টি বস্তিতে পানি সংযোগ প্রদানের কাজ শেষ। মোট ওয়াটার পয়েন্ট করা হয়েছে ১৯৪১টি। ২য় পর্যায়ে আরও ১২০০ টি ওয়াটার পয়েন্ট করার উদ্দেশ্যে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।

- বর্তমানে ই-সেবায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসাবে ই-জিপি (ব-এচ), ই-পানি/ পয়ঃ সংযোগ (ব-ঈড়হহবপঃরড়হ), ই-নথি (ব-ঋরষরহম) এবং ই-রিক্রুটমেন্ট (ব-জবপৎঁরঃসবহঃ) করে ডিজিটাল ঢাকা ওয়াসায় (উরমরঃধষ ডঅঝঅ) রুপান্তরিত হয়েছে।

- পানির পাম্পে ঝঈঅউঅ স্থাপন করে ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ দ্বারা গভীর নলকূপের অপারেশন, কন্ট্রোল ও মনিটরিং এর কার্যক্রম পরিচালনা করে ঢাকা ওয়াসার পরিচালন ব্যয় কমিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

- গ্রাহকবান্ধব গড়ঃং ঝড়ঢ়যরংঃরপধঃবফ ওয়াসা লিংক ১৬১৬২ স্থাপন করে জনসাধারণ থেকে সার্বক্ষণিক/২৪ ঘন্টা উরমরঃধষ পদ্ধতিতে অভিযোগ গ্রহণ ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে জনসেবার দোরগোড়ায় পৌঁছেছে।

- বিলিং সিস্টেমকে 'অটোমেশনের' আওতায় আনা হয়েছে এবং শতভাগ জবধষ ঞরসব ঙহষরহব ইরষষরহম সিস্টেম চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে গ্রাহক ঘরে বসেই তার ওয়াসার বিলের হালনাগাদ তথ্য জানতে পারেন এবং গ্রাহক সহজেই মোবাইল ফোন/ক্রেডিট কার্ড/অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে তা পরিশোধ করতে পারেন।

- **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ**

র) **আর্থিক- ৯৬.৫৬% এবং**

রর) **বাস্তব- ৯৩.১৯%।**

- **সম্পাদিত অন্যান্য/ বিশেষায়িত কার্যক্রম:** ঢাকা শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠীসহ অন্যান্যদের সুপেয় পানির চাহিদা মেটানোর জন্য ঢাকা ওয়াসা তার বিভিন্ন জোনাল এরিয়ায় ১০০ টি পয়েন্টে অঞগ (অঁংড়সধঃবফ ঞৎধরষবৎ গধপযরহব) বুথ স্থাপন করেছে। এই ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে এবং বিভিন্ন মহলে এর গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

চট্টগ্রাম ওয়াসা

ভূমিকা ঃ চট্টগ্রাম মহানগরীতে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রনয়ণ, উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃ প্রণালী কর্তৃপক্ষ (চট্টগ্রাম ওয়াসা) প্রতিষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম ওয়াসা প্রতিষ্ঠার পূর্বে চট্টগ্রাম শহরের পানি সরবরাহের দায়িত্ব চট্টগ্রাম পৌরসভা ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত ছিল। প্রতিষ্ঠার সময় ১৯টি গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে সরবরাহ করা হতো। তখন চট্টগ্রাম ওয়াসার পানি উৎপাদন ক্ষমতা ছিল দৈনিক ১৫.৭৫ মিলিয়ন লিটার। পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল ৫৯ কিঃ মিঃ এবং পানি সংযোগের সংখ্যা ছিল ১৩৬৯টি। ১৯৬৩ সনের অধ্যাদেশের পরিবর্তে চট্টগ্রাম ওয়াসা বর্তমানে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬ (৬ নং আইন) মতে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রায় ৩১ লক্ষ জনসংখ্যার দৈনিক ৪২ কোটি লিটার (৪২০ এমএলডি) চাহিদার বিপরীতে চট্টগ্রাম ওয়াসা দৈনিক ৩৬ কোটি লিটার (৩৬০ এমএলডি) পানি সরবরাহ করছে। চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রধান প্রধান স্থাপনা সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ-

১)	পানি শোধনাগার	ঃ	ক) শেখ হাসিনা পানি শোধনাগারঃ-১৪৩ এম,এল,ডি ক্ষমতাসম্পন্ন। খ) শেখ রাসেল পানি শোধনাগারঃ-৯০ এম,এল,ডি ক্ষমতাসম্পন্ন। গ) মোহরা পানি শোধনাগার ঃ- ৯০ এম,এল,ডি ক্ষমতাসম্পন্ন। ঘ) কালুরঘাট আয়রন রিমোভ্যাল প্ল্যান্ট ও বুষ্টার ষ্টেশনঃ- ৬৮ এম,এল,ডি ক্ষমতা সম্পন্ন ।
২)	গভীর নলকূপ	ঃ	৪১টি চালু আছে।
৩)	পাইপ লাইন	ঃ	সর্বমোট ৭৬৮ কিলোমিটার। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৪০ কিলোমিটার স্থাপনকৃত।
৪)	হাই লিফট ও বুষ্টার পাম্প ষ্টেশন	ঃ	২টি ও ২টি ।
৫)	জলাধার	ঃ	৫ টি (৩টি সমাপ্ত এবং ২টি চলমান)।
৬)	পানির সংযোগ	ঃ	সর্বমোট ৭৪৫৮৯ টি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ২৭২৪ টি।
৭)	দৈনিক পানি সরবরাহ	ঃ	দৈনিক ৩৬ কোটি লিটার (৩৬০ এম,এল,ডি)।
৮)	জনসংখ্যা কভারেজ	ঃ	চট্টগ্রাম ওয়াসার মাধ্যমে পানি সরবরাহ ৮৬%।
৯)	মিটার মেরামত কারখানা	ঃ	১টি।
১০)	পানির গুণাগুণ পরীক্ষার ল্যাবরেটরী	ঃ	৩টি।

(ক) বিবর্তনের ইতিহাসঃ

চট্টগ্রাম ওয়াসা একটি আধা সরকারী স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। সরকার নির্ধারিত আইন-কানুন অনুসরণ করে জনসাধারণের মধ্যে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের স্বার্থে ওয়াসার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পানি উৎপাদন,সুষ্ঠ বিতরণ এবং নিয়মিত রাজস্ব আদায় ওয়াসার প্রধান কাজ। এটি একটি সেবামূলক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানও বটে। চট্টগ্রাম ওয়াসার নিজস্ব আয় হতে তার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সরকার এ প্রতিষ্ঠানে কোন ভর্তূকি দেয় না।

৩। *লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ*

লক্ষ্যঃ

নগরবাসীর ক্রয়সীমার মধ্যে নিরাপদ ও কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্যঃ

বিশ্বস্থতার সাথে পরিবেশবান্ধব উপযুক্ত প্রযুক্তি ও দক্ষ জনশক্তি ব্যবহার করে গুণগতমান সম্পন্ন পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবা প্রদান।

৪। সাংগঠনিক কাঠামোঃ

পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬ (৬ নং আইন) এর আওতায় ১৩ জন বহিঃ সদস্য নিয়ে ওয়াসা বোর্ড গঠিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের ১ জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ৩ জন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশাসন, অর্থ ও প্রকৌশল উইং এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের অধীনে সচিব, বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক, প্রধান

প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করছেন। চট্টগ্রাম ওয়াসার ১০৪৮টি পদ সম্মলিত সাংগঠনিক কাঠামো ৩১/০১/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়। মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা এবং জুন '১৮ এ শূন্য পদের বিবরণ নিম্নরূপঃ

পদের বিবরণ	মঞ্জুরীকৃত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদের সংখ্যা
১ম শ্রেণী	৮৩	৬৯	১৯
২য় শ্রেণী	৬৬	৪৯	১৫
৩য় শ্রেণী	৪২৯	৩১৭	১১২
৪র্থ শ্রেণী	৪৭০	২৭০	২১৫
মোট=	১০৪৮	৭০৫	৩৬১

৫। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বিবরণী ঃ

ক্রমিক নং	খাত	লক্ষ্য মাত্রা (কোটি টাকায়)	আন্তঃকালীন অর্জন (কোটি টাকায়)	বকেয়া কোটি টাকায়	বকেয়া আদায়ের গৃহীত ব্যবস্থা
১।	পানি বিক্রয়	১০০.০	৯২.৪২	সরকারি -৯.৫৭ বেসরকারি - ৮২.৮৪ মোট- ৯২.৪২	বকেয়া আদায় কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন অংকের মেয়াদী বকেয়া আদায়ের নিমিত্তে মিটার পরিদর্শক, রাজস্ব তত্ত্বাবধায়কসহ রাজস্ব কর্মকর্তাদের সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণসহ নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। বড় অংকের বকেয়া গ্রাহকদের বিরুদ্ধে সংযোগ বিচ্ছিন্ন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
২।	অন্যান্য আয়ঃ-				
(ক)	মিটার ও অন্যান্য	৪.০০	২.৯০		
(খ)	উন্নয়ন চার্জ	১.০০	১.১৮		
(গ)	গভীর নলকূপ	৯.৩০	১২.২৩		
(ঘ)	সংযোগ ফি	১.২০	১.৩৯		
(ঙ)	আমানতের উপর সুদ	১০.৪৮	১০.৩৭		
(চ)	সারচার্জ	১.৭০	২.৭৮		
(ছ)	বিবিধ	২.৫০	১.০২		
	মোট অন্যান্য আয়	৩০.১৮	৩১.৮৪		
	সর্বমোট রাজস্ব আয়	১৬০.৩৬	১৫৬.১৩		

৬। <u>চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণীঃ</u>

সংযুক্ত করা হল (সংলগ্নী- "ক")।

৭। মানব সম্পদ উন্নয়ন /প্রশিক্ষণঃ

চট্টগ্রাম ওয়াসার কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কারিগরী জ্ঞান ও ধারণাকে অবলম্বন করে চট্টগ্রাম ওয়াসার কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বৈদেশিক/অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৫ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ২২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

৮। অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ

সংযুক্ত করা হল (সংলগ্নী-"খ")।

৯। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অর্জন/সাফল্যঃ

প্রকৌশল উইং

বর্তমানে চট্টগ্রাম ওয়াসায় ৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্প ৩টি হলো ঃ-

১। চট্টগ্রাম ওয়াসা পানি সরবরাহ উন্নয়ন ও স্যানিটেশন প্রকল্পঃ-বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম শহরে দৈনিক ৯০ এমএলডি পানি সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৮৫.০০%।

২। কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প-২ঃ- জাইকা,জাপান এর অর্থায়নে এ প্রকল্পের আওতায় দৈনিক ১৪৩ মিলিয়ন লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন আরো একটি পানি শোধনাগার নির্মাণ, প্রয়োজনীয় সার্ভিস রিজার্ভার নির্মাণ ছাড়াও চট্টগ্রাম শহরে পুরাতন ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন ও পূর্নবাসন করা হবে। যার মাধ্যমে চট্টগ্রাম শহরে একটি আধুনিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। ২০২২ সালে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। জুন,২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৪৭.২২%। এ সময় চট্টগ্রাম শহরে ভূ-উপরিস্থ উৎস হতে ১০০% (শতভাগ) পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৩। ভান্ডালজুরি পানি সরবরাহ প্রকল্পঃ- কোরিয়ান এক্সিম ব্যাংকের ঊউঈখ ফান্ডের অর্থায়নে এ প্রকল্পের আওতায় ৬০ এমএলডি পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে প্রকৌশল পরামর্শক কর্তৃক ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রণয়ন কাজ চলমান আছে। প্রকল্পটি ২০২০ সালে সমাপ্ত হলে কর্ণফুলী নদীর বামতীরে শিল্পায়ন ও নগরায়ন বৃদ্ধি পাবে। এতে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমূহ দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। জুন,২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১১..০১%।

প্রশাসন উইং

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৫ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ১৬টি বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং ৬টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টি বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে। সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ০৪(চার) টি, যা কজলিষ্টে শুনানীর অপেক্ষায় আছে।

অর্থ উইং

(১) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৩৪৮টি গভীর নলকূপের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি বাবদ ১২.৪৭ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে(বকেয়াসহ)।

(২) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট ২৭২৪ টি নতুন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

(৩) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসর এর DSL এবং সরকারী লভ্যাংশ (অবদান) বরাদ্দ ও পরিশোধের হিসাব নিম্নরূপঃ-

(১) DSL

বরাদ্দ	পরিশোধ
শুন্য	শুন্য

(২) সরকারী লভ্যাংশ

বরাদ্দ		পরিশোধ	
১১০.০০	লক্ষ	০০.০০	লক্ষ
টাকা		টাকা	

চট্টগ্রাম ওয়াসা (উন্নয়ন শাখা) ২০১৮-১৯

<u>সংলগ্নী'ক'</u>

৬। চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী ঃ

ক্রমিক নং.	প্রকল্পের নাম/অর্থায়নের উৎস/আর্থিক সংশ্লেষ/সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১.	চট্টগ্রাম ওয়াসা পানি উন্নীত করণ ও স্যানিটেশন প্রকল্প(**CWSISP**)। মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৮৯০৮২.৪৯ লক্ষ টাকা জিওবিঃ ৩৯৫৯১.৬৫ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যঃ ১৪৯৪৯০.৮৪ লক্ষ টাকা অর্থের উৎসঃ আইডিএ(বিশ্ব ব্যাংক)	দৈনিক ৯ কোটি লিটার পানি উৎপাদন ।	১। ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন স্থাপন - ৪৮কিঃ মিঃ । ২। বিতরন পাইপ লাইন স্থাপন - ৭০ কিঃ মিঃ । ৩। ৯ কোটি লিটার ক্ষমতার পানি শোধনাগার নির্মাণ- ১টি।	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
২.	**কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্যায়)** মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৪৯১১৫.৫৯৮ লক্ষ টাকা জিওবিঃ ৮৪৪৮০.২৯০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যঃ ৩৬২৩২৮.০০ লক্ষ টাকা আর পি এ ঃ ৩৬২৩২৮.০০ লক্ষ টাকা চট্টগ্রাম ওয়াসাঃ [illegible] লক্ষ টাকা	দৈনিক ১৪.৩০ কোটি লিটার পানি উৎপাদন।	১। কনভেন্স এবং ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন স্থাপন ৩৮ কিঃ মিঃ । ২। ডিসট্রিবিউশন পাইপ লাইন স্থাপন ৪৭৫ কিঃ মিঃ। ৩। জলাধার নির্মাণ ২৪৮০০ ঘন মিঃ ১টি ও ২৪০০ ঘন মিটার ১। ৩। পানি শোধনাগার নির্মাণ দৈনিক ১৪৩০০০ ঘন মিঃ	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
৩.	**ভান্ডাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প** মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১০৩৬৩০.৩০ লক্ষ টাকা জিওবিঃ ২৬১৬৪.৩০ লক্ষ টাকা ডি পি এঃ ৭৫৪৬৬.০০ লক্ষ টাকা চট্টগ্রাম ওয়াসা ঃ ২০০০.০০ লক্ষ টাকা অর্থের উৎস ঃ কোরিয়ান এক্সিম ব্যাংক (ইউসিএফ ঋন) মেয়াদকালঃ-অক্টোবর/২০১৫ হতে	চট্রগ্রাম শহরের কর্ণফুলী নদীর বাম তীরে কেপিজেড ও বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে পানি সরবরাহ করা প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দৈনিক ৬ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে।	১। পাইপ লাইন স্থাপন- ১৩০ কিঃ মিঃ । ২। জলাধার নির্মাণ ১০০০০ ঘন মিঃ ১টি ও ৩০০০ ঘন মিটার ধারণ ক্ষমতার সম্পন্ন ১টি ।	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
ক্রমিক	প্রকল্পের নাম/অর্থায়নের উৎস/আর্থিক	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	

নং	সংশেষ/সমাপ্তিকাল			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
৪.	**চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়: নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প** **(১ম পর্যায়)।** মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৮০৮৫৮.৭৭ লক্ষ টাকা জিওবিঃ ৩৭৫৮৫৮.৭৭ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যঃ ০.০০ লক্ষ টাকা চট্টগ্রাম ওয়াসা ঃ ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা মেয়াদকালঃ-জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩।	**চট্টগ্রাম মহানগরীতে পয়: নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন।**	১। **গভীর পয়: লেইন ৫.৮ কি.মি।** ২। গ্রাভিটি পাইপ ১৮৯.৫০ কি.মি। ৩। ফোর্স মেইন ৩.৩১ কি.মি। ৪। পয়: পাম্প স্টেশন ১৫ টি। ৫। পয়: শোধনাগার নির্মান ১ টি। ৬। ফিকেল স্লাজ শোধনাগার (৩০০ ঘন মি./দিন)	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
৫.	**চট্টগ্রাম ওয়াসা প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং রাজস্ব আয় বর্হিভূত পানি কমানোর উদ্যোগ এগিয়ে নেয়ার কারিগরী সহায়তা প্রকল্প** মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৫১৭.৫৩ লক্ষ টাকা জিওবিঃ ৪২.০০ লক্ষ টাকা ডি পি এঃ ৪৪৫১.৩৫ লক্ষ টাকা চট্টগ্রাম ওয়াসা ঃ ২৪.১৮ লক্ষ টাকা মেয়াদকালঃ-জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯।	হিসাব বর্হিভূত পানি হ্রাসকরন , **প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং রাজস্ব আয় বর্হিভূত পানি কমানোর উদ্যোগ এগিয়ে নেয়াই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।**	১। **রাজস্ব আয়** হিসাব বর্হিভূত পানি হ্রাসকরন। ২। চট্টগ্রাম ওয়াসার জিআইএস সিস্টেম আপ-গ্রেডিশন করন। ৩। চট্টগ্রাম ওয়াসার জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান।	১০০%	১০০%	--	--

৯। <u>২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অর্জন/সাফল্য</u> ঃ

(জ) ২০১৮-১৯ সালের অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য বিষয়ঃ

বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে সর্বমোট ১৮৯০.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে " চট্টগ্রাম ওয়াসা পানি উন্নীত করণ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (ঈডঝওঝচ)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ শেষ হয়েছে এবং প্ল্যান্ট থেকে পানি সরবরাহ শুরু করা হয়েছে। তা'ছাড়া কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ও ভান্ডাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্পের কাজও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করা হবে বলে আশা করা যায়।

খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (খুলনা ওয়াসা)

১। **ভূমিকা:** নগরবাসীর চাহিদা অনুযায়ী খুলনা ওয়াসা নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২। **বিবর্তনের ইতিহাস :** খুলনা সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে খুলনা শহরে পানি বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা দ্বারা পরিচালিত হত। ১৯৮৪ সাল থেকে সৃষ্ট পানি সরবরাহ বিভাগ খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছিল। নগরবাসীর চহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২/৩/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬ এর মাধ্যমে খুলনা ওয়াসার সৃষ্টি হয়।

৩। **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :** খুলনা শহরের নগরবাসীর মধ্যে সুপেয় পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে সরকার খুলনা ওয়াসা ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (খুলনা ওয়াসা) প্রতিষ্ঠা করেছে। খুলনা ওয়াসা খুলনা নগরবাসীদের জন্য উৎপাদক নলকূপ, ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার ও পাইপ লাইন এর মাধ্যমে নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ, স্ট্রীট-হাইড্রেন্ট এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং বিশেষ প্রয়োজনে গ্রাহকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ট্যাংকির মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকে।

৪। **সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলসহ খুলনা ওয়াসার সকল প্রশাসনিক কার্যক্রমের বিবরণ :** ২৫/১১/০৮ খ্রিঃ তারিখে ১৫৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংস্থান রেখে রাজস্ব খাতের আওতায় অস্থায়ীভাবে খুলনা ওয়াসার জনবল অনুমোদিত হয়। ১৫৭ জনের মধ্যে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক পানি সরবরাহ বিভাগের ১০৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে খুলনা ওয়াসায় বিভিন্ন পদে আত্মীকরণ এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া ১ জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ১ জন উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রকৌশল) চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগে কর্মরত আছেন। ১ জন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থও প্রশাসন) কে প্রেষনে সরকার কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। খুলনা ওয়াসার সৃষ্টিলগ্ন ২০০৮ সাল থেকে বর্তমান ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক অস্থায়ীভাবে সৃজনকৃত ৭৬টি পদ এবং পূর্বে সৃজনকৃত ১৫৭টি পদ থেকে খুলনা সিটি কর্পোরেশন হতে হস্থান্তরিত ১৩৪ জন মাস্টার রোল কর্মচারীদের মধ্য থেকে ৭০ জন কর্মচারীকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। বর্তমানে খুলনা ওয়াসার সাংগঠনিক জনবলের তথ্য নীচে দেখানো হলো :

গ্রেড নং	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	গ্রেড নং	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা
১ম গ্রেড	-	–	১১তম গ্রেড	-	-
২য় গ্রেড	১টি	১টি	১২ তম গ্রেড	-	-
৩য় গ্রেড	১টি	১টি	১৩ তম গ্রেড	১১ টি	৮টি
৪র্থগ্রেড	২ টি	১	১৪তম গ্রেড	৬ টি	৪টি
৫ম গ্রেড	৩ টি	১	১৫তম গ্রেড	৯ টি	৮টি
৬ষ্ঠ গ্রেড	৫ টি	৩ টি	১৬ তম গ্রেড	৬০ টি	৫৩টি
৭ম গ্রেড	৩ টি	৩ টি	১৭তম গ্রেড	৪ টি	৪টি
৮ম গ্রেড	১টি	১টি	১৮তম গ্রেড	৬০ টি	৫১টি
৯ম গ্রেড	১৩ টি	৮টি	১৯তম গ্রেড	–	–
১০ম গ্রেড	১১ টি	৫টি	২০তম গ্রেড	২১ টি ও আউট সোর্সিং-২২টি	২১টি ও আউট সোর্সিং-১৪টি

বি:দ্রঃ এছাড়া ওয়াসা সৃষ্টির সময় খুলনা সিটি কর্পোরেশন হতে হস্তান্তরিত ১৩৪ জন মাস্টাররোল কর্মচারীর মধ্যে ৭০ জনকে নিয়োগ দেয়ার পর এখন বর্তমানে ৬২ জন কর্মচারী মাস্টার রোল হিসেবে কর্মরত রয়েছে।

৫। **২০১৮ - ১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বিবরণী:**

খাত	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন	বকেয়া/বকেয়া আদায়	বকেয়া আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থা
পানির বিল	৩,৪২,৫৪,০৭৮	৩,৬০,৫৬,৯২৫	৩৭,৩৫,০৪৯ / টাকা পূর্বের বকেয়া আদায়	* ডিমান্ড নোটিশ প্রদান। * ডিমান্ড নোটিশ অনুসারে আদায়ের নিমিত্তে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বকেয়া আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ। * বকেয়া আদায়ের লক্ষে টেলিফোনে গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ। * কম্পিউটারাইজড বিল প্রদান। * বকেয়া পানির বিল পরিশোধের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি, হ্যান্ডবিল এবং মাইকিং করা, টেলিভিশনে স্ক্রল নিউজ প্রদর্শন। * সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান পরিচালনা করা।
পানির সংযোগ ফি	১০,৫৯,৫৫১	১১,১২৫২৯		
গভীর নলকূপ হতে রাজস্ব	৫৪,৫৬৭	৫৬,৭৫০		
গাড়ীতে পানি বিক্রয়	১,৬৪,১০৪	১,৭৩,৯৫০		
বিবিধ (দরপত্র /সিডিউল বিক্রয়, পানির সংযোগ আবেদন ফরম, নাম পরিবর্তন ফি ও বিবিধ)	৭৬,১৯০	৮০,০০০		
মোট=	৩,৫৬,০৮,৪৯০	৩,৭৪,৮০,১৫৪		

৬. চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮-১৯ অর্থ বছর)		অগ্রগতি (২০১৮-১৯ অর্থ বছর)	
				বাস্তব	অর্থিক	বাস্তব	অর্থিক
১	খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয়: ২৫৫৪৯১.৮৬ (অউই = ৫২৩৭৭.৯৬ , ঔওঈঅ = ১০৯০১৭.৪৬ এবং এঙই = ৯৪০৯৬.৪৪) বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৯	খুলনা মহানগরীতে পর্যাপ্ত পরিমান সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করণে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনকরে দৈনিক ১১ কোটি লিটার পরিশোধিত পানি সরবরাহ করা। যাহার মধ্যেমে পানি সরবরাহের কভারেজ প্রায় ৪৬% বৃদ্ধি পাবে।	**রাজস্ব খাত**				
			পরামর্শক জাইকা ও এডিবি অংশ (বৈদেশিক ও স্থানীয় পরামর্শক,সাপোর্টিং স্টাফ এবং পরামর্শকের জন্য সরাসরি খরচ, আবাসন- অফিস ভাড়া,যানবহন ভাড়া, ও স্থানীয় যোগাযোগ এবং রিপোর্ট তৈরি)	১২%	৭৯৩.৯৪	১২%	৭৯৩.৯৪
			অফিসার ও কর্মচারীদের বেতন	থোক	৪০.৬	থোক	৪০.৬
			জ্বালনী ও রক্ষনাবেক্ষণ ও বিবিধ (পিএসসি/ পিআইসি/টেক সদস্যদের সম্মানী)	থোক	৪২.৪৯	থোক	৪২.৪৯
			আইটি ও ভ্যাট স্থানীয় ও বিদেশী পরমর্শকের জন্য	থোক	৪০৮.০১	থোক	৪০৮.০১
			মোট রাজস্ব ব্যয় =		**১২৮৫.০৪**		**১২৮৫.০৪**
			মুলধন খাত				
			১টি ১১০ গখউ ক্ষমতার ডধঃবৎ ওহঃধশব ভধপরষরঃু নির্মাণ ও ৩৩ কিঃ মিঃ জধি ডধঃবৎ ঞৎধহংসরংংরড়হ ঢ়রঢ়ব খরহব	২০%	১০৪১৮.৫৩	২০%	১০৪১৮.৫৩
			১১০ গখউ ঝঁৎভধপব ডধঃবৎ ঞৎবধঃসবহঃ চষধহঃ নির্মাণ ও ১টি ৭৭৫ মিলিয়ন লিটার ধারণক্ষম ওসঢ়ঢ়ঁহফরহম জবংবৎঢ়রৎ নির্মাণ	২০%	১১১৫২.৫৩	২০%	১১১৫২.৫৩
			৩৬ কিঃ মিঃ ঈষবধৎ ডধঃবৎ ঞৎধহংসরংংরড়হ ঢ়রঢ়ব খরহব নির্মাণ	৫%	৪৯২৮.৬৫	৫%	৪৯২৮.৬৫
			১০টি ওভারহেড ট্যাঙ্ক এবং ৭টি উরংঃৎরনঁঃরড়হ জবংবৎঢ়রৎ নির্মাণ	৩%	৮৬৩.০৫	৩%	৮৬৩.০৫
			৬৫০কিঃ মিঃ বিভিন্ন ব্যাসের বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ ও মিটারসহ হাউজ কানেসন	১২%	৮৬১৮.৯	১২%	৮৬১৮.৯
			৬ তলা বিশিষ্ট ওয়াসা প্রধান অফিস ও দুইটি জোনাল অফিস নির্মাণ	২%	৭৫.৫১	২%	৭৫.৫১
			সুপেয় পানির বোতলজাতকরণ প্লান্ট নির্মাণ ১টি	২৫%	৭০৬.৯	২৫%	৭০৬.৯
			সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়				
			অফিস সাপ্লাই ও ফার্নিচার	থোক	১৭.৮১	থোক	১৭.৮১
			মিটার টেস্টিং ল্যাবরোটারী ইকুপমেন্ট	থোক	২১২.৯৯	থোক	২১২.৯৯
			হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার কার্যক্রম গ্রহণ	থোক	২১.১৬	থোক	২১.১৬
			পুণর্বাসন (ভূমি ও সম্পদের ক্ষতিপূরণ)	থোক	৪.১৮	থোক	৪.১৮
			আমদানী শুল্ক (নির্মাণ/প্রকিউরমেন্ট এর জন্য বৈদেশীক অর্থের ৩০%)	থোক	৩০০০	থোক	৩০০০
			প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সুদ	থোক	৪৬৩.৬৯	থোক	৪৬৩.৬৯

			মোট মুলধন ব্যয় =		৪০৭৫৩.৯০		৪০৪৮৩.৯
			মোট ব্যয় (রাজস্ব + মুলধন) =		৪২০৩৮.৯৪		৪১৭৬৮.৯৪

৭। মানব সম্পদ উন্নয়ন :

দেশে প্রশিক্ষণ:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮-১৯ অর্থ বছর)		অগ্রগতি (২০১৮-১৯ অর্থ বছর)	
২	খুলনা শহরে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ। (এপ্রিল ২০১৮- জুন ২০২০)	প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখা এবং স্বাস্থ্য সম্মত জীবনযাত্রার জন্য খুলনা মহানগরীতে সুয়ারেজ ব্যবস্থায় পয়:বর্জ্য, ময়লা পানি অপসারণ, পরিচালন ও নি:স্বরণ ইত্যাদি কার্য ক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে পাম্প স্টেশন ও ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্ম াণে জমি অধিগ্রহণ।	**ক. রাজস্ব খাত**	বাস্তব	অর্থিক	বাস্তব	অর্থিক
			সার্ভেয়ার,স্টেশনারি, টেলিফোন, ফ্যাক্স, পর্চা উঠানো, স্ট্যাম্প,প্রিন্টিং, ফটোকপি, লেবার, যাতায়ত এবং লজেষ্টিক সাপোর্ট	থোক	১.০০	থোক	১.০০
			মোট রাজস্ব ব্যয় =		**১.০০**		**১.০০**
			খ. মুলধন খাত				
			স্যুয়ারেজ পাম্প স্টেশন ও স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর জন্য ভুমি অধিগ্রহণ	থোক	৪৯৯৯.০০	থোক	৪৯৯৯.০০
			মোট মুলধন ব্যয় =		৪৯৯৯.০০		৪৯৯৯.০০
			মোট ব্যয় (রাজস্ব + মুলধন) =		৫০০০.০০		৫০০০.০০

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও স্থান	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম
১	২১/০৭/২০১৮ আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৯, নিউ স্কাটন, ঢাকা।	২ জন	Small Improvement Project (SIP) শীর্ষক প্রশিক্ষণ
২	২২/০৭/২০১৮ হতে ২৪/০৭/২০১৮ হোটেল সিটি ইন বি-১, মজিদ স্মরণী, খুলনা।	২ জন	Wash Sector Bottleneck Analysis শীর্ষক প্রশিক্ষণ
৩	২৯/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৭/২০১৮ হোটেল সিটি ইন বি-১, মজিদ স্মরণী, খুলনা।	১ জন	Sect oral Gender Mainstreaming Based on Gender Equality Diagnostics of Selected Sectors শীর্ষক প্রশিক্ষণ
৪	৩০/০৭/২০১৮ হোটেল সিটি ইন বি-১, মজিদ স্মরণী, খুলনা।	১ জন	Co-design Work Shop on Slum Sanitation in Khulna শীর্ষক ওয়ার্কশপ
৫	১৯/০৯/২০১৮, ২০/০৯/২০১৮, ২২/০৯/২০১৮ আই এম ই ডি পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	২ জন	Project Management Information System (PMIS) Software শীর্ষক প্রশিক্ষণ
৬	১৯/০৯/২০১৮ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা।	১ জন	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর (RTI) উপর অন লাইন সার্টিফিকেট সংক্রান্ড় প্রশিক্ষণ
৭	২৯/১১/২০১৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কম্পিউটার ল্যাব বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	১ জন	অন লাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সফটওয়্যার ভার্সন -২ শীর্ষক প্রশিক্ষণ
৮	২৭/১১/২০১৮ হতে ২৯/১১/২০১৮ কৃষিবিদ ইন্সটিটিউট,খামারবাড়ী সড়ক, ঢাকা।	১জন	উদ্ভাবন মূলক প্রকল্প ডিজাইন শীর্ষক প্রশিক্ষণ
৯	১৪/০১/২০১৯ হতে ২৭/০১/২০১৮ বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা।	১ জন	Public Procurement Rules (PPR) শীর্ষক প্রশিক্ষণ
১০	১২/০১/২০১৯ হতে ১৩/০১/২০১৯ সম্মেলন কক্ষ,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।	২ জন	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (APAMS) বিষয়ক প্রশিক্ষণ
১১	১৯/০১/২০১৯ ইন্সটিটিউট অব পাবলিক ফাইনান্স বাংলাদেশ, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।	২ জন	বাজেট পরিপত্র-১ শীর্ষক প্রশিক্ষণ
১২	২৩/০১/২০১৯ ইন্সটিটিউট অব পাবলিক ফাইনান্স বাংলাদেশ, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।	৪ জন	বাজেট রইঅঝ++ এ ডাটা এন্ট্রি বিষয়ে প্রশিক্ষণ
১২	৩০/০১/২০১৯ মনিটরিং সেল,অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	১ জন	রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাসমূহের বাজেট কোড ভিত্তিক প্রণয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ
১৩	২৭/০২/২০১৯ সম্মেলন কক্ষ,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।	১ জন	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) বিষয়ক প্রশিক্ষণ

১৪	১২/০৩/২০১৯ সম্মেলন কক্ষ,স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।	১ জন	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) বিষয়ক প্রশিক্ষণ
১৫	২১/০৩/২০১৯ সম্মেলন কক্ষ,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।	১ জন	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) বিষয়ক প্রশিক্ষণ
১৬	০৮/৪/২০১৯ হতে ১১/০৪/২০১৯ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	১ জন	3rd Modern Office Management
১৭	২৫/০৫/২০১৯ হতে ২৬/০৫/২০১৯ বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, শাহবাগ, ঢাকা।	১ জন	ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা অনুয়ায়ী মেন্টরিং বিষয়ক কর্মশালা

অভ্যন্তারীন প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও স্থান	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম
১	৩০/০৩/২০১৯ হতে ৩১/০৩/২০১৯ খুলনা ওয়াসা পুরাতন ভবন, খুলনা।	৮ জন	Water Meter Test Bench and Water Meter AMR System (RF) শীর্ষক প্রশিক্ষণ।
২	২০/০৬/২০১৯ হতে ২৬/০৬/২০১৯ প্রশিক্ষণ কক্ষ খুলনা ওয়াসা ভবন, খুলনা।	১৫ জন	NRW management শীর্ষক প্রশিক্ষণ।

বিদেশে প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও স্থান	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম
১	১৬/০৯/২০১৮ হতে ২৮/০৯/২০১৮ কম্বোডিয়া	১জন	Sustainable Urban Water and Sanitation Integrated Process SUWAS Asia-2018 () International Training Program
২	০৬/০৫/২০১৯ হতে ২৪/০৫/২০১৯ সুইডেন	১জন	Sustainable Urban Water and Sanitation Integrated Process SUWAS Asia-2019 ”A”

৮। **অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ**

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক খুলনা ওয়াসার সৃষ্টিকাল হতে ২০০৮-১০, ২০১০-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অডিট আপত্তিতে মোট ৩৮ টি আপত্তি উত্থাপন করা হয়। যার মধ্যে ৩১ টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ এবং ০৭ টি সাধারণ অনুচ্ছেদ রয়েছে। উক্ত ৩৮ টি আপত্তি হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ২২ টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ এবং ০৬ টি সাধারণ অনুচ্ছেদ সহ মোট ২৮ টি অপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯ টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ ও ০১ টি সাধারণ অনুচ্ছেদ সহ মোট ১০ টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ০৬ টি নিষ্পত্তি মূলক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে (যার মাধ্যে ০৫ টি অগ্রিম ও ০১টি সাধারণ অনুচ্ছেদ স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে সুপারিশ করে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে)। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অবশিষ্ট ৪টি অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব দ্রুত প্রেরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৯। ২০১৭ - ১৮ অর্থ বছরের অর্জন/ সাফল্য :

- খুলনা মহানগরীতে ৮ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে, যাহার মাধ্যমে ৮ এমএলডি পানি উৎপাদন ও সরবরাহ করা হচ্ছে।
- ১১০ এম এল ডি ক্ষমতা সম্পন্ন সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মান কাজ সমাপ্ত করে পানি শোধন করে সরবরাহ করা হচ্ছে।
- বর্তমান জুন ২০১৯ পর্যন্ত পানি সরবরাহের পরিমান ১৫৮ এম এল ডি -তে উন্নীত হেয়েছে ।
- খুলনা মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৪২৯০ টি হোল্ডিং এ পানির সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- পানি সরবরাহের পাইপ লাইনে ৮৪ টি লিক মেরামত করে পানির অপচয় (এনআরডব্লিউ) হ্রাস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- পানির অপচয় রোধকল্পে ও পানির ব্যবহার অনুযায়ী বিল নির্ধারণের লক্ষ্যে পূর্বের মাসিক ফ্ল্যাট রেইট (ব্যাস পদ্ধতি) এর পরিবর্তে মিটারিং ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে পানির সংযোগে ফ্লো মিটার স্থাপন করা হচ্ছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৯০% পানির সংযোগে ফ্লো মিটার স্থাপন করা হয়েছে।
- জুন ২০১৯ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের হার বৃদ্ধি পেয়ে ৯৬% উন্নীত হয়েছে।
- খুলনা ওয়াসা ইতোমধ্যেই কম্পিউটারাইজড বিলিং সফটওয়্যার চালু করেছে। যার মাধ্যমে গ্রাহকদের পানির সংযোগের ও বিলের বিস্তারিত তথ্য সহজে জানা যাচ্ছে। প্রতি গ্রাহকের সংযোগ প্রদান থেকে শুরু করে মাসিক বিল সহ রাজস্ব আদায় সম্পর্কে তথ্য জানা যাচ্ছে।
- খুলনা ওয়াসায় দাপ্তরিক কাজ পরিচালনায় ই-নথি চালু করা হয়েছে। দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা ও সময়নুবর্তিতা নিশ্চিত কল্পে গুরুত্বপূর্ণ নথি সমূহ ই-নথিতে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে।
- খুলনা ওয়াসার সার্ব ক্ষণিক কল সেন্টার চালু হয়েছে। এছাড়াও গ্রাহক যেকোনো সময় খুলনা ওয়াসার ওয়েবসাইটে লগইন করে তার সেবা সংক্রান্ত সমস্যা লিপিবদ্ধ করতে পারবে এবং দাখিল কৃত অভিযোগের সর্ব শেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ই-জিপি পোর্ট ালের আওতায় খুলনা ওয়াসার যাবতীয় টেন্ডার কার্য ক্রম ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে করা হচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনলাইনে বার্ষি ক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন, দরপত্র আহবান, উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন, চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ প্রদান ও চুক্তি সম্পাদনসহ যাবতীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- ডিজিটাল যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হতে খুলনা ওয়াসার গ্রাহকগণ যেকোনো সময় ঘরে বসেই তাদের নিজ নিজ মোবাইল ফোন থেকে জি-পে, শিওর ক্যাশ ও ডিবিবিএল অ্যাপ এর মাধ্যমে খুলনা ওয়াসার পানির বিল পরিশোধ করতে পারেন।
- খুলনা ওয়াসার ডায়নামিক ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে (http://www.kwasa.org.bd)। খুলনা ওয়াসার গ্রাহক সেবা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সহ দাপ্তরিক সাধারণ তথ্য ও যাবতীয় ফরম ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। গ্রাহকগণ যেকোনো সময় খুলনা ওয়াসার ওয়েবসাইটে লগইন করে তাদের নিজ নিজ পানির বিলের তথ্য সরাসরি দেখতে পারবেন।
- কম্পিউটারাইজড একাউন্টিং সফটওয়্যার চালু হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে বর্তমানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-বিলিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্ব একাউন্টিং সফটওয়্যার এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে যাবতীয় হিসাব কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। খুলনা ওয়াসায় কর্ম রত সকল কর্ম কর্তাকর্ম চারীদের বেতনসহ অন্যান্য ভাতাদি পে রোল সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হচ্ছে।
- খুলনা ওয়াসার সম্পদ সমূহ সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ, বণ্টন ও অপচয় রোধে ইতোমধ্যেই কম্পিউটারাইজড ইনভেনটরি সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। ফলে ক্রয়কৃত ও ভান্ডারে মজুদকৃত সম্পদের পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদকরণ ও সুষ্ঠু হিসাবরক্ষণ করা হচ্ছে ।

খুলনা ওয়াসায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প:

খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্পঃ বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১১- জুন ২০১৯, ২৫৫,৪৯১.৮৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার হ্রাস করে ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি লক্ষ্যে বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে দৈনিক ১১ কোটি লিটার (১১০ এম ল ডি) ভূ-উপরিস্থ পরিশোধিত পানি সরবরাহ করা হবে এবং পানি সরবরাহের কভারেজ ৪৬% বৃদ্ধি হবে। প্রকল্পটি বার্তমান অর্থ বছররে ৩০ জুন, ২০১৯-এ সমাপ্ত হয়ছে । প্রকল্পের আওতায় চলমান কার্যক্রম:

- খুলনা ওয়াসার ১০ তলা বিশিষ্ট (প্রথম পর্যায়ে ৬ তলা) প্রধান কার্যালয় ভবনের নির্মাণ কাজ জুন ২০১৬-তে সমাপ্ত হয়েছে এবং খুলনা ওয়াসার কার্যক্রম বর্তমানে এই ভবন হতে পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া ২টি জোনাল অফিস নির্মাণ কাজ জুন ২০১৮ এর মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

জুন ২০১৬-তে সমাপ্ত খুলনা ওয়াসা ভবন।

- Distribution Reservoir & Overhead Tanks : মহানগরীতে বিভিন্ন স্থানে ৭ Distribution Reservoir (৫০০০ থেকে ১৩৫০০ ঘ:মি: ক্ষমতা সম্পন্ন) এবং ১০ Overhead Tanks (৪০০ঘ:মি: ক্ষমতা সম্পন্ন ৫টি এবং ৬৫০ ঘ:মি: ক্ষমতা সম্পন্ন ৫টি) এর নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর ২০১৮-তে সম্পন্ন হয়েছে।

চরেরহাট জবংবথাড়রৎ্ ঙাবৎযবধফ ঞধহশ নির্মাণ কাজ।

- Clear Water Transmission Mains including River crossing: ৩০০ মি:মি: হতে ১২০০ মি:মি: ব্যাসের ৪৫ কি:মি: ডাকটাইল আয়রন পাইপ, ১৪ কি:মি: এইচডিপিই পাইপ এবং রুপসা নদীর তলদেশ দিয়ে ৬৮৫ মি: পাইপ বসানোর কাজ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। টেস্টিং ও কমিশনিং কাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে পাইপ লাইনে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

ৎরূপসা নদীর তলদেশ দিয়ে ডাকটাইল আয়রন পাইপ লাইন স্থাপন।

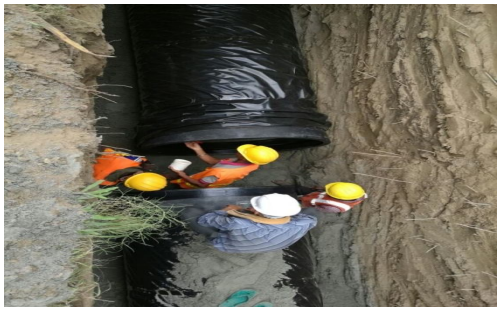

- Distribution Pipe Network: এ কাজের আওতায় ৭৫মি:মি: থেকে ৫০০মি:মি: ব্যাসের ৪২ কি:মি: ডাকটাইল আয়রন পাইপ এবং ৬১০ কি:মি: এইচডিপিই পাইপ বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। এই পর্যন্ত পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। আগামী জুন ২০১৯ এর মধ্যে ৩৫০০০ বাসগৃহে মিটারসহ পানির সংযোগ প্রদানের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।টেস্টিং ও কমিশনিং কাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে পাইপ লাইনে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

মহানগরীরতে ডাকটাইল আয়রন ও এইচডিপিই পাইপ লাইন স্থাপন।

♦ Surface Water Treatment Plant & Impounding Reservoir : খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার তিলক ও পাথরঘাটা নামক স্থানে ১১০ এমএলডি (১১ কোটি লিটার) ক্ষমতা সম্পন্ন পানি শোধনাগার এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৭৭.৭২ কোটি লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন Impounding Reservoir নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। ইতমধ্যে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে হতে পানি শোধন করে পরিশোধিত পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

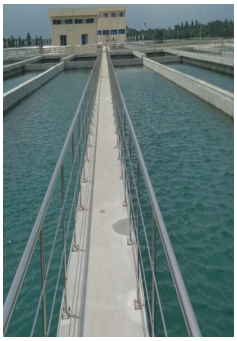

রূপসায় নির্মাণাধীন ১১০ এমএলডি ক্ষমতা সম্পন্ন ঝডএঃচ

♦ Water Intake facility and Raw Water Transmission Pipe line : বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট ব্রীজ সংলগ্ন স্থানে ইনটেক পাম্প হাউজ ও অন্যান্য ফ্যাসিলিটি নির্মাণ করা হয়েছে। মধুমতি নদী হতে অপরিশোধিত পানি ৩৩.৪০ কি:মি: ১৪০০ মি:মি: (৫৬") ব্যাসের ডাকটাইল আয়রন সঞ্চালন পাইপ লাইনের মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে সরবরাহের পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ইনটেক পাম্প হাউজ হতে অপরিশোধিত পানি সঞ্চালন পাইপ লাইনের মাধ্যমে Impounding Reservoir ও Treatment Plant এ সরবরাহ করা হচ্ছে।

ডধঃবৎ ওহঃধশবু াবৎঃরপধষ ঃঁৎনরহব ঢ়ঁসঢ় (পধঢ়ধপরঃু: ১৮০০ পঁনরপ সবঃবৎ / যড়ঁৎ)

রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (রাজশাহী ওয়াসা)

১। ভূমিকা: রাজশাহী মহাননগরবাসীর চাহিদা অনুযায়ী নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার যথাযথ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তদালোকে গৃহীত রাজস্ব ও উন্নয়ন কর্ম কান্ডসমূহের বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজশাহী ওয়াসা মহানগরবাসীর জন্য উন্নত পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবা নিশ্চিত করতে সর্ব াত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

২। **পানি সরবরাহের বিবর্তনের ইতিহাস:** রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা হয় ১৯৩৭ইং সালে। সুপেয় জল শহরবাসীর কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য জন বসতি ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকার রাস্তার পার্শ্বে স্থাপন করা হয়েছিল সিমেন্টের তৈরী বৃহৎ আকারের শতাধিক রিজার্ভ ার, যা 'ঢপকল' নামে সুপরিচিত। সে সময় ভূগর্ভ স্থ ক্ষার পানিকে বিভিন্ন ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করে জীবাণুনামুক্ত মৃদু পানি উৎপাদন করা হতো, এর পর পাইপলাইনের মাধ্যমে নগরবাসীর জন্য সরবরাহ করা হতো। উক্ত 'ঢপকল' গুলোর ধারণ ক্ষমতা ছিলো ২০০০ লিটার। নগরীর হেতমখাঁয় অবস্থিত দৈনিক ৭০০ ঘনমিটার ভূ-গর্ভ স্থ পানি শোধন ক্ষমতা সম্পন্ন রাণী হেমন্তকুমারী ওয়াটার ওয়ার্কস ১৯৬৫ সালে পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে ১৯৬১ইং সালের পর হতে বাংলাদেশ সরকারের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর রাজশাহী মহানগরীতে পানিসরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেয় এবং কিছুটা উন্নয়ন করে। কিন্তু এই ব্যবস্থাপনায় সীমিত আকারে সার্ব ক্ষনিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু ছিল। পরবর্তীতে এই মহানগরীর জন্য ১৯৮০ইং সালের পর ডাচ সাহায্যপুষ্ট একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। সেই প্রকল্পের আওতায় উচ্চ জলাধার নির্ম াণ করতঃ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় উন্নয়নের প্রয়াস নেয়া হয়। উল্লেখ্য ডাচ সাহায্য পুষ্ট প্রকল্পটি সীমিত আকারে থাকার কারণে নগরীর জনগণের পর্য াপ্ত পানির চাহিদা পূরণে যথেষ্ট ছিলনা। এর প্রায় ১০ বছর পর সিটি কর্পো ারেশন নিজের উদ্যোগে কিছু উৎপাদক নলকূপ খনন ও পাইপ লাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন করে। এটিও ছিল নগরীর ক্রমবর্ধ মান জনগণের তাৎক্ষনিক চাহিদা পূরণের জন্য একটি সীমিত ব্যবস্থা মাত্র। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক জিওবি অর্থ ায়নে ১৯৯৪ সালে রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ পয়:নিষ্কাশন, নর্দ মা এবং বর্জ্য ব্যাবস্থাপনার ওপর সম্ভাব্যতা যাচাই এবং মাহাপরিকল্পনা (মাষ্টারপ্ল্যান) প্রণয়ন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৯৬ইং সালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের আওতায় শ্যামপুরস্থ শহীদ এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান পানি শোধনাগার, ৩০টি উৎপাদক নলকুপ এবং ২৩১.৪৮ কিঃমিঃ পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে রাজশাহী সিটি কর্পো ারেশনভুক্ত এলাকার জন্য ১ আগস্ট, ২০১০ তারিখে রাজশাহী ওয়াসা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজশাহী ওয়াসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জিওবি অর্থ ায়নে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়, যার মাধ্যমে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পানি সরবরাহের কাভারেজ ৫৬% হতে ৮৪% উন্নীত করা হয়।

৩। লক্ষ ও উদ্দেশ্য: রাজশাহী শহরের নগরবাসীর মধ্যে সুপেয় পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে সরকার রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (রাজশাহী ওয়াসা) প্রতিষ্ঠা করেছে। রাজশাহী ওয়াসা রাজশাহী নগরবাসীদের জন্য উৎপাদক নলকূপ, ভূ-উপরিস্থিত পানি শোধনাগার ও পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ, স্ট্রীট হাইড্রেন্ট এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং বিশেষ প্রয়োজনে গ্রাহকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াটার ট্যাংকারের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকে।

রাজশাহী শহরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

রাজশাহী শহর বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত এবং বাংলাদেশের আটটি বিভাগীয় সদর দপ্তরের মধ্যে অন্যতম একটি শহর । ইহা বাংলাদেশের ১২টি সিটি কর্পো ারেশনের একটি । অত্র অঞ্চলটি দক্ষিণে পদ্মানদী, উত্তর এবং পশ্চিমে পবা উপজেলা এবং পূর্বে চারঘাট উপজেলা দ্বারা পরিবেষ্টিত। রাজশাহী পৌরসভা ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় । ইহা তদানীন্তন অখন্ড ভারতের প্রথম পৌরসভা গুলোর মধ্যে

একটি । ১৯৮৭ সালে রাজশাহী পৌরসভা ৪৮.৪৭ বর্গ .কি.মি এলাকা নিয়ে সিটি কর্পোরেশনে রুপান্তরিত হয় । বর্তমানে পৌর এলাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩.৪৭ বর্গ কিমি উন্নীত হয়েছে । এখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান তেমন গড়ে না উঠলেও অনেক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে । রাজশাহী অঞ্চলে ব্যাপক রেশম চাষ পরিলক্ষিত হয় এবং বাংলাদেশের একমাত্র রেশম গবেষণাগারটিও রাজশাহী নগরীতে অবস্থিত বিধায় রাজশাহী শহরকে রেশম ও শিক্ষা নগরী বলা হয় । রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান জনসংখ্যা(বস্তি ও ভাসমান জনগোষ্ঠি সহ) প্রায় ৯ লক্ষ । এই শহরটির দৈঘ¨ ১২ কি.মি. এবং প্রস্থ ৮ কি.মি.।

ওয়াসার অন্তর্ভূ ক্ত এলাকা		১০৪.১৫ বর্গ কিলোমিটার
ওয়ার্ডে র সংখ্যা		৩০
মহল্লার সংখ্যা		১৬৬
হোল্ডিং সংখ্যা		৫৮,৩১২ টি
ঐড়ঁংব যড়ষফ সংখ্যা		৯৩,৩০০টি
ঐড়ঁংব যড়ষফ সাইজ		৪.৮২
হোল্ডিং প্রতি গড়ে ঐড়ঁংব যড়ষফ এর সংখ্যা		১.৬
জনসংখ্যা	জনসংখ্যা	৫,৫১,৬৩০ জন (প্রজেক্টেড্) ৪,৪৯,৭৫৬ জন (২০১১ইং)
	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.৪৭ %
আবহাওয়া	তাপমাত্রা	৭°সে. হতে ৪১°সে.
	বার্ষি ক গড় বৃষ্টিপাত	১৪৩৮মি.মি., যা জাতীয় গড় ২৩২০মি.মি. এর চেয়ে কম
পরিবেশ	বর্জ ব্যবস্থাপনা	৩০০ টন/দিন
	স্যানিটেশন কাভারেজ	৯২%
	ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা	মহানগরীর ৭০% এরিয়া

দেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, অর্থ নৈতিক প্রবৃদ্ধি ও যমুনা সেতুর উপকারিতা বিবেচনা করে আশা করা যায় যে রাজশাহী উত্তরাঞ্চলে অর্থ নৈতিক ও জনসংখ্যা প্রতিপাদনে আগামী২০ বছরের মধ্যে রাজশাহী শহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর হিসেবে পরিগণিত হবে। দ্রুত পরিবর্তনশীল নগরায়ন প্রেক্ষাপটে রাজশাহী শহরের গুণগত স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। অপরদিকে উন্নয়নের পথে অন্তরায়/ বাঁধাসমূহ কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নগর সেবা এবং বিদ্যমান সম্পদ এই দুয়ের মধ্যে একটি বড় ব্যবধান তৈরী হচ্ছে ও সমন্বয়সাধন করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এই প্রয়োজনীয় নগর সেবা বহুলাংশে নির্ভ র করে পয়:নিষ্কাশনের গুণগত উন্নতি এবং বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের উপর।

রাজশাহী মহানগরীর পানি সরবরাহের বর্তমান অবস্থা:

সাধারণ তথ্য :

মোট জনসংখ্যা : ৫,৫১,৬৩০ জন

পানির চাহিদা : ১১৩২৯০ ঘনমিটার/দিন (১১৩.২৯ এমএলডি) (দৈনিক ১১.৩৩ কোটি লিটার)

পানির গ্রাহক সংখ্যা : ৪২,৬৮০টি

জনবলের সংখ্যা : ২৯৭ জন

বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় : ২৭৬০.৫৭ লক্ষ টাকা

বৈদ্যুতিক বিল: ১৬২০.০৩ লক্ষ টাকা

জনবল ব্যয়: ৩৬৮.৪৮ লক্ষ টাকা

অন্যান্য ব্যয়: ৭৭২.০৫ লক্ষ টাকা
বাৎসরিক পানির বিল (চাহিদা) : ৭৮২.৪৩ লক্ষ টাকা
বাৎসরিক আয় : ৫০৭.৪২ লক্ষ টাকা

উৎপাদন ও বিতরণ :
মোট পানি উৎপাদন : ৯৫০০০ ঘন মিটার/দিন (৯৫.০০ এমএলডি) (দৈনিক ৯.৫ কোটি লিটার)
ভূগর্ভস্থ পানি উৎপাদন – ৮৯.০০ এমএলডি (৯৪%)
ভূ-উপরিস্থিত পানি উৎপাদন – ৬.০০ এমএলডি (৬%)
পানি সরবরাহ পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক : ৭১২.৫০ কিঃমিঃ
উৎপাদক নলকূপের সংখ্যা : ১০৩ টি
দৈনিক জনপ্রতি পানির উৎপাদন : ২০৫ লিটার
পানি সেবা :
পানি সরবরাহের আওতাভূক্ত জনসংখ্যা : ৪,৬৩,৩৭০ জন
পানি বিক্রয়ের পরিমাণ : ৬১০৪০ ঘনমিটার/দিন (৬১.০৪ এমএলডি) (দৈনিক ৬.১০ কোটি লিটার)

সেবা নির্দে শিকা:
পানির মোট কাভারেজ (জনসংখ্যা ভিত্তিক) : ৮৪%
পানি প্রাপ্যতা (সরবরাহের সময়কাল) : ১২ ঘন্টা/দিন
দৈনিক জন প্রতি পানির ব্যবহার : ১৩৫.৭০ লিটার
পয়ঃনিষ্কাশন কাভারেজ : ০%

কর্ম দক্ষতা নির্দে শিকা
নন-রেভিনিউ ওয়াটার (NRW) : ৩৩.৭৮ %
পরিচালনা অনুপাত (Operating Ratio) : ৩.৫৭
পানির ট্যারিফ আদায়ের হার : ৬৪.৮৫%
জনবল/১০০০ পানি সংযোগ : ৭.০৮

৪। সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলসহ রাজশাহী ওয়াসার সকল প্রশাসনিক কার্য ক্রমের বিবরণ
রাজশাহী সিটি কর্পে ারেশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে পানি সরবরাহ শাখায়১৫৭টি পদ অনুমোদিত ছিল। ০১ আগস্ট ২০১০ খ্রিঃ তারিখে রাজশাহী ওয়াসার সৃষ্টিলগ্নে বিভিন্ন পদে ৬১ জন রাজশাহী ওয়াসায় স্থানান্তরিত হয়ে আসে। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে বিভিন্ন পদে ৪১ জনকে সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়, তন্মধ্যে একজন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী) বিভাগীয় প্রার্থী ছিলেন। এ ছাড়া ১জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ২জন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসনপ্রকৌশল), ১জন নির্ব াহী ম্যাজিস্ট্রেট,১জন সচিব ও ১জন উপসহকারী প্রকৌশলী প্রেষণে সরকার কর্তৃক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ফলে মোট জনবল দাঁড়ায় ৬১-১+৪১+৬= ১০৭ জন। ইতোমধ্যে (মৃত্যুবরণ -৬জন + অবসর গ্রহণ -৯জন + পদত্যগি -৩জন) ১৮টি পদ শূণ্য হয়। ফলে ১৫৭টি পদের মধ্যে বর্তমানে ৮৯ জন কর্ম রত রয়েছে এবং শূণ্য পদের সংখ্যা৬৮টি। রাজশাহী ওয়াসার সৃষ্টিলগ্ন তথা ২০১০ সাল থেকে বর্তমান ২০১৯-২০ অর্থ বছর পর্য ন্ত কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক নতুনভাবে৭টি পদ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বর্তমানে রাজশাহী ওয়াসায় মোট (১৫৭+৯৭) = ২৫৪টি মঞ্জুরিত পদ রয়েছে। রাজশাহী ওয়াসার সাংগঠনিক জনবলের তথ্য নিচে দেখানো হলো:

গ্রেড নং	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	গ্রেড নং	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা
১ম গ্রেড	–	–	১১ তম গ্রেড	–	–

২য় গ্রেড	১	১	১২ তম গ্রেড	–	–
৩য় গ্রেড	–	–	১৩ তম গ্রেড	১৪	৪
৪র্থ গ্রেড	১	১	১৪ তম গ্রেড	৮	৪
৫ম গ্রেড	৪	২	১৫ তম গ্রেড	২	২
৬ষ্ঠ গ্রেড	৬	১	১৬ তম গ্রেড	৮০	৩৫
৭ম গ্রেড	–	–	১৭ তম গ্রেড	২	১
৮ম গ্রেড	–	–	১৮ তম গ্রেড	৪০	৫
৯ম গ্রেড	৯	৪	১৯ তম গ্রেড	–	–
১০ম গ্রেড	১৯	৭	২০ তম গ্রেড	২২	২০
				আউট সোর্সিং ৪৬	

বি:দ্রঃ এছাড়া ওয়াসা সৃষ্টির সময় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন হতে হস্তান্তরিত ১৮০জনসহ মোট ২০৯ জন মাস্টাররোল কর্মচারী হিসেবে কর্মরত রয়েছে।

৫। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বিবরণী :

খাত	অর্জন	বকেয়া	বকেয়া আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থা
পানির বিল ও গভীর নলকূপ হতে রাজস্ব	৫.৩ কোটি টাকা	২.৬৫ কোটি টাকা	❖ বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে টেলিফোনে গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ। ❖ কম্পিউটারাইজড বিল প্রদান। ❖ বকেয়া পানির বিল পরিশোধের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি, হ্যান্ডবিল এবং মাইকিং করা ইত্যাদি। ❖ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান পরিচালনা করা।
পানির সংযোগ ফি	৩৮.৩৫ লক্ষ টাকা	-	
দরপত্র/সিডিউল বিক্রয়	৩০০০/=	-	
বিবিধ (পানি সংযোগ আবেদন ফরম, নাম পরিবর্তন ফি ও বিবিধ)	২.৮৫ লক্ষ টাকা	-	

৬। রাজশাহী ওয়াসার চলমান প্রকল্পসমূহঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/অর্থায়নের উৎস / আর্থিক সংশ্লেষ /সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি
১	**"রাজশাহী ওয়াসার ভূ-উপরিস্থিত পানি শোধনাগার"** **মোট প্রকল্প ব্যয় :** ৪০৬২২২.৭৭ লক্ষ টাকা **জিওবি : ১৭৪৮৬৩.৩৯ লক্ষ টাকা** **প্রকল্প সাহায্য :** ২৩১৩৫৯.৩৮লক্ষ টাকা **বাস্তবায়ন কাল :০১** জুলাই ২০১৮ - ৩০ জুন ২০২২	✓ To ensure customer satisfaction according to water demand up to 2030 through increasing population coverage by water supply from 71 % to 100%, average daily consumption from 65 lpcd to 140 lpcd & improving water quality by producing 200 MLD potable water. ✓ To make the water supply system sustainable through improvement of water resource	প্রকল্পটি বর্তমানে চায়না এক্সিম ব্যংকের সাথে ঋণচুক্তি সম্পাদনের অপেক্ষাধীন আছে।

		management by 100% water supply from surface water sources.	

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষ/সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংগের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮-১৯অর্থ বছর)		অগ্রগতি (২০১৮-১৯অর্থ বছর)	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২	**"রাজশাহী ওয়াসার ভূ-উপরিস্থিত পানি শোধনাগারের জন্য জমি অধিগ্রহণ"** মোট প্রকল্প ব্যয় : ৭৮৬৯.১৮ লক্ষ টাকা জিওবি : ৭৮৬৯.১৮ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য : ০.০ টাকা বাস্তবায়ন কাল : (জুলাই ২০১৮- জুন ২০১৯)	রাজশাহী ওয়াসার ভূপরিস্থ পানি শোধনাগার নির্মাণের জন্য ৫৩.৩১ একর জমি অধিগ্রহণ করা।	মটর সাইকেল	২টি	৫.৭	১০০%	৫.৭
			জমি অধিগ্রহণ	৪৫.৫৭ একর	৭৮৪২.৩০	১০০%	৭৮৪২.৩০
			অন্যান্য (ক্ষতিপূরণের অর্থ)	থোক	২৬১.৩৪	–	–
			জমির সীমানা নির্ধারণ পিলার নির্মাণ	থোক	১৫	–	–

“হুনান কন্সট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কর্পোরেশন (HCEG), চায়না” এর আমন্ত্রণে ভূপরিস্থ পানি শোধনাগার নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত “রাজশাহী ওয়াসা নেগোশিয়েশন টিম” এর সদস্যগণকর্তৃক HCEG নির্মিত চায়নাস্থ ভূপরিস্থ পানি শোধনাগার পরিদর্শণ।

“রাজশাহী ওয়াসা ভূপরিস্থ পানি শোধনাগার” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষে গভর্নর,হুনান প্রদেশ, চায়নার সাথে তাঁর কার্যালয়ে “রাজশাহী ওয়াসা নেগোশিয়েশন টিম” এর সৌজন্য সাক্ষাৎ।

“রাজশাহী ওয়াসা ভূপরিস্থ পানি শোধনাগার” শীর্ষ ক প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে“হুনান কন্সট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কর্পো রেশন(HCEG), চায়না” এর সাথে তাদের কার্য ালয়ে অনুষ্ঠিত “রাজশাহী ওয়াসা নেগোশিয়েশন টিম” এর সভা।

৭। রাজশাহী ওয়াসার প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
১	রাজশাহী ওয়াসা ভবন নির্ম াণ	৬৫৯৯.৩২	জুলাই,২০২০ হতে জুন, ২০২৩ পর্য ন্ত	নগরবাসীর আকাক্ষা অনুযায়ী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে রাজশাহী ওয়াসার কর্ম কর্তা-কর্ম চারীদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা।
২	রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্ব াসন	৯৯১৬.৮১	জুলাই,২০১৯ হতে জুন, ২০২২ পর্য ন্ত	২০২৩ সাল নাগাদ ভূ-উপরিস্থিত পানি শোধনাগার নির্ম াণের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরীতে আধুনিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পূর্ব পর্য ন্ত অর্থ াৎ অন্তবর্তীনকালীন সময়ে ক্রমবর্ধ মান পানির চাহিদা পূরণের নিমিত্তে পানির বিদ্যমান অবকাঠামোসমূহ পুনর্ব াসন/পূনঃসংস্কার করা।

বেজমেন্টসহ ১১ তলাবিশিষ্ট প্রস্তাবিত রাজশাহী ওয়াসা ভবনের নক্সাঃ

রাজশাহী ওয়াসার সম্মেলন কক্ষে ০১দিন ব্যাপী প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঃ

রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা) গতকাল মঙ্গলবার নতুন করে পানি সরবারাহের জন্য পাইপ লাইন স্থাপন কাজের উদ্বোধন করেন। বেলা ১১টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গোরস্থান সংলগ্ন রেলগেট থেকে খড়খড়ি বাইপাস পর্যন্ত এই কাজের উদ্বোধন করেন ওয়াসা'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুলতান আব্দুল হামিদ।

ছবিঃ আজাহার উদ্দিন-০৯-০৭-১৯

৮। ঋৎবংয ডধঃবৎ চৎড়লবপঃ

অ গড়ট যধং নববহ ংরমহবফ নবঃবিবহ জধলংযধযর ডঅঝঅ ধহফ কৎরংঃরধহংধহফ ঈড়সসঁহব, কৎরংঃরধহংধহফ ঈরঃু, ঘড়ৎধিু ঃড় রসঢ়ষবসবহঃ মৎধহঃ নধংবফ ংসধষষ ধিঃবৎ ঢ়ৎড়লবপঃং সধরহষু ভড়পঁংবফ ভড়ৎ ধৎবধং ড়ভ জধলংযধযর ঈরঃু ঈড়ৎঢ়ড়ৎধঃরড়হ রহযধনরঃরহম ষড়ি রিহপড়সব ঢ়বড়ঢ়ষবং.

চৎড়লবপঃ উরৎবপঃড়ৎ : গফ. গধযনঁনঁৎ জধযসধহ, অংংরংঃধহঃ উহমরহববৎ, জধলংযধযর ডঅঝঅ,
চযড়হব: +৮৮-০৭২১-৭৬০০৬৮, গড়নরষব: +৮৮০১৭২২৬৭৯২৩৫
ঊসধরষ: mahabub07ce@gmail.com

গধরহ ঙনলবপঃরাবং ড়ভ ঃযব চৎড়লবপঃ

র) ঞড় ঊহংঁৎব ফৎরহশরহম ধিঃবৎ ভড়ৎ ংষঁস ফবিষষবৎং ঃযৎড়ঁময বীঃবহংরড়হ ড়ভ বীরংঃরহম ধিঃবৎ নু ঢ়রঢ়ব ষরহব হবঃড়িৎশ ড়ভ জধলংযধযর ডঅঝঅ.

রর) ঞড় সধশব ঃযব ধিঃবৎ ংঁঢ়ঢ়ষু ঃুংঃবস ংঁংঃধরহধনষব ভড়ৎ ঃযব ংষঁস ফবিষষবৎং ঃযৎড়ঁময রসঢ়ৎড়াবসবহঃ ড়ভ ধিঃবৎ ৎবংড়ঁৎপব সধহধমবসবহঃ ধহফ রহংঃধষষরহম ধিঃবৎ ঢ়ড়রহঃং র.ব. ঃড় সধশব ধিঃবৎ ধাধরষধনষব ভড়ৎ ২৪ যড়ঁৎং ভড়ৎ ংষঁস ফবিষষবৎং ঃযৎড়ঁময ঃযব ধিঃবৎ ঢ়ড়রহঃং.

ঈড়সঢ়ষবঃবফ চৎড়লবপঃং:

ঘধসব ড়ভ ঃযব চৎড়লবপঃ	ঞড়ঃধষ ঈড়ংঃ (খধপ. ঞশ.)		ডড়ৎশ উবংপৎরঢ়ঃরড়হ	উধঃব ড়ভ ঈড়সসবহপবসবহঃ	উধঃব ড়ভ ঈড়সঢ়ষবঃরড়হ
	এড়ই	চঅ (এৎধহঃ)			
ঋৎবংয ডধঃবৎ চৎড়লবপঃ (চযধংব ও)	-	৯.৫	৪৫০স (ফরধ. ১৫০সস) ঢ়রঢ়বষরহব ধহফ ০৩ ধিঃবৎ ঢ়ড়রহঃং ধঃ ইধফঁৎঃধষধ, ঞধষধরসধৎু ংষঁস ধৎবধ (ডধৎফ হড়. ২৮) ড়ভ জধলংযধযর ঈরঃু ঈড়ৎঢ়ড়ৎধঃরড়হ	০৫.১০.১৭	৩০.১১.১৭
ঋৎবংয ডধঃবৎ চৎড়লবপঃ (চযধংব ওও)	-	২০.৬	৭৩০স (ফরধ ১৫০সস) ঢ়রঢ়বষরহব, ০৭ ধিঃবৎ ঢ়ড়রহঃং রিঃয পষবধহরহম ধহফ ১১৮০স ৎড়ধফ ৎবংঃড়ৎধঃরড়হ ধঃ ঝধঃনধৎৱধ ংষঁস ধৎবধ (ডধৎফ হড়. ২৯) ড়ভ জধলংযধযর ঈরঃু ঈড়ৎঢ়ড়ৎধঃরড়হ	১৮.২.১৮	১৮.২.১৯

ঙহমড়রহম ঋৎবংয ডধঃবৎ চৎড়লবপঃ:

চৎড়লবপঃ উবংপৎরঢ়ঃরড়হ	ডড়ৎশ উবংপৎরঢ়ঃরড়হ

ঋৎবংয ডধঃবৎ চৎড়লবপঃ (চযধংব ওও) ঞড়ঃধষ ঈড়ংঃ: ১৮.১৩ খধপ ঃধশধ এড়ই: ০.০ ঞধশধ চঅ (এৎধহঃ): ১৮.১৩ খধপ ঞধশধ ওসঢ়ষবসবহঃধঃরড়হ চবৎরড়ফ: ঝবঢ়ঃ. ২০১৯ ঃড় ওঁহব ২০২০	খধুরহম ড়ভ ৮৫০স (১৫০ সস ফরধ.) ডধঃবৎ ঝাঁঢ়ঢ়ষু চরঢ়বষরহব ধহফ রহংঃধষষধঃরড়হ ড়ভ ০১ ডধঃবৎ চড়রহঃ ভড়ৎ ংষঁস ধৎবধং ড়ভ ঈযধৎ ঝযধসঢ়ঁৎ, জঈঈ.

স্লাম এরিয়ায় বাস্তবায়িত "ফ্রেস ওয়াটার প্রজেক্ট" এর কাজ সরেজমিনে ঘুরে দেখছেন ঢাকাস্থ নরওয়ে দূতাবাসের মাননীয় হাইকমিশনার

৯। মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

৯.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্য ন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্ম সূচির মোট সংখ্যা	রাজশাহী ওয়াসা থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৮	১৫

৯.২ রাজশাহী ওয়াসা কর্তৃক বর্তমান অর্থ-বছরে (২০১৮ – ২০১৯) আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের বর্ণ না

প্রশিক্ষণ কর্ম সূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোগী সংস্থা /এজেন্সীর নাম	রাজশাহী ওয়াসা থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২	৩	৪
১। কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	৭ দিন	রাজশাহী ওয়াসা	১৭ জন
২। প্রবিধানমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	২ দিন	রাজশাহী ওয়াসা	১০ জন
৩। পি. পি. আর বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	৫ দিন	রাজশাহী ওয়াসা	১১ জন

৪। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	২ দিন	রাজশাহী ওয়াসা	১৬ জন
৫। প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	১ দিন	রাজশাহী ওয়াসা	৮ জন
৬। চতুর্থ শ্রেণীর **কর্মচারীদের শিষ্টাচার প্রতিপালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।**	৫ দিন	রাজশাহী ওয়াসা	১৬ জন
৭। জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ক **প্রশিক্ষণ।**	১ দিন	রাজশাহী ওয়াসা	২০ জন

রাজশাহী ওয়াসাকর্তৃক আয়েজিত ০৫দিন ব্যাপী পি.পি.আর বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঃ

রাজশাহী ওয়াসাকর্তৃক আয়েজিত দিনব্যাপী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঃ

৯.৩ বর্তমান অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্য ন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্ম কর্তার সংখ্যা: ৮ জন।

লুসাকা, জাম্বিয়ায় অনুষ্ঠিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উপর অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে Frank Barroso, President & Co-Founder, Waterpreneurs Association Switzerland & Nicolas Lorne, President & Co-Founder, Waterpreneurs Global Secretariat, Switzerland এর সাথে অংশগ্রহণকৃত রাজশাহী ওয়াসার কর্ম কর্তাবৃন্দ।

জুন ২৭-২৯, ২০১৯ গুইলিন, চায়নাতে অনুষ্ঠিত ঁওহঃবৎহধঃরড়হধষ ঈড়হভবৎবহপব ড়হ ডধঃবৎ ঝবপঁৎরঃু ধহফ গধহধমবসবহঃ ডঝগ ২০১৯চ এ কবুহড়ঃব ঝড়বধশবৎ চৎড়ভ. এড়ৎফড়হ ঐঁধহম, টহরাবৎংরঃু ড়ভ জবমরহধ, পধহধফধ্ চৎড়ভ. এঁধহমবির ঐঁধহম, ঝড়ঢ়যরধ টহরাবৎংরঃু, ঔধঢ়ধহ (বাম দিক থেকে যথাক্রমে ৫ম ও ৬ষ্ঠ)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণকৃত ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ রাজশাহী ওয়াসার অন্যান্য কর্ম কর্তাবৃন্দ।

১০। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্য াবলি:

ক্র: নং	০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ র্প যন্ত
১.	অফিসে ৩৫ mbps স্পীড ইন্টারনেট স্থাপন করা হয়েছে।
২.	রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে ভূপরিস্থ পানি শোধনাগার নির্ম াণের জন্য ভূমি অধিগ্রহন = ৪৫.৫৭ একর।
৩.	পানির কাভারেজ ৭১% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৪% উন্নীত হয়েছে।
৪.	১০ টি পাম্পমটর অটোমেশন করা হয়েছে।
৫.	৪" পানি সরবরাহের পাইপ লাইন স্থাপন ০.৩৫ কি.মি.।
৬.	প্রডাকশন টিউবয়েল স্থাপন ০৬ টি।
৭.	পানি সংযোগের গ্রাহক সংখ্যা ১০৫৩ টি বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮.	মোবাইল ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে।
৯.	পানির বিল ব্যবস্থা Automation করা হয়েছে।

১১। অডিট সংক্রান্ত তথ্য :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি			
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা		মোট আপত্তি	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
							অগ্রিম অনুঃ	সাধারণ অনুঃ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১	১২
০১.	রাজশাহী ওয়াসা	১১ টি	৩.০৩	০৯ টি	১	০.৩৩	৮টি	২টি	১০টি	২.৭০
সর্ব মোট		১১ টি	৩.০৩	০৯ টি	১	০.৩৩	৮টি	২টি	১০টি	২.৭০

বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী আয়েজিত উন্নয়ন মেলায় রাজশাহী ওয়াসার স্টলে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে ওয়াসার অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা ২০১৯ তে রাজশাহী ওয়াসার স্টল পরিদর্শণ করছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব এ কে এম আফতাব হোসেন প্রামানিক।

অধ্যায়- ৪

১. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

আয়তন : ১৯৬.২২৮ বর্গ কিলোমিটার
ওয়ার্ড সংখ্যা: ৫৪ টি
অঞ্চল সংখ্যা : ১০ টি।
জনসংখ্যা : ৫৫,২৪,৬২১ জন

- সপ্তম-পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা এবংঝউএ-এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান চলমান বা বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ
  - সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাথে মিল রেখে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক Preparation of Local Area Plan and Feasibility Study for Short-term Measures for Newly Included 18 Wards (Eighteen) of Dhaka North City Corporation শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন সম্প্রসারিত এলাকায় একটি সমন্বিত ও টেকসই ভুমি ব্যবহার পরিকল্পনাসহ নাগরিক সুবিধা সম্প্রাসরেণ জন্য স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘ মেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
  - এসডিজি টার্গেট ১১.৭ অনুযায়ী ''ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উন্মুক্ত স্থানের আধুনিকায়ন ও সবুজায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে'' ডিএনসিসি'র ''পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সার্কেল'' কর্তৃক। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন পার্কসমূহ সঠিকভাবে পরিকল্পনা ও নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সবুজায়ন করা হচ্ছে। এ সকল পার্কসমূহ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে পরিবেশ ও পতিবেশ উন্নয়নে গুরত্বপূর্ন ভুমিকা রাখবে।
  - এসডিজি টার্গেট ১২.৪ অনুযায়ী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ''Improvement of Equipment for Solid Waste Management'' প্রকল্পের আওতায় Up-gradation of Sanitary Landfill with resources recovery facilities কার্যক্রমের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন করা হচ্ছে।
- নাগরিক সেবা প্রদানে/ সহজীকরণে গৃহীত/ চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:
  ১. হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের লক্ষে নির্মিত বাড়ীভবন/ ফ্ল্যাটের বার্ষিক মূল্যায়ন নির্ধারণ
  ২. হোল্ডিং নম্বর প্রদান
  ৩. হোল্ডিংয়ের নামজারী হোল্ডিং কর পৃথকীকরণ
  ৪. হোল্ডিং কর পৃথকীকরণ
  ৫. হোল্ডিং ভাঙ্গার রেয়াত
  ৬. বাড়ী খালি থাকার রেয়াত
  ৭. হোল্ডিং কর পরিশোধ এবং বকেয়া কর আদায় পদ্ধতি
  ৮. ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু
  ৯. ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন
  ১০. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন মার্কেটে দোকান বরাদ্দ প্রক্রিয়া, সালামী ও ভাড়া পরিশোধ, দখল স্বত্ব হস্তান্তর এবং চুক্তি সম্পাদন
  ১১. রিক্সা/ভ্যানগাড়ী ও ঠেলাগাড়ীর লাইসেন্স এবং চালক লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন।

সেবা প্রদান পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, প্রাপ্তি স্থান, সেবা মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি, সেবা প্রদানের সময়, দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্ম কর্তা ইত্যাদি বিস্তারিত সিটিজেন চার্টারে উল্লেখ করা আছে।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যমান ৫টি অঞ্চল ও নবসৃষ্ট ৫টি অঞ্চল সহ মোট ১০টি অঞ্চলের অঞ্চল ভিত্তিক ওয়ার্ড সমূহ নিম্নরূপ

ক্রমিক	অঞ্চল	অঞ্চলভুক্ত ওয়ার্ড সমূহ
০১	অঞ্চল-১	১, ১৭
০২	অঞ্চল-২	২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১৫
০৩	অঞ্চল-৩	১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ৩৫, ৩৬
০৪	অঞ্চল-৪	৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬
০৫	অঞ্চল-৫	২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪
০৬	অঞ্চল-৬	৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪
০৭	অঞ্চল-৭	৪৭, ৪৮, ৪৯,৫০
০৮	অঞ্চল-৮	৪৪, ৪৫, ৪৬
০৯	অঞ্চল-৯	৩৯, ৪০, ৪৩
১০	অঞ্চল-১০	৩৭, ৩৮, ৪১, ৪২

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অঞ্চল১ থেকে ৫ অঞ্চল পর্যন্ত মোট হোল্ডিং সংখ্যা২,২৪,৬৭০ টি। হোল্ডিং নম্বর প্রদান একটি চলমান প্রক্রিয়া। নবসৃষ্ট অঞ্চল ৬ থেকে ১০ পর্যন্ত হোল্ডিং ট্যাক্স গ্রহণের উদ্যোগ নেয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অঞ্চল১ থেকে ৫ অঞ্চল পর্যন্ত(বাজার শাখা সহ) মোট ট্রেড লাইসেন্স সংখ্যা ২,৬৩,২৯৫ টি। ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। নবসৃষ্ট অঞ্চল ৬ থেকে ১০ এ ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের উদ্যোগ বর্তমান অর্থ বছরে নেয়া হয়েছে।

মিশন ও ভিশন:

ভিশন: ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে টেকসই এবং প্রযুক্তি সম্বলিত নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর জনকল্যাণমূলক কর ব্যবস্থা প্রণয়ন।

মিশন: নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে টেকসই উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন কর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানব সম্পদ সহায়ক পদ্ধতি দ্বারা একটি যোগ্য ও জাবাবদিহিতা মূলক সার্ব জনীন কর ব্যবস্থা প্রবর্তন "সিটিজেন পোর্টাল" ই-রেভিনিউ সিস্টেম এর মাধ্যমে কর আদায় ও ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করা। ই-রেভিনিউ সিস্টেম এর মাধ্যমে আধুনিক কর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

প্রধান সেবাসমূহ/ কার্য ক্রম ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক৯ টি খাত থেকে রাজস্ব আহরণ করে থাকে। এর মধ্যে হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ,আদায় এবং ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন কার্য ক্রম অন্যতম।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে মোট সিটি ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা-৩৬টি। সিটি ডিজিটাল সেন্টারের প্রদত্ত সুবিধাদি :

ক্রমিক	সিটি ডিজিটাল সেন্টারের সেবার বিবরণ
০১।	অনলাইনের মাধ্যমে জন্ম নিবন্ধন।
০২।	অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন
০৩।	অনলাইনে পাসপোর্টের ফি জমাদান
০৪।	হজ্ব যাত্রীদের প্রাক নিবন্ধন।
০৫।	অনলাইনে ভিসা আবেদন ও চেকিং
০৬।	কম্পিউটার কম্পোজ।
০৭।	প্রিন্ট স্ক্যানিং, ফটোকপি ও ল্যামিনেশন ।
০৮।	মোবাইল ব্যাংকিং।
০৯।	ই-মেইল, ইন্টারনেট ব্রাউজিং।
১০।	ডেটা এন্ট্রি (সরকারি ও বেসরকারি)।
১১।	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ।
১২।	নাগরিক সনদের আবেদন।
১৩।	চারিত্রিক সনদের আবেদন।
১৪।	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ভাড়া।
১৫।	অনলাইনে চাকুরির আবেদন।
১৬।	অনলাইনে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আবেদন

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- "একপে" ওয়েব ভিত্তিক সফটওয়ারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসসহ যাবতীয় ইউটিলিটি বিল পরিশোধের ব্যবস্থা।
- জরুরী তথ্য সেবা কার্য ক্রম"৩৩৩" এর সাথে সিটি ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্তকরণ।
- ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ কর্তৃক প্রদেয় সকল সনদপত্রসমূহ অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্যে"অনলাইন কাউন্সিলর সার্টি ফিকেট সিস্টেম প্রণয়ন।

- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পো রেশনেরঅধীনে ৪টি শিশুপার্ক, ৮টি খেলার মাঠ, ১৪টি কমিউনিটি সেন্টার, ০১টি ব্যায়ামাগার, ০৩টি ঈদগাহ মাঠ ও ৮টি কবরস্থান আছে।

- সিটি কর্পো রেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি সাফল্য:

২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরের আমিন বাজার ল্যান্ডফিলে পরিবেশ সম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্য ক্রমের অংশ হিসাবে ৪০ ঘনমিটার/ঘন্ট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি লীচেট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে লীচেট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট করে পরিবেশ সম্মত উপায়ে সারফেসে ডিসচার্জ করা হচ্ছে। এছাড়া আমিন বাজার ল্যান্ডফিলে বর্জ্য পরিমাপের জন্য একটি আধুনিক ওয়েব্রীজ স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ল্যান্ডফিলের সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়ন ও ড়ফড়ৎ ঢ়ড়ষষঁঃরড়হ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সয়েল কভার দেয়ার কার্য ক্রমচলমান রয়েছে।

লীচেট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

ওয়েব্রীজ

সয়েল কভার

- নির্দি ষ্ট স্থানে পশু কোরবানী সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য

ডিএনসিসি'র ৫টি অঞ্চলে পশু জবাইয়ের স্থান ৫৪৯ টি, ইমামগণের সংখ্যা ৫৯২ জন এবং কসাইয়ের সংখ্যা ৫৬৬ জন।

পবিত্র ঈদুল আযহা ২০১৯ উপলক্ষে ডিএনসিসির আওতাধীন এলাকায় পশু জবাই এর প্রতিবেদন:

মোট স্থানের সংখ্যা	অঞ্চল	এলাকার নাম	স্পটে জবাইকৃত পশুর সংখ্যা	মোট জবাইকৃত পশুর সংখ্যা
২৭৩	১	উত্তরা	২৭০	২১২০০
	২	মিরপুর	৩৭৮৭	৩৮৫৩৯
	৩	মহাখালী, গুলশান, বনানী ও বারিধারা	৯২০	৫৭৪৬৭
	৪	মিরপুর	৪২৩	৪৩০৯৪
	৫	কারওয়ান বাজার, ফার্ম গেট, মোহাম্মদপুর, শ্যামলী	১৭৩২২	৯৪৫১৩
	৬	হরিরামপুর	৪৫০	১৫২০০
	৭	দক্ষিনখান	৩৭৫	৫৫৫৬
	৮	উত্তরখান	৩০০	৪৫০০
	৯	ভাটারা, ডুমনি	৩০০	৯০০০
	১০	বাড্ডা, সাতারকুল, বেরাইদ	৯৩৮	৪০২২
		মোট	২৫০৮৫	২৯৩০৯১
সর্ব মোট জবাইকৃত পশুর সংখ্যা-২৯৩০৯১ টি				

- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বার্ষি কউন্নয়ন কর্ম সূচিতে চলমান প্রতিটি প্রকল্পের তথ্য ও ছবি

প্রকল্পের নাম : আরবান রিজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (ডিএনসিসি)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
(ক) Component A2: Design, Build and Outfit Local-Level City corporation and FSCD DRM Facilities in Dhaka and Sylhet.
(খ) Component A3: Supply, Installation and Integration of Specialized ICT Equipment for DRM and Emergency Response Within the National Level NDRCC and NDMRTI and the Local Level FSCD and City Corporation Facilities in Dhaka and Sylhet.
(গ) Component A3: Supply Specialized Search and Rescue Equipment.

প্রকল্প ব্যয় : মোট = ৭৪,৬০৫.০০
জিওবি = ১,৪৫৫.০০
প্রকল্প সাহায্য = ৭৩,১৫০.০০

বাস্তবায়ন কাল : জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০

২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্য ন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি : আর্থি ক অগ্রগতি
মোট= ৩৯৬২৬.২৯
জিওবি= ১৭৩.১৯
প্র:সা:= ৩৯৪৫৩.১০
বাস্তব অগ্রগতি ৫৩%

প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের ছবি :

প্রকল্পের নামঃ আরবান রিজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (ডিএনসিসি):

প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্নক্ষতিগ্রস্ত সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নসহ নর্দমা ও ফুটপাত নির্মাণ প্রকল্প।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	▯ উন্নততর সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান করা ; ▯ নর্দমা উন্নয়নের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন করা; ▯ পথচারীদের জন্য সহজতর ও সুবিধাজনক ভাবে হাটা-চলার সুবিধা প্রদান করা; ▯ প্রকল্প এলাকার আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা ।
প্রকল্প ব্যয়	:	মোট= ১০২৫৮৬.৫৪ জিওবি= ৭১৮১০.৫৮ ডিএনসিসি= ৩০৭৭৫.৯৬
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯
২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	আর্থিক অগ্রগতি মোট= ৭৯৮৯১.০০

জিওবি= ৬৯১৯১.০০
ডিএনসিসি= ১০৭০০.০০
বাস্তব অগ্রগতি ৭৮%

৬ প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের ছবিঃ :

প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সড়ক উন্নয়ন কাজের জন্য এসফল্ট প্ল্যান্ট যান-যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং স্থাপন প্রকল্প।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	(ক) এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট ও যান-যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে ডিএনসিসি'র আওতাভুক্ত সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ (খ) নির্বিঘ্নে যানবাহন চলাচলের পথ সুগমের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় যানজট হ্রাস করা। (গ) প্রকল্প এলাকায় নতুন ফুটপাত নির্মাণ ও বিদ্যামান ফুটপাত উন্নয়নের মাধ্যমে পথচারীদের চলাচলের পথ সুগম করা। (ঘ) প্রকল্প এলাকায় অর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। (ঙ) নগরবাসীর নিকট ডিএনসিসি তথা সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা।
প্রকল্প ব্যয়	:	মোট= ৪৯৬১.৯০ জিওবি= ৪৪৭৮.২০ ডিএনসিসি= ৪৮৩.৭০
বাস্তবায়নকাল	:	নভেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০
২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	আর্থিক অগ্রগতি মোট= ১৪৩৫.০০ জিওবি= ১৪৩৩.০০

ডিএনসিসি= ২.০০
বাস্তব অগ্রগতি ২৮%

প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড় থেকে উত্তরার হাউস বিল্ডিং পর্য ন্ত১১ (এগার) টি ইউটার্ন নির্মণ প্রকল্প।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	(ক) প্রকল্প এলাকায় ১১টি ইউটার্ন নির্মাণের মাধ্যমে ইন্টারসেকশনকে সিগন্যাল মুক্তকরণ ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চতকরণ। (খ) সংশ্লিষ্ট এলাকায় যানজট ২৫% হ্রাস করণের মাধ্যমে পথচারীদের চলাচলের সুবিধা বৃদ্ধি করন। (গ) সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
প্রকল্প ব্যয়	:	মোট= ২৪৮৩.০০ জিওবি= ১৯৮৬.৪০ ডিএনসিসি= ৪৯৬.৬০
বাস্তবায়নকাল	:	জুন,২০১৮ হতে জুন, ২০২১ (প্রস্তাবিত)
২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্য ন্তবাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ	:	আর্থি ক অগ্রগতি মোট= ৪৯৬.৬০ জিওবি - ডিএনসিসি= ৪৯৬.৬০ বাস্তব অগ্রগতি ২০%
প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের ছবিঃ	:	

প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এলইডি (LED) সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	(ক) ৪২৪৫০টি পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী, টেকসই এবং আধুনিক এলইডি সড়ক বাতি স্থাপনের মাধ্যমে ঢাকা শহরের ট্রাফিক এবং পথচারীদের চলাচলের সুবিধা নিশ্চিত করা। (খ) রাতে পথচারীদের নিরাপদে চলাচল নিশ্চিত করা।
প্রকল্পব্যয় বাস্তবায়ন	:	মোট= ৪৪২১৪.২০ জিওবি= ৩৫৩৭১.৩৬ ডিএনসিসি= ৮৮৪২.৮৪
বাস্তবায়নকাল	:	জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১
প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের ছবি	:	

প্রগতি স্মরণীতে এলইডি লাইট স্থাপনের পর রাত্রিকালীন স্থিরচিত্র।

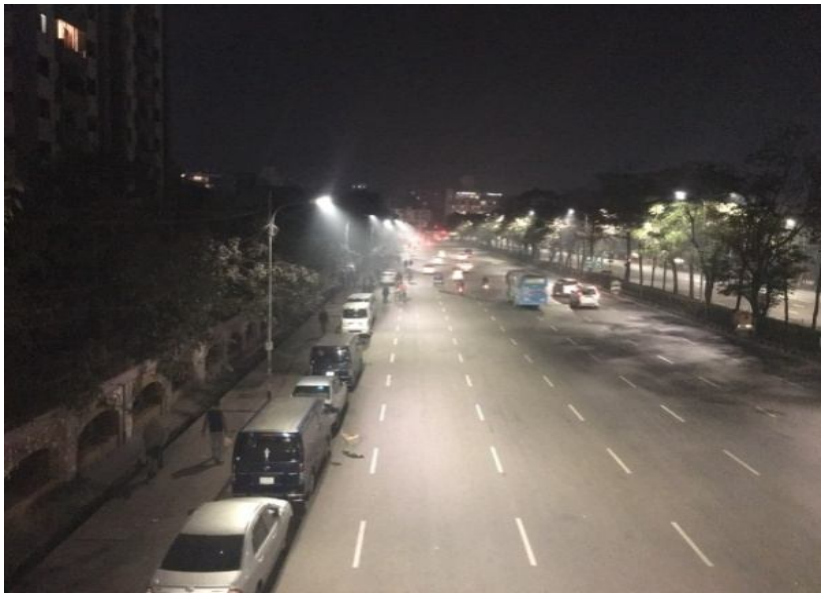

প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উন্মুক্ত স্থান সমূহের আধুনিকায়ন উন্নয়ন ও সবুজায়ন প্রকল্প।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	(ক) ২২টি পার্ক আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন। (খ) ৪ টি খেলার মাঠ আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন। (গ) ১৫ টি ফুট ওভারব্রীজ সৌন্দর্য বর্ধন ও উন্নয়ন। (ঘ) ৫০টি নতুন পাবলিক টয়লেট নির্মাণ এবং বিদ্যমান ২৩টির উন্নয়ন। (ঙ) ১টি জবাইখানা নির্মাণ এবং বিদ্যমান ৩টির উন্নয়ন। (চ) ৪ টি কবরস্থান অধুনিকায়ন ও উন্নয়ন।
প্রকল্প ব্যয়	:	মোট= ২৭৯৫০.৮০ জিওবি= ২৭৯৫০.৮০ ডিএনসিসি -
বাস্তবায়নকাল	:	মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০
২০১৮-১৯ অর্থ বছরপর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	আর্থিক অগ্রগতি মোট= ১৫৬৫.৩৩ জিওবি= ১৫৬৫.৩৩ বাস্তব অগ্রগতি ৬%
প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের ছবি	:	

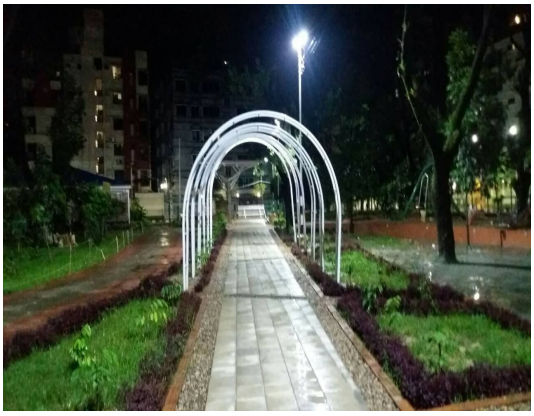

প্রকল্পের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উন্মুক্ত স্থান সমূহের আধুনিকায়ন উন্নয়ন ও সবুজায়ন প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	:	গাবতলী সিটি পল্লীতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ক্লিনারদের জন্য বহুতলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	(ক) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত৭৮৪ জন পরিচ্ছন্ন কর্মীর আবাসিক ও শিক্ষা সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহন। (খ) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছতা কর্মীদের সেবার মানোন্নয়ন।
প্রকল্পব্যয়	:	মোট = ২২১৪৯.৬৪ জিওবি= ২২১৪৯.৬৪
বাস্তবায়নকাল	:	ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১
২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	আর্থিক অগ্রগতি মোট= ৪৯.০৫ জিওবি= ৪৯.০৫ বাস্তব অগ্রগতি ০%
প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের ছবি	:	

প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা শহরে তিনটি পাইকারী কাচাঁবাজার নির্মাণ প্রকল্প।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	কাঁচামালের বাজারজাত ও সরবরাহ সহজীকরণ করা। কাঁচামালের প্রকৃত মূল্য নিশ্চিত করা। বিভিন্ন বাজারের দরের পার্থ ক্য হ্রাস করা। কাওরান বাজারের পাইকারী কাঁচা বাজার নতুনভাবে আমিন বাজার, যাত্রাবাড়ী এবং মহাখালীতে স্থানান্তর করা।
প্রকল্পব্যয়	:	মোট=৩৫০০০.০০ জিওবি=২৬৪৪১.২৯ ডিএনসিসি=৮৫৫৮.৭৮
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০২০ (প্রস্তাবিত)
২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্য ন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	আর্থি ক অগ্রগতি মোট= ৩০৫৫৫.০০ জিওবি= ২৬৪৪১.২৯ ডিএনসিসি= ৪১১৩.৭১ বাস্তব অগ্রগতি ৮৮%

ছবি: ঢাকা শহরে তিনটি পাইকারী কাচাঁবাজার নির্মাণ প্রকল্প ।

প্রকল্পের নাম	:	ইসিবি চত্বর হতে মিরপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন এবং কালশী মোড়ে ফ্লাইওভার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, উত্তরা মহাখালী ও রামপুরার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতকরণ। সড়কের পার্শ্ববর্তী আবাসিক এলাকার জন্য নিরাপদ সড়ক নির্মাণ। সড়কে যানবাহন ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ও যানজট নিরসন। সড়কটিতে সাইকেল চালনায় সুবিধা প্রদান। পথচারীদের ফুটপাত ব্যবহারের সুবিধা প্রদান। যাত্রী সাধারনের জন্য বাস-বে ও যাত্রী ছাউনী নির্মাণ। পয়ঃ নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করণ
প্রকল্পব্যয়	:	মোট=১০১২১১.০৬ জিওবি=১০১২১১.০৬
বাস্তবায়নকাল	:	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১
২০১৮-১৯ অর্থ বছরপর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	আর্থিক অগ্রগতি মোট= ২০২০০.০০ জিওবি= ২০২০০.০০ বাস্তব অগ্রগতি ২০%
প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের ছবি	:	

প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, নর্দমা ফুটপাত নির্মাণ ও উন্নয়নসহ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্প।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে যান চলাচল নিরাপদ ও সহজীকরণ, জলবদ্ধতা নিরসন সহ পথচারীদের নিরাপদ চলাচল সুগম করা। **প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ওলক্ষ্য নিম্নরূপ:** প্রকল্পের আওতাধীন প্রাইমারী, সেকেন্ডারী, লোকাল সড়ক সমূহ নির্মাণ/পূন:নির্মাণ/মেরামতের মাধ্যমে উন্নয়ন। প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান নর্দমা সমূহ সংস্কার ও পুন্নির্মানের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় সৃষ্ট জলবদ্ধতা দূরীকরণ । প্রস্তাবিত সড়কসমূহে ফুটপাথ নির্মাণ/সংস্কারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনসাধরণের নির্বিঘ্ন চলাচল সুগম করা। প্রস্তাবিত সড়কসমূহে সড়ক বিভাজক নির্মানের মাধ্যমে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ, দূর্ঘটনা পরিহারসহ জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সর্বোপরি প্রকল্প এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত করা। প্রকল্পভুক্ত উল্লেখযোগ্য কাজসমূহঃ প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ৯১.৫২ কিঃমিঃ রাস্তা, ১২২.০৬ কিঃমিঃ নর্দমা ৮৩.৭২ কিঃমিঃ ফুটপাত এবং ১০.৮৪ কিঃমিঃ মিডিয়ান নির্মান ও উন্নয়ন এবং ও ১টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হবে।
প্রকল্প ব্যয়ঃ		মোট ৬৯৪৪১.০৪ জিওবি ৬৯৪৪১.০৪ ডিএনসিসি -
বাস্তবায়নকাল		জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১

২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্য ন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

আর্থি ক অগ্রগতি
মোট= ২৫৮.৬১
জিওবি= ২৫৮.৬১
বাস্তব অগ্রগতি ০%

প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের ছবি

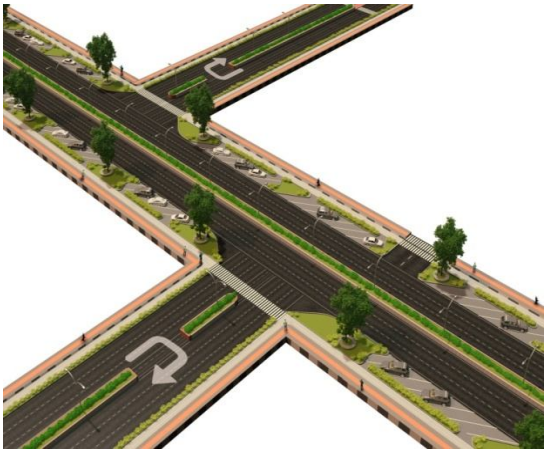

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পো রেশনের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, নর্দ মা ফুটপাত নির্মা ণ ও উন্নয়নসহ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্প।

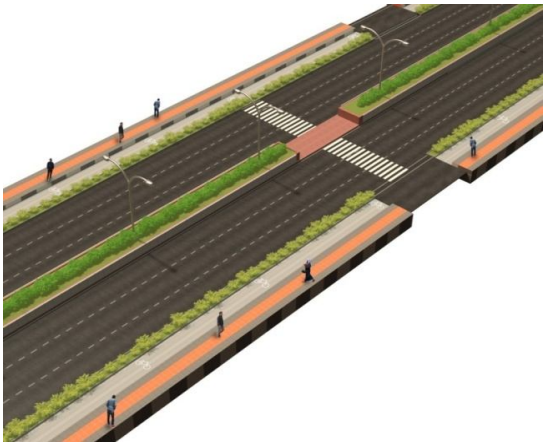

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিশেষ সাফল্য:

- স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন অউই-এর অর্থায়নে পরিচালিত আরবান পাবলিক এন্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের (টচঊঐঝউচ) আওতায় ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান অঞঘ জক ঝড়ভঃধিৎব খঃফ.-এর সহায়তায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগে ট্রেড লাইসেন্সের অটোমেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে হোল্ডিং ট্যাক্স অনলাইনের মাধ্যমে আদায় করা হচ্ছে।
- জন দূর্ভোগ লাগব ও সহজেই ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত ০৮/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুর কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)'র সাথে ডিএনসিসি'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- তাছাড়া, বিডা এবং ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান অঞঘ জক ঝড়ভঃধিৎব খঃফ.-এর মধ্যে এপিআই শেয়ারিংসহ অন্যান্য কারিগরিদিক পরীক্ষা করা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে সহসাই অনলাইনে সম্মানিত ব্যবসায়িগণ ট্রেড লাইসেন্স সহজে প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন সম্পর্কিত ফি অনলাইনে জমাদানের নিমিত্ত ইতোমধ্যে মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডের সাথে ডিএনসিসি'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং অতিসত্বর তা চালুর লক্ষ্যে প্রকল্প অফিস, ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান ও ডিএনসিসি'র আইসিটি সেল যৌথভাবে কাজ করছে ।
- ডিএনসিসি'র মুখপাত্র 'নগরিয়া'-তে ট্রেড লাইসেন্স বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করে পত্রিকাটি প্রত্যেক হোল্ডিং ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছে।
- রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সেবার বিভিন্ন প্রকার আবেদন ফরম বিনামূল্যে প্রদানের লক্ষ্যে তা ডিএনসিসি'র ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে।
- জনদুর্ভোগ লাঘব ও সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি অঞ্চলে ও প্রধান কার্যালয়ে সিটিজেন চার্টারের(সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি) সাইনবোর্ড দৃশ্যমান জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হয়েছে ।
- ৩৩৩ কল সেন্টারের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তথ্য, সেবা ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার জন্য ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন ওধ২র প্রকল্পের আওতায় তাদের ব্রিফ্রিং ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা এবং মাননীয় মেয়রের গতিশীল নেতৃত্বের কারনে "সবাই মিলে সবার ঢাকা, সুস্থ, সচল ও আধুনিক ঢাকা" গড়ার লক্ষ্যে সম্মানিত নগর বাসীর জ্ঞাতার্থে সিটিজেন চার্টার বা সেবা প্রদান প্রতিস্রুতি ডিএনসিসি'র ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে।

আশা করা যায়, অতি দ্রুত ট্রেড লাইসেন্স কার্যক্রমঅটোমেটেড করা সম্ভব হবে এবং সম্মানিত ব্যবসায়ীগণ ঘরে বসেই ট্রেড লাইসেন্স সম্পর্কিত সকল সেবা পাবেন । ফলে সম্মানিত ব্যবসায়ীগণের সময়, খরচ ও যাতায়াত (এঃঈঠ) সাশ্রয় হবে ।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সংক্ষিপ্ত তথ্য ও সাফল্য:

ইপিআই কর্মসূচি

১. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে বসবাসরত ৫৫৭১৮০ জন শিশুকে ১০ টি রোগের প্রতিরোধক টিকা প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের তথ্য :

১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৬ তলা ভবন বিশিষ্ট নগর মাতৃসদন উদ্বোধন, যার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
২. ৭০১৪৬৯৩ জন রোগীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৩৫০৭১৬ জন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সেবা পেয়েছে।
৩. নগর মাতৃসদনে সর্ব মোট১৮০৪৮ জন মা সন্তান প্রসব করেন। তন্মধ্যে ১৫৩৭৮ জন মাকে বিনামূল্যে প্রসবকালীন সেবা প্রদান করা হয়।

আধুনিক ও জনবান্ধব সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং এর থেকে উত্তোরণের জন্য গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা:

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহঃ

যানযট নিরসনে পরিকল্পিত, নিরাপদ ও টেকসই নগর অবকাঠামো উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে পথচারীদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রতিবন্ধীদের জন্য ফুটপাত নির্মান পাবলিক টয়লেট বৃদ্ধিকরণ, সম্প্রসারিত মহানগরীতে আধুনিক নগর সেবা সম্প্রসারণ, ডিএনসিসি'র যানবাহন ও যন্ত্রপাতির সংকট নিরসন, সম্প্রসারিত এলাকাসহ ডিএনসিসি'র সম্পূর্ণ অংশে রূপকল্প উপযোগী সামগ্রিক সাংগঠনিক কাঠামো ও তফসিল প্রনয়ন করা। ডিজিটাল, পরিচ্ছন্ন, সবুজ, নিরাপদ, স্মার্ট, আলোকিত ও মানবিক ঢাকা গড়ে তোলাসহ আর্থিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ডিএনসিসি প্রতিষ্ঠা করা।

গৃহীত পরিকল্পনাঃ

শহর এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য রাস্তা, ড্রেন, ফুটপাত, ফুটওভার ব্রীজ ইত্যাদি নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি গুনগতমান উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দেয়া। অধিকতর নাগরিক সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধিকল্পে রাস্তায় বিদ্যুতায়নের জন্য এলইডি বাতি স্থাপন, বর্জ্যের রিসোর্স রিকভারি সুবিধাসহ বিদ্যমান ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণ ও আধুনিক স্যানিটারী ল্যান্ডফিল নির্মাণ। ২২ টি পার্ক, ৪ টি খেলার মাঠ, ১৫ টি ফুটওভার ব্রীজ, ৭৩ টি পাবলিক টয়লেট উন্নয়ন/সংস্কার, ৪ টি কবরস্থান, ২ শ্মশানঘাট ও ৪ টি কসাইখানা নির্মাণ/উন্নয়ন/সংস্কার। যানজটমুক্ত নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে নগরীর কিছু গুরত্বপূর্ণ ইন্টারসেকশন উন্নয়নএবং কালশী মোড়ে ফ্লাইওভার নির্মাণ। ডিএনসিসির নতুনভাবে অন্তভূর্ক্ত ১৮ টি ওয়ার্ডের অবকাঠামো, ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণ ও উন্নয়ন। এছাড়াও মিরপুর আনসার ক্যাম্প হতে রজনীগন্ধা মার্কেট থেকে মাটিকাটা পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং বাড্ডায় ২১৬টি ক্লিনার কর্মীর জন্য বহুতলা আবাসিক ভবন নির্মাণ। অনলাইনের মাধ্যমে ট্যাক্স আদায় ও অন্যান্য সেবা প্রদানে ই-গভর্ন মেন্ট সিস্টেম চালুকরণ, অফিসের কাজ দ্রুততর করার জন্য ই-ফাইলিং চালুকরণ সহ কমিউনিটি সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ, সম্প্রসারিত মহানগরীতে আধুনিক নাগরিক সেবা সম্প্রসারনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন।

২.ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

আয়তন : ১০৯.৬৪ বর্গ কিমি.
ওয়ার্ড সংখ্যা : ৭৫ টি
অঞ্চল সংখ্যা : ১০ টি
জনসংখ্যা : ৭৫,৫৮,০২৫ জন
(২০১৬ সালের জেলা প্রশাসক, ঢাকা অফিসের তথ্য অনুযায়ী)
নগরীর মোট হোল্ডিং সংখ্যা : ১,৭০,৫৮৫ টি

- **নাগরিক সেবা প্রদানে/সহজীকরণে গৃহীত/চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ**

ই-রেভিনিউ সিস্টেম : ীীী.বৎবাবহঁব.ফংপপ.মড়া.নফ	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগের হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় সহজতর,স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে একজন হোল্ডিংধারী অনলাইনের মাধ্যমে ঘরে বসে হোল্ডিং সংক্রামন্ত সকল তথ্যাদি পেতে পারেন। অনলাইনের মাধ্যমে ঘরে বসেই পরিশোধ করতে পারবেন। বর্তমানে শতভাগ অন-লাইন মোবাইল এবং এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সম্মানিত করদাতাগন পৌরকর পরিশোধ করছেন।
ই-ট্রেডলাইসেন্স: ীীী. বঃৎধফবষরপবহংব.ফংপপ.মড়া.নফ	নগরের সম্মানিত ব্যবসায়ীগন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ব্যবসা করছেন। তারা ঘরে বসে ট্রেড-লাইসেন্স অন-লাইনে নবায়ন ও নতুন ভাবে করতে পারছেন।

- **ওয়ার্ড ভিত্তিক ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা প্রদত্ত সুবিধাদি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:**

নগর ডিজিটাল সেন্টার	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এটুআই এর সহযোগিতায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের৫৭টি ওয়ার্ডে নগর ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি নগর ডিজিটাল সেন্টারে একজন নারী এবং একজন পুরুষ উদ্যোক্তা রয়েছে। যারা এই সেন্টারের মাধ্যমে প্রচলিত সকল ধরনের নাগরিক ই-সেবা প্রদান করছেন। নতুন সংযুক্ত ১৮টি ওয়ার্ডে নগর ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

- **সিটি কর্পোরেশনের অধীনে সম্প্রতি উদ্বোধন হয়েছে বা নির্মিয়মান থাকলে এ উক্ত কাজের ব্যয় সমাপ্তিকাল প্রদত্ত সুবিধাদি:**

শিশুপার্ক: সোহরাওয়ার্দী উদ্যানস্থ কেন্দ্রীয় শিশুপার্কটির অভ্যন্তরেও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সংক্রান্ত একটি প্রকল্প মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পে শিশুপার্কের পুরাতন খেলনা ও যন্ত্রপাতি অপসারণপূর্বক নতুন আইটেম পুনস্থাপনের কার্যক্রমঅন্তর্ভুক্ত আছে এবং এ কার্যক্রমের জন্য ৭৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত কার্যক্রমবাস্তবায়নসহ একটি আধুনিকমানের শিশুপার্ক নির্মাণের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে একটি আধুনিকমানের শিশুপার্ক নির্মাণেরলক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গপ্ল্যান/ পরিকল্পনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে।
পার্ক ও খেলারমাঠ: ডিএসসিসি এলাকায় ১৮টি পার্ক ও ১১টি খেলারমাঠ উন্নয়ন কাজ ‘‘ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন’- শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এসকল কাজের গড় অগ্রগতি- ৫০%। ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এসকল পার্ক ও মাঠে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ওয়াকওয়ে, সীমানা দেয়াল, টয়লেট, আধুনিকমানের মাঠ, শিশুদের জন্য খেলার ব্যবস্থা, ক্রিকেট প্র্যাকটিস, কফি শপ, ব্যায়ামাগার, লাইব্রেরি, গার্ডেনিং ফুটবল মাঠ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ইত্যাদি কার্যক্রমঅন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শহীদ আব্দুল আলীম মাঠ

কমিউনিটি সেন্টার: ডিএসসিসির আওতায় পুরাতন জরাজীর্ণ কমিউনিটি সেন্টার ভেঙ্গে তদস্থলে৩টি আধুনিকমানের নতুন কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ ও বিদ্যমান২টি কমিউনিটি সেন্টার সংস্কার ও উন্নয়কল্পে ২৬৮.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত একটি প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৯ হতে বাস্তবায়নাধীন আছে। জুন ২০২১ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসকল কমিউনিটি সেন্টারে ইধহয়ঁবঃ যধষষ, ঞযবধঃৎব যধষষ, ঈড়সসঁহরঃু ঐবধষঃয ভধপরষরঃরবং, ঈড়সসঁহরঃু ঝবৎারপব/ওহভড়ৎসধঃরড়হ ব.ম. ব-ংবৎারপব, ডধৎফ ঈড়ঁহপরষড়ৎ ড়ভভরপব, খরনৎধৎু, এুসহধংরঁস, ওহফড়ড়ৎ এধসব, করফং ঈবহঃবৎ, উধু-পধৎব ঈবহঃবৎ ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা থাকবে। প্রস্তাবিত ভবন নির্মাণের ফলে নাগরিকদের এলাকাকেন্দ্রিক বর্ণি ত কমিউনিটি সুবিধা প্রাপ্তি সহজ হবে।

কবরস্থান: ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন আজিমপুর জুরাইন, মুরাদপুর ৩টি কবরস্থানের উন্নয়ন কাজ ''ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন''- শীর্ষ ক প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এযাবৎ আজিমপুর ও জুরাইন কবরস্থানের অগ্রগতি- ৭০%। জুন ২০২০ এর মধ্যে সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এসকল কবরস্থানে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ওয়াকওয়ে, সীমানা দেয়াল ও অন্যান্য অবকাঠামো/সেড ইত্যাদি কার্য ক্রম অন্তর্ভু ক্তআছে।

আজিমপুর কবরস্থান | জুরাইন কবরস্থান

শ্মশানঘাট: ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন লালবাগ শ্মশানঘাট উন্নয়ন কাজ ''ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন''- শীর্ষ ক প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এযাবত অগ্রগতি- ৪০%। জুন ২০২০ এর মধ্যে সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। আধুনিক ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ অন্তর্ভু ক্তআছে।

হাসপাতাল: ঢাকা মহানগর জেনারেল হাসপাতালের সংস্কার ও উন্নয়ন কাজটি ''ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন''- শীর্ষ ক প্রকল্পের আওতায়বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত হাসপাতালে ইলেক্ট্রো মেডিকেল টুলস্ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপনসহ পুরাতন সকল লাইট ফিটিংস্ ও ফ্যান পরিবর্তন, বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা ও এর কন্ট্রোলিং সিস্টেম সংস্কার কাজসহ সাব-স্টেশন স্থাপনের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ, ঙঞ ও চড়ংঃ ঙঢ়বৎধঃরড়হ রন্নমে উঢ়ড়ুু ভষড়ড়ৎরহম, উঢ়ড়ুু পড়ধঃরহম ড়হ ধিষষ সহ জানালা, দরজায় থাই গস্নাস স্থাপন, সেমিনার রুম, কনসালটেন্ট রুম, স্টোর রুম, লেবার ওয়ার্ড, অটো ক্লেভ রুম, মেডিসিন ওয়ার্ড সহ অন্যান্য রুমে টাইলস্

ও থাই গ্লাস স্থাপন, বিদ্যমান টয়লেট এবং বাথরুমের ফিটিংস্, পিকচার মেরামত, গেট নির্মাণ, দরজা, জানালা মেরামত, প্রয়োজনীয় প্লাস্টারিং ও সেনিটারী পাইপ মেরামতসহ অভ্যন্তরে ও বাহিরে রংকরণ ইত্যাদি কাজ অন্তর্ভুক্ত আছে। এযাবত অগ্রগতি- ২৫%। জুন ২০২০ এর মধ্যে সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

- **সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি/ সাফল্য:**
  - ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রতিনিয়ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির ফলে মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির কারণে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির দরুন বর্জ্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সীমিত জনবল ও যান-যন্ত্রপাতির মাধ্যমে উভয় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নগরীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব করার কার্যক্রম চলমান আছে। এখানেউল্লেখ্য, ২০০৫ সালে বর্জ্য সংগ্রহের হার ছিল মাত্র ৩৬ % যা ২০১৮ সালে ৮৯% এ উন্নীত হয়েছে।
  - ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকা হতে২০১৭ সালে মাতুয়াইল ল্যান্ডফিলে বর্জ্য অপসারণের পরিমাণ ছিল - ৮.০৬ লক্ষ টন এবং ২০১৮ সালে বর্জ্য অপসারণের পরিমাণ - ৯.৪২ লক্ষ টন। এছাড়াও অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতি বছর প্রায় ১.২০ লক্ষ টন বর্জ্য পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন হচ্ছে। প্রতি বছর বর্জ্য সংগ্রহ বৃদ্ধির হার শতকরা প্রায় ১০-১২ ভাগ।
  - ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়নেরলক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২২ (বাইশ) টি এসটিএস নির্মাণ করে তারঅভ্যন্তরে পরিবেশসম্মতভাবে কন্টেইনার ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। ফলে এসটিএস এর আশেপাশের এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন গতি সঞ্চার হয়েছে।
  - মাতুয়াইল স্যানিটারী ল্যান্ডফিলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ৫ টি এক্সকাভেটর, ৩ টি হুইল ডোজার, ২ বুলডোজার ও ১৪ টি ডাম্পট্রাক সংগ্রহ করা হয়েছে।
  - ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন প্রতিটি ওয়ার্ড কে৪ টি কমিউনিটি ইউনিট এ বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি কমিউনিটি ইউনিট এ ৭ জন স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তিকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক কমিউনিটি এ্যাম্বেসেডর হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। কমিউনিটি এ্যাম্বেসেডরগণ প্রতিটি ইউনিট তথা ওয়ার্ড পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করছেন।

২১.০১.২০১৯: ধোলাইপাড় কুতুবখালী খালের ময়লা আর্বজনা অপসারণ কার্যক্রমের উদ্বোধন ও পরিদর্শন করে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন।

- **নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানী সম্পর্কিতসংক্ষিপ্ত তথ্য:**
  - স্থানের সংখ্যা = ৫২০ টি। এছাড়াও অনির্ধারিত স্থানেও বেশ কিছু কোরবানীর পশু জবাই করা হয়।
  - কোরবানীকৃত পশুর সংখ্যা = ২,০৯,৭০০ টি

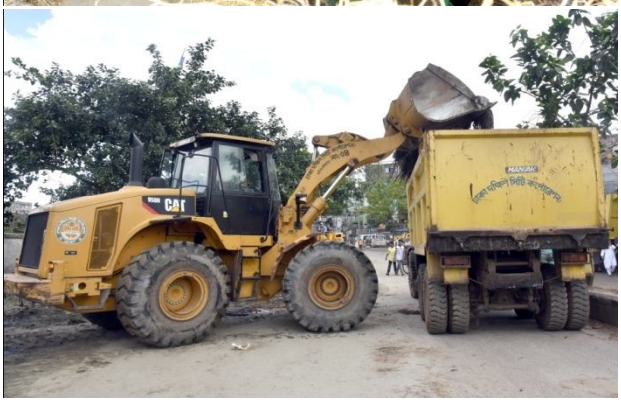

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বর্ষি ক উন্নয়ন কর্ম সূচিতে চলমান প্রকল্পসমূহ:

প্রকল্পের নাম	:	**ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পো রেশনের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।**	
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পো রেশনের বিভিন্ন বিভাগের আওতাধীন সড়ক, ড্রেনেজ, ট্রাফিক, রাস্তার বিদ্যুতায়ন, পার্ক, খেলারমাঠ, জবাইখানা, হাসপাতাল, কবরস্থান, শ্মশানঘাট, পাবলিক টয়লেট, এসটিএস, ধানমন্ডি লেক ও নগর ভবন সংস্কার ইত্যাদি অবকাঠামো উন্নয়ন করে নাগরিক সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধি করা।	
প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিটি কর্পো রেশন)	:	মোট- ১৭১৯৪৪.৯৮, জিওবি-১৬৩৩৪৭.৭৩, ডিএসসিসি-৮৫৯৭.২৫ লক্ষটাকা	
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২১	২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্য ন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি- ৫০.৯৪%
প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের ছবি			
বঙ্গভবনের পাশের রাস্তা		**পাবলিক টয়লেট**	**জোড়পুকুর খেলারমাঠ**

প্রকল্পের নাম	:	**ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পো রেশনের আওতাধীন নবসংযুক্ত ডেমরা, মান্ডা, নাসিরাবাদ ও দক্ষিণগাঁও এলাকার সড়ক অবকাঠামো ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প**
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	নাসিরাবাদ, দক্ষিণগাঁও, ডেমরা ও মান্ডা এলাকার সড়ক ও ড্রেনেজ অবকাঠামো নির্ম াণের মাধ্যমে নাগরিক সুবিধারউন্নয়ন;

		▯ সড়ক বাতি স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ ও নিরবিচ্ছিন্ন পথচারী ও যানবাহন চলাচল নিশ্চিত করা; ▯ ড্রেনেজ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; ▯ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	
প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিটি কর্পোরেশন)	:	মোট- ৫১৫৫৫.২৯ (জিওবি)	
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	জানুয়ারি-২০১৮ হতে জুন ২০২০	২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি- ৪০%

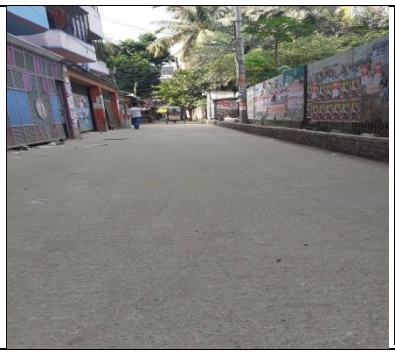

প্রকল্পের নাম	:	**ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প**	
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	▯ ওয়ার্ড পর্যায়ে সামাজিক আচার অনুষ্ঠা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিনোদনমূলক, সামাজিক কল্যাণ, সামাজিক যোগাযোগ এর সুবিধা প্রদান করে জনসেবা তরান্বিতকরণ; ▯ সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নতমানের কমিউনিটি সেবা প্রদান; ▯ কমিউনিটি সেন্টারকে সমাজ উন্নয়ন ও সামাজিক কর্মকান্ডের যোগাসূত্র হিসেবে তৈরী করা; ▯ প্রাকৃতিক দুর্যোগেজরুরি আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা; ▯ এলাকার মানুষের জীবন-যাত্রার মান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।	
প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিটি কর্পোরেশন)	:	মোট- ২৬৮৭৫.৯৫ (জিওবি)	
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১	২০১৮-১৯ অর্থ বছরপর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি- ৫%

প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের ছবি

সূত্রাপুর কমিউনিটি সেন্টার (সংস্কার)	মেয়র হানিফ কমিউনিটি সেন্টার (লোড টেস্ট)	হাজারীবাগ কমিউনিটি সেন্টার (পাইলিং)

প্রকল্পের নাম	:	**ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পুনর্বাসনসহ নর্দমা ও ফুটপাত উন্নয়ন প্রকল্প।**	
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	▯ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাত উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি করা; ▯ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	
প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিটি কর্পোরেশন)	:	মোট- ৭৭৪৬৬.৫৪ (জিওবি)	
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	জুলাই-২০১৮ হতে ডিসেম্বর-২০২০	২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি- ২০%
প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের ছবি			

প্রকল্পের নাম	:	**মাতুয়াইল স্যানিটারী ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণসহ ভূমি উন্নয়ন।**	
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	The main objectives of the Project are: 1. Secure land for future land filling and waste-to-Energy project. 2. Improvement and facility development for land filling at Matuail Sanitary landfill expanded and existing areas. 3. Environment friendly waste Disposal. ৪. Post Closure of old Matuail landfill site.	
প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিটি কর্পোরেশন)	:	মোট- ৭২৪৪৮.৫০	
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	জানুয়ারী ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২০	২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি- ৬৮%
প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের ছবি			

প্রকল্পের নাম	:	**ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নবসংযুক্ত শ্যামপুর, দনিয়া, মাতুয়াইল এবং সারুলিয়া এলাকার সড়ক অবকাঠামো ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।**	
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	শ্যামপুর, দনিয়া, মাতুয়াইল এবং সারুলিয়া এলাকার সড়ক ও ড্রেনেজ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন; সড়ক বাতি স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ ও নিরবিচ্ছিন্ন পথচারী ও যানবাহন চলাচল নিশ্চিত করা; ড্রেনেজ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	
প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিটি কর্পোরেশন)	:	মোট- ৭৭৩৯৮.০০ (জিওবি)	
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর- ২০১৯	২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি- ৮১.৮১%

প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের ছবি

বার্ষিক রাজস্ব আয়(উৎসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ):

মোট হোল্ডিং সংখ্যা-**১,৭০,৫৮৫ টি**।

রাজস্ব বিভাগ ৯টি খাত হতে রাজস্ব পেয়ে থাকে। খাতগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

ক্রঃ নং	উৎসের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	কর (হোল্ডিং, পরিচ্ছন্ন, লাইটিং)	কর্পোরেশন এলাকায় নতুন নির্মিত/পরিবর্তিত/পরিবর্ধিত বাড়ী/স্থাপনার ''স্থানীয় সরকার [সিটি কর্পোরেশন] আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮৪ এবং The Municipal Corporations [Taxation] Rules, 1986 এর ধারা ১৯ থেকে ৩৮ এর বিধানমতে'' ধার্যকৃত বার্ষিক মূল্যায়নের ১২% (হোল্ডিং-৭%, পরিচ্ছন্ন-২%, লাইটিং-৩%) হারে কর আদায় করা হয়। তবে লাইটিং ও কনজারভেন্সি সুবিধা বিদ্যমান না থাকলে বাড়ী/স্থাপনার বার্ষিক মূল্যায়নের৭% হারে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়যোগ্য হয়।
২.	বাজার সালামী	কর্পোরেশনের মালিকানাধীন ভূমিতে মার্কেট নির্মাণের খরচের ভিত্তিতে সালামী নির্ধারণপূর্বক মার্কেটের দোকান বরাদ্দপ্রাপকদের নিকট হতে আদায় করা হয়
৩.	বাজার ভাড়া	কর্পোরেশনের মালিকানাধীন মার্কেটের পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিমালিকানাধীন মার্কেটের ভাড়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ''ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মার্কেট উপ-আইন, ২০১৬''এর দফা-৩ মতে গঠিত দোকান বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক মাসিক প্রতি বর্গ ফুট হিসেবে ভাড়া নির্ধারণ ও আদায় করা হয়।
৪.	ট্রেড লাইসেন্স ফি	কর্পোরেশন এলাকায় ব্যবসারত সকল প্রতিষ্ঠানকে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ এবং বিদ্যমান ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করে ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়। 'ব্যবসার ধরন' অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল ২০১৬ তে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে নতুন লাইসেন্স প্রদান ও পুরাতন লাইসেন্স নবায়ন ফি আদায় করা হয়।
৫.	রিকসা লাইসেন্স ফি	কর্পোরেশন কর্তৃক নিবন্ধনকৃত সকল অযান্ত্রিক যানবাহন(রিকসা, প্রাইভেট রিকসা, ভ্যান, প্রাইভেট ভ্যান, টালী গাড়ী, ঠেলা গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী) এর বিদ্যমান

		লাইসেন্সগুলো সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ তে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ফি আদায়পূর্বক নিয়মিত নবায়ন করা হয়।
৬.	বিজ্ঞাপন কর/ফি	কর্পোরেশন এলাকায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ''সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬'' তে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে বিজ্ঞাপন কর/ফি আদায় করা হয়।
৭.	প্রমোদ কর	ডিএসসিসি এলাকায় অবস্থিত সিনেমা হল ও বলধা গার্ডেনে আগত দর্শকদের নিকট হতে আদায়কৃত প্রবেশ মূল্যের উপর (সিনেমা হলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫% এবং অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৫% হারে) প্রমোদ কর আদায় করে সিনেমা হল/বলধা গার্ডেন কর্তৃপক্ষ পে-অর্ডারের মাধ্যমে উক্ত প্রমোদ কর ডিএসসিসি'র তহবিলে জমা করেন।
৮.	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর	ডিএসসিসি'র আওতাধীন এলাকার স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দলিলমূল্যের উপর ২% হারে সম্পত্তি হস্তান্তর কর জেলা রেজিস্টার, ঢাকা এর দপ্তরের মাধ্যমে আদায়করতঃ আদায়কৃত অর্থ উক্ত দপ্তর কর্তৃক ডিএসসিসি তহবিলে জমা করে একটি হিসাব বিবরণী ডিএসসিসি-তে প্রেরণ করা হয়।
৯.	ক্ষতিপূরণ (অকট্রয়)	স্থানীয় সরকার বিভাগ ১৯৮২ সন হতে অকট্রয় প্রথা বিলুপ্ত করে ডিএসসিসি'র আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে প্রতি বছর ৪ কিস্তিতে মোট ১.০০ কোটি টাকা ডিএসসিসি-কে প্রদান করে থাকে। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে এ খাতে ডিএসসিসিকে চেক প্রদান করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উপর্যুক্ত খাতসমূহ হতে প্রাপ্ত রাজস্ব আয়ের বিবরণ: (কোটি টাকায়)

খাত	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আদায়
কর (হোল্ডিং, পরিচ্ছন্ন, লাইটিং)	১৯০.৬৩
বাজার সালামী	৫৬.৯২
বাজার ভাড়া	২৯.০৪
ট্রেড লাইসেন্স ফি	৬৩.৩৯
রিকসা লাইসেন্স ফি	০০
বিজ্ঞাপন ফি	৫.০৩
প্রমোদকর (সিনেমা)	০.২০
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর	৯৩.৪২
ক্ষতিপূরণ (অকট্রয়)	১.০০
মোট =	৪৩৯.৬৩

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সংক্ষিপ্ত তথ্য, সাফল্যঃ

- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ঢাকা মহানগর জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা মহানগর শিশু হাসপাতাল ও নাজিরা বাজার মাতৃসদন কেন্দ্রের (জরুরি ও বহিঃ বিভাগ) মাধ্যমে নগর বাসীদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়।
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে আরবান প্রাইমারি হেলথ্ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারী প্রজেক্টের ২৮ টি নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৫ টি নগর মাতৃসদন কেন্দ্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের জনসাধারণের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ৫ টি হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

আধুনিক ও জনবান্ধব সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং এর থেকে উত্তোরণের জন্য গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা:

চ্যালেঞ্জসমূহ:

১। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জনবল সংকট;
২। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনেরআর্থিক সংকট;
৩। বিভিন্ন সংস্থার (২৬টির অধিক) সাথে সমন্বয়;
৪। অপরিকল্পিত নগরায়ন;

৫। সিটি কর্পোরেশনকে ক্ষমতায়ন।
৬। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি;

উত্তোরণের জন্য গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা

১। জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের কার্য ক্রম গ্রহণ করা হয়েছে
২। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে
৩। বিভিন্ন সংস্থার সাথে যথাসম্ভব সমন্বয় করা হচ্ছে;
৪। আরবান রিজেনারেশন প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলছে;
৫। নবসংযুক্ত এলাকায় পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য সড়ক ও ড্রেনেজ মাস্টারপস্ন্যান প্রণয়ন করা হয়েছে;
৬। দক্ষ ও যোগ্য কর্ম কর্তা কর্ম চারীদের পদোন্নতির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

০২.০১.২০১৯	ডিএসসিসি'র উদ্যোগে "জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৮ইং" অনুষ্ঠিত হয়ে যাবার পর ঢাকা মহানগর দক্ষিনের সমগ্র এলাকা হতে (পরিচ্ছন্নতা কাজের অংশ হিসেবে) **ব্যানার, ফেস্টুন/পোস্টার** অপসারন কার্য ক্রমের উদ্বোধন করেন মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন।
১৩.০১.২০১৯	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে **"খাদ্যে ভেজাল বিরোধী বিশেষ অভিযান"-২০১৯ এর** উদ্বোধন এবং সরজমিনে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিদর্শন করেন ঢাকা দক্ষিণের মাননীয় মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন।
২৭.০৩.২০১৯	ঢাকা মহানগরীতে গণপরবিহনরে শৃঙ্খলা আনায়ন ও যানজট নিরসনের লক্ষ্যে মহান স্বাধীনতা দিবস'২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে ''ধানমন্ডি-নিউমার্কেট-আজিমপুর চক্রাকার রুটে বিআরটিসি'র এসি বাস সার্ভিস'' এর শুভ উদ্বোধন।

১৬.০৫.২০১৯	পুরান ঢাকার সিক্কাটুলি পার্ক এর উন্নয়ন কাজ শেষে এর নাম পরিবর্তন করে''শহীদ বুদ্ধিজীবী খালেক সরদার পার্ক'' নামকরণ করে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

১৮.০৬.২০১৯	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ আয়োজিত ''জাতীয় ভিটামিন 'এ' পস্নাস ক্যাম্পেইন ২২ জুন ২০১৯ (১ম রাউন্ড) কেন্দ্রীয় এ্যাডভোকেসি এবং সাংবাদিক ওরিয়েন্টেশন সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোসত্মাফিজুর রহমান। এসময় সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
০১.০৭.২০১৯	''ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক''মশক নিধনে ''ক্র্যাশ প্রোগ্রাম''এর উদ্বোধন

২১.০৭.২০১৯	''আতংক নয়, আসুন সবাই মিলে এডিস মশার প্রজনন স্থল ধ্বংস করি ''শীর্ষক বাড়ী বাড়ী গিয়ে এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংসকরণ কর্মসূচির উদ্বোধন
১০.০৮.২০১৯	ডেঙ্গু প্রতিরোধের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সম্মানিত পৌরকর দাতাদের সঙ্গে ''মতবিনিময় সভা ও এরোসল স্প্রে ক্যান বিতরন অনুষ্ঠান''

সপ্তম-পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এবংঋউএ-এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে উক্ত সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান চলমান বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ

২০১৮-১৯ অর্থবছরেঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকর্তৃক ২৪৪.১৭ কি.মি. রাস্তা পুন:নির্মাণও উন্নয়ন, ২০০.৩২ কি.মি. নর্দমানির্মাণও উন্নয়ন, ৪০.২৫ কি.মি. ফুটপাত নির্মাণও পুন:নির্মাণকরা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরেও২৭৫ কি.মি. . রাস্তা পুন:নির্মাণও উন্নয়ন, ২৩৫.০০ কি.মি. নর্দমানির্মাণও উন্নয়ন, ৫৩.০০ কি.মি. ফুটপাত নির্মাণও পুন:নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। সম্প্রসারিত এলাকায় রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাত উন্নয়ন ছাড়াও৬২৬০টি এলইডি বাতি স্থাপন করা হয়েছে এবং আরো ৫৮০৯টি এলইডি বাতি স্থাপন কাজ চলমান আছে। ৩০টি বাস স্টপেজ/ যাত্রী ছাউনী নির্মাণ করা হয়েছে।৬টি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ কাজের২০% সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট কাজ চলমান রয়েছে। ২০ পাবলিক টয়লেট নতুন নির্মাণ ও৮টি সংস্কার করা হয়েছে। ১৮টি পার্ক উন্নয়ন কাজের ৫০% কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট কাজ চলমান আছে। ১১টি খেলারমাঠ উন্নয়ন কাজের ৫০% কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট কাজ চলমান আছে। হাজারীবাগ ও কাপ্তান বাজারে ২টি আধুনিক জবাইখানা নির্মাণ কাজের প্রায়৭০% কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট কাজ চলমান আছে। পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য ২টি ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং আরো ৯টি ভবন নির্মাণ কাজের৪২% সমাপ্ত হয়েছে ও অবশিষ্ট কাজ চলমান আছে। আজিমপুর ও জুরাইন কবরস্থানের সামগ্রিক উন্নয়ন কাজের ৭০% সমাপ্ত করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট কাজ চলমান আছে। এছাড়া আজিমপুর কবরস্থানে ১ দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। লালবাগ শশ্মানঘাটের উন্নয়ন কাজ চলছে। ৩টি নতুন কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ কাজ এবং ২টি সংস্কার কাজ এগিয়ে চলছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজের জন্য মাতুয়াইল ল্যান্ডফিল্ড এর ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ৮১.০৯ একর জমি অধিগ্রহণসহ বিদ্যমান ল্যান্ডফিল্ডের উন্নয়ন কাজও এগিয়ে চলছে।

এছাড়া বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নেবুড়িগঙ্গা নদীর পাড় সংরক্ষণসহ উক্ত এলাকায় উন্মুক্ত স্থান বৃদ্ধি, পায়ে চলার ও চিত্তবিনোদনের সুবিধা বৃদ্ধি, যানজট হ্রাস, পরিবেশ দূষণ হ্রাস এবং আহসান মঞ্জিল ও ঐতিহাসিক স্থানে যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধিসহ আরো ২০টি কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। অপরদিকে সম্প্রসারিত এলাকাসমূহে সুষ্ঠু নগরায়নের লক্ষ্যে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী নতুন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করা হচ্ছে।

৩. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

আয়তন	:	১৫৫ বর্গ কিলোমিটার
ওয়ার্ড সংখ্যা	:	৪১টি
অঞ্চল সংখ্যা	:	০৮
জনসংখ্যা	:	৭০৫০৩০০ জন
নগরীর মোট হোল্ডিং সংখ্যা	:	১৯০৫৮৬টি

সপ্তম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং **ঝউএ** এর লক্ষ্যমাত্রা উক্ত সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান চলমান বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহঃ(১) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এর আওতাধীন বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাসমূহের উন্নয়ন এবং নালা, প্রতিরোধ দেয়াল, ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ(২) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এর বিভিন্ন এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পগ্রহণ, (৩) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও ব্রীজ সমূহের উন্নয়ন-সহ আধুনিক যান যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সড়ক আলোকায়ন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ, (৪) জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ২.৯ কি.মি দৈর্ঘ্যের'বহদ্দারহাট বারইপাড়া হতে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত খাল খনন'শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ, (৫) যানযট নিরসনে ''চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এর বিভিন্ন এলাকার ওয়ার্ডের সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ, (৬) পরিচ্ছন্নতা কাজে নিয়োজিত সেবকদের জন্য ৭টি ভবনে ১৩১৯ টি পরিবার বসবাস উপযোগী আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বাসস্থান নিমার্ণের লক্ষ্যে ''চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এর আওতাধীন পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ, (৭) **গড়ফবৎহরুধঃরড়হ ড়ভ ঈরঃু ঝঃৎববঃ ষরমযঃ ৃংঃবস ধঃ ফরভভবৎবহঃ ধৎবধ ুহফবৎ ঈযধঃঃড়মৎধস ঈরঃু ঈড়ৎঢ়ড়ৎধঃরড়হ** প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নগরকে আলোকায়নের আওতায় আনয়ন।

নগরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন:

- ৫৬০ কি.মি. দৈর্ঘ্যের পিচঢালা তথা অ্যাসফল্ট সড়ক৮১৬ কি.মি.-এ উন্নীতকরণ
- ২২২ কি.মি. দৈর্ঘ্যের কনক্রিট সড়ক৩২৮ কি.মি.-এ উন্নীতকরণ
- ৭৮.৫৩ কি.মি দৈর্ঘ্যের ব্রিক সলিং সড়ক৫২.৯৩ কি.মি. কমিয়ে ২৫.৬ কি.মি করা হয়েছে।
- ৬৮৩.৫৫ কি.মি দৈর্ঘ্যের পাকা নালা৯৪৬.৫ কি.মি. -এ উন্নীতকরণ
- ১৪৬.০৭ কি.মি দৈর্ঘ্যের ফুটপাথ২৭৮ কি.মি.- এ উন্নীতকরণ
- ৮০.২০ কি.মি দৈর্ঘ্যের প্রতিরোধ দেওয়াল৯৯ কি.মি.-এ উন্নীতকরণ
- ব্রিজ সংখ্যা ১৮৮ টি হতে ২১৯ টি-তে উন্নীতকরণ
- গভীর নলকূপের সংখ্যা ৩৭২ হতে ৪২৩ টি-তে উন্নীতকরণ
- কালভার্টের সংখ্যা৯৩২ হতে ১০৪৮ টি-তে উন্নীতকরণ

সড়ক বাতির উন্নয়ন [নগরের প্রায় ৯৫২ কি.মি. তথা শতকরা ৮০ ভাগ সড়ক আলোকায়নের আওতায় আনা হয়েছে।]

- ১ হাজার ৩০৪ কি.মি. সড়কে ৬৪ হাজার ৬৮৩ টি এলইডি বাতি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ৩৩২৯৪ টি টিউব লাইট কমিয়ে ৩০৩৪৫ টি করা হয়েছে।
- এনার্জি বাতির সংখ্যা ১১০২৩ টি হতে ১৫২৭৩ উন্নীতকরণ।
- এলইডি বাতি ১০০টি হতে ৪০৪০টিতে উন্নীতকরণ।
- মেটাল হ্যালাইড ১৭৫ টি হতে ১৯১ টিতে উন্নতকরন।

<u>নাগরিক সেবা প্রদানে/ সহজীকরণে গৃহীত/ চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহ</u> চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত সকল ধরনের নাগরিকসেবা সম্পর্কে নগরবাসীর পক্ষ হতে কোনো ধরনের তথ্য, অভিযোগ, পরামর্শ গ্রহণ এবং সে-মতে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব কল সেন্টার স্থাপন করেছে। সপ্তাহের প্রতিদিন সকাল ৯টা হতে রাত ১১টা পর্যন্ত নগরীর যেকোনো নাগরিক সরাসরি ১৬১০৪ নম্বরে কল করে নিজের

প্রয়োজনীয় তথ্য, অভিযোগ বা পরামর্শ জানতে পারবেন। বর্তমান সরকারের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা(এৎরবাধহপব জবফৎবংং ঝুংঃবস)-আওতায় ক্ষেত্রেও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে কল সেন্টার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

ওয়ার্ড ভিত্তিক ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা প্রদত্ত সুবিধাদি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: বর্তমানে ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা-২৬টি। উক্ত ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে নগরবাসীদের জন্মসনদ, নাগরিক সনদ, ওয়ারিশান সনদ ও মৃত্যু সনদ ইত্যাদি স্বল্প সময়ে প্রদান করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে নগরীর প্রত্যেকটি (৪১টি) ওয়ার্ড কে ডিজিটালাইজট করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সিটি কর্পোরেশনের অধীনে বর্তমান শিশু পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, কবরস্থান, শ্মাশানঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপনা (জনগনকে সেবা): শিশু পার্ক-২টি, কমিউনিটি সেন্টার-১টি, কবরস্থান-২টি, শ্মাশানঘাট-২টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-৮৪টি, হাসপাতাল-৭টি ইত্যাদি।

সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্যব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি/সাফল্য: ১। নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে যত্রতত্র রাস্তা নালা ফুটপাতে ফেলে যাতে পরিবেশ দূষণ না করে তারজন্য পর্যায়ক্রমে দৃশ্যমান ডাষ্টবিন সরিয়ে ডোর টু ডোর পদ্ধতিতে সকল বাসা-বাড়ি ও প্রতিষ্ঠান হতে বর্জ্য ভ্যানগাড়ির মাধ্যমে সংগ্রহপূর্ব ক তা প্রথমে সেকেন্ডারিট্রান্সফার স্টেশনে জমা করে পরবর্তীতে সেখান থেকে সরাসরি ডাম্পিং ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। সম্মানিত নগরবাসীকে তাদের সৃষ্ট বর্জ্যদি নিজ ঘরে সাময়িক সময়ের জন্য সংরক্ষণের জন্য বিনামূল্যে প্যাডেল প্লাস্টিক বিন সরবরাহ করা হয়েছে।

নির্দি ষ্ট স্থানে পশু কোরবানী সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য (স্থানের সংখ্যা, কোরবানীকৃত পশুর সংখ্যা, বিগত বছরের তুলনায় এ বছরের সাফল্যের চিত্র):

স্থানের সংখ্যা- ৩১৪টি, কোরবানী পশুর সংখ্যা-১,৬০,০০০টি। কোরবানীকৃত পশুর নাড়ী-ভুঁড়ি ও অন্যান্য বর্জাদি তড়িৎ গতিতে ও কম সময়ের মধ্যে অপসারণ পূর্ব ক তা যথাযথভাবে ডাম্পিং করার সুবিধার্থে ৪১টি ওয়ার্ড কে উত্তর জোন, দক্ষিণ জোন, পূর্ব জোন ও পশ্চিম জোন নামে৪টি জোনে বিভক্ত করে এবং সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও কর্ম কর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে৪টি উপ-কমিটি ও ১টি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে সার্বি ক কাজ পরিচালনা করা হয়।

দ্রুত ও যথাযথভাবে কোরবানীকৃত পশুর নাড়ী ভুঁড়ি ও বর্জ্য অপসারণের লক্ষে ঈদের দিন ও ঈদের পরের দিন মোট ২দিনের প্রতিদিন ওয়ার্ডে টমটম, আবর্জনাবাহী গাড়ী, পে-লোডার, ট্রাক্টর ওয়াগন ইত্যাদি নিয়োজিত থাকে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বার্ষি ক উন্নয়ন কর্ম সূচিতে চলমান প্রকল্পের তথ্য

প্রকল্পের নাম	:	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাসমূহের উন্নয়ন এবং নালা, প্রতিরোধ দেয়াল, ব্রীজ ও কালভার্ট এর নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ।
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	বন্যা ও জলাব্দতায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার উন্নয়ন; শহরের আন্তঃ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার উন্নয়ন; বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ড্রেইন সমূহের উন্নয়ন; খাল সমূহের পাড় অবৈধ দখলমুক্ত রাখা ও প্রতিরোধ দেয়াল নির্মাণ করে খালের পানি ডিসচার্জ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা; জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ড্রেইনের উন্নয়ন করে ড্রেইনের পানি ডিসচার্জ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিসিসি)	:	প্রকল্প ব্যয়-৭১৬২৮.০০ লক্ষ, জিওবি-৫৩৭২১.৩৭ লক্ষ, সিসিসি-১৭৯০৬.৬৩ লক্ষ
বাস্তবায়ন কাল ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্তবাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	জানু, ২০১৭-ডিসে,২০১৯, অগ্রগতি-৫৬%

প্রকল্পের নাম	:	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এবং ব্রীজ সমূহের উন্নয়নসহ আধুনিক যান যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সড়ক আলোকায়ন।
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	শহরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কাঠামোগত দক্ষতার উন্নয়ন; রাস্তার দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতীকরণ; আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিসিসি)	:	প্রকল্প ব্যয়-৪২০৯৫.৬২ লক্ষ, জিওবি-৩৩৬৭২.৫০ লক্ষ, সিসিসি-৮৪২৩.১২ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্য ন্তবাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	জুলাই,২০১৭ হতে জুন,২০২০, অগ্রগতি-৪৭%

প্রকল্পের নাম	:	বহদ্দারহাট বারইপাড়া হতে কর্ণফুলী নদী পর্য ন্ত খাল খনন।
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	জলাবদ্ধতা নিরসন; যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন; খননকৃত খালের পানি নিষ্কাশন বৃদ্ধি
প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিসিসি)	:	প্রকল্প ব্যয়-১২৫৬১৫.০০ লক্ষ, জিওবি-৯৪২১১.০০ লক্ষ সিসিসি-৩১৪০৪.০০ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্য ন্তবাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন,২০১৭, (সংশোধিত-জুলাই, ২০১৪ হতে জুন,২০২০), অগ্রগতি-৭৩%

প্রকল্পের নাম	:	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার ওয়ার্ডের সড়ক

		নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং বাস/ট্রাক টার্মি নাল নির্মা ণ
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	শহরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কাঠামোগত দক্ষতার উন্নয়ন; বাস/ট্রাক টার্মি নাল নির্মা নের মাধ্যমে চালকদের জীবনমান উন্নয়ন; রাস্তার উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতীকরণ; আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; পরিবেশের উন্নয়ন।
প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিসিসি)	:	প্রকল্প ব্যয়-১২২৯৯৭.০০ লক্ষ, জিওবি-১২২৯৯৭.০০ লক্ষ সিসিসি-নাই
বাস্তবায়নকাল কাল ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্য ন্ত অগ্রগতি	:	জুলাই,২০১৮ হতে জুন,২০২০, অগ্রগতি-১৫%

আরাকান রোডের উন্নয়ন

প্রকল্পের নাম	:	চট্টগ্রাম সিটি কর্পো রেশনের আওতাধীন পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস নির্মা ণ
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	নগরবাসীর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের উন্নত জীবনযাপনের ব্যবস্থাকরণ; পরিচ্ছন্নকর্মীদের দারিদ্রতা দূরীকরণ; পরিচ্ছন্ন কর্মীদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণসহ বাসস্থান, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরন; আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন
প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিসিসি)	:	প্রকল্প ব্যয়-২৩১৪২.৬৮ লক্ষ, জিওবি-১৮৫১৪.১৪ লক্ষ, সিসিসি-৪৬২৮.৫৪ লক্ষ টাকা।
বাস্তবায়ন কাল ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্য ন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	জুলাই,২০১৮ হতে জুন,২০২০, অগ্রগতি-১%

বার্ষি ক রাজস্ব আয়(উৎসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ): ২৬০ কোটি ৬৮ লক্ষ ৮১ হাজার ৫ শত একুশ টাকা (পৌরকর, ট্রেড লাইসেন্স, ভূমি হস্তান্তর কর, সাইনবোর্ড, সাইন, চলচিত্র ও বিনোদন কর (প্রমোদ কর), যানবাহন যান্ত্রিক, যানবাহন অযান্ত্রিক (রিক্সা ভ্যান/ ঠেলাগাড়ী), রিক্সা লাইসেন্স ফি, এষ্টেট ও বিবিধ)

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সংক্ষিপ্ত তথ্য, সাফল্য: চট্টগ্রাম সিটি কর্তৃক পরিচালিত ৬টি মাতৃসদন হাসপাতাল, ১ জেনারেল হাসপাতাল, ৬৫টি নগরস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৪১টি দাতব্য চিকিৎসালয়ে স্বল্প খরচে এবং হত দরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

আধুনিক ও জনবান্ধব সিটি কর্পো রেশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং এর থেকে উত্তোরণের জন্য গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা: নগরীর বিভিন্ন স্থানে সৌন্দর্য বর্ধ নের কাজ চলমান আছে। আধুনিক ও জনবান্ধব সিটি কর্পো রেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম নগরের ২৪টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্য ক্রম পরিচালনা হয়। এই ২৪টি প্রতিষ্ঠান-কে সমন্বয় করে কার্য ক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হলে পরিকল্পিত নগরায়ন সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়

৪. সিলেট সিটি কর্পোরেশন

আয়তন:-২৬.৫০ বর্গ:কি:মি।
ওয়ার্ড সংখ্যা-২৭টি।
অঞ্চল সংখ্যা:-নাই।
জনসংখ্যা:-প্রায় ১০ লক্ষ ।
নগরীর মোট হোল্ডিং সংখ্যা:-৫৪০০০।

সপ্তম-পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা এবংঝউএ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে উক্ত সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান চলমান বা বাস্তবায়িত কার্য ক্রমসমূহ

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	বাস্তবায়িত কার্য ক্রম
১।	লক্ষ্য-১। সর্ব ত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান করা।	খওটচঈ (খরাবষরযড়ড়ফং ওসঢ়ৎড়াবসবহঃ ড়ভ টৎনধহ চড়ড়ৎ ঈড়সসঁহরঃরবং) প্রকল্পের আওতায় দারিদ্র হ্রাস কর্ম সূচি চলমান রয়েছে।
২।	লক্ষ্য-৩। সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ।	ক) কুইটুক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর মাধ্যমে প্রতিদিন ২ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা হয়। খ) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পরিচালিত স্কুল সমুহে হেলথ কার্ড প্রদান করা হয়। গ) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন রেস্টুরেন্ট সমূহের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সনদ প্রদান করা হয়। ঘ) নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে মা ও শিশুদের সাশ্রয়ী মূল্য চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ঙ) প্রায় ১৩৫ টি স্থায়ী এবং অস্থায়ী টিকাপ্রদান কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্য শিশুদের কে টিকা প্রদান করা হয়। চ) অনলাইনে জন্মসনদ প্রদান করা হয়। ছ) কুকুরের কামড়ের ঔষধ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।
৩।	লক্ষ্য- ৬। সকলের জন্য টেকসই পানি আর স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।	ক) তোপখানা পানি শোধানাগার আধুনিকায়নে জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তায় প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পত্র প্রেরন করা হয়েছে। খ) বর্তমান পানির চাহিদা মেটানোর জন্য ১০ টি নতুন উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। তার ৫ কোটি লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ঝঁৎভধপব ডধঃবৎ ঞৎবধঃসবহঃ চষধহঃ এর ডিপিপি তৈরি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪।	লক্ষ্য- ৯। স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং টেকসই শিল্পায়ন।	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুসরণ করে প্ল্যান অনুমোদন দেয়া হয়। তাছাড়া কর্পোরেশনের রেভিনিউ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন করা হচ্ছে।
৫।	লক্ষ্য- ১১। শহর সমূহ ও মানব বস্তিকে অন্তর্ভূক্তিমূলক, নিরাপদ, স্থিতিস্থাপক ও টেকসই করা।	ক) জলাবদ্ধতা নিরসনে সিলেট মহানগরীর মধ্যে খাল ছড়া, অবৈধ দখলদার হতে উদ্ধারের জন্য প্রকল্প চলমান রয়েছে। খ) সিটি কর্পোরেশন প্রণীত মাষ্টারপ্ল্যান অনুযায়ী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।
৬।	লক্ষ্য- ১৩। জলবায়ু পরিবর্তন রোধ ও তার প্রভাব মোকাবেলায় জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	ক) পরিবেশের উন্নয়নের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মেডিকেল বর্জ্য ডিস্পোজাল করা হচ্ছে। খ) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ডাম্পিং গ্রাউন্ডে স্যানিটারী ল্যান্ড ফিল্ড প্রকল্প চলমান রয়েছে।

		গ) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ডধংঃব ঃড় ঊহবৎমু তে রুপান্তরের জন্য ঋবধংরনরষরঃু ঝঃঁফু চলমান রয়েছে।
৭।	লক্ষ্য- ১৫। স্থলজ বাস্ততন্ত্রের সংরক্ষণ করা, পুনরুদ্ধার করা এবং টেকসই ব্যবহার করা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মেরুকরণ রোধ ও বিপরীতমূখী করা (ভূমির পূর্ব াবস্থায় ফিরিয়ে আনা) এবং জীব বৈচিত্রের ক্ষতি অবসান করা।	সিলেট সিটি কর্পো রেশনের ট্রাক টার্মি নাল্পানি শোধনাগার, রোড ডিভাইডার এবং খালি জায়গায় বৃক্ষ রোপন কর্ম সূচি নেয়া হয়েছে।
৮	লক্ষ্য- ১৭। বাস্তবায়নের মাধ্যম সমূহকে শক্তিশালী করা এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনরুজ্জীবিত করা।	নগরবাসীকে কর প্রদানে উৎসাহিত করার জন্য কর মেলা, কর সপ্তাহ সহ বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদানের কর্ম সূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮। ওয়ার্ড ভিত্তিক ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা প্রদত্ত সুবিধাদি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:-

ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা	প্রদত্ত সুবিধাদি	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:-
১০টি	১। সরকারি বিভিন্ন্ অনলাইন ফরম পূরণ করা হয়। ২। ফ্লেক্সিলোড, বিকাশ, মোবাইল ব্যাংকিং। ৩। জন্ম নিবন্ধন, অনলাইন পাসর্পো ট ফরম পূরণ এবং ই- ব্যাংকিং।	খুব তাড়াতাড়ি এই সকল অন-লাইন সেবা আরও ব্যাপক ভাবে শুরু হবে এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডে কার্য ক্রম চলমান থাকবে।

৯। **সিটি কর্পো রেশন অধীনে শিশুপার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, কবরস্থান, শ্মশানঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এর তথ্য:**

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	বিস্তারিত	সুবিধাদি
১	বর্তমান শিশুপার্ক	১। জননেত্রী শেখ হাসিনা শিশু পার্ক,আলমপুর সিলেট। ২। ওসমানি শিশুপার্ক, ধোপাদিঘীর পাড়।	জননেত্রী শেখ হাসিনা শিশু পার্কে বিভিন্ন রাইড স্থাপন করা হয়েছে।
২	কবরস্থান	১। মানিকপীর টিলা। ২। চৌধুরী টিলা।	বর্ণি ত স্থানে অতি অল্প খরচে সেবা দেওয়া হয়।
৩	শ্মশানঘাট	চালিবন্দর	বর্ণি ত স্থানে অতি অল্প খরচে সেবা দেওয়া হয়।
৪	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১। সিটি বেবী কেয়ার একাডেমী ,চারা দিঘীর পাড় ,সিলেট ২। বর্ণ মালা সিটি একাডেমী। ৩। বিরেশ চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় ৪।ভোলানন্দ নৈশ উচ্চ বিদ্যালয়	গরীব ও মেধাবীদেরকে বিনা খরচে পড়াশুনার সুযোগ দেওয়া হয়।
৫	হাসপাতাল	১। কুমাড়পাড়া সিটি কর্পো রেশন ভবনে কিডনী হসপিটাল স্থাপনের পরিকল্পনা চলমান	কার্য ক্রম চলমান

১০। সিটি কর্পো রেশনের বর্জ্য ব্যবস্থপনায় অগ্রগতি সাফল্য:

ক) পরিবেশের উন্নয়নের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মেডিকেল বর্জ্য ডিস্পোজাল করা হচ্ছে।

খ) সিলেট সিটি কর্পো রেশনের ডাম্পিং গ্রাউন্ডেস্যানিটারী ল্যান্ড ফিল্ড প্রকল্প চলমান রয়েছে।

গ) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে র মাধ্যমে ডধংঃব ঃড় ঊহবৎমু তে রুপান্তরের জন্য ঋবধংরনরষরঃু ঝঃঁফু চলমান রয়েছে।

ঘ) ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আধুনিক অটোক্ল্যাভ মেশিন স্থাপন করে ক্লিনিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হয়। মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী গত ৩১ আগস্ট ২০১৯ তারিখে এর শুভ উদ্বোধন করেন।

১১। নির্দি ষ্ট স্থানে পশু কোরবানী সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য

ক্রমিক নং	নির্ধ ারিত স্থানের নাম	ওয়ার্ড নং	২০১৯ সালে জবাইকৃত পশু		২০১৮ সালে জবাইকৃত পশু	
			গরুর সংখ্যা	ছাগলের সংখ্যা	গরুর সংখ্যা	ছাগলের সংখ্যা
১	অর্ণ ব৩০ মীরের ময়দান, সিলেট	১	৬	২	৩	০
২	প্রহরী আ/এ পুরাতন মেডিকেল কলোনী, সিলেট	২	১২	০	৮	১
৩	ডাঃ গার্ডে ন কাজলশাহ্ পুকুরপাড়, সিলেট	৩	১০	৬	৬	৩
৪	আম্বরখানা সরকারী কলোনী মাঠ	৪	১০	২	৪	২
৫	ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর কার্য াল, বাসা নং-৬ ৯, আম্বরখানা বড় বাজার রোড, সিলেট।	৫	৫	৩	৪	১
৬	ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর কার্য াল, চৌকীদেখী,এয়ারপোর্ট রোড় সিলেট।	৬	০	০	১	১
৭	ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর কার্য াল, ১০৯ ঐকতান পশ্চিম পীরমহল্লা, সিলেট।	৭	৩	০	২	১
৮	ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর কার্য াল, কালিবাড়ি রোড, সিলেট।	৮	৪	০	৪	২
৯	বিরেশ চন্দ্র স্কুল রোড, হাজী ইলাছুর রহমান এর বাসা সংলগ্ন		৩	০	২	১
১০	জবাইখানা, এতিম স্কুল রোড, বাগবাড়ী, সিলেট।	৯	৩	০	১	০
১১	কলাপাড়া ওয়ার্কশপের মাঠ, ঘাসিটুলা, সিলেট	১০	০	০	২	০
১২	নবাব রোড, পিডিবি স্কুল মাঠ, সিলেট।		৬	১	৮	০
১৩	লালদিঘীর পাড় কাউন্সিলর কার্য ালয়ের পিছনে সিলেট।	১১	৮	০	৭	১
১৪	ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর কার্য াল, পুরাতন পাসপোর্ট অফিসের নিকট, শেখঘাট রোড, সিলেট।	১২	৭	৩	৫	১
১৫	কাজীর বাজার মাদ্রাসা মাঠ, সিলেট।	১৩	১১	০	৭	২

ক্রমিক নং	নির্ধারিত স্থানের নাম	ওয়ার্ড নং	২০১৯ সালে জবাইকৃত পশু		২০১৮ সালে জবাইকৃত পশু	
			গরুর সংখ্যা	ছাগলের সংখ্যা	গরুর সংখ্যা	ছাগলের সংখ্যা
১৬	ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর কার্যালয়, সুগন্ধা-৬০, ছড়ারপার রোড, সিলেট।	১৪	৮	০	১০	১
১৭	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় মাঠ, সিলেট।		২	০	৪	০
১৮	শাহজালাল জামিয়া স্কুল এন্ড কলেজ মাঠ, মিরাবাজার, সিলেট।	১৫	১৩	০	৯	০
১৯	সওদাগর টুলা মাঠ, সিলেট।	১৬	২	১	১	১
২০	কাউন্সিলরের বাসা সংলগ্ন খোলা স্থানে, কাজীটুলা, সিলেট।	১৭	৭	৫	৫	২
২১	মেয়র মহোদয়ের বাসার সামনের মাঠ, কুমারপাড়া, সিলেট	১৮	৭	৩	৫	২
২২	দপ্তরীপাড়া জামে মসজিদ সংলগ্ন মাঠ, সিলেট	১৯	২	০	১	১
২৩	সৈয়দ হাতিম আলী (রা:) উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, সিলেট	২০	০	০	০	০
২৪	সৈয়দ হাতিম আলী (রা:) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ, সিলেট	২১	০	০	২	০
২৫	এ-ব্লক, মসজিদের সামনের মাঠ, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।	২২	১	০	১	০
২৬	আই-ব্লক, খেলার মাঠ, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।		৩	১	১	১
২৭	ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর কার্যালয়, মাছিমপুর, সিলেট।	২৩	২১	০	১০	১
২৮	ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর কার্যালয়, প্রতিশ্রুতি-৮০, কুশিঘাট, গাজী বুরহান উদ্দিন রোড, সিলেট।	২৪	৪	১	৩	০
২৯	ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর বাসা সংলগ্ন স্থান, বঙ্গবীর রোড, সিলেট	২৫	৩	১	২	০
৩০	ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর বাসা সংলগ্ন স্থান, কদমতলী, সিলেট	২৬	২২	০	১৬	০
৩১	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, আলমপুর, সিলেট	২৭	১	০	৪	০
সর্বমোট			১৮৪	২৯	১৩৮	২৫
সর্বমোট কোরবানিকৃত পশুর সংখ্যা			**২১৩**		**১৬৩**	

১৩। বার্ষি ক রাজস্ব আয়-

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	প্রকৃত আয়
১	টেকসেস	
	ক) গৃহ ও ভূমির উপর কর	৪২,২৮১,৯১০.০০
	খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর	৭৬,৩৭৩,৪২০.০০
	গ) ইমারত নির্ম ান ও পুনঃ নির্ম ানের উপর কর	১৩,৩০৪,৮৫০.০০
	ঘ) পেশা, ব্যবসা ও কলিং এর উপর কর	৪৮,৮০৭,৮০৪.০০
	ঙ) জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ ও দত্তকের উপর কর	১,২০৯,৩০৫.০০
	চ) বিজ্ঞাপনের উপর কর	১০,১৮৩,৭২৮.০০
	ছ) পোষা প্রাণী কর	০.০০
	জ) সিনেমা কর	৩৫,৯৪৮.০০
	ঝ) যানবাহন (যান্ত্রিক যানবাহন ও নৌকা ব্যতিত) কর	১,৯৪৮,৯৪৭.০০
	ঞ) বাস ষ্ট্যান্ড/টার্মি নাল ইজারা	১১,৩৬২,০০১.০০
	ট) ফেরীঘাট ইজারা	১,৭৬৪,৮১১.০০
	ঠ) পুকুর ইজারা	১৫,০০০.০০
	ড) মৎস ও তরকারী বাজার ইজারা	০.০০
	ঢ) রথমেলার ইজারা	১,২৬৩,৮৯০.০০
	ণ) পশুর হাট ইজারা	০.০০
	ত) শৌচাগার ইজারা বাবদ আয়	৮৩৮,০০০.০০
	থ) কেন্টিন ইজারা ও অন্যান্য ইজারা থেকে আয়	০.০০
	দ) বাগবাড়ী আবাসিক প্রকল্পর রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ আয়	০.০০
		২০৯,৩৮৯,৬১৪.০০
২	রে্ইট	
	ক) লাইটিং রে্ইট (আলো কর)	১৮,১২০,৮১৮.০০
	খ) কনজারভেন্সী রে্ইট	৪২,২৮১,৯১০.০০
		৬০,৪০২,৭২৮.০০
৩	ফিস	
	ক) লাইসেন্স ফিস	১৫০,৮৭০.০০
	খ) পশু জবাই ফিস	১,১৭৬,৮০০.০০
	গ) নাম পরিবর্তন ফিস	১,৩৩২,৫২০.০০
	ঘ) মেলা/শিল্প প্রদর্শ নী ইত্যাদি	১,১৭৮,৫৪০.০০
	ঙ) ঠিকাদারী তালিকাভুক্তি ও নবায়ন ফিস	২,৪৬০,৬৭৫.০০
	চ) প্রকৌশলী তালিকাভূক্তি ফিস	২৮৮,০০০.০০
	ছ) স্বল্প মূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ফিস	০.০০

ক্রমিক নং	**আয়ের খাত**	প্রকৃত আয়
	জ) বিবাহ সনদপত্র ফিস	১৮৯,০০০.০০
	ঝ) এ আর ভি ফিস	০.০০
	ঞ) অন্যান্য ফিস	১,৫০০.০০
		৬,৭৭৭,৯০৫.০০
৪	জল সরবরাহ কেন্দ্রের আয়	
	ক) পানি কর	১৮,১২০,৮১৮.০০
	খ) পানির সংযোগ লাইনের মাসিক চার্জ	৩৭,২৫৯,৬৫৪.০০
	গ) পানির লাইনের সংযোগ পুনঃ সংযোগ ফিস	৮,৫৮২,৯৭৪.০০
	ঘ) নলকূপ স্থাপন ও নবায়ন ফি	১১,৯৮৩,৬২০.০০
	ঙ) পানির লাইনের রাস্তা কাটার ক্ষতিপূরণ বাবদ	২,২৩০,০৪৭.০০
	চ) সারচার্য	৬৩,৬০৫.০০
	ছ) অন্যান্য আয়	২৩৫,৩০০.০০
		৭৮,৪৭৬,০১৮.০০
৫	অন্যান্য আয়	
	ক) কবরস্থান ও শ্মশান ঘাট থেকে আয়	০.০০
	খ) রোড রোলার ভাড়া	৪,২৪৯,৯০০.০০
	গ) সিটি সম্পত্তি ও দোকান ভাড়া	৯,১৮২,৫৭২.০০
	ঘ) সিটি সম্পত্তি/দোকান কোটা লিজ ও নবায়ন	২,৩৭৩,০৮০.০০
	ঙ) রাস্তা কাটার ক্ষতিপুরন বাবদ আয়	৩৮৭,১৯৬.০০
	চ) বিভিন্ন সার্ট ফিকেট থেকে আয়	০.০০
	ছ) বিভিন্ন ফরমের বিক্রয় মূল্য	২৬০,৮৭৯.০০
	জ) দরপত্র/ সিডিউল বিক্রয় বাবদ আয়	০.০০
	ঝ) ইপিআই কর্ম সূচি	৪৭৭,৭০০.০০
	ঞ) পানির টেংকি পরিবহন খাতে আয়	৯৪৫,৫০০.০০
	ট) বেবীটেক্সি/টেম্পু স্টেন্ড থেকে আয়	২৫,০০০.০০
	ঠ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে আয়	৯,১০২,৯৯১.০০
	ড) ব্যাংকে জমাকৃত অর্থে র মুনাফা	
	ঢ) অন্য কোন সংস্থা/ব্যক্তির নিকট থেকে গৃহীত অনুদান	০.০০
	ণ) নিলাম থেকে আয়(গাছ/যন্ত্রাংশ/আসবাবপত্র ও অন্যান্য)	২,৫০৯,১৬১.০০
	ত) সারচার্য/ ক্রোকি পরওয়ানা	৬৯৫,৮০৬.০০
	থ) জরিমানা বাবদ আয়	১০২,২০০.০০

ক্রমিক নং	**আয়ের খাত**	প্রকৃত আয়
	দ) এমজিএসপি প্রকল্পে বিবিধ খাতে প্রাপ্তি	০.০০
	ধ) ভ্যাকুয়াম টেংকি ভাড়া বাবদ আয়	৪৫৮,৫০০.০০
	ন) ক্রেন ভাড়া বাবদ আয়	৩২,০০০.০০
	প) ভীম লিফটার ভাড়া	৮৩,৫০০.০০
	ফ) হল রুম ভাড়া বাবদ আয়	১,৭০০.০০
	ব) জেনারেটর ভাড়া বাবদ আয়	৩৮,০০০.০০
	ভ) শিশু উদ্যান নবায়ন	০.০০
	ম) বিভিন্ন ইজারার ভ্যাট, আয়কর ও জামানত জমা	৬,৮২০,০০৩.০০
	য) অন্যান্য আয়	১৩৯,৫৪৩.০০
		৩৭,৮৮৫,২৩১.০০
৬	রাজস্ব খাতে সরকারী অনুদান প্রাপ্তি	
	ক) নগর শুল্কের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরী	৯,০০০,০০০.০০
	খ) বিদ্যুৎ বিল খাতে সরকারী মঞ্জুরী	০.০০
		৯,০০০,০০০.০০
৭	অংশ-২ (ক) উন্নয়ন হিসাব (রাজস্ব)	
	মোট আয়	০.০০
	রাজস্ব খাতে মোট আয়	**৪০১,৯৩১,৪৯৬.০০**

৪। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সংক্ষিপ্ত তথ্য, সাফল্য:-

প্রকল্প পরিচালিত ৭টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র(PHCC) ও ১টি নগর মাতৃসদন-এর মাধ্যমে বিগত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রদত্ত সেবা:

১. স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সেবা নিয়েছেন ১, ০২, ৮৮২ জন।
২. সম্পূর্ণ ফ্রি(রেড কার্ডের মাধ্যমে ও অন্যান্য ফ্রি) সেবা নিয়েছেন ৪৮, ৩৮৪ জন।
৩. স্বল্পমূলে সেবা নিয়েছেন ৫৪, ৪৯৮ জন।
৪. স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহ থেকে গড়ে ২-এর অধিক সেবা প্রদানের হিসেবে মোট সেবা প্রদান করা হয়েছে ২, ৬৬, ৬৪৬
৫. গর্ভকালীন সেবা, পরিচর্যা ও পরামর্শ নিয়েছেন ৫৪৩৮ জন মা।
৬. প্রসব পরবর্তী সেবা নিয়েছেন ৩২৭৮ জন মা।
৭. পরিবার পরিকল্পনা (স্বল্প, দীর্ঘ ও স্থায়ী) সেবা নিয়েছেন ৩২৭৪৩ জন দম্পত্তি।
৮. কিশোর-কিশোরী সেবা ও বয়:সন্ধিকালীন সচেতনতামূলক স্বাস্থ্য শিক্ষা নিয়েছেন ১৮২৩২ জন কিশোর-কিশোরী।
৯. ডেলিভারী সেবা প্রদান করা হয়েছে ১৫৬০ (নরমাল : ১০৬২ ও সিজার ৪৯৮টি; ফ্রি ডেলিভারী ৬২৪টি)
১০. শিশুর ইপিআই টিকা সহ অন্যান্য সেবা নিয়েছেন ২৬৪৪১ জন (ইপিআই ডোজ নিয়েছেন ১০২৬২ শিশু)
১১. ল্যাব পরীক্ষা ও সকল প্রকার সাধারণ রোগ-ব্যাধির সেবা নিয়েছেন ৪৮, ৯৩২ জন।

অর্জিত সাফল্য:

১. কর্ম এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর হার বৃদ্ধি পাওয়াসহ গর্ভকালীন পরিচর্যার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভিজিটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিয়মিতভাবে গ্রহণ ও এক পদ্ধতি থেকে অন্য পদ্ধতিতে স্থানান্তর সম্পর্কে সচেতনতা ও সেবা নেওয়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে এবং অন্যান্যদের স্বল্পমূল্যে সকল প্রকার প্রাথমিক চিকিৎসা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ঔষধ ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।

৪. শিশুর ইপিআই টিকা নিশ্চিত করার ফলে কর্ম এলাকায় শিশুর জন্য ক্ষতিকর ও সংক্রামক রোগের হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

অন্যান্য উল্লেখ্যযোগ্য অর্জন:

মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মি ত এই আধুনিক ট্রাক টার্মি নাল দক্ষিণ সুরমাস্থ পারাইরচকে ১৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে শুভ উদ্বোধন করেন। এ ট্রাক টার্মি নাল নির্ম াণের ফলে শহরের যানযট নিরসন হয়েছে। পাশাপাশি ইজারা প্রদানের মাধ্যমে সিটি কর্পে ারেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

“জননেত্রী শেখ হাসিনা শিশু পার্ক”

চিত্রঃ পার্কের রাইডসমূহ

চিত্রঃ পার্কের রাইডসমূহ

চিত্রঃ পার্কের রাইডসমূহ

চিত্রঃ পার্কের রাইডসমূহ

চিত্রঃ পার্কের রাইডসমূহ

আধুনিক ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ

সিলেট কেন্দ্রীয় ট্রাক টার্মিনাল এর উদ্বোধন করছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান এম.পি

সিলেট কেন্দ্রীয় ট্রাক টার্মিনাল এর উদ্বোধন কালে মোনাজাত করছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান এম.পি

"মেডিকেল বর্জ্য ডিস্পোজাল"

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে মেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এম.পি

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে মেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উদ্বোধন কালে মোনাজাত করছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এম.পি

নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানী ছবি সমূহ

চিত্রঃ কোরবানির পশু জবাই

চিত্রঃ কোরবানির পশু জবাই

চিত্রঃ কোরবানির পর পশুর রক্ত পরিষ্কারকরণ

চিত্রঃ সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃকপশুর বর্জ্য পরিষ্কারকরণ

চিত্রঃ পশুর বর্জ্য অপসারণের পর সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃকনির্ধারিত স্থান পানি দিয়ে পরিষ্কারকরণ

চিত্রঃ পানি দিয়ে পরিষ্কারের পর ব্লিচিং পাউডার দিয়ে উক্ত স্থান সমূহ পরিস্কারকরণ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরেবার্ষি কউন্নয়ন কর্ম সূচিতেচলমা প্রতিটি প্রকল্পের তথ্য ও ছবি

প্রকল্পের নাম	:	সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রবাহিত ১১টি ছড়া সংরক্ষণ ও আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	১। ড্রেনেজ সিস্টেমের উন্নয়ন। ২। ছড়া/খালের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ। ৩। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ। ৪। বন্যা ও বর্ষা মৌসুমে জনদূর্ভোগ লাঘব ৫। জলাবদ্ধতা নিরসন করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি।
প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিটি কর্পোরেশন)	:	মোট-২৬৯.৫২৭৩ কোটি, জিওবি-২৩০.৯৪৩১ কোটি, এসসিসি-৩৮.৫৮৪২ কোটি
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	

প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের ছবি

প্রকল্পের নাম	:	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ।
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	১। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। ২। ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নয়ন। ৩। সলিড ওয়েস্ট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন। ৪। উন্নয়ন কার্যক্রমের গুনগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি/যানবাহন ক্রয়।
প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিটি কর্পোরেশন)	:	মোট-৫৪৭.২৭৭০ কোটি, জিওবি-৪৬৫.১৮৫৪ কোটি, এসসিসি-৮২.০৯১৬ কোটি।
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	

মিরের ময়দান হতে সুবিদবাজার রাস্তা। কদমতলী বাস-টার্মিনাল সড়কের পাশে ফুটপাত

২০১৮-১৯ অর্থ বছরেবার্ষি কউন্নয়ন কর্ম সূচিতেচলমা প্রতিটি প্রকল্পের তথ্য ও ছবি :

প্রকল্পের নাম	:	উন্নত শিক্ষা ও পরিবেশের মান উন্নয়নে সিলেট সিটি কর্পে ারেশনের অবকাঠামো নির্ম াণ।
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	১। নগরবাসীর শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি। ২। ক্লিনারদের বাসস্থানের সুবিধা বৃদ্ধি। ৩। নির্ম ল পরিবেশ তৈরি।
প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিটি কর্পে ারেশন)	:	মোট-২৪.২৮৪৫ কোটি, জিওবি-০.০০, প্রকল্প সাহায্য-২৪.২৮৪৫ কোটি
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-১৯ পর্য ন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	

৬ তলা বিশিষ্ট স্কুল ও কলেজ ভবন

৫. রাজশাহী সিটি কর্পো রেশন

আয়তন	:	৪৮.৪০ বর্গ কিলোমিটার
ওয়ার্ড সংখ্যা	:	৩০ টি
অঞ্চল সংখ্যা	:	--
জনসংখ্যা	:	৪,৪৯,৭৫৬ (২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী)
নগরীর মোট হোল্ডিং সংখ্যা	:	প্রায় ৬১০০০ টি

সপ্তম-পঞ্চবার্ষি ক কর্ম পরিকল্পনা এবংঋউএ-এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে উক্ত সিটি কর্পো রেশনের বাস্তবায়িতকার্য ক্রম

রাজশাহী সিটি কর্পো রেশনে২০১৮-১৯ অর্থ বছরেবার্ষি ক উন্নয়ন কর্ম সূচির আওতায় নিম্নবর্ণি ত৪টি প্রকল্প রয়েছে :

i. রাজশাহী মহানগরীর রাজশাহী-নওগাঁ প্রধান সড়ক হতে মোহনপুর রাজশাহী-নাটোর সড়ক পর্য ন্ত পূর্ব-পশ্চিম সংযোগ সড়ক নির্ম াণ(১ম সংশোধিত)।
ii. রাজশাহী মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণার্থে নর্দ মা নির্ম া(৩য় পর্য া) (সংশোধিত)।
iii. রাজশাহী কল্পনা সিনেমা হল থেকে তালাইমারী মোড় পর্য ন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন
iv. রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার উন্নয়ন

- SDG associate targets (১১.১, ১১.২, ১১.৩) অনুযায়ী উক্ত প্রকল্পসমূহের জঅউচ মোট বরাদ্দ ৯৬৯৭.০০ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ২০.৩৬ কি:মি: সড়ক নির্ম াণ/ মেরামত, ১২.৮৮ একর ভূমি অধিগ্রহণ এবং ৪.২৩ কি:মি: রাস্তা ও ফুটপাথ ১০০% সম্পূর্ণ করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ৮০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- SDG ৬.১ ও ৬.ন অনুযায়ী বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ টগওগঈঈ প্রকল্প ও ব্র্যাক টঘউচ প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৯১ টি টিউবওয়েল ও ৮৪ টি টয়লেট নির্ম াণসম্পন্ন করা হয়েছে।
- SDG 11.1 অনুযায়ী Improvement inclusive housing and other civic service of urban inhabitance including slum এ ২৪৪ টি গৃহ নির্ম াণ করা হয়েছে।
- ঋউএ ১৫ এর এড়ধষ অনুযায়ী ফাঁকা স্থানে ও রাস্তার ধারে, স্কুল-কলেজের মাঠ ও আবাসনের ফাঁকা জায়গায় ৫০০০ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

➢ **নাগরিক সেবা প্রদানে/ সহজীকরণে গৃহীত/ চলমান উল্লেখযোগ্য কার্য ক্রমসমূহ**

(১) One stop service center'র মাধ্যমে সহজে নাগরিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
(২) ওয়েব সাইটের মাধ্যমে নাগরিকগণ সকল নাগরিক সেবা ফরম সহজে পেয়ে থাকে।

➢ **ওয়ার্ড ভিত্তিক ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা প্রদত্ত সুবিধাদি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :**

♦ নগর ডিজিটাল সেন্টার সংখ্যা : ৩০ (অস্থায়ী)

♦ সুবিধাদি : সরকারের বিভিন্ন প্রকার সেবা ও সিটি কর্পো রেশনের নাগরিক সেবাসমূহ ও বিভিন্ন সেবা ফার্ম নাগরিকগণ সহজে পেতে পারে।

♦ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা : সিটি কর্পো রেশনের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ৩০টি ওয়ার্ড কার্য ালয়ে নির্ধ ারিত কক্ষ তৈরী কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সরঞ্জামাদি ও আসবাব পত্র ক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে।

➢ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের অভ্যান্তরে কবরস্থান, শ্মাশানঘাট, শিশু পার্কের চলাচলের রাস্তা উন্নয়ন ও আলোকায়নের কাজ করা হয়েছে। এতে জনগণের যাতায়াত সহজ হয়েছে।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি/ সাফল্য:

১। মহানগরীর তেরখাদিয়া ও কাজলায় অত্যাধুনিক সেকেন্ডারি ট্রান্সফার ষ্টেশনের মাধ্যমে আবর্জনা অপসারণ কার্য ক্রম চালু করণ।
২। মহানগরীর গুরুত্বপুর্ণ মিনি ট্রাক দ্বারা স্বল্প সময়ে আবর্জনা সংগ্রহ করে সেকেন্ডারি ট্রান্সফার ষ্টেশনে অপসারণ।
৩। ভ্যান দ্বারা বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ করে সেকেন্ডারী ট্রান্সফার ষ্টেশনে অপসারণ।
৪। মহানগরীর বাসাবাড়ির সেফটি ট্যাংক দি সম্ন্যাজিং ভ্যাকুম ট্যাংকার দ্বারা ভাড়ার মাধ্যমে পরিস্কার করণ।
৫। মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য ড্রেনের কাদামাটি পরিস্কার, কচুরিপানা উত্তোলন, জঙ্গাল আগাছা ঝোপঝাড় অধিকতর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাজ জোরদার করণ।
৬। মহানগরীর প্রতিটি মসজিদে জুম্মার নামাজের খুতবায় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বিষয়ে জনসচেতনতার জন্য ইমামের মাধ্যমে প্রচারনা।
৭। মহানগরবাসীকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ ও মাইকিং দ্বারা প্রচার।
৮। মহানগরবাসীকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে কেবল লাইনের মাধ্যমে প্রচার।
৯। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্য ক্রম গতিশীল রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যবসায়ী, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কে প্লাস্টিক বিন ও পিভিসি ফেস্টুন বিতরণ।

☞ নির্দি ষ্ট স্থানে পশু কোরবানী সম্পর্কিত তথ্য

কোরবানিকৃত স্থানের সংখ্যা

সিটি কর্পোরেশনের নাম	ওয়ার্ড সংখ্যা	কোরবানিকৃত স্থানের সংখ্যা		রাস্তাঘাটে যত্রতত্র পশু কোরবানি হলে তার স্থান সংখ্যা
		নিজ বাড়ীর আঙ্গীনার স্থান সংখ্যা	সিটি কর্পোরেশন নির্ধারিত স্থান	
১	২	৩	৪	৫
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	৩০টি	৬৬৪৪ টি	২১০ টি	৮৪৫৬ টি

কোরবানিকৃত পশুর সংখ্যা

সিটি কর্পোরেশনের নাম	ওয়ার্ড সংখ্যা	প্রকৃত কোরবানির মোট পশুর সংখ্যা	কোরবানিকৃত স্থানের সংখ্যা			বর্জ্য অপসারনের সর্বোচ্চ সময়	মমত্মব্য
			নিজ বাড়ীর আঙ্গীনায় কোরবানির পশুর সংখ্যা	সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত স্থানে কোরবানির পশুর সংখ্যা	রাস্তাঘাটে যত্রতত্র পশু কোরবানি হলে তার (পশুর) সংখ্যা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	৩০টি	৩০,২০০ টি	৬,৬৪৪ টি	১৫,১০০ টি	৮,৪৫৬ টি	১২ ঘন্টা	

➢ **২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বার্ষি ক উন্নয়ন কর্ম সূচিতে চলমান প্রতিটি প্রকল্পের তথ্য ও ছবি**

প্রকল্পের নাম : রাজশাহী মহানগরীর রাজশাহী-নওগাঁ প্রধান সড়ক হতে মোহনপুর রাজশাহী-নাটোর সড়ক পর্য ন্ত পূর্বপশ্চিম সংযোগ সড়ক নির্ম াণ(১ম সংশোধিত)

সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য : (ক) ক্রমবর্ধি ষ্ণু যাতায়াত ও যানবাহন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাজশাহী মহানগর এলাকায় শক্তিশালী ও কার্য কর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(খ) জাতীয় ও আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে রাজশাহী মহানগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজতর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধনের পাশাপাশি রাজশাহীর নগর-দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিটি কর্পে ারেশন) : ১৮২৬৮.১৯ লক্ষ টাকা
জিওবি : ১৭৩৫৯.১৯ লক্ষ টাকা, সিটি কর্পে ারেশনের নিজস্ব তহবিল : ৯০৯.০০ লক্ষ টাকা

বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্য ন্তবাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	জানুয়ারি, ২০১২ – ডিসেম্বর, ২০১৯ বাস্তবায়ন অগ্রগতি : ৮৩.০০%

প্রকল্পের নাম : রাজশাহী মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণার্থে নর্দ মা নির্ম াণ(৩য় পর্য ায়) (সংশোধিত)

সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য : (ক) রাজশাহী মহানগরী এলাকায় একটি কার্য কর ও স্থায়ী পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে সার্বি ক পরিবেশগত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

(খ) রাজশাহী মহানগরী এলাকায় একটি ধারণক্ষম ও যথোপযুক্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে নগরীর ভৌত অবকাঠামোগত পরিবেশের উন্নতি সাধন করা।

(গ) সর্বে াপরি রাজশাহী মহানগরী এলাকায় একটি টেকসই পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে, দীর্ঘ মেয়াদে নগরবাসীর কর্ম ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং অর্থ নৈতিক সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখা।

প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিটি কর্পে ারেশন) : ১৯৩২৯.৭৭ লক্ষ টাকা
জিওবি : ১৮৩৬৩.২৮ লক্ষ টাকা, সিটি কর্পে ারেশনের নিজস্ব তহবিল : ৯৬৬.৪৯ লক্ষ টাকা

বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্য ন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি : মে, ২০১৩ – জুন, ২০২০ (প্রস্তাবিত)
বাস্তবায়ন অগ্রগতি : ৮০.০০%

৩.প্রকল্পের নাম : রাজশাহী কল্পনা সিনেমা হল থেকে তালাইমারী মোড় পর্য ন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন

সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য :
(ক) ক্রমবর্ধি ষ্ণু যাতায়াত ও যানবাহন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাজশাহী মহানগর এলাকায় শক্তিশালী ও কার্য কর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
(খ) জাতীয় ও আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে রাজশাহী মহানগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজতর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধনের পাশাপাশি রাজশাহীর নগর-দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিটি কর্পো রেশন) : ১২৭৪৯.৫৯ লক্ষ টাকা
জিওবি : ১০১৯৯.৭৩ লক্ষ টাকা, সিটি কর্পো রেশনের নিজস্ব তহবিল : ২৫৪৯.৮৬ লক্ষ টাকা

বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্য ন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি : জুলাই, ২০১৫—ডিসেম্বর, ২০২০ (প্রস্তাবিত)
বাস্তবায়ন অগ্রগতি : ১৮.০০%

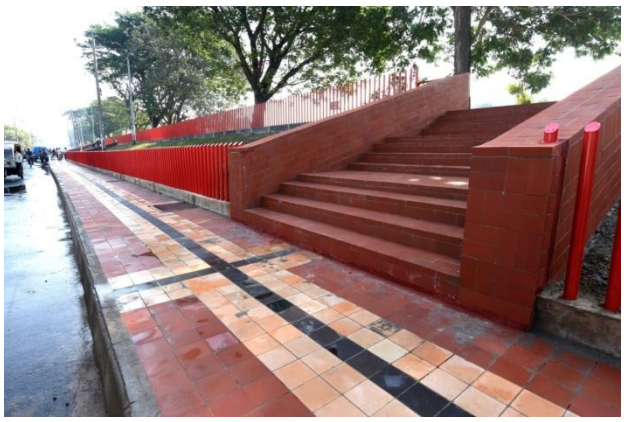

প্রকল্পের নাম : রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার উন্নয়

সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য :
(ক) ক্রমবর্ধি ষ্ণু যাতায়াত ও যানবাহন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাজশাহী মহানগর এলাকায় শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
(খ) সড়ক সংযোগস্থল সমূহ সম্প্রসারণের মাধ্যমে নির্বি ঘ্নে

যানবাহন চলাচল নিশ্চিত করা।

প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিটি কর্পোরেশন) : ১৭২৯৮.৩৫ লক্ষ টাকা
জিওবি : ১৩৮৩৮.৬৮ লক্ষ টাকা, সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল : ৩৪৫৯.৬৭ লক্ষ টাকা

বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি : জানুয়ারি, ২০১৭—ডিসেম্বর, ২০২০ (প্রস্তাবিত)
বাস্তবায়ন অগ্রগতি : ৬০.০০%

➢ বার্ষিক রাজস্ব আয়

কর আদায় শাখা

ক্রমিক নং	আয়ের উৎস	অর্থ বছর	আয়ের পরিমাণ
১।	বেসরকারী হোল্ডিং	২০১৮-২০১৯	১০৮,০২৩,৩১০
	সরকারী হোল্ডিং		৭২,২০৩,৮৫০
	সারচার্জ		২,৪৪৪,৪৬২
	মোবাইল টাওয়ার		২,৫০৭,০০১
	খারিজ ফি		৫৫৬,০০০
	সিনেমা কর		১২১,৫৬২
	জাবেদা নকল		-
	শহীদ জিয়া শিশু পার্ক		২,৯০৪,৫৪৫
		মোট =	**১৮৮,৭৬০,৭৩০**

লাইসেন্স শাখা

ক্রমিক নং	আয়ের উৎস	অর্থ বছর	আয়ের পরিমাণ
২।	ব্যবসা/পেশা	২০১৮-২০১৯	৩৮,২২৭,৭১০
	প্রচার কর		১০,৭৬১,২২৬
	ঠিকাদারী রেজিস্ট্রেশন		১,৩৭৩,৭৫০
	উপ যানবাহন		১৮,৯৪৩,৫৩৫
	মোট =		৬৯,৩০৬,২২১

বাজার শাখা

ক্রমিক নং	আয়ের উৎস	অর্থ বছর	আয়ের পরিমাণ
৩।	সাহেব বাজার শাখা	২০১৮-২০১৯	৩,১৬১,৪২৮
	নিউমার্কেট		৫,১২৯,০২৬
	মোট =		৮,২৯০,৪৫৪

কর ধার্য শাখা

ক্রমিক নং	আয়ের উৎস	অর্থ বছর	আয়ের পরিমাণ
৪।	কর নির্ধারণ ফি	২০১৮-২০১৯	১,০০৭,০০০

➢ **প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সংক্ষিপ্ত তথ্য সাফল্য:**

স্থায়ী কেন্দ্র	-	২২টি
অস্থায়ী কেন্দ্র	-	১০৫টি
স্বাস্থ্য সেবায় মাঠ পর্যায়ের মোট জনবল	-	১৭৮ জন
ওয়ার্ড	-	৩০টি
কেন্দ্রীয় ইপিআই ষ্টোর	-	০১টি
সাব ইপিআই ষ্টোর	-	০৬টি

নিয়মিত টিকাদান কর্ম সূচিতে০-১১মাস এবং ১৫ মাসে বয়সের শিশুদের নিম্নবর্ণি তরোগের টিকা প্রদান করা হয়ঃ

(১) যক্ষ্মা, ডিফথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইপিস-বি, হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া, পোলিও মাইলাইটিস, হাম ও রুবেলা, হাম ।

(২) ১৫- ৪৯ বৎসর গর্ভ ধারণ সক্ষম মহিলাদের টিটি টিকা প্রদান করা হয়।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরেরহিসাব

ক্রমিক নং	তারিখ ও সন	কাজেরবিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	ফলাফল	শতকরা
০১	০৯.০২.২০১৯	৬-৫৯ মাস বয়সী সকল শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো	৬২৮৯৪	৬২৬৬৮	৯৯.৬৪%
০২	২২.০৬.২০১৯	৬-৫৯ মাস বয়সী সকল শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো	৬২৬২৯	৬২৩৯৮	৯৯.৬৩%
		সর্ব মোট	**১২৫৫২৩**	**১২৫০৬৬**	**৯৯.৬৩%**
০৩	১-৭ অক্টোবর-২০১৮	জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ (৫-১৬ বছরের সকল ছাত্র ছাত্রী)	৯৮৭৭৫	৯৮০৩৩	৯৯.৩৩%
০৪	৬.১১ এপ্রিল-২০১৯	জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ (৫-১৬ বছরের সকল ছাত্র ছাত্রী)	১০০৭৫৮	১০০৩৯১	৯৯.৬৪%
		সর্ব মোট	**১৯৯৫৩৩**	**১৯৮৪২৪**	**৯৯.৯৪%**
০৫	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর	ইপিআই টিকা (এমআর ২ ডোজের ফলাফল)	১০৯৪৭	১১০২৫	১০০.৭%
০৬	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর	১৫-৪৯ বছর বয়সী সকল ধারণ সক্ষম মহিলা	৫১৪৬০	৪৮১৫৫	৯৪%

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন বরাবরই ইপিআই টিকাপ্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

৬.খুলনা সিটি কর্পোরেশন

সিটি কর্পোরেশনের আয়তন : ৪৫.৬৫ ব.কি.মি.
সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড সংখ্যা : ৩১ টি
সিটি কর্পোরেশনের জনসংখ্যা : ১৬ লক্ষ (প্রায়)
নগরীর মোট হোল্ডিং সংখ্যা : ৬৬,৪৬৯ টি

- সপ্তম-পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা এবং SDG এর লক্ষ্যমাত্রা খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান চলমান বা বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ
  খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা উন্নয়নও পুর্নবাসন প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৭৫ কি.মি. রাস্তা এবং ১৯২ কি.মি. ড্রেন মেরামত ও উন্নয়ন করা হবে। মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনা করে পরিবেশ সংরক্ষণ ও বিকল্প জ্বালানি উৎপাদন এবং সার উৎপাদনের কর্যক্রম চলছে।
- নাগরিক সেবা প্রদান/সহজীকরণে গৃহীত /চলমান কার্যক্রমসমূহ অন লাইনে সড়ক বাতির অভিযোগ ও নিস্পত্তি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
- ওয়ার্ড ভিত্তিক ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা, প্রদত্ত সুবিধাদি এবং পরিকল্পনা: ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা ৩১টি। প্রদত্ত সুবিধা: অন- লাইনে জন্ম ও মৃত্য নিবন্ধন, পরীক্ষার ফলাফল ও অন- লাইনে পাসপোর্ট আবেদন।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্ম সূচিতে চলমান প্রতিটি প্রকল্পের তথ্য ও ছবি

প্রকল্পের নাম	:	খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দুরীকরণে ড্রেনের ব্যবস্থার উন্নয়ন
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	এই প্রকল্পের মাধ্যমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ মুখ্য উদ্দেশ্য ● শহরের জলাবদ্ধতা দুরীকরণ। ● প্রাকৃতিক খাল খনন করে খালের পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ● অবৈধ দখল থেকে খাল রক্ষা করা। ● নদী ও খালের অবকাঠামো উন্নয়ন করা। ● ড্রেনের নেটওয়ার্ক সঠিকভাবে বুদ্ধি করে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিটি কর্পোরেশন)	:	৮২৩.৭৯ কোটি টাকা (জিওবি)
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	মেয়াদকালঃ জানুয়ারী ২০১৯ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত।২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আর্থিক অগ্রগতি ২৫.০০ কোটি টাকা (৩.০৩%)। পরামর্শক নিয়োগ করে ড্রেনের এষ্টিমেট প্রণয়ন কাজ চলছে।

প্রকল্পের নাম	:	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা উন্নয়ও পুর্নবাসন
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নবগঠিত খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়ন। তবে এই উন্নয়ন প্রকল্পের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ ● সিটি কর্পোরেশন এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে রাস্তা নির্মাণ করা। ● সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্ত করণের মাধ্যমে যানজট নিরসনসহ

		দূর্ঘ টনা হ্রাসকরণ • প্রকল্প এলাকার জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করণ।
প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিটি কর্পো রেশন)	:	৬০৭.৫৬ কোটি টাকা (জিওবি)
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্য ন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	মেয়াদকালঃ জানুয়ারী ২০১৯ হতে জুন ২০২২ পর্য ন্ত।২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আর্থি ক অগ্রগতি ৪০.০০ কোটি টাকা (৬.৫৮%)। ২০.২৮ কি.মি. রাস্তা মেরামত ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

ধর্মসভা ক্রস রোড ও ড্রেন

নাজিরঘাট ক্রস রোড ও ড্রেন

(৩) নাজিরঘাট রোড বাইলেন ও ড্রেন

বয়রা খ্রীস্টানপাড়া রোড

লবনচরা মোক্তার হোসেন সড়ক ও ড্রেন

দৌলতপুর আঞ্জুমান রোড বাইলেন

৭. নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

আয়তন: ৭২.৪৩ বর্গ কিমি:
ওয়ার্ড সংখ্যা: ২৭ ,
অঞ্চল সংখ্যা: ৩টি
নসংখ্যা: প্রায় ১৪,১৮,৭৮২
নগরীর মোট হোল্ডিং সংখ্যা: ৫২,৩৯৮টি |

নাগরিক সেবা প্রদানে /সহজীকরণে গৃহীত/চলমান উল্লেখযোগ্য কার্য ক্রমসমূহ:

(i) অনলাইনে ফ্ল্যাট, দোকান, স্পেস বরাদ্দ ও ইজারা প্রদান সফটওয়্যার: ধ২র প্রকল্পের সহযোগিতায় নারায়ণগঞ্জ নগরীর ফল্যাট, দোকান, স্পেস বরাদ্দ ও ইজারা প্রদানের জন্য সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়। এই সফটওয়্যার এর মাধ্যমে অতি সহজেই ঘরে বসে অনলাইনের মাধ্যমে ফ্ল্যাট, দোকান, স্পেস ক্রয়/ইজারা প্রদান করা হয়। ফলে সেবা প্রদানে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত হয়েছে।

(ii) ট্রেড লাইসেন্স অটোমেশন: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ট্রেড লাইসেন্স অটোমেশন কার্য ক্রম চলমান রয়েছে। আগামী আগস্ট২০১৯ হতে সার্বিক কার্য ক্রম শুরু হবে। বিদ্যমান প্রায়৭ হাজার ট্রেড লাইসেন্স অটোমেশনের আওতায় আনা হবে এবং নতুন ট্রেড লাইসেন্স সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ট্রেড লাইসেন্স সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনয়ন সম্ভব হবে এবং সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

(iii) নগর পরিসেবা অ্যাপ: সিটি কর্পোরেশন সংক্রান্ত সকল তথ্য নিয়ে ডিজিটাল অ্যাড্রেসিং এর লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মোবাইল অ্যাপ। এ অ্যাপের মাধ্যমে যেসকল সেবা পাওয়া যাবে তা হল: ট্রেড লাইসেন্স,পৌর কর প্রদান, অভিযোগ নিবন্ধীকরণ আপদকালীন পরিসেবা ডিজিটাল অ্যাড্রেসিং।

ওয়ার্ড ভিত্তিক ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা প্রদত্ত সুবিধাদি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ;

নগরবাসীর নিকট ই-সেবা পৌছে দিতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ১৫নং ওয়ার্ডে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ভবনে স্থায়ীভাবে ডিজিটাল সেন্টারের সেবা প্রদান কার্য ক্রম চলমান আছে।

সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি/ সাফল্য:

১) ২০১৮ সাল পর্যন্তবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় মোট পরিচ্ছন্নকর্মী ছিল - ৪৯৩ জন।
২০১৯ সালে মোট পরিচ্ছন্নকর্মী - ৯০৮ জন।

২) পূর্বে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের২৭(সাতাশ) টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২১(একুশ) টি ওয়ার্ডে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ চলমান ছিল। বর্তমানে ২৭(সাতাশ) টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতেই বর্জ্য ব্যস্থাপনা কাজ চলমান আছে।

৩) ২৭(সাতাশ) টি ওয়ার্ডের মধ্যেঈএচ প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশনের ১৫নং ওয়ার্ডের গৃহস্থালীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজটি ঈএ কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

৪) ২০১৬খ্রিঃ সালে পঞ্চবটি নামক স্থানে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঈড়সঢ়ড়ংঃ চষধহঃ নির্মান করা হয়েছে । মেগা লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠান ঈড়সঢ়ড়ংঃ চষধহঃ -এর দায়িত্বে রয়েছে । সেখানে প্রত্যহ জৈব অবর্জনা দিয়ে প্রায় ২২ (বাইশ) টন জৈব সার উৎপাদিত হচ্ছে । উক্ত স্থানে প্লাষ্টিক/পলিথিন থেকে জ্বালানী তেল উৎপাদন প্রকল্পও শুরু হয়েছে।

৫) সিটি কর্পোরেশনের০৯নং ওয়ার্ডের জালকুড়ি দশপাইপ এলাকায়২৩ (তেইশ) একর জমির মধ্যে ১০ (দশ) একর জমির উপর স্থায়ী ডাম্পিং তথা ডধংঃব ঞড় ঊহবৎমু প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে । যেখানে দৈনিক ৫ (পাঁচ) মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে । এ কার্য ক্রমে প্রায়৫০০ টন ময়লা-আবর্জনার প্রয়োজন হবে ।

৬) অত্র সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার গনমানুষকে উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার আওতারআনিবার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে । এরই ধারাবাহিকতায় সিটি কর্পোরেশনের২৭ টি ওয়ার্ডের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা **(ঋবপধষ ঝষঁফমব গধহধমবসবহঃ)** উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ইং তারিখে ডধঃবৎ অহফ ঝধহরঃধঃরড়হ ঋড়ৎ টৎনধহ চড়ড়ৎ (ডঝটচ) এর সাথে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন হয়েছে । যার মেয়াদ ২৩

সেপ্টেম্বর, ২০১৯ইং হতে ৩১ আগষ্ট, ২০২৩ তারিখ পর্য ন্ত। ইতোমধ্যে Water And Sanitation For Urban Poor (WSUP) সংস্থাটি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পো রেশন এ কাজ শুরু করেছে।

২০১৯ সালের নির্দি ষ্ট স্থানে পশু কোরবাণী সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য:

- সিটি কর্পো রেশন কর্তৃক নির্ধ ারিত স্থান সংখ্যা২০৮টি;
- সিটি কর্পো রেশন কর্তৃক নির্ধ ারিত স্থানে কোরবানীর পশুর সংখ্যা৭০৭টি।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বার্ষি ক উন্নয়ন কর্ম সূচিতে চলমান প্রকল্পের তথ্য

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পো রেশনের অবকাঠামো নির্ম াণ ও উন্নয়নশীর্ষ ক প্রকল্প১ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প ব্যয় ৪৬১.২৫৮৫ (জিওবি-৪৬১.২৫৮৫, এনসিসি-০০) কোটি টাকা। এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৪০%

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পো রেশনের২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের রাজস্ব আয় এর বিবরণীঃ

নং	আয়ের খাত	প্রকৃত আয়
১	ট্যাক্সেসঃ	
	(ক) গৃহকর ভূমির উপর কর	
	বকেয়া	৭৯৮৭৭৬৮৪.০০
	হাল	১৭৫৪৭৮৯৭.০০
		৯৭৪২৫৫৮১.০০
	(খ) ময়লা নিষ্কাশন কর	
	বকেয়া	৭১৬০৪৪৭.০০
	হাল	১৭৪৪৮৬১৭.০০
		২৪৬০৯০৬৪.০০
	(গ) আলো কর	
	বকেয়া	৫০৯০৭৮৬.০০
	হাল	১২৪৪৯০৭৬.০০
		১৭৫৩৯৮৬২.০০
	বাদ-রিবেট	৪৮৭৫১০৭.০০
	সারচার্জ	২৮০৩১৯৪.০০
	ব্যাংক আদায়	২৮৯২৭৮৬৪.০০
	মোট	১৬৬৪৩০৪৫৮.০০
	(ঘ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর	১৮৫৮৪৯১৯৭.০০
	(ঙ) ব্যবসায়ী লাইন্সেস ফি	৬৭৯৮২১২৩.০০
	(চ) বিজ্ঞাপন কর	৬৩৩২১৯.০০
	(ছ) সিনেমা কর	৬৯৮৫১৭.০০
	(জ) যানবাহন ফি	২১২০৪৫০৫.০০
	মোট	২৭৬৩৬৭৫৬১.০০
২	ফিসঃ	
	(ক) ঠিকাদারী লাইন্সেস নবায়ন ফি	৬৭৮০০০.০০
	(খ) দোকান ভাড়া	১৭০১১৬৫৪.০০
	(গ) হর্কাস মার্কেট হতে ভাড়া	৪৯৬১৯৭.০০
	(গ) নামজারী ফিস	৪১৯৮৯৫০.০০
	(ঘ) জন্ম ও অন্যান্য সনদপত্র ফি	১১৪৬৯০৫.০০
	(ঙ) নির্ম ান ও পুনঃনির্ম ান অনুমোদন ফি	০.০০
	(চ) রোড রোলার ভাড়া	৮৬৬৬৪০.০০
	মোট	২৪৩৯৮৩৪৬.০০
৩	অন্যান্যঃ	
	(ক) বাজার হতে খাস আদায় /ইজারা	১২৭০৮৪২৪.০০

	(খ) মার্কেট / ফ্লাট নির্মান হতে সেলামী	১৫৮৬৬১৩৯০.০০
	(গ) বিভিন্ন ষ্ট্যান্ড হতে ইজারা/খাস আদায়	১৭১১৮৬৪৯.০০
	(ঘ) রাস্তা কর্তনের ক্ষতিপূরণ ফি	২১০৬৮৩২৭.০০
	(ঙ) কর্ম কর্ত/কর্ম চারী বিভিন্ন ঋনের কিস্তি টাকা আনুতোষিক ফান্ডে স্থানান্তর	৪৬৯৪৯৮৫.০০
	(চ) বিবিধ ফরম বিক্রয়	৭৭৭৪৪৫.০০
	(ছ) গন শৌচাগার ইজারা	৬৫৩৫১২.০০
	(জ) পশু জবাই ফি/খাস আদায়	২০৫৬০০.০০
	(ঝ) রাসমার ক্ষতিপুরন ইজারা /খাস আদায়	১৪১১৬০০.০০
	(ঞ) পুকুর ইজারা	০.০০
	(ট) খেয়াঘাট ইজারা	২৯৪৩৩৪৮.০০
	(ঠ) সিডিউল বিক্রয়	৫৭০৫০০.০০
	(ড) বিবিধ	৬৪০৬৭৫০.০০
	(ঢ) দোকান পজিশন হস্তান্তর ফি	১১১৩৬২১.০০
	(ণ) ব্যাংক সুদ	৯৯৯২৩৭৯.০০
	(ত) কবরস্থান জায়গা বিক্রয়	০.০০
	(থ) নিলামে বিক্রয়	১১৪২৫০০.০০
	(দ) জরিমানা	১৭২৫৯৭০.০০
	(ধ) অস্থায়ী গরুর হাট ইজারা	২৪৬৬৮১৫০.০০
	(ন) ইজারা/ট্রেড লাইসেন্স/বিবিধ ভ্যাট ও আয়কর	১২৩৮৬৯৪৬.০০
	(প) ই পি আই (বেসঃ অনুদান)	৮৬৯৬৭০.০০
	মোট	২৭৯১১৯৭৬৬.০০
	(ক) নগর শুল্কের মঞ্জুরী	৭৯৯৯৮০০.০০
	(খ) উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী	১৩৬৪০০০০০.০০
	(গ) উন্নয়ন সহায়তা বিশেষ মঞ্জুরী	৫৫০০০০০০.০০
	মোট	১৯৯৩৯৯৮০০.০০
	মোট আয়	৯৪৫৭১৫৯৩১.০০

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সংক্ষিপ্ত তথ্য, সাফল্য: ১. প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ২. মার্তৃত্বকালীন সেবা ৩. এম আর ও গর্ভপাত পরবর্তী সেবা ৪. পরিবার পরিকল্পনা সেবা ৫. সংক্রামক ও সাধারণ রোগের চিকিৎসা ৬. ইপিআই টিকাদান কর্ম সূচী ৭. বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসেবা ৮. শিশু স্বাস্থ্য সেবা ৯. অপুষ্টিজনিত রোগের চিকিৎসা ১০. দন্ত রোগের চিকিৎসা ১২. আরটিআই/এসটিডি/যৌন রোগ চিকিৎসা ১৩. কমখরচে সকল ধরণের ল্যাবরেটরী পরীক্ষা ১৪. এম আরপি মূল্যের ১০% কম দামে ঔষধ সরবরাহ ।

আধুনিক ও জনবান্ধব সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং থেকে উত্তোরণের জন্য গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা:

১) ১০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা
২) আধুনিক সুয়ারেজ সিস্টেম স্থাপন করে ড্রেনেজ সিস্টেমের আরও উন্নতি সাধন করা যাতে কোন প্রকার দূষিত পানি নদীতে পড়তে না পারে।
৩) ৩জ (জবফঁপব, জবঁংব, জবপুপষব) পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনকে কার্ব নমুক্তপরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে গড়ে তোলা।
৪) শীতলক্ষা নদীর দুই পাড়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ সহাসড়কের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী সার্কুলার রোড নির্মাণ করা।
৫) পর্য ায়ক্রমে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ভূমিতে আরও আয় বর্ধ নমূলক মার্কেট কাম ফ্ল্যাট নির্মাণ করা।
৬) নারায়ণগঞ্জকে মেট্রো রেলের সাথে সংযুক্ত করে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনপূর্ব ক যানজট মুক্ত নগরী গড়ে তোলা।
৭) শীতলক্ষা নদীর উপর রোপওয়ে এবং ওয়াটার সার্কুলার সার্ভি স চালু করা।
৮) সিটি কর্পোরেশনের এলাকা সম্প্রসারণ করা।

৮. রংপুর সিটি কর্পোরেশন

আয়তনঃ ২০৫.৭০ বর্গ কিঃমিঃ
ওয়ার্ড সংখ্যাঃ৩৩ টি
অঞ্চল সংখ্যাঃ ০৩ টি
জনসংখ্যাঃ প্রায় ৭৯৬৫৫৬ জন (পুরুষ ৩৯৮২৮২ জন, মহিলা ৩৯৮২৭৪)
নগরীর মোট হোল্ডিং সংখ্যাঃ ৫১১৬৩ টি

- নাগরিক সেবা প্রদানে /সহজীকরনে গৃহীত /চলমান উল্লেখযোগ্য কার্য ক্রমসমূহঃ জাতীয়তা সনদ, চারিত্রিক সনদ, জন্ম/ মৃত্যু সনদ, ওয়ারিশন সনদ, অবিবাহিত সনদ, ট্রেড লাইসেন্স সনদ, হোল্ডিং নম্বর প্রদান, বিল্ডিং নকশা অনুমোদন, সড়ক বাতি রক্ষনাবেক্ষন, রোড রোলার ভাড়া, আবাসিক / বানিজ্যিক ভবনে পানি সরবরাহের সংযোগ স্থাপন, নগর পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা, মা ও শিশুদের টিকাদান কার্য ক্রম, ঠিকাদার তালিকাভুক্তি ও নবায়ন, ভূমির সীমানা নির্ধারণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, গ্রোথ সেন্টার ব্যবস্থাপনা, বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি, অবৈধ স্থাপনার উচ্ছেদ ইত্যাদি।

  এছাড়াও নাগরিক সেবা প্রদানে/সহজীকরণে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্য ক্রমসমূহঃ

  - হালনাগাদকৃত সিটিজেন চার্টার স্থাপন।
  - সুদৃশ্য অভিযোগ বক্স স্থাপন।
  - কক্ষ নির্দেশিকা বোর্ড স্থাপন।
  - সেবা প্রার্থীদের বসার জন্য চেয়ার স্থাপন
  - সেবা প্রার্থীদের নির্দিষ্ট লেখার স্থান তৈরীকরণ।
  - এস.এম.এস এর মাধ্যমে গর্ভবতী মা ও নবজাতক শিশুর টিকা প্রদান ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত।

নাগরিক সেবা প্রদানে/সহজীকরণে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্য ক্রমসমূহঃ

- ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালুকরণ
- সকল প্রকার নাগরিক সনদসমূহ অন-লাইনে প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- নাগরিক সেবা সহজীকরনে অন-লাইন ট্রেড লাইসেন্স ব্যবস্থাপনা চালুকরণ।
- আগত সেবাপ্রার্থীদের সুবিধার্থে মোবাইল চার্জিং স্টেশন স্থাপন।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য হুইল চেয়ার/ট্রলীর ব্যবস্থা করা।
- সকল আয়-ব্যয়, উন্নয়ন কর্ম কান্ড সংক্রান্তগওঝ বাস্তবায়ন।

- সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে (www.rpcc.gov.bd) । যার মাধ্যমে নগরবাসী সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সেবা, তথ্যাদি ও পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং ই-মেইল (info@rpcc.gov.bd) এ যে কোন অভিযোগ/মতামত প্রেরণ করতে পারবেন।

- ওয়ার্ড ভিত্তিক ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা, প্রদত্ত সুবিধাদি এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

  বর্তমানে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৩৩ টি ওয়ার্ডেই ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ১১ টি কাউন্সিলর অফিসে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

  প্রদত্ত সুবিধাদিঃ

  - বর্তমানে ডিজিটাল সেন্টার হতে সকল প্রকার ই- সেবাসমূহ প্রদান করা হচ্ছে।

  ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

  - নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে ও জনগনের দোড়গোড়ায় সেবা পৌছানোর জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা।

- জনগনের হয়রানিরোধে সিটি কর্পোরেশনের সকল নাগরিক সেবাসহ সকল প্রকার ফর্ম/সনদসমূহ ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা করা।

- সিটি কর্পোরেশনের অধীনে বর্তমান শিশু পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, কবরস্থান, শ্মশানঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপনা (জনগণকে সেবা) সংক্ষিপ্ত তথ্য; সম্প্রতি উদ্বোধন হয়ে থাকলে বা নির্মিয়মান থাকলে এ উক্ত কাজের ব্যয়, সমাপ্তিকাল প্রদত্ত সুবিধাদি ইত্যাদি

সিটি কর্পোরেশনের অধীনে বর্তমান শিশু পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, কবরস্থান, শ্মশানঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপনা(জনগনকে সেবা) সংক্ষিপ্ত তথ্য:

- আধুনিক পর্য টন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যেরংপুর সিটি চিকলীর বিলকে বিশ্বমানের পার্ক হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে বর্তমানে এখানে একটি শিশুপার্ক রয়েছে আধুনিক ওয়াটার পার্ক ও একটি থীম পার্ক রয়েছে।
- সিটি কর্পোরেশনের অধিনে বর্তমানে একটি শিশু পার্ক, ৬ টি কবরস্থান (ক) মুন্সী পাড়া, খ) নুরপুর, গ)লালবাগ, ঘ) মিস্ত্রিপাড়া, ঙ) তাজহাট, ও চ) মাহিগঞ্জ), ১ টি শ্মশান, ১৭ টি বিদ্যালয় (উচ্চ বিদ্যালয় ৪টি, স্যাটেলাইট স্কুল ৩ টি, সিজিপি কর্তৃক পরিচালিত স্কুল১০ টি), ৫ টি হাসপাতাল (০১ টি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল, মাহিগঞ্জ এবং জুম্মাপাড়া, সাতমাথা, এরশাদনগর, সম্মানীপুরে ০৪ টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে)।

কমিউনিটি সেন্টার: বর্তমানে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অধীনে কোন কমিউনিটি সেন্টার নেই। তবে ভবিষ্যতে কমিউনিটি সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থার অগ্রগতি/সাফল্য:

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সাফল্য হিসাবে নাছনিয়ায় একটি অত্যাধুনিক কম্পোস্ট প্লান্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

নিদিষ্ট স্থানে পশু কোরবানী সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য
কোরবানিকৃত স্থানের সংখ্যা

ওয়ার্ড সংখ্যা	কোরবানিকৃত স্থানের সংখ্যা				কোরবানিকৃত পশুর সংখ্যা	
	নিজ বাড়ীর আঙীনার স্থান সংখ্যা		সিটি কর্পোরেশন নির্ধারিত স্থান সংখ্যা			
	(২০১৭-১৮)	(২০১৮-১৯)	(২০১৭-১৮)	(২০১৮-১৯)	(২০১৭-১৮)	(২০১৮-১৯)
৩৩টি	৪৯০টি	১১০০টি	১১৭টি	১১৭ টি	২৮৩০টি	৫৭৫০টি

- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্ম সূচিতে চলমান প্রতিটি প্রকল্পের তথ্য ও ছবি

প্রকল্পের নামঃ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন ও অবকাঠামো উন্নয়ন।

সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্যঃ
- সিটি কর্পোরেশন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনের

	লক্ষ্যে ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্মত নগরী গড়ে তোলা। ♦ সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্ত করণের মাধ্যমে যানযট নিরসনসহ উন্নতর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ♦ প্রকল্প এলাকার জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করণ।
প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিটি কর্পো রেশন)	সম্পূর্ণ জিওবি জিওবি-২১০০০.০০ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্য ং বাস্তবায়ন অগ্রগতি	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ ভৌত অগ্রগতি- ১২.৫%

বার্ষি ক রাজস্ব আয়(উৎসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ):

অর্থ বছরঃ ২০১৮-২০১৯ইং।

বার্ষি ক আয় বিবরণীঃ

উপাংশ - ১

আয়ের খাত		প্রকৃত আয়
ক্রঃ নং	(ক) ট্যাক্সসঃ	২০১৮-২০১৯
১	গৃহ ও ভূমির উপর কর	৩৯৭৭২২০৩
২	স্থাবর সম্পত্তি বিনিময়	৯৯৭৮০১২৩
৩	নীলনক্সা অনুমোদন	১১১১৮১৬৮
৪	পেশা/ব্যবসা ও কলিং	২৯৭২৮৬০৫
৫	জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ, দত্তক গ্রহন	১৮০৫৯২৩
৬	বিজ্ঞাপন	১১১৬৪৮৪০
৭	রিক্সা(যান্ত্রিকযানও নৌকা ব্যতীত)	৮০৮৩৫৬০
	‘‘ক’’ এর উপমোট=	২০১৪৫৩৪২২
ক্রঃ নং	(খ) রেইটঃ	২০১৮-২০১৯
১	লাইটিং	১৭০৪৯৮১৮
২	পানির কর	১৭০৪৯৮১৮
	‘‘খ’’ এর উপমোট=	৩৪০৯৯৬৩৬
ক্রঃ নং	(গ) ফিসঃ	২০১৮-২০১৯

১	লাইসেন্স (ঠিকাদারী)	১৭৭৩১৭৩
২	পশু জবাই	৪৫৯০০০
৩	সিটি দোকান ভাড়া ফিস	৫২৯৩৯৭৯
৪	কোচ কাউন্টার ভাড়া	০
৫	অটো রিক্সা মালিক ও চালক লাইসেন্স ফিস	১৮৯৮৬৯৭৫
৬	সার্ভে য়ারগ্রহন ফিস	১৭৬৩৫২১
৭	নাম খারিজ ফিস (হোল্ডিং ও দোকানঘর বিজ্ঞাপন)	১০০০০০
৮	এ.আর.ভি বিক্রয়	১২৪১২১৩
৯	ইপিআই/এনআইডি	২২৪৪৮৬১
১০	ব্যাংক সুদ	১০০১৯৩৯
১১	সিটি হাসপাতালের ভাড়া	৭৯৯৫০০
১২	উন্নয়ন পরিকল্পনা সনদ	৮৭৭৩৩৩
১৩	ল্যাবরেটরী ফিস	৩৬৪৫১০০
১৪	ট্রেড লাইসেন্স নিবন্ধন	৮১৪৬৬৭
	''গ'' এর মোট=	৩৯০০১২৬১

ক্রঃ নং	(ঘ) অন্যান্যঃ	২০১৮-২০১৯
১	হাট-বাজার ইজারা	৩৭৪৭০৫৩৯
২	বাস টর্মি নাল ও ঢাকা কোচ ষ্ট্যান্ড ইজার	২৬৫২০০০
৩	নিলাম	১২৯১৭৩৩
৪	কবরস্থান	০
৫	রোড রোলার/মিকচার ম্যাশিন ট্রাক ইত্যাদি ভাড়া ।	৩১৭৩৮৬৭
৬	বিভিন্ন ফরম বিক্রয়	৪৫১২১৮০
৭	দরপত্র/সিডিউল-১	৪০০০০০
৮	জরিমানা/সারচার্জ	৯৩৯৩৫৫
৯	পুকুর/জলমহল ইজারা/চিকলী বিল ইজারা	০
১০	খোয়াড় ইজারা।	২৪১৩৩
১১	বাইসাইকেল ষ্ট্যান্ড ইজারা	৩৯৫০০০
১২	গণ-শৌচাগার ইজারা।	৪০০০০
১৩	ফলের আড়ৎ ইজারা	২৬২৭২৫
১৪	মাছের আড়ৎ ইজারা	৮৭১৬০৫১
১৫	এম.বি বিক্রয়-১	০
১৬	সিটি কর্পে ারেশনের এ্যামবুলেন্স/ লাশবাহী গাড়ী ভাড়া।	৬৩৯৬২০
১৭	দোকান ঘরের সেলামী	০
১৮	পরিবেশ প্রত্যয়ন ফি	১২৪২৪৩২৯
১৯	ভ্রাম্যমান আদালত	৩৪৯০৩১
২০	হাউজ বিল্ডিং ভ্যাট	১৯৯৪৯৮১
২১	এফডিআর ভাঙ্গানো	০
২২	চিকলী পার্ক	৩১৮৭৮০৭
২৩	সিনেমা কর	০
২৪	বিবিধ	৮২০০৮০
২৫	উন্নয়ন খাত ব্যতীত সরকারী অনুদান	৩০০০০০০
	''ঘ'' এর মোট=	৮২২৯৩৪৩১
	উপাংশ - ০১ এর উপমোট=	৩৫৬৮৪৭৭৫০

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সংক্ষিপ্ত তথ্য, সাফল্য:

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার নাম	মা ও শিশুর সেবা প্রদানের সংখ্যা

	(২০১৭-১৮)	(২০১৮-১৯)
১। টিকা প্রদান	৪২,৮৮৯ জন	৩১,০২০ জন
২। ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর সংখ্যা (৬ মাস থেকে ৫৯ মাস)	১,২৬,২২৯	১২,৫১৯৮ জন
৩। ছাত্র/ছাত্রী কে কৃমি নাশক ট্যাবলেট খাওয়ানোর সংখ্যা	২,৬৭,১০৩ জন	২,৭০,১১৮ জন
৪। নিউট্রিশন বিষয়ে পরামর্শ	২,০০০ জন	৪,০৫০ জন
৫। টিকা প্রদানের জন্য টোকেন সংগ্রহ করন এবং ভিডিও প্রদানের ডকুমেন্টরি মাধ্যমে প্রদর্শ ন।	১৬,০০০ জন	১৬,৫০০ জন
৬। ডেঙ্গু সচেতনতার জন্য লিফলেট বিতরণ	৪০,০০০ জন	৬০,৫০০ জন
৭। ডেঙ্গু বিষয়ক সচেতনতা নিয়ে স্কুল, পর্য ায়ে ক্যাম্পেইন	২০ টি স্কুল	৩০ টি স্কুল

<u>আধুনিক ও জনবান্ধব সিটি কর্পো রেশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চ্যালেঞ্জ সমুহ এবং এবং এর থেকে উত্তোরণের জন্য গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা:</u>

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ- যাবতীয় আর্থি ক লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং অনলাইন কম্পিউটার সিস্টেম চালুকরণ|

এছাড়াও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত নগর ভবন নির্মা ণ এবং পর্য ায়ক্রমে আঞ্চলিক ও ওয়ার্ড অফিস নির্ম,াণ আধুনিক পর্য টন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে শহরস্থ চিকলীর বিল্লে এ শিশু পার্ক, ওয়াটার পার্ক সহ ১টি থীম পার্ক স্থাপন, সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য "ব-মড়াবৎহবহপব"- সিস্টেমের ব্যবস্থাপনায় অফিস অটোমেশন চালু করা এবং সিটি কর্পো রেশনের সকল শাখাকে কম্পিউটারায়ন করা, পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গার্বে জ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন,

মহা পরিকল্পনা/মাষ্টার প্লান অনুমোদন -পরিকল্পিত নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহা-পরিকল্পনার আওতায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, রোড নেটওয়ার্ক, পরিবহন ও যোগাযোগ পরিকল্পনা, ড্রেনেজ মহা-পরিকল্পনা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, গণশৌচাগার নির্মা ণ ও বাস্তবায়ন করা, নিরাপদ শহর গড়ার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম সূচী গ্রহণ করা, আর্থি ক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দক্ষ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ সিটি কর্পো রেশন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও প্রশাসনিক ও আর্থি ক ব্যবস্থাসহ সিটি কর্পো রেশনের সকল পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কার করা।

৯. ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

আয়তন: ৯০.১৭৩৬ বর্গ কিলোমিটার
ওয়ার্ড সংখ্যাঃ৩৩ টি
অঞ্চল সংখ্যাঃ ৩টি
জনসংখ্যা: ৮ লক্ষ প্রায়
নগরীর মোট হোল্ডিং সংখ্যাঃ ২৯৭৮২টি

সপ্তম-পঞ্চ বার্ষিক কর্ম– পরিকল্পনা এবং SDG এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে চলমান বা বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ:

- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরেময়মনসিংহ নগরীর ৫.০ কি.মি. সড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন, ২.০ কি.মি ড্রেন নির্মাণ/উন্নয়ন, ১.২৫ কি.মি. ড্রেন সংস্কার/মেরামত, ২.০ কি.মি. সড়ক বাতি স্থাপন, ৫.০ কি.মি. সড়ক বাতি সংস্কার/মেরামত, ১.৫০ কি.মি. ফুটপাত নির্মাণ/উন্নয়ন ও সংস্কার/মেরামত করা হয়েছে। নগরবাসীর চিত্ত বিনোদনের জন্য পার্ক উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া নগরীর পরিবেশ উন্নয়ন, সৌন্দর্য বর্ধন ও জলাবদ্ধতা নিরসনসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ চলমান আছে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন শুরু থেকেই আরসিসি/সিসি রাস্তা উন্নয়ন/নির্মাণ করে আসছে।নগরীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মমূখী প্রশিক্ষণ, বস্তি এলাকায় সড়ক বাতি, ফুটপাত ও ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। এডিপির অর্থায়নেতৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ সেক্টর প্রকল্প (টএওওচ-ওওও) এর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে২০.২৬কি.মি সড়ক নির্মান/ উন্নয়ন, ১৬.৪৭কি.মি ড্রেন/ পাইপ ড্রেন ও ১.৫কি.মি ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে।

নাগরিক সেবা প্রদানে / সহজীকরণে গৃহীত/ চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহঃ

- নাগরিক সেবাসমূহ সহজ করার জন্য সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত ও জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা হয়েছে
- ই- টেন্ডার পদ্ধতিতে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে
- জন্মনিবন্ধন ও ভবন নির্মান/প্ল্যান অনুমোদন সংক্রান্ত কার্য ক্রমে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে
- সিটি কর্পোরেশনেরবিভিন্ন তথ্যদি সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে সরবরাহ করা হয়ে থাকে
- সিটি কর্পোরেশনে আগত জনগনের সেবা প্রদানের জন্য তথ্য সেবাকেন্দ্র বিশেষকরে নারী তথ্য সেবা কেন্দ্র খোলা হয়েছে
- ব্যাংকের মাধ্যমে পানির বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে

ওয়ার্ড ভিত্তিক ডিজিটাল সেন্টারেরসংখ্যা, প্রদত্ত সুবিধা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে ৩৩ ওয়ার্ড আছে। সদ্য ঘোষিত ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে ৩ ডিজিটাল সেন্টার আছে।
  প্রদত্ত সুবিধাদি নিম্নরুপ: অনলাইনে জন্মনিবন্ধন, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি, পরীক্ষার ফলাফল জানা, মোবাইল ব্যংকিং, জীবনবীমা সেবা, কৃষিতথ্য/ পরামর্শ, স্বাস্থ্যতথ্য/ পরামর্শ, শিক্ষাতথ্য, নাগরিকসেবা বিষয়ক তথ্য, চাকুরী সংক্রান্ত তথ্য, ইন্টারনেট ব্রাউজ, বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ ইত্যাদি।

- ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন। অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান, অনলাইনে সকল প্রকার সার্টিফিকেট প্রদান,অনলাইনে প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা,অনলাইনে সিটি কর আদায়, অনলাইনে নতুন হোল্ডিং নম্বর পাওয়ার জন্য সহায়তা প্রদান, সড়ক বাতির সংরক্ষণ ও বর্জ্য অপসারণে অনলাইনে অভিযোগ গ্রহণ।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অনুমোদিত কোন উন্নয়ন প্রকল্প নেই। উক্ত সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীতি প্রকল্প ও উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের তথ্যনিম্নরূপ:

স্কীমের নাম (সংক্ষিপ্ত)		ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের বিভন্ন এলাকায় সড়ক উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধন, ড্রেননির্মাণ, ফুটপাত নির্মাণ, গোরস্তান ও শ্বশান ঘাট উন্নয়ন
সংক্ষিপ্তউদ্দেশ্য		▪ সিটি কর্পোরেশন এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সড়ক নির্মাণ

		▪ জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন নির্মাণ ▪ ফুটপাতনির্মাণ ▪ ধর্মীয় পবিত্র স্থান সমূহ তথা কবরস্থান, শ্বশানঘাট, ও ঈদগাহ মাঠের উন্নয়ন ▪ নাগরিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি এবং জীবন মান উন্নয়ন
প্রাক্কলিত ব্যয়		মোট: ৬৩০ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়ন ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছ্ব পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি		▪ ব্যয় ৪৩৫ লক্ষ টাকা ▪ সড়ক, ড্রেন, পাইপড্রেন নির্মাণ ▪ কবরস্থান, শ্মশানঘাট, ও ঈদগাহ মাঠের উন্নয়ন ▪ ফুটপাত নির্মাণ
প্রকল্পেরনাম		প্রান্তিক গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (অর্থায়নে-বাংলাদেশ সরকার, টঘউচ, উঋওউ)
সংক্ষিপ্তউদ্দেশ্য		▪ সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠির নাগরিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি এবং জীবন মান উন্নয়ন। ▪ জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন নির্মাণ। ▪ ফুটপাত নির্মাণ ▪ স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন ▪ বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাকরণ
প্রকল্পব্যয়		৫০০০ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়ন ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি		▪ ৩১৫৬ জনকে আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষন প্রদান ▪ ১৩২০ জনকে ক্ষুদ্র ব্যববসার জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান ▪ ১২০৯ জন ঝরে পড়া শিশুকে শিক্ষা সহায়তা প্রদান ▪ ২০৭ টি হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপন করা হয় ▪ ৩৫১ টি টয়লেট নির্মাণ ▪ ৫.৬৫ কি.মি ড্রেন নির্মাণ ▪ ৭.২৫ কি.মি ফুটপাত নির্মাণ

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি / সাফল্য

ক্রমিক	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি/সাফল্য	পরিমাণ
১	বর্জ্য উৎপাদন	৪০০-৪৫০ টন
২	বর্জ্য ডাম্পিং (শতকরা হার)	৭০%
৩	সলিড ওয়েষ্ট ল্যান্ডফিল	০১ (প্রক্রিয়াধীন-০২ টি)
	ময়লাকান্দা, শম্ভুগঞ্জঃ	৩.১০ একর জমি
৪	মানব বর্জ্য ডাম্পিং পয়েন্ট (ফুলবাড়ীয়া বাসষ্ট্যান্ড)	৩.০৪ একর জমি
৫	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকার মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গতিশীল করা লক্ষ্যে এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ এবং অক্সফাম এর সহযোগিতায় ফুলবাড়ীয়া বাসষ্ট্যান্ড এলাকায় একটি প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে মসিকের নির্ধারিত ফি জমা প্রদানের মাধ্যমে ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার দ্বারা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	
৬	সেকেন্ডারী ট্রান্সফার ষ্টেশন	০৫ টি
৭	এসকেভেটর (জেসিবি) দ্বারা বড় ড্রেন খনন করা হয় এবং এর দ্বারা ড্রেনের মাটি ড্রাম ট্রাকে উত্তোলন করে অপসারণ করা হয়।	০১টি
৮	মিনি পে-লোডার দ্বারা জমাকৃত ময়লা আবর্জনা ড্রামট্রাকে উত্তোলন করে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হয়।	০২ টি
৯	মিনি এসকেভেটর (ববক্যাট) দ্বারা ছোট বড় সকল খোলা ড্রেনের ময়লা আবর্জনা ও মাটি সরাসরি ট্রাকে উত্তোলন করে অপসারণ করা হয়।	০১ টি
১০	ওয়ার্ড পর্যায়ে রাত্রিকালীন রাস্তা ঝাড়– কার্যক্রম চালু করা হয়েছে	১৮ টি ওয়ার্ডে
১১	হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের গতিবৃদ্ধির জন্য আকুয়া	০১ টি

	ময়লাকান্দায় নবওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস লিঃ এর সহযোগিতায় প্লান্ট প্রস্তুত করা হয়েছে।	
১২	রাত্রিকালীন বর্জ্য নিস্কাশন কার্য ক্রম চলমান	১৮ টি ওয়ার্ডে
১৩	গার্বে জ ট্রাক আবর্জনাঅপসারণ কাজে নিয়োজিত	১৯ টি
১৪	পাওয়ার ট্রলী ওয়ার্ডে র ভিতরের গলি রাস্তার আবর্জনা অপসারণ কাজে নিয়োজিত	১৮ টি
১৫	বাড়ী বাড়ী আবর্জনা সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত রিক্সা ভ্যান	৮৩ টি

স্বাস্থ্য বিভাগের ২০১৮-২১০১৯ অর্থ বছরের কার্য ক্রমের বিবরণঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	চলমান কার্য ক্রম
১	ইপিআই কার্য ক্রম	স্থায়ী কেন্দ্র সংখ্যা= ০৩ টি অস্থায়ী কেন্দ্র সংখ্যা= ৭০ (২১ ওয়ার্ডে, নতুন ১২ টি ওয়ার্ডে প্রক্রিয়াধীন) স্থায়ী ও অস্থায়ী কেন্দ্রের সেশন সংখ্যা= ২০৩৫ টি টিকা প্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা= ৮৭৮০ জন টিকা প্রাপ্ত মহিলা=২৩৭০৬ জন সাফল্য= ৯৯%
২	স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের কৃমি নিয়ন্ত্রন কার্য ক্রম	১০৭০০০ জনকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়।
৩	বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সেবা কার্য কক্রম	ইউএইচএসএসপি প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্যসেবা সুযোগ কার্ডে র মাধ্যেমে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয় এবং সিটি কর্পোরেশন ভবনের প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে ১ টা পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সর্ব স্তরের জনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।
০৪	ডায়রিয়া রোগীদের মাঝে স্যালাইন ও প্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণ	২০ হাজার ওরস্যালাইন, ২ হাজার প্যারাসিটামল, ২ হাজার মেট্রোনিডাজল বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
০৫	জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন কার্য ক্রম	(৬-১১) মাস বয়সী শিশুকে ভিটামিন এ খাওয়ানো হয়= ৭০৪৫ (১২-৫৯) মাস বয়সী শিশুকে ভিটামিন এ খাওয়ানো হয়= ৪৩৫৫৯

আধুনিক ও জনবান্ধব সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং এর থেকে উত্তরণের জন্য গৃহীত কর্মপরিকল্পনা :

ক্র.নং	চ্যালেঞ্জসমূহ	উত্তরণের জন্য গৃহীত কর্মপরিকল্পনা
১.	কাঙ্খিত সেবার মানোন্নয়নে পর্যাপ্ত আর্থিক সামর্থের অভাব এবং হোল্ডিং ট্যাক্স ও পানির বিল প্রদানে জনগনের অনাগ্রহতা	সিটি কর্পোরেশন কে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসম্যান্ট ,বাজার এসেসম্যান্ট করার কর্ম-পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।
২.	আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্বলিত নগর ভবন আঞ্চলিক অফিস নির্মাণ	নগর ভবন নির্মাণ এর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে
৩.	অপরিকল্পিত রোড নেটওয়ার্ক, ড্রেনেজ ব্যাবস্থা ,ভূমি ব্যবহার পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যাবস্থা	পরিকল্পিতভাবে রোড নেটওয়ার্ক, ড্রেনেজ ব্যাবস্থা ,ভূমি ব্যবহার এবং পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যাবস্থার কার্য ক্রম চলমান রয়েছে
৪.	পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গার্বে জ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন	জব্ পুপষরহম পদ্ধতি অনুসরণ করে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গার্বে জ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন এর কার্য ক্রমকরা হয়েছে
৫.	আর্থ সামাজিক উন্নয়নের সুযোগের অভাব ও দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম সূচীর স্বল্পতা	আর্থ সামাজিক উন্নয়নের কর্মপরিকল্পনা ও দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে
৬.	প্রয়োজনসংখ্যক লোকবলের স্বল্পতা এবং যানবাহন ও যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা	সাংগঠনিক কাঠামো প্রেরণ এবং যানবাহন ও যন্ত্রপাতির চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১০.কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন

আয়তন : ৫৩.০৪ বর্গ কিলোমিটার
ওয়ার্ড সংখ্যা : ২৭টি
জনসংখ্যা : ০৮(আট) লক্ষাধিক
নগরীর মোট হোল্ডিং সংখ্যা : ৪৪,২৫০টি

০১। **সপ্তম পঞ্চম বার্ষিকী কর্ম পরিকল্পনা এবংSDG – এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান চলমান বা বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ:**

(ক) টচচজচ ও চজঅচ এর মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়ন

(খ) ঔওঈঅ, ডড়ৎষফ ইধহশ, অউই, এড়ই এবং নিজস্ব তহবিলের অর্থায়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট, ফুটপাত ইত্যাদির অবকাঠামোগত উন্নয়ন

(গ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে নিয়মিতভাবে নগরের ড্রেনগুলো পরিষ্কার করা হয় ও পাশাপাশি পানির প্রবাহ ঠিক রাখার
জন্য খাল খনন করা হয়

(ঘ) নগরবাসীকে রাত্রিকালীন নিরাপত্তার স্বার্থে সড়কবাতি স্থাপন করা হয়েছে

(ঙ) সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরবৃন্দ নগরবাসির যাবতীয় সমস্যা সমাধানে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন

(চ) নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য শাখার মাধ্যমে প্রসূতি মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা এবং টীকা প্রদান করা হয়

(ছ) সিটি কর্পোরেশন নগরবাসীকে সুপেয় পানি সেবা প্রদান করে

(জ) সিটি কর্পোরেশন উন্নততর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়াও নগরবাসীর
জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, ফুটপাতের অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করা হচ্ছে

০২। **নাগরিক সেবা প্রদানে/সহজীকরণে গৃহীত/চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ**

(ক) নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডে ২৭টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন

(খ) ই-ট্রেড লাইসেন্স প্রদান

(গ) ই-ফাইলিং

(ঘ) অনলাইন পেমেন্ট

(ঙ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত ট্রাক ট্র্যাকিং সিস্টেম চালুকরণ

(চ) নগর ভবনে আগত শিশুদের ''ব্রেস্ট ফিডিং'' এর জন্য ''মা কর্ণার'' স্থাপন

০৩। **ওয়ার্ড ভিত্তিক ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা প্রদত্ত সুবিধাদি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:**

(ক) ডিজিটাল সেন্টার: ২৭টি

(খ) প্রদত্ত সুবিধাদি:

বিভিন্ন প্রকৃতির সনদপত্র প্রদান	ইন্টারনেট সেবা	অন্যান্য সেবা
১. জন্ম সনদপত্র	১. ই-মেইল	১. বয়স্কভাতা
২. মৃত্যু সনদপত্র	২. বিভিন্ন প্রকার ই-সেবা	২. প্রতিবন্ধী ভাতা
৩. নাগরিক সনদপত্র	৩. অনলাইনে চাকুরীর আবেদন	৩. মাতৃত্বকালীন শিশুভাতা
৩. চারিত্রিক সনদপত্র	৪. অনলাইনে পরীক্ষার ফলাফল বিবরণী	
৪. ওয়ারিশ সনদপত্র	৫. ই-টেন্ডারিং	

৫. বিবাহিত/অবিবাহিত সনদপত্র	৬. অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্সের আবেদন ফরম পূরণ	
৬. প্রত্যয়নপত্র/যাহার জন্য প্রযোজ্য		
৭. মাসিক/বাৎসরিক আয়ের সনদপত্র		

(গ) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: প্রত্যেকটি ডিজিটাল সেন্টারে স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ, তথ্য-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধকরণ ও সেবার মান আরো যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের পরিকল্পনা আছে।

০৪। **সিটি কর্পোরেশনের অধীনে বর্তমান শিশুপার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, কবরস্থান, শ্মশানঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন(জনগণকে সেবা) সংক্ষিপ্ত তথ্য:**

(ক) শিশুপার্ক : ০১টি
(খ) কবরস্থান : ০৫টি
(গ) শ্মশান ঘাট : ০১টি
(ঘ) স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান : নগর মাতৃসদন : ০১টি
নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র : ০৬টি
স্যাটেলাইট ক্লিনিক : ৭২টি

০৫। **সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি/সাফল্য:**

সিটি কর্পোরেশনের ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার সাথে নিত্য বর্জ্যে পরিমাণ অব্যাহতভাবে বেড়েই চলছে। দৈনিক দু'শিফটে বর্জ্য অপসারণ করার পাশাপাশি নগরীর পরিবেশ দূষণমুক্ত ও পরিচ্ছন্নতার সুবিধার্থে বড় বড় ডাস্টবিনের কাছে সকাল ০৮টা থেকে বিকাল ০৪টা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক ময়লার গাড়ি অবস্থান করে সরাসরি গাড়িতে বর্জ্য নিয়ে সেনিটারি ল্যান্ডফিলে অপসারণ করা হয়। এতে সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত পরিবেশে বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য সফলতা এসেছে। পাশাপাশি উন্নতমানের কম্পেক্টরের মাধ্যমে বর্জ্য অপসারণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ময়লা আবর্জনা নির্ধারিত স্যানিটারি ল্যান্ডফিলে ডাম্পিং করা হচ্ছে এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ক্লিনিক ও হাসপাতালের বর্জ্য ডাম্পিং করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন হোটেল রেস্তোরার বর্জ্য স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় অপসারণ করা হচ্ছে।

০৬। **নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানী সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য**

স্থানের সংখ্যা : ১৯১টি
কোরবানীকৃত পশুর সংখ্যা : ১১,৮১৯টি
এ বছরে ০৮ঘন্টায় কোরবানীকৃত পশুর সম্পূর্ণ বর্জ্য অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে।

০৭। **বার্ষিক রাজস্ব আয়/উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণী) :**

ক্রমিক	বিবরণ	আয়
১	গৃহ ও ভূমির উপর কর (বকেয়া)	৫,৬০৩,১৪০.০০
২	গৃহ ও ভূমির উপর কর (হালসন)	৩৩,২২৪,৯৫৩.০০
৩	সারচার্জ	২৪৭,৯৮৭.০০
৪	বিজ্ঞাপন কর	১১,২৯৪,৯১২.৯৬
৫	এম টেক্স	৭,৭৩৩,৫৯২.০০
৬	পেশা, ব্যবসা ও কলিং কর	২৭,৭১০,৭২৬.০০
৭	যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতীত)	৭৪৫,০৯৫.০০
৮	ঠিকাদারী নবায়ন ফি	৩৫৬,৫০০.০০
৯	স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর কর	৮৯,৫৬৯,৩২৯.৬০
১০	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন	৭৮১,২২০.০০
১১	বিভিন্ন সার্টি ফিকে/ নকল	৪২৯,৮৬৮.০০
১২	বিভিন্ন ফরম	৪৪৫,৭২০.০০
১৩	বিভিন্ন দরপত্র ও সিডিউল বিক্রয়	১৩৯,৮০০.০০

১৪	সিটি সম্পত্তি/দোকান ভাড়া	১০,০৮৪,১১৮.০০
১৫	মার্কেট (সেলামী),নামজারী/হস্তান্তর	৮,৯৩৬,২২০.০০
১৬	হাট-বাজার ইজারা	৮,৬৬৪,২০০.০০
১৭	বাস টারমিনাল স্ট্যান্ড ও বেবী, মাইক্রো ইজারা	২,৬২৯,৩০০.০০
১৮	পাবলিক টয়লেট ইজারা	৪৩৩,৯৫০.০০
১৯	ইমারত নির্মাণ/ পুন: নির্মাণ ফি:	২১,৬৫৩,২৩০.০০
২০	রাস্তা কর্তনের জন্য ক্ষতিপূরণ	১৪০,২৪৯.০০
২১	রোড রোলার/মিক্চার মেশিন/ড্রেজার ভাড়া	১,৮১৫,৯৪০.০০
ক্রমিক	বিবরণ	আয়
২২	ডরমেটরী ভাড়া	৩৩০,২০৪.০০
২৩	ই.পি.আই ও অন্যান্য	৮২০,১৪৬.০০
২৪	নিলাম	-
২৫	সরকারী সাহায্য মঞ্জুরী/নগর শুল্কের পরিবর্তে মঞ্জুরী	৮,০০০,০০০.০০
২৬	সরকারী অনুদান (উন্নয়ন)	১২১,৪০০,০০০.০০
২৭	ব্যাংক সুদ	৪১৮,৫১০.০০
২৮	বিবিধ আয়	২৬২,৩১০.০০
	মোট	৩৬৩,৮৭১,২২০.৫৬

৮। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্ম সূচিতে চলমান প্রতিটি প্রকল্পের তথ্য ও ছবি

ধর্ম সাগরের সিটি পার্ক উন্নয়ন কাজ প্রাক্কলিত মূল্যঃ ২৪৯৯৫৫৫১.০০, কাজের অগ্রগতিঃ ১০০% সমাপ্ত

Development of BC Road Start From Dhaka Ctg Tank Road to Ghawcepak Jame Mosjid
প্রাক্কলিত মূল্যঃ ৯৪২৫১৬৪২.৩৫, অর্থ বছরঃ২০১৮-২০১৯, কাজের অগ্রগতিঃ ৬৫% চলমান

Development of R.C.C Drain Start From COLD STORAGE (SHASONGASA BUS
প্রাক্কলিত মূল্যঃ ৮৩৪১৮৯২৪.৪৭, অর্থ বছরঃ২০১৮-২০১৯, কাজের অগ্রগতিঃ ৬৫% চলমান

Development of B.C Road Start From Vatpara Fridom Fighter Ad. Sobhan sharok to Kosba House in word no-01,
প্রাক্কলিত মূল্যঃ ৬৭৪৭৩৭৫০.৫৫, অর্থ বছরঃ২০১৮-২০১৯, কাজের অগ্রগতিঃ ৭০% চলমান

Development of Foothpath Start from Nobab bari chowmohoni to salauddin hotel (Ch.0+00-1+000m) & Comilla Shikkha board to tomsombridge (Ch.0+00-0+520m)
প্রাক্কলিত মূল্যঃ ৬৭৪৭৩৭৫০.৫৫, অর্থ বছরঃ২০১৮-২০১৯, কাজের অগ্রগতিঃ ৭০% চলমান

Construction work of 31 Nos of BC RCC CC Road Brick Drain RCC Drain Retaining wall Culvert Ghatla Electrical work Vehicle Shad and Maintenance & Others work Under Comilla City Corporation Area.

প্রাক্কলিত মূল্যঃ ২০৮৮৮৩১৯.০০, অর্থ বছরঃ২০১৮-২০১৯, কাজের অগ্রগতিঃ ১০০% সমাপ্ত

০৯। **প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সংক্ষিপ্ত তথ্য :** সিটি কর্পোরেশন এবং সিটি কর্পোরেশনের আওতায় পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্পাধীন বিভিন্ন নগর মাতৃসদন ০১টি, নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ০৬টি, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ৭২টি মাধ্যমে ইপিআই, শিশু ও মা-দের স্বাস্থ্য ও প্রসূতি সেবা প্রদান কার্য ক্রম চলমান আছে।

১০। **আধুনিক ও জনবান্ধব সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং এর থেকে উত্তোরণের জন্য গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা:**

(ক) **যানজট** : যানজট জনভোগান্তির মধ্যে অন্যতম একটি। যানজট নিরসনে সিটি কর্পোরেশন নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। এরই মধ্যে নগরীতে ০২টি ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে যানজট কিছুটা নিরসন হয়েছে। তাছাড়া ০২টি সংযোগ সড়ক নির্মাণ, রাস্তা সম্প্রসারণ, ফুটপাত নির্মাণ ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের কাজ চলমান আছে। এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে যানজট থেকে উত্তোরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

(খ) **জলাবদ্ধতা** : জনবান্ধব সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠায় জলাবদ্ধতা অপর একটি প্রতিবন্ধকতা। এর থেকে উত্তোরণের জন্য সিটি কর্পোরেশনের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। প্রতি বছর শুষ্ক মৌসুমে নগরী ও এর আশপাশের বড় বড় খাল ও ড্রেইনসমূহ খনন করা হয়। নগরীর Out-let গুলো অবমুক্ত করার জন্য অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করে নিয়মিত ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়। এর ফলে জলাবদ্ধতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তবে জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধানের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

১১. গাজীপুর সিটি কর্পো রেশন

আয়তনঃ ৩২৯.৫৩ বর্গ কিলোমিটার
ওয়ার্ড সংখ্যাঃ৫৭ টি
অঞ্চল সংখ্যাঃ ০৮ টি
জনসংখ্যাঃ প্রায় ৪০ লক্ষ
নগরীর মোট হোল্ডিং সংখ্যাঃ ১৫১৯২০ টি

১. সপ্তম-পঞ্চবার্ষি ক পরিকল্পনা এবং এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সিটি কর্পো রেশনের চলমান বাস্তবায়িত কার্য ক্রম সমূহঃ

গাজীপুর সিটি কর্পো রেশন এরিয়ার ভিতরে রোড নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে রাস্তা উন্নয়ন ও সম্প্রসারনের কাজ চলমান আছে এবং ইতিমধ্যেই ঔওঈঅ এর আর্থি ক সহায়তায় ঈরঃু এড়াবৎহধহপব চৎড়লবপঃ (ঈএচ) এর মাধ্যমে ৮৭.৬২৫ কিলোমিটার রাস্তা এবং ৩৮.৯২৫ কিলোমিটার ড্রেন এর উন্নয়ন কাজ চলমান আছে। অন্যদিকে অংরধহ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ইধহশ (অউই) এর আর্থি ক সহায়তায় ঈরঃু জবমরড়হ উবাবষড়ঢ়সবহঃ চৎড়লবপঃ (ঈজউচ) এর মাধ্যমে ১২.০০ কিলোমিটার রাস্তা ২৫ কিলোমিটার ড্রেন, ১৫ টি উৎপাদক নলকূপ, ৫০ কিলোমিটার পাইপ লাইন, ৩০৬৩ টি সোলার ষ্ট্রিট লাইট স্থাপন করা হয়েছে, গাজীপুর সিটি কর্পো রেশনের যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্পটি ১৫.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিপিপির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং নিজস্ব অর্থ ায়নে প্রায় ২৩২ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ১৪৫ কিঃ মিঃ পাকা রাস্তা মেরামত, ২০ কিঃ মিঃ ফুটপাত, ৬০ কিলোমিটার ড্রেন নির্ম াণ করা হয়েছে এবং ডিপিপির মাধ্যমে ইতিমধ্যে প্রায় ৬৬০ কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা (ডিপিপি) বাস্তবায়নাধীন আছে, এছাড়াও ১৫১০.০০ কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা (ডিপিপি) গাজীপুর সিটি কর্পো রেশন এর ''০১ থেকে ০৫ নং জোনের অভ্যন্তরীণ রাস্তা, নর্দ মাও ফুটপাত নির্ম াণ' শীর্ষ ক প্রকল্পের অনুমোদন হয়েছে যাবাস্তবায়নাধীন আছে। ৩৮.২২৮ কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা (ডিপিপি) ''গাজীপুর সিটি কর্পো রেশনের রাস্তা উন্নয়নের জন্য ০১ টি এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট স্থাপন '' অনুমোদন হয়েছে যা বাস্তবায়নাধীন আছে। ৩৮২৮.০০ কোটি টাকার ০১ (এক) টি উন্নয়ন পরিকল্পনা (ডিপিপি) গাজীপুর সিটি কর্পো রেশন এর ''বিভিন্ন জোনের প্রধান সংযোগ রাস্তাগুলি প্রশস্থকরণসহ নর্দ মা ও ফুটপাত নির্ম াণ শীর্ষ ক প্রকল্পের অনুমোদন হয়েছে যা বাস্তবায়নাধীন আছে। এশীয়া উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) অর্থ ায়নে সিআরডিপি২ (CRDP-2) প্রকল্পের মাধ্যমে ০২ টি প্যাকেজে সর্ব মোট১১২ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন। অন্যদিকে প্রায় ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিপিপি এর মাধ্যমে বিদ্যুতায়নের কার্য ক্রম চলমান আছে।

২. নাগরিক সেবা প্রদান ও সহজীকরণের লক্ষ্যে গাজীপুর সিটি কর্পো রেশন বিভিন্নপদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:
গাজীপুর সিটি কর্পো রেশনের৫৭টি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড ভিত্তিক ডিজিটাল সেন্টার চালু করা হয়েছে। বর্তমানে গাজীপুর সিটি কর্পো রেশনে ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা৫৭টি। ডিজিটাল সেন্টার সমুহে বিভিন্ন ধরণের সুবিধা দেয়া হয়। ই-মেইল করা যায়, বিভিন্ন স্থানে কাগজপত্র পাঠানো হয় কম্পিউটার কম্পোজ, বিভিন্ন তথ্যাদি আদান প্রদান, অন লাইন সুবিধা, বিভিন্ন ই-সেবা প্রদান করা হয়। জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতে ডিজিটাল সেন্টার সমুহকে আরও আধুনিক করে সুবিধা বৃদ্ধিসহ সম্প্রসারণ করা হবে।

৩. গাজীপুর সিটি কর্পো রেশনে বাজার নির্ম াণ/সংস্কার, বাস-ট্রাক টার্মি নাল নির্ম াণ, পার্ক উন্নয়ন, কমিউনিটি সেন্টার নির্ম াণ/সংস্কার, কবরস্থান উন্নয়ন, খেলার মাঠ উন্নয়ন, বস্তি এলাকার উন্নয়ন, পশুর হাট উন্নয়নসহ অন্যান্য উন্নয়ন কার্য্যক্রমে ১১.৫০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

৪. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যঃ

- প্রতিদিন বাড়ি-বাড়ি/ মার্কেট থেকে ভ্যানের মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহ করে সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশনে জমা করে চুড়ান্ত অপসারণ করা হয়।
- নগরীর অতি গুরুত্ব পূর্ণ রাস্তা ও ড্রেন নিয়মিত পরিস্কার করে বর্জ্য অপসারন করা হয় এবং পরিচ্ছন্ন কার্য ক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হয়।
- ২৬ ও ২৮ নং ওয়ার্ডে র২৭ টি ক্লিনিক/ডায়গনষ্টিক/ হাসপাতাল থেকে মেডিকেল বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়।
- আনুমানিক বছরে ১২৬০০ মে: টন পরিমাণ কঠিন বর্জ্য, ২০০ মে: টন পরিমাণ মেডিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং আনুমানিক ১৯ কিমি: ড্রেন ও রাস্তা নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। সিটি

কর্পোরেশনের বর্জ্য অপসারনের জন্য প্রতি পরিবার থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে তা সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত স্থানে রাখার জন্য বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে ওয়ার্ড ভিত্তিক দায়িতব প্রদান করা হয়েছে। জনগনের সুবিধার্থে বর্তমানে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন রাতের বেলায় ময়লা আবর্জনা অপসারণ করে থাকে।

৫. নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানীর বিষয়ে ২০১৯ সালের তথ্যাদি-
স্থানের সংখ্যা:-৪৮৭ টি, কোরবানীর পশুর সংখ্যা:- ৩৪,৩৫৮টি। বিগত বছরের তুলনায় এই বছর বেশী পরিমানে কোরবানীর পশু সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পশুকোরবানী করা হয়েছে।

৬. ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্ম সূচীর চলমান প্রতিটি প্রকল্পের তথ্য:

প্রকল্পের নাম	:	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যুৎ অপচয় রোধ ও সাশ্রয়ের জন্য সোলার প্যানেল এনার্জি সেইভার সড়ক বাতি স্থাপন করণ।
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	রাস্তায় সড়কবাতি সমূহের উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিকদের রাত্রীকালীন সময়ে যাতায়াত নির্বিঘ্নে পথচারীদের চলাচল ও নিরাপদ ব্যবস্থার উন্নতি করন ও সহজীকরণ এবং আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতিকরণ হবে।
প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়) (জিওবি ও সিটি কর্পোরেশন)	:	২২.৫০ (জিওবি=১৫.৭৫, জিসিসি=৬.৭৫)
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	(জানুয়ারি-২০১৭ হতে ডিসেম্বর-২০১৯), ৮২%

প্রকল্পের নাম	:	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(রাস্তা ও ড্রেন)।
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	ক) নতুন রাস্তা নির্মাণ ও বিদ্যমান রাস্তার উন্নয়ন ও প্রশসত্ম করণের মাধ্যমে যানযট নিরসন করা। খ) নতুন ড্রেন নির্মাণ এর মাধ্যমে নগরের জলাবদ্ধতা নিরসন করা।
প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়) (জিওবি ও সিটি কর্পোরেশন)	:	৬৬০.৮২২৭ (জিওবি=৬২৮.৬৫, জিসিসি=৩২.১৬)
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	(জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১), ১৯%

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্তা ও ড্রেন) প্রকল্পের চলমান কাজের বাস্তব চিত্রঃ

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্তা ও ড্রেন) প্রকল্পের চলমান কাজের বাস্তব চিত্রঃ

প্রকল্পের নাম	:	গাজীপুর সিটি কর্পো রেশন এর ০১ থেকে ০৫ নং জোনের অভ্যন্তরীণ রাস্তা, নর্দ মা ও ফুটপাত নির্মণ।
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	ক) রাস্তা সমূহের উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিকদের যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করা; (খ) রাস্তাসমূহ নির্ম ণের মাধ্যমে যানবাহনসমূহ মসৃণভাবে চলাচল এবং যানজট কমিয়া আনা; (গ) ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ; (ঘ) ফুটপাত নির্ম াণের মাধ্যমে পথচারীদের চলাচল নিরাপদ ও সহজীকরণ; এবং (ঙ) আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতিকরণ।
প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়) (জিওবি ও সিটি কর্পো রেশন)	:	১৫১০.০০ (জিওবি=১৫১০.০০ , জিসিসি=০০.০০)
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর পর্য ন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	(জুলা্ই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১), ৮%

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর ০১ থেকে ০৫ নং জোনের অভ্যান্তরীন রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাত নির্মান কাজের বাস্তব চিত্রঃ

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্তা ও ড্রেন) প্রকল্পের চলমান কাজের বাস্তব চিত্রঃ

প্রকল্পের নাম	:	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা উন্নয়নের জন্য একটি এসফল্ট প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প।
সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	রাস্তার উন্নয়নের মাধ্যমে যাতায়াতের নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও যানজট নিরসন।
প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়) (জিওবি ও সিটি কর্পোরেশন)	:	৩৮.২২৮৫ (জিওবি=৩০.৫৫, জিসিসি=৭.৬৭)
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	(জানুয়ারী-২০১৯ থেকে ডিসেম্বর -২০১৯ পর্যন্ত), ৩২.৭৩%

এ্যাসফল্ট কাজের বাস্তব চিত্র

৭. বার্ষি ক রাজস্ব আয়ের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	মোট
১.	টেক্স	৫৪১৭১৫৪৯৮.০০
২.	ফিস	২১৫০২০৯২৯.০০
৩.	ইজারা	৪৮০৮৩৯৯০.০০
৪.	অন্যান্য	৬৭৬৮৮৯৬০০.০০
৫.	পানি সরবরাহের আয়	১৬২১৫৪০০০.০০
৬.	ট্রেড লাইসেন্স ফি	১১৭৫৩০০০০.০০
৭.	সম্পত্তি হস্তান্তর কর	৪৫৪৫৭০৫০০.০০
	মোট =	**২২১৫৯৬৪৫১৭.০০**

৯) প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত তথ্য:

০ থেকে ১৫ মাস বয়সী শিশু এবং ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের টিকাদান, সকল জোনে অনলাইনে জন্মসনদ প্রদান করা হয়। নিয়মিত পরিদর্শন ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। বছরে দুইবার স্কুলগামী ও বহিরাগত ছাত্রছাত্রীদের কৃমিনাশক ট্যাবলেট সেবন করানো হয়। অস্বাস্থ্যকর ভবন চিহ্নিত করে নোটিশ দেয়া হয়।

১০) চ্যালেঞ্জসমূহ ও কর্ম পরিকল্পনা:

সিটি কর্পোরেশনের সীমানার অভ্যন্তরে বাণিজ্যিক, শিল্প এবং আবাসিক হোল্ডিং সংখ্যা চিহ্নিত করে হোল্ডিং কর নির্ধারণ ও আদায়ের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের অর্থের সংস্থান করা। গুরত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামোগুলো পরিকল্পিত ভাবে চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়নের ব্যবস্থা করা এবং সর্বোচ্চ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কাজের গতিশীলতা আনয়ন করা।

আরবান পাবলিক এন্ডভায়রনমেন্টাল হেলথ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প

বাস্তবায়নে: স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্পের ভূমিকা:

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরবান পাবলিক এন্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ্ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাল ২০১০ সাল হতে জুন ২০১৮ পর্য ন্ত পুনরায় প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত হওয়ায় বাস্তবায়ন কাল জুন ২০২০ পর্য ন্ত বর্ধি ত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ও এশীয়উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থি ক ও কারিগরিসহযোগীতার মাধ্যমে প্রকল্প ভূক্ত ৭(সাত) (ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) সিটি কর্পো রেশন এলাকায় নগর জনস্বাস্থ্য, সুস্থ পরিবেশ, সিটি কর্পো রেশন সমূহের আর্থি ক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নগাইড লাইন, উপবিধি প্রণয়ন, কারিগরী ও আর্থি ক সহায়তা প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক০৪টি গাইড লাইন/ নির্দে শিকা সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পো রেশন সমূকে অনুসরণ করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি প্রোগ্রাম লোন এবং প্রকল্প সাহায্য সমন্বয় গঠিত। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুন ২০২০ পর্য ন্ত বর্ধি ত হওয়ায় প্রকল্পের মোটপ্রকল্প ব্যয় (রাজস্ব ব্যয় সহ): ৭০,৮২০.০০ লক্ষ টাকা, এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্যঃ ১৮,৮৪৫.০০ লক্ষ টাকা (২৪.১৬ মিলিয়ন ইউ এস ডলার) এবং জিওবি (রাজস্ব ব্যয়): ৫১,৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

(ক) প্রকল্পভূক্ত সিটি কর্পো রেশন সমূহকে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে নগর এলাকার জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যগত ও পরিবেশগত অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

(খ) প্রকল্পভূক্ত সিটি কর্পো রেশন ও পৌরসভা সমূহের আর্থি ক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং স্বনির্ভ রতা অর্জনের লক্ষ্যে কম্পিউটারাইজেশনের কার্য ক্রম গ্রহণ।

(গ) নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ খাদ্য ও পানীয় ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিক সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

কর্ম এলাকা ও কর্ম পন্থা

প্রকল্পভু ০৭টি সিটি কর্পো রেশন(ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, নিরাপদ খাদ্য ও পানীয় ব্যবস্থার উন্নয়ন, আর্থি ক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং স্বনির্ভ রতা অর্জনের লক্ষ্যে কম্পিউটারাইজেশনের কার্য ক্রম গ্রহণ।

কর্ম এলাকায়২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্য ক্রম

(ক) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্পভূক্ত সিটি কর্পো রেশন(ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) এ মোট ২৮টি সেকেন্ডারি ট্রান্সফার ষ্টেশন নির্মা ণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে ৬৭৫টি রিক্সা ভ্যান, ১৮টি হাইড্রোলিক ডাম্প ট্রাক, ৪টি ট্রাক্টর, ৮টি ট্রেইলর ও ১,০২,৬০০ প্লাস্টিক বিন সরবরাহ করা হয়েছে।

(খ) খাদ্য নিরাপত্তা: ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পো রেশনএর আওতাধীন ০১টি আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার ও একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পো রেশনে ১টি আধুনিক খাদ্য পরিক্ষাগার নির্মা ণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সংশ্লিষ্ট খাদ্য পরিক্ষাগার ২টির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি, গ্লাস ওয়ার এবং কেমিক্যাল সরবরাহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতিগুলো স্থাপন এবং কেলিব্রেশন সম্পন্ন শেষে কার্য ক্রম চলমান আছে। এ ছাড়া চুক্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২ বছরের জন্য সার্ভি স ডেলিভারির কাজ চলমান আছে। নির্মিত আধুনিক খাদ্য পরিক্ষাগার দু'টির জন্য ৩টি মাইক্রোবাস ও ২টি রেফ্রিজারেটর ভ্যান সরবরাহ করা হয়েছে।

(গ) ফাইন্যানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট এন্ড মিউনিসিপাল ফিন্যান্স: এই কম্পোনেন্টের আওতায় ০৭টি সিটি কর্পো রেশনের (ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) প্রচলিত ব্যবস্থার উন্নয়ন, পাইলটিং, উড়ঁনষব উহঃৎু অপপৎঁধষ অপপড়ঁহঃরহম সিস্টেম এবং জবাবহঁব গধহধমবসবহঃ সিস্টেম উন্নয়ন এবং সংস্কারের জন্য ওয়েব বেস্ড এপ্লিকেশন সফট্ওয়ার সরবরাহ এবং স্থাপন করা হয়েছে। দুইটি পাইলটিং সিটি কর্পো রেশনে(ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ) প্রয়োজনীয় হার্ড ওয়্যার এবং নেটওয়ার্কিং সিস্টেম এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কাজের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মধ্যে ন্যাশনাল আরবান ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। উড়ঁনষব উহঃৎু অপপৎঁধষ অপপড়ঁহঃরহম সিস্টেম এবং জবাবহঁব গধহধমবসবহঃ সিস্টেম উন্নয়নের জন্য সফট্ওয়ার উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং দুইটি পাইলটিং সিটি কর্পো রেশন(ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ) এর কাজ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন

ও সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫টি সিটি কর্পো শেনে (চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) সফট্ওয়ার স্থাপন করা হয়েছে এবং ডাটা এন্ট্রির কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

(ঘ) পৌরসভার হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ অটোমেশন করা: ৩২৮টি পৌরসভার হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ অটোমেশন করার লক্ষ্যে দরপত্র আহবানের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত অটোমেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০৮ জন ওহফরারফঁধষ ঈড়হংঁষঃধহঃ নিয়োগ করা হয়েছে।

<u>প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অর্জন:</u>

প্রকল্পের জুন ২০১৯ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি৬০% এবং আর্থি ক অগ্রগতি৩৩%।

“ইইউ সাপোর্ট টু হেলথ এন্ড নিউট্রিশন টু দি পুওর ইন আরবান বাংলাদেশ” শীর্ষক প্রকল্প

বাস্তবায়নে: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য	:	শহর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে সমন্বিত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ক সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নয়ন করা।
প্রকল্প ব্যয় (জিওবি ও সিটি কর্পোরেশন)	:	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২১,৯৩৯.৫৩ লক্ষ টাকা (জিওবিঃ ৩৭২.৫৩ লক্ষ টাকা, ইইউরোপিয় ইউনিয়ন: ১৯,৮০০.০০ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্যঃ ১,৭৬৭.০০ লক্ষ টাকা।)
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৮ - ১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। ২০১৮ - ১৯ অর্থ বছরপর্যন্তক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আর্থিক (শতকরা হারসহ): ৬,৯৭৬.৩৪ (৩২%) এবং ভৌত (শতকরা হারসহ)- ৬০%

‘প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প’

বাস্তবায়নে: স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	১. নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন ও কমিউনিটি ভিত্তিক কার্য ক্র ২. কর্ম সংস্থানমুখী দক্ষতা উন্নয়ন ৩. দুর্যে াগ ও জলবায়ু সহনীয় ভৌত অবকাঠামো উন্নতিকরণ ৪. দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বাসস্থান নির্ম াণ ও গৃহায়ণ সহায়তা ৫. প্রকল্পভুক্ত পৌরসভা ও সিটি কর্পে ারেশনসমূহের নগর ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
প্রকল্পের ব্যয় (জিওবি ও পিএ)	:	মোটঃ ৮২,৬১২.০০ (লক্ষ টাকায়) জিওবি : ১২,৮১৮.৫০ পিএ : ৬৯,৭৯৩.৫০
বাসত্মবায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাসত্মবায়ন অগ্রগতি	:	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ ও মোটঃ ৭,৯৮৬.০০ (লক্ষ টাকায়) জিওবি : ৩.৫৩৫ পিএ : ৭,৯৮২.৮৪

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নিম্নোক্ত সিটি কর্পে ারেশন/পৌরসভায় বসবাসরত প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এর আওতায় নিম্মোক্ত অনুদান প্রদান করা হয়:

ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন:

সিটি/পৌরসভা	ল্যাট্রিন	সেপটিক ট্যাংক	কমিউনি ল্যাট্রিন	টিউবওয়েল	টিউবওয়েল পস্ন্যাটফরম	ফুটপাত (মিটার)	ড্রেন (মিটার)	ড্রেন সস্ন্যাব (মিটার)
পটুয়াখালী	১৪৫	০	১	৫৩	৫৩	৩৭৭৭.৫০	৬৫০.৫০	৪২২.৫০
কুষ্টিয়া	৯৪	০	০	৬	২৮	১০৩৩৮.০০	২৮৪৯.০০	২৫৪১.০০
চাঁদপুর	৪৮	১৪	২	১৪	১৪	৩৪০১.৭০	২২৯৮.১৫	২৩১২.১৫
ময়মনসিংহ	৩১০	১	০	১৮৪	১৮৪	৫৫৫২	৪৬৫৮	৪৫৩২
ফরিদপুর	১৯০	০	০	৭৬	৭৬	১১২৬.১৯	৩৩৫.২৮	৪১৩.০১
নারায়নগঞ্জ	২৫৪	১	৩	০	০	৬৬২৯.৯০	৪৪৭৫.৩৩	৪৪৪২.০৬
খুলনা	৮৯২	০	৬	০	০	২৩০৮৮.৯৫	৫২৯৯.৩০	৩৯১৯.৯১
চট্টগ্রাম	৫৭০	০	১৪	৬৮	০	৫৭৮২.৮৮	১৯৮৬.২৬	১২০০.৭৮
সিলেট	২১১	০	০		০	৫৬৩৯.২১	১৫৪৮.৩৯	১১৭৮.০১
মোট	**২৭১৪**	১৬	২৬	৪০১	৩৫৫	**৬৫৩৩৬.৭৩**	**২৪১০০.৫১**	**২০৯৬১.৭২**

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নঃ

সিটি/পৌরসভা	শিক্ষানবীশ সহায়তা	ব্যবসা সহায়তা	শিক্ষা সহায়তা
পটুয়াখালী	০	০	০
কুষ্টিয়া	০	০	০

চাঁদপুর	১২৪	২৬৭	৭১৫
ময়মনসিংহ	৬২৭	১৩২০	১২০৯
ফরিদপুর	০	০	০
নারায়নগঞ্জ	৪৪২	৬৬১	৮২৮
খুলনা	১৮২৫	৩২৭৯	৩৮১৫
চট্টগ্রাম	৮৮১	৫১৪৪	৩৩৯৭
সিলেট	৮১৫	১৩৫৭	১৫২৬
ঢাকা	৫৪৮	১৭৭৩	২৩৩৩
মোট	**৫২৬২**	১৩৮০১	১৩৮২৩

‘ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পো রেশন(C4C)’ শীর্ষ ক প্রকল্প

বাস্তবায়নকারী সংস্থা :	স্থানীয় সরকার বিভাগ
সহযোগীতায়:	জাইকা
প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পো রেশনসমূহ:	নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর ও গাজীপুর সিটি কর্পো রেশন
প্রকল্পের মেয়াদ:	জানুয়ারি ২০১৭ – জানুয়ারি ২০২০
বাজেট:	জাইকা: জাপানি ইয়েন ৫১৬.৭১ মিলিয়ন (বাংলাদেশ টাকা ৩,৪৪৬.৪৫ লক্ষ) বাংলাদেশ সরকার: বাংলাদেশ টাকা ৪০০ লক্ষ মোট: ৩৮৪৬.৪৫ টাকা
	প্রকল্প ব্যয়: ২০১৮ - ২০১৯ জিওবি: ২৮ লক্ষ টাকা ও জাইকা: ৮০৫ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য:	প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার বিভাগের নগর উন্নয়ন উইং এর সুদৃঢ় ভূমিকার মাধ্যমে সিটি কর্পো রেশনসমূহের প্রাঠিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। C4C প্রকল্পটি জাইকা লোনের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত সিটি গভর্ন্যান্স প্রকল্পের (সিজিপি) আইসিজিআইএপি (ওঈএওঅচ ওহপষঁংরাব ঈরঃু এড়াবৎহধহপব ওসঢ়ৎড়াবসবহঃ অপঃরড়হ চৎড়মৎধস) কার্য ক্রমসমূহ পরিচালনায় সম্পূরক ও জোরদারকরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে। প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) এর সহায়তায় সিটি কর্পো রেশনসমূহের পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০৩০, আইনি উপকরণ, নির্দে শিকা ও ম্যানুয়েল্ প্রশিক্ষণ এবং সিটি কর্পো রেশনের মাঠ পর্য ায়ের কার্য ক্রমগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর সিটি গভর্ন্যান্স প্রকল্পের (সিজিপি) অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সিটি কর্পো রেশনসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণে কার্য ক্রম বাস্তবায়ন করছে।
প্রকল্পের আউটপুট	আউটপুট-১: প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পো রেশনসমূহের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নে কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; আউটপুট-২: প্লান-ডু-চেক-একশন (পিডিসিএ) কৌশলে কার্য ক্রমপরিচালনা করে প্রশাসনিক উন্নতিকরণ; আউটপুট-৩: সিটি কর্পো রেশনের নিজস্ব রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য যথাযথ কর নির্ধ ারণ ও আদায়ের কৌশল ও প্রক্রিয়া উন্নতিকরণ; আউটপুট-৪: সিটি কর্পো রেশনের বাজেট ও ব্যয় ব্যবস্থাপনার উন্নতিকরণে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ

(২) প্রকল্পের প্রধান অর্জনসমূহ ও পরবর্তী পদক্ষেপ

আউটপুট	ডেলিভারেবলস	এলজিডি কর্তৃক	পরবর্তী পদক্ষেপ

		পর্যালোচন	
আউটপুট ১ (কৌশলপত্র, আইনি উপকরন ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা)	▪ প্রকল্পভূক্ত সিটি কর্পোরেশনসমূহের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০২০ - ২০৩০ এর প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে	কৌশলপত্রের রূপরেখা এলজিডি ও সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে	▪ খসড়া কৌশলপত্রটি নভেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে এলজিডি কর্তৃক পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে। ▪ সকল সিটি কর্পোরেশনের সাথে শেয়ার করা ও তাদের মতামত ও পরামর্শের জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করা হবে।
	▪ সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত আইনি উপকরণসমূহ (আইন, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, আদেশ ও পরিপত্র) সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত একটি সংকলন (কম্পেন্ডিয়াম) প্রস্তুত করা হয়েছে।	এলজিডি ও সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পর্যালোচনা করে প্রিন্টিং সম্পন্ন করা হয়েছে	
	▪ ৬ টি আইনি উপকরণের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে	২টি প্রবিধান (১) নাগরিক মতামত এবং অভিযোগ প্রতিকার (সিএফজিআর) এবং (২) স্থায়ী কমিটি বিষয়ক দু'টি প্রবিধানের খসড়া স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এ দুটিকে মডেল প্রবিধান হিসেবে সিটি কর্পোরেশনে প্রেরণ করা হবে।	অবশিষ্ট ৪টি আইনি উপকরণ; (৩) সিটি কর্পোরেশন (জন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যাবলি) উপ-আইনমালা ২০১৯ (৪) সিটি কর্পোরেশন (কসাইখানার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, পশু জবাই, পশুর মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন, আটক ও বাজেয়াপ্তকরণ) উপ-আইনমালা ২০১৯ (৫) সিটি কর্পোরেশন (অযান্ত্রিক যানবাহন ও উহার মালিক এবং চালকের লাইসেন্স প্রদান, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ) উপ-আইনমালা ২০১৯ এবং (৬) সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচিত জন প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণের সম্পর্ক) আচরণ বিধিমালা ২০১৯ এলজিডি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হবে।
	▪ সিটি কর্পোরেশনের আইনি পরিকাঠামোসংক্রান্ত	এলজিডি কর্তৃক পর্যালোচনা সম্পন্ন হয়েছে	

	হ্যান্ডবুক এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে		
	▪ প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশনের জন্য৫ বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।	এলজিডি কর্তৃক প্রাথমিক পর্যালোচনা সম্পন্ন হয়েছে	চূড়ান্ত পর্যালোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে
আউটপুট ২ (প্রশাসনিক উন্নতিকরণ)	▪ প্রশাসনিক উন্নতিকরণের নির্দেশিকা		এলজিডি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হবে
	▪ কার্য-প্রক্রিয়া উন্নতিকরণের নির্দেশিকা		এলজিডি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হবে
	▪ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের নির্দেশিকা	সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের খসড়া ফরমেট তৈরী সম্পন্ন হয়েছে নির্দেশিকা প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে	সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরীর নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হবে এবং এলজিডি কর্তৃক পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে।
	▪ নাগরিক সম্পৃক্ততার নির্দেশিকা		এলজিডি কর্তৃক পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে।
আউটপুট ৩ (কর ব্যবস্থাপনা)	▪ কর ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল	কর ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, বাজেট ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ও আর্থিক প্রক্ষেপণের প্রাথমিক রূপরেখা পর্যালোচনা সম্পন্ন হয়েছে	কর ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, বাজেট ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ও আর্থিক প্রক্ষেপণ প্রস্তুত সম্পন্ন হবে এবং এলজিডি কর্তৃক পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে।
আউটপুট ৪ (বাজেট ব্যবস্থাপনা)	▪ বাজেট ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল		
	▪ আর্থিক প্রক্ষেপণ: পদ্ধতি, ফলাফল ও নীতিগত প্রভাব		

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও ক্রস-কাটিং

- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, পরিকল্পনা এবং আইন/উপ-আইন/প্রবিধান সম্পর্কে ২টি লার্নিং এন্ড ডায়ালগ জাপানে অনুষ্ঠিত হয়েছে
- নগর পরিকল্পনা, আর্থিক প্রক্ষেপন্ বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত স্থানীয়সরকার ব্যবস্থা, পরিকল্পনা এবং আইন/উপ-আইন/প্রবিধান সম্পর্কে ৩টি লার্নিং এন্ড ডায়ালগ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে
- প্রকল্পের যৌথ সমন্বয় সভা ১টি অনুষ্ঠিত হয়েছে
- প্রকল্পের ওয়াকিং গ্রুপের সভা ২টি অনুষ্ঠিত হয়েছে